চিকানা

শফীউদ্দীন সরদার

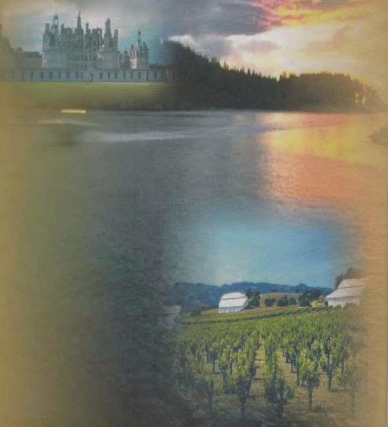

www.pathagar.com

ঠিকানা

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

শফীউদ্দীন সরদার

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১/৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ২৮৯

১ম প্রকাশ

শাবান	১৪২২
কার্তিক	১৪০৮
অক্টোবর	২০০১

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৮৪.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

THIKANA by Shafiuddin Sarder. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Net Price : Taka 84.00 Only

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

"ঠিকানা" আমার ১৫নং ঐতিহাসিক উপন্যাস। পাকিস্তান মুভ্‌মেন্ট এর প্রেক্ষাপট।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী থেকে, অর্থাৎ ১২০৩ খৃষ্টাব্দ থেকে পাকিস্তানের জন্ম তথা ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে সাত শত বছরের বাংলার মুসলিম ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে ১৫খানা উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো। ১৫খানাই উপন্যাস। ইতিহাস এসেছে প্রেক্ষাপট হিসাবে। ইতিহাসকে জ্ঞাতসারে একবিন্দুও বিকৃত করা হয়নি। বরং যা গোপন করে রাখা ছিল, তা প্রকাশ করা হয়েছে। গবেষণার পেছনে শ্রম ও সময় লেগেছে প্রচুর।

স্ত্রী-কন্যা-পুত্র, জামাই, পুত্রবধূ ও নাতী-নাতনীদের প্রতি এযাবত কোনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়নি আমার। অথচ এদের সকলেরই কমবেশী সহযোগিতা আছে আমার এ দীর্ঘ সাধনার পেছনে। তাদের সবার প্রতি তুল্যহারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ করে এ 'ভূতের বেগারের' মুখে হামেশাই '—টা' মারতে এসে বরাবরই চা-টা দিয়ে ও নানাভাবে সাহায্য করেছেন আমার সহধর্মিনী বেগম সুফিয়া খানম। বিঘ্ন সৃষ্টি করতে গিয়ে অবশেষে নির্বিঘ্নে মেনে নিয়েছেন আমার এ সুদীর্ঘ ধ্যানমগ্ন জীবন। কৃতজ্ঞতার সাথে সহধর্মিনী সুফিয়া খানমকে জানাই অপরিসীম প্রীতি ও অশেষ ধন্যবাদ।

বন্ধু বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী, প্রকাশক ও পাঠকদের প্রতি আমি বরাবরই কৃতজ্ঞ।

শফীউদ্দীন সরদার
শুকলপট্টি
পোষ্ট+জেলা-নাটোর।
ফোন : ০৭৭১-৬২২৯০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১

ইংরেজ রাজত্বে বাস করে জমি-জিরাত চাষ করে খাওয়াই যাদের নসীব লিখন, তাদের পক্ষে উঁচে উঠার আশ, গলায় ফাঁশ পরার দুর্মতিরই শামিল। কড়িকাঠে ঝুলে গেলে হাত দেড়েক উপরে উঠা যায় বটে, কিন্তু আশা পূরণের সোয়াদ পাওয়ার আগেই বাসা ছেড়ে পালিয়ে যায় প্রাণপাখী। ব্যাপারটা ঠিক ঝুলে পড়ার মতো এত কঠিন না হলেও, উপরে উঠার জিল্লতিতেই জাগ খেয়ে যায় জিন্দেগী, সাধ পূরণের সন্তুষ্টি বিস্বাদ লাগে তখন। ইমামহাটির আনোয়ার হোসেন এ জিল্লতির জের টানছে জোরেশোরে।

চোখ ধাঁধানো ডিগ্রী নিয়ে কলিকাতার শান বাঁধানো অলিগলি বেধড়ক ঘুরে বেড়ানোর পর পলি-পড়া পল্লীতেই ফের ফিরে এলো আনোয়ার হোসেন। চেপে বসলো বাপমায়ের ঘাড়ের উপর। আহার-আবাস সমস্যার এ সনাতন সমাধানই বেছে নিতে হলো তাকে। সারা শহর তন্নতন্ন করে এমন কোনো অন্নশালার সন্ধান সে পায়নি, যে অন্ন বিপন্নজন লা-খরচা খাবে। ওদিকে ফের, পুলিশের অত্যধিক উৎপাতে ফুটপাতে পড়ে থাকার ঠাঁইটুকুও মিলেনি তার। বেচারা আর করে কি ?

মাঠে তার আব্বাজানের জমি আছে অনেক, কিন্তু শহরে তাঁর জন নেই একজনও। শহর-নগর উত্তমজনের আবাসভূমি। অগ্রগামী ভদ্রজনের জায়গা। পেছনে পড়া অধমের স্থান পল্লীতে। আন্‌কাল্‌চারড্‌ কিষাণেরা বাস করে সেখানে। আদ্দিকালের ব্যবস্থা। সাধ্যি সাধনার জোরে দু' চারজন শহরবাসী হলেও, তাঁদের মধ্যে আনোয়ারদের এমন কেউ নেই, যিনি ঠাঁই দেবেন আনোয়ারকে। বাপের অর্থে এতদিন সে হোস্টেল-মেসে থেকেছে। পড়াশুনা শেষ করেও বেশ কিছুদিন বাপের অর্থ টেনেছে। এক্ষণে বেঁকে বসেছেন বাপ। পাশকরা পুত্রকে ধান পাট বেচে শহরে পালন করার পুলক তাঁর আর নেই। মেধাবী সন্তান তাঁর পাশ করে বেরিয়েই মস্তবড় হাকিম একটা হয়ে যাবে, ধরাবাঁধা কথা। একথা বড় মুখে বহুজনকে বলেছেন। কিন্তু পোড়া কপাল, ধারণা তাঁর মিথ্যে হলো আগাগোড়াই। পাশ করার পর ঝাড়া দেড়-দু'টি বছরে মাছিমারা একটা কেরাণীও না হওয়ায় মাঠে মারা গেছে বাপের মান। থাবা থাবা চুন পড়েছে মুখে। আর কেন ? একরোখা বাপ। সাফ সাফ তাঁর কথা। খেতে না পায় বাড়ীতে এসে হাঁড়ির ভাত কাঁড়ি কাঁড়ি গিলুক, নিষেধ করছে কে ? বাড়াবাড়ী অনেকখানি হোয়েছে। সম্পর্ক ছাড়াছাড়ি হলেও কানাকড়ি আর পাঠাবেন না।

পয়সা পাঠানো বন্ধ করলেন বাপ। বন্ধ হলো হোস্টেল-মেসের দুয়ার। দশদিক অন্ধকার হয়ে গেল। নসীবকে গাল মন্দ করতে করতে অগত্যা বাড়ীতেই ফিরে এলো আনোয়ার হোসেন।

কিন্তু এখানেই শেষ হলো না জিল্লতি। বলা যায়, শুরু হলো সবেমাত্র। ছাত্রকাল থেকেই যাদের গাত্রদাহ অপরিসীম, এ দাঁও তারা ছাড়ার পাত্র নয়। সোনার বাংলায় অভাব আছে অনেক বস্তুর। বিদেশ থেকে আমদানী করে সে অভাব পূরণ করতে হয়। কোনো পদার্থে বঙ্গভূমি স্বয়ংসম্পন্না এক কথায় বলা কঠিন। তবে পরশ্রীকাতরতার

www.pathagar.com

প্রাচুর্যে যে বঙ্গমাতা বিপন্না, এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, পণ্য হিসাবে গণ্য হলে এ পদার্থ রপ্তানী করে অঢেল ধনলাভে ধন্যা হতেন মা-জননী। তা নয় বলেই তামামটা স্তূপীকৃত হয়ে আছে বঙ্গমাতার বুকের উপর। শহর বন্দরের চেয়ে আবার এ বস্তুর প্রাচুর্য পল্লীতেই অধিক। সরগরম বাজার। এমন ধনে ধনবান হাজারজন বসত করেন সেখানে, যারা প্রতিবেশী খেয়ে থাকলে হিংসায় পুড়ে মরে, না খেয়ে থাকলে তৃপ্তির হাসি হাসে। এরা অন্যের ভাল ফসল গরু লাগিয়ে খাইয়ে দিয়ে নিজের মন্দ ফসলের মাঝে সমতা আনে। পরের পাশ করা ছেলের দাম গলার জোরে কমিয়ে দিয়ে নিজের ফেল করা ছেলেকে ব্যালান্স্ করে। বড় গলায় বলে, পাশ করলে কি হবে, চাকুরী পাবে না। চাকুরী পেলে বলে—বেতন পাবে না, বেতন পেলে বলে ও পয়সা বাজারে চলবে না। পরশ্রীকাতরতার কাত্‌রাণীটা এভাবে উপশম করে তারা।

পড়াশুনায় আনোয়ারের উত্তরোত্তর সাফল্যও এ হামলার শিকার হয় শুরু থেকেই আর এক্ষণে তা উঠে গেল তুঙ্গে। তার যেসব স্কুল-প্লাক্ড্ সহপাঠিরা অসহনীয় মর্মদাহ বুকে নিয়ে ম্লান মুখে বসেছিল এতদিন, এবার তাদের খুলে গেল মুখ, বেরিয়ে এলো দাঁত। হাঁফ ছেড়ে নেচে উঠলো সকলেই, গঞ্জের আলী এদেরই একজন। আনোয়ারদের নিকটতম প্রতিবেশী। তার নাচনই অধিক। এক সাথে পড়াশুনা শুরু করে প্রতিবেশী আনোয়ার হোসেন সাহেব হবে আর গঞ্জের আলী গরু চরাবে মাঠে, এ দাহ কি ফালতু দাহ? এ দহন থেকে মুক্তিলাভের আনন্দ, ফাঁসীর হুকুম রদ হওয়ার আনন্দেরই শামিল। তাই বেকার আনোয়ার হোসেন বাড়ীতে ফেরার সাথে সাথেই হেলেদুলে সামনে এসে গঞ্জের আলী বললো—হে-হে, হাকিম হওয়ার খোয়াবটা টুটেই গেল বিলকুল? শিকে তাহলে ছিঁড়লো না?

আনোয়ার হোসেন বুঝলো, শুরু হলো দংশন। শক্তভাবে নিলে, দংশন আরো তীক্ষ্ণ হবে দিন দিন। জবাবে সেও তাই সরসকণ্ঠে বললো—তাই কি আর সবার ভাগ্যে ছিঁড়ে ভায়া? সে জন্যে বরাত লাগে বরাত।

ঃ বরাত! বরাত আবার কেন? শুনলাম, হাকিম নাকি হয়েই গেলে হল্‌ফিল?

ঃ হ্যাঁ, হয়েই তো গিয়েছিলাম। কিন্তু বরাতে সইলো কৈ? হয়েও আর হয়ে উঠা হলো না।

ঃ হলো না?

ঃ না। আমার কর্তব্য আমি যথাযথই করলাম, কিন্তু কর্মদাতারা তাঁদের কর্তব্য করলেন না।

আবার বেরিয়ে এলো তাম্বুলরসে রঞ্জিত গঞ্জের আলীর দশন রাজী। বললো—হে-হে, করবে যে না, সেতো জানিই। বোঁচা নাকে নাচার মতো ঐ নাচটুকুই যে সার হবে তোমাদের, নথ নাকে উঠবে না, এটা আমরা পরিষ্কারভাবে জানতাম।

ঃ জানতে?

ঃ বাহ! জানবো না কেন? রাজ রাজার কাজ তোমাকে কেন কর্মদাতারা দেবেন? তুমি এটা আশা করো কি করে?

ঃ কেন?

www.pathagar.com

ঃ কেন আবার ? কানা যদি হাতড়ালেই সোনা পেতো মুঠো মুঠো, সোনার কি আর দাম থাকতো কিছু ? পথের আবর্জনা হয়েই পড়ে থাকতো পথের ধারে।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ তাঁরা পাত্র অপাত্র দেখবেন না ? চাইলেই তুমি পাবে ?

ঃ বেহুদা তো চাইনি ? সব রকম পরীক্ষায় যারা সর্বাধিক সাফল্যের সাথে পাশ করবে—

কথার মাঝেই গঞ্জের আলী গরম কণ্ঠে বললো—আরে রাখো তোমার পরীক্ষা পাশ। পরীক্ষায় পাশ করাটা কোনো একটা বড় কিছু নাকি ?

ঃ নয় ?

ঃ কখ্খনো না। দেখোগে আমাদের ঐ নীলরতনকে। স্কুলে আমার মতোই তিন তিনবার ফেল করেও এখন সে বারাসতের ডিপুটি। মস্তবড় হাকিম।

ঃ নীলরতন ! কোন্ নীলরতন ?

ঃ চিনলে না ? আমাদের ক্লাশফ্রেণ্ড নীলরতন। নীলরতন ব্যানার্জী। আমাইগাছির জমিদারের ছেলে। বাবুদের ঐ ইস্কুলে তো এক সাথেই পড়েছি আমরা অনেকদিন।

ঃ ও আচ্ছা ! তা নীল রতন ডিপুটি ম্যাজেষ্ট্রেট হয়েছে ?

ঃ হয়েছে মানে কি ? ম্যাজিষ্ট্রেটের আসন জেঁকে বসে আছে এখন, দেখোগে।

ঃ বলো কি ! বি. এ. পাশটা সে কোনোমতে করেছে, শুনেছি। কিন্তু কম্পিটেটিভ্ পরীক্ষায় তো তার ভাল করার কথা নয় ?

আবার ফুঁসে উঠলো গঞ্জের আলী। বললো—ইশ্‌রে ! ফের ঐ পরীক্ষা ? পরীক্ষায় ভাল করলেই কি হাকিম হওয়া যায় ? তাহলে তো তুমিও হয়ে যেতে ? হাকিম হওয়ার জন্যে চাই নীলরক্ত। মানে ব্লু ব্লাড, যা একমাত্র ইংরেজ আর বাবুদের গায়েই আছে। গায়ে নীলরক্ত থাকাটাই বড় কথা বুঝলে ? ওটা গায়ে না থাকলে পাশ ফেল সব সমান।

ঃ সমান ?

ঃ একশোবার। নীলরক্ত নাকি এক সময় কেবল ইংরেজদের গায়েই ছিল। এখন বাবুদের গায়েও পয়দা হয়ে গেছে। আমার তোমার গায়ে একবিন্দুও নেই, পয়দাও কখনো হবে না। এটা বুঝেই তো পরীক্ষা পাশের জন্যে তোমার মতো ঐ গাধা খাটুনী খাটতে আমি যাইনি।

কপট বিস্ময়ে আনোয়ার হোসেন বললো—এ্যাঁ, তাই নাকি ! বা-বা, এ মাহাত্ম্য তো আগে আমি বুঝিনি।

ঃ এখন বুঝতে পারছো তো ?

ঃ জরুর-জরুর। ব্লু-ব্লাডের চিন্তায় স্কুলে ফেল করাটা কি কম কৃতিত্বের কথা। তা, নীলরতন ঐ নীলরক্তের জোরেই বুঝি হাকিম বনে গেল ?

ঃ আলবত্। জমিদারের ছেলে। উচ্চ শ্রেণীর বাবু মানুষ। তোমার মতো লাঙ্গলঠেলা চাষীর ছেলে নাকি ?

আনোয়ার হোসেন এবার উদাস কণ্ঠে বললো—তা বটে !

www.pathagar.com

ঃ চাষার পোলা চাষা তুমি। তার উপর ম্লেচ্ছ-যবন। তুমি কোন্ আক্কেলে হাকিম হওয়ার খোয়াব দেখো। একটা পিয়ন-পেয়াদার নকরীই তো হাতে পায়ে না ধরলে পাবে না।

ঃ গঞ্জের আলী !

ঃ বলিহারী তোমার খাহেশ ! খবরটা শুনে গাঁয়ের কুকুর-বেড়াল পর্যন্ত হেসে আর বাঁচে না।

ঃ বটে !

ঃ যতই পাশ করো না কেন, চাকুরী যে তুমি পাবে না, একথা আমার বাপজান তুমি স্কুলে থাকতেই অনেককে বলেছে।

এদের ঈর্ষার গভীরতা দেখে আনোয়ার হোসেন ক্ষণিকের জন্যে খেই হারিয়ে ফেললো। পরক্ষণেই ফের গঞ্জের আলীকে ফুলিয়ে তুলতে বললো—এ্যাঁ ! বলেছেন নাকি ? তোমার বাপজানও তো তাহলে দেখছি মস্ত এক কামেল পুরুষ ! আস্ত এক জ্যোতিষী। ভবিষ্যতের সব কথা বলতে পারেন ঠিক ঠিক !

ঃ পারবে না ? অমনি কি আর বড় মাত্ব্বর গাঁয়ের ? তা যাক, তোমার সখটা তো মিটেছে এবার ?

ঃ বিলকুল-বিলকুল। তোমাদের এত জ্ঞান কি বৃথা যেতে পারে ?

ঃ তাহলেই দেখো, ফেল করা আমাতে আর পাশ করা তোমাতে ফারাগ কিছুই নেই। একই সাথে একই মাঠে সেই গরু চরাতেই আসতে হলো তোমাকে !

ঃ শুধুই গরু চরানো ? গরুর ঘাসও এখন কাটবো আমি তোমাদের সাথে।

ঃ কাটতেই হবে—কাটতেই হবে। না কেটে উপায় নেই।

ঃ না-না, কোনো উপায় নেই। উপায় থাকলে কি আর ফিরে আসি গাঁয়ে !

আহ্লাদে নেচে উঠে গঞ্জের আলী বললো—মারশুলি ! তাহলে আর দেরী করো না দোস্ত্ ! কাস্তে হাতে বেরিয়ে পড়ো জলদি জলদি। আমার ফেল করা নিয়ে যারা হাসাহাসি করেছে, সে বেকুবেরা বুঝুক, পাশ করার দাম কাঁচ-কলাও নয়, হে-হে-হে!

হাসতে হাসতে বিদেয় হলো গঞ্জের আলী। আনোয়ার হোসেন ঠাঁয় দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো, বেয়াকুফ গঞ্জের আলীর এ গঞ্জনা সহ্যের অধিক হলেও, অপ্রাসঙ্গিক নয়। সত্যিই আজ তারা এ দেশে অবাঞ্ছিত। এদেশ আর এখন তাদের নয়। এ দেশ এখন একমাত্র বাবুদের। মুসলমানেরা এখন নিম্ন শ্রেণীর জীব। লাঙ্গলঠেলা ইতরজন। দাবী অধিকার কিছুই তাদের থাকতে পারে না এখানে। অন্ততঃ এই ধারণাই পোষণ করে কংগ্রেস আর এ অবস্থাই জোর করে কায়েম করতে চায়। দাঁড়িয়ে থেকে নীরবে নিঃশ্বাস চাপলো আনোয়ার হোসেন।

অতপর গঞ্জের আলীর গঞ্জনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগলো হরহামেশাই। গাঁয়ে বি-গাঁয়ে গঞ্জের আলীরা সংখ্যায় নগণ্য নয়। এতে করে সৎজনদের কিছুটা সহানুভূতি থাকলেও হিংসুটে দুর্জনদের পরিহাসের আধিক্যে আনোয়ার হোসেন হাঁপিয়ে উঠলো অল্পদিনের মধ্যেই। পথে-ঘাটে সর্বত্রই আলাপ করার নামে বিদ্রূপকারীদের অযাচিত আবির্ভাব তো আছেই, সেই সাথে আছে আবার আড়াল-অন্তরাল থেকে বিচ্ছুরিত

www.pathagar.com

টিপ্পনী ও অবজ্ঞার হাসি। পাশাপাশি আনোয়ার হোসেন বেদনার সাথে লক্ষ্য করলো, আগে যে আমজনতা তার এন্তার গুণকীর্তণ করেছে, তারাও আজ সামনে পড়লে স্থবির হয়ে যাচ্ছে। তার চেয়েও মর্মান্তিক, সমবেদনা জ্ঞাপন করতে গিয়ে তারাও বিদ্রূপের সুরটাই মূর্ত করে তুলছে। চাকুরী তার হয়নি—এইটেই তারা বুঝেছে। চাকুরী হওয়াটাই বড় কথা। হাকিম না হুকুম বরদার, অতশত বোঝার লোক তাদের মধ্যে হাজারে দু' একজন।

বাইরে শান্তি বিপন্ন হলে ঘরে গিয়ে ঠাঁই নেয় মানুষ। ঘরে শান্তি না থাকলে সে মনের দুঃখে দেশান্তরী হয়। কিন্তু ঘরে-বাইরে সর্বত্রই যার অশান্তি তার গন্তব্য কোথায়? মন্তব্য করা যেতে পারে, যাওয়ার জায়গার অভাব কি? তোলাখানেক বিষ মেরে মর্তের মায়া ত্যাগ করলেই তো যাওয়ার জায়গা বিস্তর। আত্মহত্যার কারণে স্বর্গে যেতে না পারলেও মর্গে যেতে সঙ্গে সঙ্গেই পারবে। পুলিশেই নিয়ে যাবে। অতপর মহাশূন্য তার জন্যে ফ্রি। প্রেতাত্মা হয়ে ফ্রি ষ্টাইলে যত্র ইচ্ছে তত্র গমন। ভাবনার কি আছে?

কিন্তু এসব চরম কথা। পরম সমাধান নয়। সুস্থ সমাধান আদৌ কিছু থাকুক আর না থাকুক। এ সমস্যার করুণতম শিকার হলো আনোয়ার হোসেন। বাইরে চরম অশান্তি। ঘরেও তার শান্তি তেমন ছিল না। মাতা বিহনে ঘর তার বিমাতার দখলে। বিমাতার দরদ কোনো কালেই সুলভ বস্তু নয়। পিতার দরদেও নিদারুণ মন্দাভাব এখন। ঠেকায় না পড়লে বেকার ছেলের সাথে বড় একটা কথাই তিনি বলেন না। সামনে পড়লে পাশ কাটিয়ে চলে যান। আপন ঘরে আনোয়ার হোসেন পরবাসী। "হোম্-হোম্, সুইট-সুইট হোম," কবির কথা। কবির মতে স্বর্গালয়ের চেয়েও হোম্, অর্থাৎ নিজগৃহ মিষ্টিস্থান। সৃষ্টির সেরা জায়গা। কিন্তু আনোয়ার হোসেনের বেলায় কবির কথা খাটলো না। বাড়ীটা তার কাছে বড় একটা মিষ্টি কিছু ছিল না। তিক্ত তেমন না লাগলেও, সেখানে তার জন্যে রিক্তের বেদন পুরাদমেই বিদ্যমান ছিল। নসীবের লিখন, সেই তিক্ততাতেই বাড়ী তার কানায় কানায় ভরে উঠলো অচিরে।

একদিন বিষণ্নমনে বাইরে থেকে বাড়ীতে এসেই আনোয়ার হোসেন সবিস্ময়ে দেখলো, বাড়ীর গুমোট্ আবহাওয়াটা পাল্টে গেছে অকস্মাৎ। বৈঠকখানার ব্যারান্দায় বসে তার আব্বাজান হেসে হেসে গল্প করছেন পার্শ্বে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির সাথে। দূর থেকেই চেনা-চেনা মনে হলো। কাছে আসতেই তার আব্বাজান সস্নেহে বললেন—এইযে আনোয়ার হোসেন, এসো বাপজান এসো-এসো। আমাদের পাশে একটু বসো। ইনি কিছু কথা বলবেন তোমার সাথে।

বাপের মুখের আকস্মিক এ মিষ্টতায় আনোয়ার হোসেন হকচকিয়ে গেল। সালাম দিয়ে অগত্যা সামনে এসে বসে আগন্তুকের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো। আব্বাজান ফের বললেন—চিনতে পারছো না? আমাদের কবেজ মিয়া। কবেজ খাঁ। তোমার মামুজান।

কাছে এসেই আনোয়ার হোসেন বিলক্ষণ চিনতে পেরেছিল। নয়া আম্মাঘরে আসার পরে কয়েকবার এই নয়া মামুজান এ বাড়ীতে এসেছেন। কিন্তু নয়া ভাগ্নের সাথে গরজ করে কোনোদিন কোনো কথাও বলেননি বা নয়া মামার বাড়ীতে বেড়াতে

www.pathagar.com

যাওয়ার জন্যে নয়া ভাগ্নেকে আহ্বান আমন্ত্রণও করেননি। আজ হঠাৎ তাঁর কি কথা থাকতে পারে, চিন্তা করে আনোয়ার হোসেন খেই খুঁজে পেলো না।

খেই ধরিয়ে দিলেন নয়া মামা নিজেই। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন—এসেই শুনলাম সবসময়ই তুমি মনমরা হয়ে থাকো। এখনও তোমাকে বেজায় বিমর্ষই দেখছি! এতটা ভেঙ্গে পড়ার কি আছে বাপজান?

কি বলবে স্থির করতে না পেরে আনোয়ার হোসেন নজর নামিয়ে নিলো। কবেজ মিয়া ফের বললেন—চাকুরী পাওনি তো কি হয়েছে? না খেয়ে তো থাকতে তোমাকে হবে না। আমরা আছি কি জন্যে?

একথায় আনোয়ার হোসেন তড়িৎ বেগে মাথা তুলে বললো—জি?

ঃ তোমার আব্বাজানের যথেষ্টই আছে। আমারও ধরতে গেলে যা আছে তা কম নয়। এগুলো তো সব তোমারই। চিন্তার কি আছে তোমার? দীলে আনন্দ-ফূর্তি আনো। সংসারী হয়ে খোশদীলে ঘর সংসার করো।

গজবের আলামত। ফারায়েজ সূত্রে কবেজ মিয়ার সম্পত্তির এক ছটাকের ওয়ারিশও আনোয়ার হোসেন নয়। তবু গোটাটাই তার কোন্ সূত্রে হলো, এ প্রশ্নে না গিয়ে আনোয়ার হোসেন ম্লানকণ্ঠে বললো—ঘর সংসার করবো?

ঃ করবেই তো। চাকর-কিষাণ রেখে চাষ-আবাদ করবে আর বাড়তি ফসল বেচে ফূর্তি করে খাবে। অঢেল জমাজমি। খেয়ে তো ফুরাতেই পারবে না!

জবাবে আনোয়ার হোসেন ক্ষুণ্নকণ্ঠে বললো—চাষ-আবাদ করবো? তাহলে আর এত লেখাপড়া শিখলাম কেন?

সঙ্গে সঙ্গে কবেজ মিয়া সায় দিয়ে বললেন—বেশতো! চাষ-আবাদ না করো, জমিজমা বর্গা দিয়ে চাকুরীই করবে। সে ব্যবস্থা আমিই করে দেবো।

ঃ আপনিই করে দেবেন?

ঃ অবশ্যই। দেবো না মানে? তোমার আব্বাজানের চেয়ে গরজটা তো আমার কম কিছু নয়। আমার এক আত্মীয় ভটখালী কাচারীর ডাকসেটে পেয়াদা। কাচারীর নায়েব তার কথায় উঠেন বসেন। সে বললে নায়েব তোমাকে লুফে নেবেন। তোমার মতো এতবড় বিদ্বান্ মানুষ তিনি আর পাবেন কোথায়? এক কথায় নকরী তোমার হয়ে যাবে।

শুনে আনোয়ার হোসেন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো—নায়েবের কাচারীতে?

ঃ পেয়াদা-পিয়ন নয়। নায়েব বাবুর পাশে বসে কলম চালানো কাজ। যাকে বলে সেরেস্তাদার।

মজাদার কথা! ফেরেস্তার কাছাকাছি দুর্লভ এক সম্মান! ইডিয়ট কাঁহাকার! জ্বলে উঠলো আনোয়ারের শরীর। শক্ত কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে ফের সামলে নিলো তৎক্ষণাৎ। ভেবে দেখলো এ ধরনের উদ্ভট চিন্তাভাবনা এদের মতো গবেটেরাই করতে পারে। এদের সম্মান জ্ঞান এর উপরে উঠে না। কাচারীর একজন পেয়াদাও এদের কাছে জ্ঞানীগুণী-পণ্ডিতের চেয়ে জিয়াদা মর্যাদাবান ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে আনোয়ার হোসেন ভেবে হয়রান হতে লাগলো, কবেজ মিয়ার এত আগ্রহের হেতু কি?

www.pathagar.com

হেতুটা সে বুঝতে পারলো ক্ষণকাল পরেই। বুঝতে পারলো, কবেজ মিয়ার এত গরজ অমনি অমনি নয়, দবেজ এক উদ্দেশ্য আছে এর পেছনে। বলা যায় জানটা তার কবজ করার জন্যেই কবেজ মিয়ার এখানে এবার আগমন।

ঘরে এসে বাইরের পোশাক পুরোপুরি না পাল্টাতেই পেছন ফিরে আনোয়ার হোসেন দেখলো, কাফন পরানো লাশের মতো সদ্য কেনা লাল কাপড়ের লম্বা এক মোড়ক দরজার উপর দণ্ডায়মান। উচ্চতায় হাত তিনেক। ঢিপির মতো স্থির। শেষ বেলার আকাশে মেঘ ছিল। ঘরের মধ্যে আলোর স্বল্পতা। আনোয়ার হোসেন চঞ্চল হয়ে উঠতেই শংকার সাথে লক্ষ্য করলো, মোড়কটা নড়ছে। অতপর লক্ষ্য করলো, আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে এলো হাত। হাতে ধরা পানের বাটা।

ল্যাঠা আর বলে কাকে। আনোয়ার কিছু বলার আগেই দরজার ওপার থেকে গর্জে উঠলেন তার বিমাতা। মোড়কটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন—মর আবাগী ! দাঁড়িয়ে রইলি যে ? এখনই এত শরম কিসের ? পানটা তোর আনোয়ার ভাইকে দে—

"পানি-পানি দেমা পানি, পানি বিনে পরাণ যায়, পানি বিনে শহীদ হলো ইমাম হোসেন কারবালায়," আনোয়ার ভাইয়ের এ অবস্থা তখন। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, হাত মুখটাও ধোয়া নেই, বাইরে থেকে ফিরে আসা পরিশ্রান্ত মানুষকে হঠাৎ করে পান দেয়ার প্রস্তাব শুনে বেজায় ঘাবড়ে গেল আনোয়ার। বিমাতার দিকে সবিস্ময়ে মুখ তুলে চাইতেই মা জননী সহাস্যে ও সদরদে বললেন—আমাদের কদরী বাপজান, কদরী বানু। কবেজ ভাইয়ের বেটি। রংটা কিঞ্চিৎ কালো হলেও, যেমনই সুন্দরী, তেমনই সংসারী। আলসে কুঁড়ে নয়, চরকীর মতো নড়ন চড়ন। ওদিকে আবার হাতের কাজেও সরেস। শিকে বুনোতে পারে, কাঁথা সেলাই জানে, রুমালে ফুল তুলতে শিখেছে, পানও বানায় চমৎকার। ওর হাতের পানের খিলি শ' টাকায় বিকোয়। গলাও বাপু একখানা। মধুর মতো মিষ্টি। বিয়ের গানতো আছেই, মানিক পীরের গান যখন ঘাটে বসে গায়, তখন মনে হয়, মুক্তা ঝরছে গলা দিয়ে।

উজ্জ্বল হাসির তোড়ে দুলতে লাগলেন বিমাতা। আনোয়ারের মাথার মধ্যে ঢুকতে আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। বুঝতে পারলো, মোড়কের ভেতরের ঐ জীবটির নাম কদরী বানু। তার গুণের বহর সুবিশাল। অধিকন্তু, গান জানে, পান বানায়। তার প্রতি টান পয়দা হোক আনোয়ারের দীলে, আম্মাজান এইটেই মনে প্রাণে চান।

কদরীকে তখনও নিক্রীয় দেখে ধেয়ে এলেন আম্মাজান। ধমক দিয়ে বললেন—সেকি। এখনই দশ হাত ঘোমটা টেনে রেখেছিস ক্যান্ ? খোল, ঘোমটা খোল। শাদিটা আগে হোক, তারপর ঘোমটা টানিস যত খুশী।

বলতে বলতে নিজেই তিনি টান দিয়ে খুলে ফেললেন ঘোমটা। জড়সড় কদরী আরো গুটিসুটি মেরে গেল। কম্পিত হাত থেকে ঝন ঝন করে পড়ে গেল পানের বাটা।

এতে করেই ল্যাঠা চুকে গেল না। আঠার মতো সেঁটে গেল আরো। সেইদিনই বাদ মাগরিব আনোয়ারের ডাক পড়লো আব্বাজানের ঘরে। সেখানে তার আব্বাজান, আম্মাজান, কবেজ মিয়া ও তাঁদের জনা দুইতিন নিকটজন উপবিষ্ট ছিলেন। কদরীকে

www.pathagar.com

শাদি করতে আনোয়ার হোসেন রাজী হলে আগামী সপ্তাহেই শুভ কাজটি সুসম্পন্ন করবেন তাঁরা—এই তাঁদের উষ্ণ ইরাদা।

প্রস্তাব শুনে আনোয়ার হোসেন বোবা বনে গেল। পুনঃ পুনঃ তাকিদের মুখে 'হাঁ-না' কিছুই না বলে সে বসে রইলো নীরবে। কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকার পর এক সময় আবার নীরবেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কারো অনুমতির কোনো অপেক্ষাই রাখলো না। তা দেখে হতবুদ্ধি বাপ বললেন—কি রকম! মা বললেন—শরম-শরম। কিছুই বোঝেন না? কবেজ মিয়া উৎসাহ দিয়ে বললেন—মৌনং সম্মতির লক্ষণ। আনযাম আয়োজন শুরু করুন বেহাই সাহেব।

শুরু হলো আনযাম। দুরু দরু করে উঠলো আনোয়ারের বুক। 'না' বললে, এ বাড়ীতে বাস তার শেষ। 'হাঁ' বললে, নরক বাস। শ্বাস কষ্ট শুরু হলো আনোয়ারের। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় সে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ঘুরতে ঘুরতে একদিন উদ্দেশ্যহীনভাবেই চলে এলো দূরবর্তী এক হাটে। সেখানে অকস্মাৎ তার এক শিক্ষকের সাথে সাক্ষাত ঘটে গেল।

তার এম. ই. স্কুলের শিক্ষক। নাম মুহম্মদ কামরুজ্জামান। এক হিন্দু শিক্ষকের অনুপস্থিতির ফাঁকে কামরুজ্জামান সাহেব ঐ স্কুলে কিছুদিন একটিং টিচার ছিলেন। অল্পদিন সে স্কুলে থাকলেও অসাধারণ মেধাবী ছাত্র আনোয়ার হোসেন গভীরভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভদ্রলোক অতপর চাকুরীর খোঁজে কলিকাতায় আসেন। উচ্চ ডিগ্রীর অভাবে চাকুরীর কোনো সুরাহা না হওয়ায়, ব্যবসায় নিয়োজিত হন আর ব্যবসায় আশাতীত সাফল্য অর্জন করে কলিকাতাতেই স্থায়ী হয়ে যান। এক্ষণে ব্যবসায়ের খাতিরে কলিকাতার অনেকখানি বাইরে সপরিবার বসবাস করছেন। অনেকদিন পরে বেড়াতে এসেছেন গাঁয়ে।

হাটের এক পাশে আনোয়ারকে হঠাৎ দেখতে পেয়েই কামরুজ্জামান সাহেব কাছে এসে বললেন—তুমি আনোয়ার হোসেন না? ইমাম হাটির আনোয়ার?

আনোয়ার দেখামাত্রই তার শিক্ষককে চিনতে পারলো। সসম্ভ্রমে সালাম দিয়ে বললো—জি স্যার, জি-জি।

সালামের জবাব দিয়ে কামরুজ্জামান সাহেব ফের প্রশ্ন করলেন—বাড়ীতে এলে কবে?

ঃ এ অল্প কিছুদিন আগে স্যার।

ঃ কলিকাতাতেই তো আছো এখন?

আনোয়ার এবার নতমস্তকে বললো—জি না স্যার। কলিকাতায় আর থাকিনে।

বিস্মিত হলেন কামরুজ্জামান সাহেব। বললেন—কলিকাতাতে থাকো না মানে? আগেই শুনেছিলাম, তুমি কলিকাতাতে লেখাপড়া করছো। গাঁয়ে এসে শুনলাম, চরম কৃতিত্বের সাথে এম. এ. পাশ করেছো। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছো এম. এ. তে। কথাটা কি ঠিক নয়?

ঃ জি স্যার, ঠিক।

ঃ তাহলে? নাকি অন্য কোথাও চাকুরী পেয়েছো?

www.pathagar.com

ঃ জি-না। চাকুরী না পাওয়ার জন্যেই বাড়ীতে ফিরে আসতে হলো।

আবার বিস্মিত হলেন তিনি। বললেন—কি রকম ! চাকুরী পেলে না বলে গাঁয়ে চলে এলে কেন ? এখানে থাকলে কি চাকুরী কোনোদিন পাবে ?

ঃ তাতো পাবো না। কিন্তু চাকরী ছাড়া শহরে থাকি কি করে স্যার ? আব্বাজান যে পয়সা পাঠানো বিলকুল বন্ধ করে দিলেন !

ঃ খুবই স্বাভাবিক। চিরদিনই তিনি পয়সা যোগাবেন নাকি ? পাশ করেছো। একটা কিছু করে নিজের খরচ চালাও আর চাকুরীর চেষ্টা করো।

ঃ স্যার !

ঃ কোথায় চেষ্টা করে চাকুরী তোমার হয়নি ?

ঃ কম্‌পিটেটিভ্‌ পরীক্ষায় খুবই ভাল করেছিলাম স্যার। লিখিত, মৌখিক, সবগুলোতেই। ফলাফলের তালিকায় অনেক উপরে নাম ছিল আমার। কিন্তু কি দিয়ে কি হলো, চূড়ান্ত তালিকায় দেখি, আমার নাম নেই।

এবার কামরুজ্জামান সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন —হুঁউ ! তারপর ?

ঃ অনেকেই বলছেন, আমার গায়ে ব্লু-ব্লাড না থাকার জন্যেই নাকি প্রশাসনিক পদে চাকুরী আমার হয়নি।

ঃ হ্যাঁ, হতেই পারে তা। তাঁদের কথা একদম ফেলে দেয়ার নয়।

ঃ স্যার।

ঃ বর্তমান অবস্থায় সেইটেই স্বাভাবিক। তা প্রশাসনিক পদ ছাড়া, অন্য চাকুরী দেখলে না কেন ? আর না হোক, শিক্ষকতায় যেতে পারতে ?

ঃ সে চেষ্টাও করেছি স্যার। তিন চার জায়গায় ইণ্টারভিউ দিয়েছি। কিন্তু ইণ্টারভিউ বোর্ডে তো সর্বত্রই ঐ বাবুদের প্রাধান্য। আমার চেয়ে অনেক খারাপ রেজাল্ট নিয়েও বাবুদের অনেক ছেলের চাকুরী হলো, কিন্তু কি জন্যে জানিনে, সরকারী কলেজে আমি সিলেকশান পেলাম না। ছোট খাটো বেসরকারী কলেজেও নেয়া হলো না আমাকে। কারণ দেখানো হলো, এত ভাল রেজাল্ট নিয়ে—সেখানে আমি অধিক দিন থাকবো না।

ঃ আনোয়ার।

ঃ আসলে এসব অজুহাত স্যার, না নেয়ার অজুহাত।

কামরুজ্জামান সাহেব নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—সবই এসব ১৯৩৭ সনের সাধারণ নির্বাচনের প্রতিচ্ছবি। নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে কংগ্রেস যেসব স্থানে মন্ত্রিসভা গঠন করলো মুসলমানেরা সেখানে সকল ক্ষেত্রেই লাপাত্তা হয়ে গেল। মুসলমানদের কোনো অস্তিত্বই স্বীকার করা হলো না বা তাদের মানুষ বলে গণ্য করাও হলো না। কলিকাতাতে ঐ হাওয়াই জোরদার এখন।

আনোয়ার হোসেন সরবে বলে উঠলো—জি স্যার-জি স্যার। কংগ্রেসের দাপটে মুসলমানদের একদম স্রোতের পানার মতো অবস্থা হয়েছে। হিন্দুস্তান হিন্দুদের, এই তাদের এক কথা। কংগ্রেস যেভাবে চায়, সেভাবে দেশ স্বাধীন হলে, চাকুরী নকরী দূরের কথা, আমাদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

কামরুজ্জামান সাহেব উদাস কণ্ঠে বললেন—তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এটা কিছুতেই হতে দেয়া যায় না।

ঃ স্যার।

সম্বিতে ফিরে এসে ফের তিনি বললেন—এসব তো পরের কথা। ঐ কথা ভেবে এখনই হাত-পা ছেড়ে দিলে কেন ? কথায় বলে, যদি পড়ে কহর, তবু না ছাড়ো শহর। শহরে থাকলে একটা কিছু জুটে যাবে জরুর। এমন তাগড়া ডিগ্রী নিয়ে গাঁয়ে থেকে করবে কি ? লাঙ্গল চালাবে মাঠে ?

ঃ তা কথা হলো—

ঃ কথা কিছুই নেই। রাজনৈতিক ট্রানজিশান পিরিয়ড চলছে এখন। মুসলিম লীগের লাহোর রেজুলেশনের খবরটাকে তো রাখো নিশ্চয়ই ? কংগ্রেসের ঐ উৎকট সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্যেই মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

ঃ স্যার।

ঃ লীগের একজন ক্ষুদ্র সদস্য হিসাবে আমি জানি, মুসলিম লীগ নেতারা এখন মরিয়া। লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন না করে আর ছাড়াছাড়ি নেই।

ঃ জি স্যার, লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন না হলে, এদেশে আর আমাদের ঠাঁই ঠিকানা কিছুই থাকবে না।

ঃ হবেই ইনশাআল্লাহ ! আর সেই মোতাবেক দেশ ভাগ হলে এ কলিকাতাতে আবার মুসলমানদের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। মুসলমানদের সংখ্যা গরিষ্ঠ স্থান হিসাবে গোটা বাংলাই সেই স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ঃ স্যার।

ঃ এখন থেকেই সেখানে গিয়ে না থাকলে, পরে গিয়ে আর তাল পাবে না। তালকানা হয়ে পেছনে পড়ে যাবে।

ঃ জি স্যার, সে তো বুঝিই। কারো সাথে কোনো যোগাযোগ বা পত্র-পরিচয় থাকবে না, পথঘাট চিনবো না—এসব তো হবেই। কিন্তু খালি হাতে শহরে গিয়ে উঠবো কোথায়, খাবো কি, এইটেই হয়েছে সমস্যা। গিয়ে তো সঙ্গে সঙ্গেই কাজ কিছু পাবো না।

কামরুজ্জামান সাহেব নাখোশ হলেন। রুষ্ট কণ্ঠে বললেন—কুলিগিরি তো পাবে? কুলিগিরি করবে। আমিও সেখানে গিয়ে প্রথমে অনেক কিছু করেছি। আমার আজকের এ অবস্থা একদিনে হয়নি। কায়িক শ্রমকে এত ভয় করো কেন ? জোয়ান পুরুষ মানুষের অন্নের অভাব কি ?

ঃ না স্যার, শ্রমকে ভয় আমি করিনে। তবে—

ঃ লেখাপড়ায় তোমার এত অধিক সাফল্য না থাকলে, তোমাকে আমি কায়কারবার করার নসিহতই করতাম। কিন্তু সবাই কারবারী হলে দেশের বড় পদে যাবে কারা ? সেখানেও তো লোক চাই আমাদের ?

www.pathagar.com

একটু থেমে ফের তিনি বললেন—আমি কলিকাতায় থাকলে তোমার এ সমস্যা হতো না। তবু যদি সেখানে গিয়ে নিতান্তই ঠেকে যাও, দেখা করো আমার সাথে। এই নাও আমার ঠিকানা। তোমার ঠেকা চালানোর ব্যবস্থা কিছু করে দেবো।

পকেট থেকে একখানা কার্ড বের করে আনোয়ারের হাতে দিলেন। আনোয়ার হোসেন বিহ্বল কণ্ঠে বললো—স্যার!

চলে যাওয়ার উদ্যোগ করে আবার তিনি বললেন—আমার শেষ কথা, এ ঘোর পল্লীতে পড়ে থাকলে একদম মিস্‌মার হয়ে যাবে। ভবিষ্যৎ বলে তোমার কিছুই থাকবে না। আর গড়িমসি না করে জলদি জলদি কলিকাতায় ফিরে যাও—

কামরুজ্জামান সাহেব নিজের কাজে চলে গেলেন। নতুন উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়ে বাড়ীতে ফিরে এলো আনোয়ার হোসেন। আর তার ভয় নেই। শাদিতে এবার সে সরাসরি না জবাব শুনিয়ে দেবে, তাতে যা হয় তা হোক।

যা হবার তাই হলো। যোগাড় যন্তর অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কেনাকাটা প্রায় শেষ। দশজনের মধ্যে কথাটাও বেশ জানাজানি হয়ে গেছে। দাওয়াতও পৌছে গেছে অনেকের কাছে। কবেজ মিয়াই উদ্যোগী হয়ে পরিস্থিতিকে পাকিয়ে তুলেছেন এভাবে। এ অবস্থায় আনোয়ার হোসেন চূড়ান্তভাবে না করে বসলে, মাটির মধ্যে সেঁদিয়ে গেল তার আব্বাজানের চোখ-মুখ। আগুন ধরে গেল তাঁর মাথায়। এমন পুত্রের মুখ আর একদণ্ডও দেখবেন না বলে তিনি বাঁশ হাতে তুলে নিলেন। আনোয়ারকে এক কাপড়েই বাড়ী ছাড়তে হলো।

২

মাঠ ময়দান বনজঙ্গল পেরিয়ে নর্থবেঙ্গল এক্‌স্‌প্রেস্‌ নানা এ্যাংগেলে এঁকে বেঁকে ছুটছে। "ক্যালকাটা রাণাঘাট—ক্যালকাটা রাণাঘাট" আওয়াজ তুলে মার মার কাটকাট ধেয়ে চলেছে সাউথ বেঙ্গল অভিমুখে। অভিপ্রায় তার এক ও অভিন্ন। আচরণ অকৃত্রিম। গন্তব্যে পৌছা ছাড়া ট্রেনের আর অন্য কোনো ধান্দা নেই। কিন্তু আল্লাহ-যীশু-হরি ঠাকুরের যেসব বান্দা-গোলাম আর দাস-চরণ তার চরণদার, তাদের আচরণ মেকী, তাদের ধান্দা হাজার মুখী। এতে করে চাঁদের বাজার বসে গেছে প্রত্যেকটি কামরায়। অল্পজনের অস্বস্তি অধিকজনের চামড়ায় আদৌ ফুটছে না। প্যাসেঞ্জারের পাঁচমিশালী ফূর্তি-আর্তির সাথে কিছু উড়তি পীরের বাড়তি উৎপাত নরক আরো গুলজার করে তুলেছে।

ধুন্ধুমার কারবার। রং-বেরংয়ের খেলা। চলছে নানা ঢং-এর প্রেমালাপ, হৈ-হল্লোড়, কলাহল আর জংএর মোহড়া। পাল্লা দিয়ে চলছে ফেরিওয়ালা গং এর বেপরোয়া ফেরেববাজী। সঙ সেজে নেচে নেচে স্যাকারিণ সমৃদ্ধ পান বেচে বেড়াচ্ছে পানওয়ালা। বোল্‌চাল্‌ তার বাজখাঁই। দাঁতের মাজনওয়ালা তার ছাইভস্ম চক্‌সর্বস্ব মাজনের যে মাহাত্ম্য তুলে ধরছে, তাতে করে দাঁত নিয়ে সব সমস্যা সাফ, ভাত

www.pathagar.com

অভাবে ডেন্টিস্টদের অকালমৃত্যু অনিবার্য। সেই সাথে এও হয়তো অনিবার্য যে, ধস্‌নামা মুখের ধবধবে যে দাঁতের পাটি হা করে সে দেখাচ্ছে, কষে একটা চড় মারলেই বেরিয়ে আসবে থলের বিড়াল, ফোক্‌লা মুখের ফল্‌স্‌ দাঁত খসে পড়বে মাটিতে।

মাজনওয়ালা না থামতেই তড়িঘড়ি শুরু করেছেন সাক্ষাত এক ধন্বন্তরী। তার হাতে সর্বব্যাধি বিনাশিনী পোষ্টাই। তার মতে হ্যানিম্যান—আইনষ্টাইন সব মিথ্যা, এম. বি. বি. এস্‌,-এফ. আর. সি. এস্‌ সব ফালতু, হাসপাতাল—আরোগ্যালয় সব আজগুবী আস্তানা। অনর্থক অর্থ নাশ। তার এক ফাইল পোষ্টাই-ই সর্বব্যাধি নাশ করতে যথেষ্ট। এমন কোনো বিমার বালাই ত্রিভূবণে নেই, যা তার ঐ পোষ্টাই সেবনে পালাই পালাই রব না-তুলে পারে। দাম মাত্র দুই আনা।

সবার কসরত ফেল মারছে কক্ষের আর একপাশে হাতকাটা তেলওয়ালার তাফালিংএ। তার ঐ তেল লাগালে হাতকাটা তো হাতকাটা, মাথা কাটা গেলেও, ধড়াক করে জোড়া লাগবে কাটা মাথা, মরা মানুষ উঠে বসবে তড়াক্‌ করে। পাশাপাশি চলছে কামোত্তেজক বড়িওয়ালা কান মজানো বয়ান। মরমীজন মুগ্ধ হয়ে শুনছে, তার বড়ি শশ্মানমুখী শবের মুখে দিলেও, মোশান একখানা দেখাবেই সে আহামরি। এছাড়া, সর্বত্রই ভিড় ঠেলে চলছে অন্ধ-খঞ্জের ভূমিকায় নিখুঁত অভিনয়। আসল অন্ধের আসল খঞ্জের ভাত মারছে অভিনেতারা। এ্যাক্‌টিং তাদের এতই অনবদ্য যে, আসলদের দূরে ঠেলে এই নকলদের পাতা হাতে দু' চার পয়সা না দিলে, পুণ্য অর্জনের কোনো প্রয়াসই সফল হবার নয়।

চকলেট-চিনে বাদাম—চিরুণীওয়ালা সহ সবই এসব অনাবৃত খোলামেলা কারবার। প্রকাশ্য ধান্দাবাজী। অপ্রকাশ্য ধান্দা-মতলব নিয়ে আরো যে কত পীর ভিড় করছে কামরায়, তার হদিস করে কে?

ছুটে চলেছে নর্থবেঙ্গল একস্‌প্রেস। তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরায় বসে আনোয়ার হোসেন ঝুমছে আর ভাবছে। তার ভাবনার বিষয় কক্ষের এ চলমান, রঙ্গলীলা নয়। তার প্রসঙ্গ আলাদা। নিজের ললাট লিখন নিয়েই সে এতক্ষণ চিন্তামগ্ন ছিল। এক্ষণে ভাবছে কক্ষটির দেয়াল লিখন দেখে আর ঐ দেয়াল লিখন নিয়ে। আগে পিছে দুই দেয়ালে উজ্জ্বল হরফে লেখা "Bewarare of swindles, theives and pick-pockets, They are all around you." (চোর-জুয়াচোর পকেটমারদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। তারা আপনার চারপাশেই বিদ্যমান)।

ঐ দেয়াল লিখন লিখেছে রেল বিভাগের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। লেখা হয়েছে নিসন্দেহে ইউরোপীয়ান যাত্রিদের উদ্দেশ্যে। এদেশী যাত্রিদের উদ্দেশ্যে কস্মিনকালেও নয়। বিস্ময়ের কিছুই নেই। এ দেশের লোকজনদের ওরা সৎ-সজ্জন কখনও ভাবে না। ঢালাওভাবে দূর্জন আর চোর-জুচ্চোর-পকেটমার ভাবে বলেই ঐকথা লেখা হয়েছে ইউরোপীয়ান যাত্রিদের সতর্ক করে দেয়ার জন্যে। আনোয়ার হোসেন ভাবছে, নিজেরাই যারা বিশ্বসেরা জালিয়াত, তারা আবার অন্যদের বলে চোর-জুচ্চোর-পকেটমার! পরিহাস আর বলে কাকে! বিশ্ব মিথ্যুক বলেই এমন নির্জলা মিথ্যা বলা সম্ভব হয়েছে তাদের পক্ষে।

www.pathagar.com

কিন্তু আনোয়ার হোসেনের ভাবনাটা বিলকুলই বিশুদ্ধ ছিল না। গলদ ছিল তার মধ্যে অনেকখানি। সেটা সে ধরতে পারেনি সঙ্গে সঙ্গে। জাল-জুয়াচুরি করায় আর মিথ্যা কথা বলায় ইংরেজেরা যে নিদারুণভাবে নিপুণ, এখানে কোনো ফাঁক নেই। ফাঁকটা হলো, এদেশীরাও সকলেই দুধে ধোয়া তুলসী পাতা নয়। দ্বিতীয়তঃ, মিথ্যাবাদীরা অহরহঃ মিথ্যা কথা বললেও, দু' একটা সত্য কথাও বলে ফেলে দায়ে পড়ে। সত্য যে তারা বলেই না, একথা ঠিক নয়। কিন্তু মিথ্যার মহাসমুদ্রে দু' একটা সত্য কথা শিশির বিন্দুর মতোই লীন হয়ে যায় বলে সে সত্য ধরা পড়ে না কারো কাছে আর সে সত্যে কাজও হয় না বড় একটা। রাখাল আর তার গরুর পাল বাঘের পেটেই যায়। মিথ্যাবাদী ইংরেজেরা এ দেশের জনগণকে মিথ্যা অপবাদ দিতে দিতে হঠাৎ যে এখানে একটা সত্যও বলে ফেলেছে, সে তথ্য আনোয়ার হোসেন তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করতে পারলো না। পারলো কিঞ্চিৎ পরে।

পরের ষ্টেশানই কলিকাতার শিয়ালদহ। ফাইন্যাল চেকিং করার জন্যে চেকার এলেন কামরায় এবং প্রত্যেকের কাছে টিকেট চার্জ করতে লাগলেন। আনোয়ার হোসেনের কাছে এলে আনোয়ার তার টিকেটের জন্যে হাত ঢোকালো জামার নীচের পকেটে। কিন্তু পরমেশ্বরের পরম কৃপায় হাতখানি তার পুরোটাই ঢুকে গেল পকেটে, তবু তালাশ করে পকেটের তলার নাগাল পেলো না। চমকে উঠে জামা তুলে দেখে, কম্মকাবার। কোন্ এক সুনিপুণ হাতের ক্ষৌরকর্ম ইতিমধ্যেই সুসম্পন্ন হয়ে গেছে। পকেটের তলাটাও উধাও, মানিব্যাগটাও উধাও। উপর পকেটে রাখলে পড়ে যেতে পারে ভেবে সে মানিব্যাগটা নিচের পকেটে রেখেছিল। হারিয়ে যেতে পারে ভেবে টিকেটটাও রেখেছিল ঐ মানিব্যাগেরই মধ্যে। এক্ষণে আমও নেই, ছালাও নেই। সতর্কতা তামামই তার ব্যর্থ হয়ে গেল।

চেকারের সামনে লাচার হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো বেচারা। লোকটার মুসিবত আর পকেটের হালত দেখে চেকার তাঁর চাহিদা আর বলবৎ রাখলেন না। বিদ্রূপের হাসি হেসে আনোয়ারকে ছাড় দিয়ে গেলেন। কিন্তু কম্লা ছাড়লেও কুম্লী ছাড়ার পাত্রী নয়। দুশ্চিন্তার পাহাড় তাকে ছাড় দিলো না একটুও। সাড়ম্বরে চেপে বসলো মাথার উপর। মাথায় হাত দিয়ে আসনের উপর আনোয়ার ফের বসে পড়লো থপ্ করে।

আবার তার দশদিক আঁধার হয়ে এলো। শিক্ষক কামরুজ্জামান সাহেবের নসিহত মাফিক কলিকাতাতেই ফিরে যাচ্ছে আনোয়ার হোসেন। এক কাপড়ে বাড়ী ছাড়তে বাধ্য হলেও, একেবারেই নিঃসম্বল সে ছিলো না। জীবিতকালে তার নিজের আম্মা আদর করে ছেলেকে যে আংটি গড়িয়ে দিয়েছিলেন, বাড়ী ছাড়ার দিন সে আংটি হাতেই ছিল আনোয়ারের। বেশ মূল্যবান আংটি। আংটিটা বেচে যা পেয়েছিল তাও বেশ ভাল পয়সা। রাহা খরচ সহ কলিকাতায় কয়েকদিন থাকা-খাওয়াটা চলে যেতো স্বচ্ছন্দে। ছোট কাজ করলে, কাজও একটা জুটে যেতো এর মধ্যে। মীল-ফ্যাকটরী দোকান-পাটে খাতা লেখার কাজ একটা পাওয়াই যেতো চেষ্টা করলে। কিন্তু পরিকল্পনা তামামই তার ভেস্তে গেল এক পলকে। থাকার স্থান যেখানে রাত সেখানে কাত্ হলেও, পেটের সংস্থান কোথায়? ক্ষুধার ভাব এখনই হয়েছে এরপর বাড়তেই থাকবে ক্ষুধা। তখন?

www.pathagar.com

ভাবতে ভাবতে ট্রেন এসে দাঁড়িয়ে গেল শিয়ালদহ ষ্টেশানে। উদ্ভ্রান্ত আনোয়ার হোসেন ট্রেন থেকে নেমে এসে প্ল্যাট্‌ফর্মেরই একপাশে বসে পড়লো হতাশায়। হুঁশ বুদ্ধিহীন। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মাথার মধ্যে ছুটছে কেবল শতচক্রের শকট।

বিশাল ষ্টেশান শিয়ালদহ। বিপুল লোক সমাগম। ঘণ্টায় ঘণ্টায় আসছে যাচ্ছে ট্রেন। হৈ হুল্লোড়, উল্লাস আর উৎকট শব্দ আওয়াজ। এরই মধ্যে কেটে যাচ্ছে সময় আর বৃদ্ধি পাচ্ছে আনোয়ারের ক্ষুধা। প্রকট হচ্ছে জঠর জ্বালা। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা শেষ অবধি অসম্ভব হয়ে উঠলো। কিছু একটা করতে হবে তাকে। ভিক্ষে করা সম্ভব নয়। উপার্জনের পথ একটা চাই-ই। সেই পথটা কি চিন্তা করে অস্থির হয়ে উঠতেই সিটি বাজিয়ে আর একখানা ট্রেন তার পাশেই এসে ভিড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ উঠলো—"কুলি-কুলি"। বিভিন্ন কামরা থেকে ব্যস্ত সমস্ত আওয়াজ।

আনোয়ার হোসেন চাঙ্গা হয়ে উঠলো। তৎক্ষণাৎ তার খেয়াল হলো শিক্ষা গুরু কামরুজ্জামান সাহেবের কথা। তিনি বলেছিলেন, কাজ না পাও, কুলিগিরি করবে। প্রথম দিকে আমিও অনেক কিছু করেছি। "গুরুজীর জয়" বলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো আনোয়ার হোসেন। কাপড় জামা আঁটশাঁট করে নিয়ে দৌড় দিলো কুলিগিরির কাজে।

শুরু হলো কসরত তথা কঠিন কায়িক শ্রম। অতপর এ শ্রম চলতেই থাকলো নিরলস। একজনের মাল নামানোর পর অমনি আবার দৌড় দিলো আর একজনের ডাকে। একজনের মাল তোলার পর অমনি আবার ছুটে গেল আর একজনের মাল তোলার জন্যে। পয়সা নিয়ে বাক বিতণ্ডা নেই। অল্পতেই খুশী হয়ে মাল টানে আনোয়ার। মাল তোলে মাল নামায় দিনরাত সর্বক্ষণ।

একটানা মোট টেনে কয়েক দিনের মধ্যেই তার আকষর্ণীয় চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। ধূলোর আস্তর পড়লো পোশাকে ও দেহে। বেরিয়ে এলো হাড়। অদৃষ্টের মার মেনে নেয়া ছাড়া তার আর কি-ই বা করার আছে। মোটটানা শুরু হলো ক্ষুধার তাড়নায় আর সেইটেই পরিণত হলো তার সাময়িক পেশায়। শুধু পেট চললেই তো চলবে না, কিছু সঞ্চয়ও চাই তার। পয়সা হাতে না জমলে পরিচিত সমাজে ফিরে যাওয়ার পথ নেই। বিনে পয়সায় কোনো আবাসের দ্বার খুলে না কেউ।

জোর করেই আত্ম পরিচয় মুছে ফেললো আনোয়ার হোসেন। পাল্টে ফেললো আইডেন্‌টিটি। তার একমাত্র পরিচয় এখন কুলি। নাম, হোসেন কুলি। ধাম, শিয়ালদহ ষ্টেশান। চেনাজনের বিড়ম্বনার সম্ভাবনা ক্ষীণ দীনহীন বেশ। গলা মাথা কেশ থাকে গামছায় বাধা। দাগ চিহ্নের শেষ নেই বসনে। মাটির সাথে বিশেষ মিতালীর কারণে চান্‌খানা চেহারা। এছাড়া, কলিকাতার অগণন জনগণ মাঝে কজনই বা চেনাজন তার। তবুও দৈবাৎ যদি চিনেই ফেলে কেউ, ফেলুক। তিক্ দিতে সবাই পারে, ভিক্ষ্ দেয় কে?

একদিন ট্রেন এসে থামলে পায়জামা-পাঞ্জাবী পরা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক কুলি-কুলি রবে ডাক হাঁক শুরু করলেন। সঙ্গে তার স্ত্রী-পুত্র, কন্যা আর ছোট বড় অনেক লটবহর। হাঁক শুনে আনোয়ার হোসেন ছুটে গিয়ে হাত লাগালো মালে। তা দেখে ভদ্রলোকটি ব্যস্তভাবে বললেন—আরে-আরে, আগেই মাল তুলছো কেন? কত নেবে

www.pathagar.com

সেটাতো আগে বলবে ? ছোট ছোট ব্যাগ-পোঁটলা আমরাই হাতে হাতে নিচ্ছি। এই বড় কয়টা নামিয়ে ঘোড়া গাড়ীর কাছে পৌঁছে দিতে কত নেবে, সেইটে আগে বলো ?

আনোয়ার হোসেন বিনীত কণ্ঠে বললো—বিবেচনা করে যা দেবেন, তাই নেবো।

কথাটা ভদ্রলোক পসন্দ করলেন না। বললেন—তা কি করে হবে ? আমার বিবেচনা তোমার যদি মনমতো না হয় ?

ঃ হবেই জনাব। লোক দেখলেই আমি বুঝতে পারি।

ঃ তাজ্জব ! তবু যদি নিতান্তই কম দেই ?

ঃ দেবেন। আপনার বিবেচনায় যা আসে, তাই দেবেন। সবার সাথে আমি দরাদরি করিনে।

ভদ্রলোক ইতস্ততঃ করে বললেন—আজব কথা। আচ্ছা ঠিক আছে, তোলো মাল।

ছোট ছোট ব্যাগ পোঁটলা হাতে হাতে নিয়ে ভদ্রলোক সপরিবারে নেমে এলেন। আনোয়ার হোসেন বড় বড় মালগুলো ট্রেন থেকে নামালো এবং ষ্টেশানের বাইরে সেসব পৌঁছে দিলো। এরপর ভদ্রলোক যে মজুরী আনোয়ারের হাতে দিলেন, তা দেখে আনোয়ার থমকে দাঁড়িয়ে গেল এবং ভদ্রলোকের মুখের দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে রইলো। ভদ্রলোক ক্ষুণ্নকণ্ঠে বললেন—মনমতো হলো না বুঝি ?

জড়তাহীন কণ্ঠে আনোয়ার হোসেন বললো—জি, না।

ঃ আরো বেশী চাই ?

ঃ জি না, তাও নয়।

ঃ তবে ?

ঃ বন্দোবস্ত না করে ভুল করেছি। চারটে মাল নামিয়ে আটটা মালের দাম আমি নিতে পারিনে জনাব।

ঃ আটটা মালের দাম !

ঃ জি। অর্ধেকটা ফেরত নিলে আমি খুশী হবো। না-হক পয়সা আমি নেইনে।

একথা শুনে ভদ্রলোকের স্ত্রী বললেন—এতো এক আজব কুলি দেখছি। এমনটি তো কখনও দেখিনি ?

ভদ্রলোকও বিপুল বিস্ময়ে বললেন—তাইতো দেখছি।

এরপর ভদ্রলোক আনোয়ার হোসেনকে বললেন—আচ্ছা ঠিক আছে। বাড়তি পয়সাটা তোমাকে বকশিশ দিলাম, যাও—

আনোয়ার তবু অনড়। বললো—কসুর নেবেন না জনাব। বকশিশও আমি নেইনে। ওটা ভিক্ষে নেয়ার শামিল। এই যে বাড়তিটা এখানে এ মালের উপর রইলো। ন্যায্যটা আমি নিয়ে গেলাম। মুরুব্বী মানুষ আপনি। বেয়াদবী হলো আমার। দয়া করে মাফ করে দেবেন।

অর্ধেক পয়সা মালের উপর রেখে আনোয়ার হোসেন দ্রুতপদে চলে গেল। সপরিবার ভদ্রলোক অবাক বিস্ময়ে আনোয়ারের গমন পথে চেয়ে রইলেন। ভদ্রলোকের

www.pathagar.com

বালক পুত্রটি সকৌতুকে বলে উঠলো—কি বোকারে ! পেয়ে পয়সা ফেরত দিয়ে গেল?

ভদ্রলোক বিমুগ্ধ কণ্ঠে বললেন—অনেকদিন পর এমন বোকা আবার একটা দেখার কিস্‌মত হলো আমার !

সেখান থেকে ফিরে এসে 'কুলি-কুলি' ডাক শুনে ফের ঐ কক্ষেই ছুটে গেল আনোয়ার হোসেন। কিন্তু এবার সে মালের নাগাল পেলো না। তার আগেই অন্য এক কুলি গিয়ে হাত লাগালো মালে। কক্ষে আর কোথাও কেউ নেই। কোনো মালামালও নেই। আনোয়ার হোসেন অগত্যা ফিরে আসতে গিয়েই দেখলো, আগের সেই ভদ্রলোক বিবি-বাচ্চাদের নিয়ে যে আসনে বসেছিলেন, সেই আসনের নীচে সুন্দর একটা কাপড়ের ব্যাগ। মুখটা খোলা খোলা। আনোয়ার হোসেন দৌড়ি গিয়ে ব্যাগটি বের করে দেখে, কিছু অফিসিয়াল কাজগপত্র। উপরেই একটি রাইটিং প্যাড। প্যাডে ইংরেজীতে নাম ঠিকানা লেখা। আনোয়ার হোসেন ক্ষিপ্রনজরে নামটা পাঠ করলো। নাম, এ. আর. খান মজলিস। ডিপার্টমেন্ট অব সেটেলমেন্ট এ্যাণ্ড এসেস্‌মেন্ট অফ রেভেনিউ।

ব্যাগটা নিয়ে দ্রুতপদে নেমে এলো আনোয়ার হোসেন। দৌড়ের উপর প্ল্যাটফরমের বাইরে এসে দেখে, বিবি বাচ্চাদের নিয়ে টাঙ্গার উপর উঠে বসেছেন ভদ্রলোক। কোচওয়ান গাড়ী ছাড়তে উদ্যত। দৌড়ে উপর থেকেই আনোয়ার হোসেন উচ্চৈস্বরে বললো—এই যে জনাব, শুনুন-শুনুন। আপনার নাম কি মিঃ এ. আর. খান মজলিস ?

নিজের নাম শুনে ভদ্রলোক সচকিত হয়ে পেছন ফিরেই দেখেন, সেই কুলিটি ফের ছুটে আসছে তাঁর দিকে, কুলির হাতে তারই কাগজপত্রের ব্যাগ। চমকে উঠে ভদ্রলোক কোচ্‌ওয়ানকে বললেন—এই, রোখো-রোখো। ঠারো।

কোচওয়ান থেমে গেল। কাছে এসে আনোয়ার ফের প্রশ্ন করলো—মিঃ এ. আর. খান মজলিস কি আপনার নাম ?

ভদ্রলোক শশব্যস্তে বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমিই এ. আর. খান মজলিস। ওটা আমারই ব্যাগ। দাও-দাও—

হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা নিতে নিতে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—কোথায় পেলে এটা ?

আনোয়ার হোসেন বললো—আপনারা যেখানে বসেছিলেন, সেই আসনের নীচেই এটা ছিল।

ঃ হ্যাঁ-তাইতো-তাইতো ! এটা বের করে নিতে বিলকুলই ভুলে গেছি। ইশ্‌ ! কি অঘটন যে ঘটে যাচ্ছিল একটা—

সকৃতজ্ঞ নয়নে আনোয়ারের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন ভদ্রলোক। ক্ষণিক পরেই প্রশ্ন করলেন-তা তুমি কি করে জানলে, আমার নাম এ. আর. খান মজলিস ?

ঃ ঐ তো উপরের ঐ রাইটিং প্যাডেই লেখা আছে—এ. আর. খান মজলিস, ডিপার্টমেন্ট অফ সেটল্‌মেন্ট এ্যাণ্ড এসেস্‌মেন্ট অফ্‌ রেভেনিউ।

এবার পরিবারের সকলেই ঝুঁকে পড়লেন আনোয়ার হোসেনের দিকে। মিঃ এ. আর. খান মজলিস বিপুল বিস্ময়ে বললেন—কি অসম্ভব ! তুমি লেখাপড়া জানো ?

www.pathagar.com

এতক্ষণে আনোয়ারের খেয়াল হলো, নিজেই সে নিজেকে ধরা দিয়ে ফেলেছে। থতমত করে বললো—জি, যৎসামান্য জানি।

ঃ যৎ-সামান্য মানে ? এটাতো কঠিন ইংরেজী ! এটা তুমি পড়তে পারলে ?

আনোয়ার হোসেন মাথা নীচু করলো এবং লজ্জিত কণ্ঠে বললো—জি, পারলাম।

স্তম্ভিত হয়ে খান মজলিস সাহেব আবার কিছুক্ষণ আনোয়ার হোসেনের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। পরে বললেন—তুমি ইংরেজীও জানো ?

ঃ জি, অল্প অল্প জানি।

ঃ মাই গুড্‌নেস্ ! লেখাপড়া শিখে কুলিগিরি করছো মানে ?

ক্লীষ্ট হাসি হেসে আনোয়ার হোসেন বললো—আমার লেখাপড়ার কি দাম আছে জনাব ? ও দিয়ে তো চাক্‌রী বাক্‌রী হলো না। তাই পেটের দায়ে কুলিগিরিই করতে হচ্ছে।

ঃ কুলিগিরিই করতে হচ্ছে ? কমপক্ষে ভালভাবে মাইনর পাশ বা আরো দু' এক শ্রেণী উপরে পড়াশুনা না করলে তো এ ইংরেজী পড়তে পারার কথা নয় ? রাইটিং প্যাড্ কাকে বলে বা কি জিনিস, তাও বুঝতে পারার কথা নয়। বাড়ী কোথায় তোমার?

ঃ উত্তর বঙ্গে জনাব ! রাজশাহীতে।

ঃ রাজশাহীতে কোথায় ?

ঃ প্রত্যন্ত এক পল্লীতে। সাবেক ভাতুরিয়া পরগণার মধ্যে ইমামহাটি নামক এক গাঁয়ে।

খান মজলিস সাহেব আরো আগ্রহী হয়ে উঠলেন। বললেন—ভাতুরিয়া পরগণা? আমাইগাছীর জমিদারের নাম শুনেছো ? অবশ্য ছোট এক জমিদার। ঐ ভাতুরিয়ার পাশেই।

ঃ জি জনাব। তাঁর নাম আশুতোষ ব্যানার্জী। আমাদের ইমামহাটি গ্রাম তাঁর জমিদারীর মধ্যে না হলেও, একেবারেই লাগালাগি।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ জি। ঐ ব্যানার্জী বাবুদের ইস্কুলেই আমি কিছুদিন পড়েছি। আপনি কি তাঁকে চিনেন ?

খান মজলিস সাহেব খোশ কণ্ঠে বললেন—অফ্‌কোর্স্-অফ্‌কোর্স্। আমি যে বেশ কিছুদিন ঐ জমিদার বাবুর কানুন-গো ছিলাম। মানে, নতুন জমিদারী মাপজব্দ করে নেয়ার জন্যে কলিকাতা থেকে উনিই আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ঃ তাই ?

ঃ বিলকুল তাই। তা তোমার নামটা বললে নাতো ?

ঃ আমার নাম আনোয়ার হোসেন। এখানে নাম হোসেন কুলি।

কোচওয়ান এ সময় তাকিদ দিয়ে বললো—হুজুর, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। এ এক ক্ষেপ্ মারলেই তো আমার চলবে না ?

www.pathagar.com

সচকিত হয়ে খান মজলিস সাহেব বললেন—ও আচ্ছা-আচ্ছা। এক মিনিট—

বলেই তিনি আনোয়ারকে বললেন—এই নাও আমার ঠিকানা। এক সময় বাসায় এসে দেখা করো আমার সাথে। দেখি, তোমার কোনো হিল্লে করতে পারি কিনা। লেখাপড়া জানা এমন একটা সৎ-ছেলে কুলিগিরি করবে, এটা কেমন কথা ?

বলতে বলতে খান মজলিস সাহেব প্যাডের একটা পাতা ছিঁড়ে আনোয়ারের হাতে দিলেন। এরপর ফের বললেন—ইতস্ততঃ করো না যেন। অবশ্য অবশ্য যাবে কিন্তু।

আনোয়ার হোসেন আবার মাথা নীচু করলো। খান মজলিস সাহেব তাকিদ দিয়ে বললেন—কি ? যাবে তো ?

ঃ জি আচ্ছা, যাবো।

ঃ গুড্ !

এবার তিনি কোচওয়ানকে বললেন—নাও, গাড়ী ছাড়ো-

কোচওয়ান গাড়ী ছেড়ে দিলো। আনোয়ার হোসেন লক্ষ্য করলো, খান মজলিস সাহেবের উড়না-আঁটা স্ত্রী কন্যা তখনও অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে তার দিকে।

৩

ঘণ্টা পড়ছে ঢং ঢং। হুইসেল ফুঁকে ট্রেন যাচ্ছে, ট্রেন আসছে। আসছে যাচ্ছে যাত্রিরা। দিবারাত্রি আগমন আর নিষ্ক্রমন। কর্তব্যরত কর্মচারী, ছদ্মবেশী ভড়ংধারী, চোর-জুচ্চোর-ভিক্ষুক, হকার-ব্রোকার-মেকার, মায় মুটে-মজুর-কুলিটাও সবাই কাজ আর ধান্দা শেষে ফিরে যাচ্ছে ঘরে। ষ্টেশানে কেউ সর্বক্ষণ থাকছে না। থাকছে কেবল আনোয়ার হোসেন ওরফে হোসেন কুলি। তার কোনো ঘর নেই। যাওয়ার জায়গা নেই। জায়গা করার মতো প্রয়োজনীয় সঞ্চয় এখনও হয়নি। সঞ্চয় সংগ্রহে অহর্নিশ সে ব্যস্ত। অন্যদিকে নজর দেয়ার ফুরসুৎ নেই। ফুরসুৎ নেই একদণ্ড ফাঁকে এসে দাঁড়ানোর। কান তার ঘণ্টার দিকে। ট্রেনের হুইসেলের দিকে। লক্ষ্য তার ইন-কামিং ট্রেন। কখন ট্রেন এসে ইন করবে ইষ্টিশনে সেইদিকে তার মন-প্রাণ নিবদ্ধ।

কিছু আগে গাড়ী আসার ঘণ্টা হয়ে গেছে। দূর থেকে ভেসে আসছে হুইসেলের ক্ষীণ আওয়াজ। অল্পক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে ট্রেন। যাত্রী-কুলি সকলেই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। আনোয়ারও ব্যস্তভাবে উঠে খাড়া হয়েছে। এ সময় এক লোক এসে বললো—তুমিই কি হোসেন কুলি ? মানে, তোমার নামই কি—

আনোয়ারের মন তখন ট্রেনের দিকে। অন্যকিছু খেয়ালে তার নেই। কথার মাঝেই তাই সে সংক্ষেপে জবাব দিলো—হ্যাঁ, আমার নামই হোসেন কুলি।

নিশ্চিত হয়ে লোকটি ফের বললো—তাহলে এদিকে এসো। এক মেয়ে তোমার খোঁজ করছেন।

ঘোর কাটলো আনোয়ারের। সম্বিতে ফিরেই সে পেছন ফিরে দেখলো, লেবার শ্রেণীর হলেও একজন বয়সী লোক কথা বলছে তার সাথে। কোনো বাচাল ছেলে ছোক্‌ড়া নয়। থতমত করে বললো—কি বললেন ?

www.pathagar.com

ঃ বলছি, প্ল্যাটফর্মের বাইরে এক মেয়েছেলে তোমাকে খুঁজছেন।

আনোয়ার হোসেন বিশ্বাস করতে পারলো না। বিস্মিত কণ্ঠে বললো—আমাকে ?

ঃ হ্যাঁ, তোমাকেই।

ঃ আপনি ভুল করছেন। কোনো মেয়েছেলে আমাকে খোঁজার কথা নয়। অন্য কাউকে খুঁজছেন হয়তো।

ঃ কি রকম ? তুমি কি হোসেন কুলি ওরফে আনোয়ার হোসেন নও ?

আনোয়ার হোসেন আরো অধিক তাজ্জব হলো। তার আনোয়ার হোসেন নামটা এ ষ্টেশানেরই দু' একজন বৈ অন্য কেউ জানে না। বাইরের কোনো মেয়ে তা জানবে কি করে ? বিপুল বিস্ময়ে সে আগন্তুকের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। আগন্তুক ফের প্রশ্ন করলো—কি হলো, নও কিনা ?

আনোয়ার হোসেন অস্ফুট কণ্ঠে বললো—হ্যাঁ, আমিই।

ঃ তাহলে আর দেরী করছো কেন ? এসো—

ঃ আসবো ! কোথা থেকে এসেছেন আপনারা ? মেয়েটা কে ?

ঃ মেয়েটা কলেজের এক ছাত্রী। আমার জুড়ী গাড়ীতে চড়ে কয়েকজন ছাত্রী কলেজে যান আসেন। অন্য মেয়েরা নিজ নিজ বাড়ীতে নেমে গেছেন। এই একটা মেয়েই গাড়ীতে এখন আছেন আর তোমাকে ডাকছেন।

বেড়েই চললো আনোয়ারের বিস্ময়। বললো—কলেজের ছাত্রী ? আমাকে তাঁর কি প্রয়োজন ?

ঃ আরে ব্যস্‌রে ! সে কথা কি আমি জানি ? এসো আমার সাথে। গেলেই জানতে পারবে।

বিস্ময়ের দোলায় দোল খেতে খেতে আনোয়ার হোসেন লোকটিকে অনুসরণ করলো। প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে দেখলো, সত্যিই একটা জুড়ী গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। গাড়ীর মধ্যে বসে আছে একটি মাত্র মেয়ে। তার গা-মাথা উড়নায় আব্রু করা। কাছে এসেই গাড়ীর সহিস মেয়েটিকে বললো—এইযে আম্মা, এ লোকই সেই হোসেন কুলি।

নড়েচড়ে উঠে মেয়েটি সাগ্রহে বললো—এই যে হোসেন মিয়া, আমিই তোমাকে ডেকেছি। এদিকে এসো।

গাড়ীর দুয়ারের কাছে এসে আনোয়ার হোসেন বললো—আমাকে ডেকেছেন মানে ?

ঃ মানে, একজন কুলির আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। একজন মুটের। কিছু মালামাল একখান থেকে আর একখানে নিতে হবে।

ঃ তা সেজন্যে আমাকে কেন ? আর আমার নামই বা জানলেন কি করে ?

ঃ এ ষ্টেশানেরই এক ষ্টাফের কাছে জানলাম। আমাদের পরিচিত লোক। তিনি বললেন, হোসেন কুলি নামের এক কুলি আছে এখানে। ভাল নাম আনোয়ার হোসেন।

www.pathagar.com

সে-ই কুলিদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত। তাঁর হাতে হাজার টাকার মাল নিশ্চিন্তে তুলে দেয়া যায়।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ মালগুলো খুবই দামী কিনা? টুকিটাকি অনেক মূল্যবান জিনিস-পত্রের ব্যাপার। বিশ্বস্ত লোক ছাড়া যারতার হাতে ওসব ছেড়ে দেয়া যায় না বলেই তোমাকে দরকার।

ঃ কিন্তু আমার তো যাওয়ার উপায় নেই।

ঃ কেন?

ঃ ঐযে শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না? ষ্টেশানে গাড়ী এসে যাচ্ছে। অনেক কামাই হবে এখন আমার।

ঃ সে কামাই তো আমরাই তোমাকে দেবো। অনেকক্ষণের কাজ। এখানে যে কামাই করবে বেলাভর, তার চেয়ে দেড়-দুইগুণ কামাই ওখানে তোমার হবে।

ঃ কিন্তু—

ঃ ফের কিন্তুর কি আছে? তোমার সততার খুব খ্যাতি আছে বলেই এত গরজ করে তোমাকে ডাকছি। নইলে তো অন্য মুটে নিতে পারতাম এসো—

ঃ তা কথা হলো, এখনই?

ঃ হ্যাঁ এখনই। কলেজ থেকে বাসায় ফিরছি। এখনই তোমাকে সাথে করে নিয়ে যেতে চাই। আবার কখন কাকে পাঠাবো? বাসায় গিয়ে এখন হয়তো কোনো কাউকেই হাতের কাছে পাবো না। এসো-এসো—

আনোয়ার হোসেন চিন্তায় পড়ে গেল। চিন্তিত কণ্ঠে বললো—তা আসবো কি করে? গাড়ীর পেছনে কি দৌড়িয়ে যাওয়া সম্ভব? ঠিকানাটা পেলে হয়তো—

ঃ আরে দৌড়ে যাবে কেন? গাড়ীতে উঠে ঐ আলাদা সীটে বসো। গাড়ীতে চড়ে যাবে।

সংকুচিত হয়ে আনোয়ার হোসেন বললো—সেকি! আপনার গাড়ীতে? তা কি করে হয়?

ঃ হয় না কেন? তুমি কি মানুষ নও? আমি কি গরু ছাগল গাড়ীতে তুলে নিচ্ছি?

ঃ তা না হোক, আমিতো একজন অপর লোক। তার উপর মুটে মযদুর মানুষ। আমি কি করে আপনার সাথে—

কিঞ্চিৎ উষ্মার সাথে মেয়েটি এবার বললো—এখানেই মেরে রেখেছো তোমরা তোমাদের নিজেদের। কুলি মযদুরও যে মানুষ, তারও যে সম্মান আছে একটা, এটা নিজেরাই তোমরা স্বীকার করতে চাও না। সবসময়ই নিজেদের ইতরজন ভাবো।

ঃ না ভেবে পারি কি করে বলুন? অনেকটা ইতর প্রাণীর মতোই যে জীবন যাত্রা আর আচরণ আমাদের। নোংরা লেবাস আর নোংরা পরিবেশ। ভদ্রলোকের সমকক্ষ হবো আমরা কি করে?

ঃ তফাৎটা কোথায়? মওকা আর খেদমত পেলে কামিন মযদুরও ভদ্রলোকে পরিণত হতে পারে। ফারাগটা তো আসলেই মেকী। সুযোগ আর অন্যের সার্ভিস্ পাওয়া না পাওয়ার ব্যাপার। এজন্যে মূল্য তাদের কম হবে কেন?

www.pathagar.com

ঃ ম্যাডাম !

ঃ মানুষের মূল্য তো ভদ্রলোকের লেবাস দিয়ে হয় না, হয় চরিত্র দিয়ে। একজন চরিত্রবান মযদুর চরিত্রহীন অসৎ ভদ্রলোকের চেয়ে শতগুণে শ্রেয়।

মেয়েটির দিকে নিষ্পলক চেয়ে রইলো আনোয়ার হোসেন। মেয়েটি ফের জোর দিয়ে বললো—আরে মিয়া, খেটে খাওয়া মানুষেরাই, অর্থাৎ কৃষক আর কামিন-মযদুরেরাই সমাজের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় লোক আর সবচেয়ে মূল্যবান মায় পুন্যবান অংশ। তারা ছাড়া সমাজ একদম অচল। ভদ্রলোকেরা তো বলতে গেলে সবাই পরগাছা। এই তোমাদের কাঁধে ভর করেই তারা ভদ্রলোক। তোমরাও নেই, ভদ্রলোকের ভদ্রলোকীও নেই। মোট-গাঁইট সবই তখন টানতে হবে তাদের। মাঠে নামতে হবে ফসল ফলানোর জন্যে। কুড়োল হাতে কাঠ ফাঁড়তে হবে, পানি টানতে হবে। ভদ্রলোক সেজে বসে থাকলে শুকিয়ে শুকিয়ে মৃত্যু তাদের অনিবার্য। বাঁচার তাকিদে তোমাদের দলেই আসতে হবে তাদের। ফারাগটা রইলো কি ? এসো-এসো—

মেয়েটির মানবতাবোধ দেখে আনোয়ার হোসেন মুগ্ধ হয়ে গেল। আর কোনো কথা না বলে উঠে বসলো গাড়ীতে। গাড়ীর সহিস লাগাম টেনে ছেড়ে দিলো গাড়ী।

ছুটে যাচ্ছে গাড়ী। নতমস্তকে বসে আছে আনোয়ার হোসেন। মুখে কোনো রা-শব্দ নেই। সে গভীরভাবে চিন্তা মগ্ন। মেয়েটিও নীরব। উৎসুকভাবে চেয়ে আছে আনোয়ারের মুখের দিকে।

কিছুক্ষণ এভাবে কাটলো। এরপর নীরবতা ভঙ্গ করে মেয়েটি বললো—কি ব্যাপার ! ঘাব্‌ড়ে গেলে নাকি ?

আনোয়ার হোসেন মাথা তুলে বললো—জি ? কিছু কি বলছেন ?

মেয়েটির হাসি পেলো। বললো বলছিই তো। একদম মনমরা হয়ে বসে আছো, মুখে কোনো কথা নেই, ভয়টয় পেলে নাকি ?

ঃ ভয় ! নাঃ, ভয় পাবো কেন ?

ঃ কোথা থেকে কে এসে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, কি তার মতলব—এসব কিছু মনে তোমার আসছে না ?

ঃ হ্যাঁ, তা কিছু কিছু আসছে বইকি ? তবে সেটা আমার বড় চিন্তা নয়। আমি ভাবছি, অভ্যস্ত কাজ ফেলে অনঅভ্যস্ত কোন্ কাজে যাচ্ছি, সে কাজ আমি পারবো কিনা বা সে কাজে ঝুঁকি আছে কতখানি—এসব কথা।

ঃ এসব কথা ভাবছো ?

ঃ জি। এভাবে হায়ার হয়ে মোটটানতে কোথাও কখনো যাইনি কিনা ?

মেয়েটি উৎসাহ ভরে প্রশ্ন করলো—কি বললে ? হায়ার হয়ে নাকি ?

ঃ হ্যাঁ, কতকটাতো সেই রকমই। আপনি তো হায়ার করেই নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে।

ঃ তাই নাকি ? 'হায়ার' কথাটার মানে বোঝো ?

www.pathagar.com

ঃ বুঝবো না কেন ? 'হায়ার' মানে ভাড়া করা। স্থানীয় বা নিজের লোক দিয়ে কাজ না হলেই 'হায়ার' করার প্রশ্ন উঠে। লোকে প্লেয়ার হায়ার করে আনে, লাঠিয়াল হায়ার করে আনে, আপনি লেবার হায়ার করে নিয়ে যাচ্ছেন। এটা তো সমাজের কমন টক্ আর ইউজুয়্যাল প্র্যাক্‌টিস্।

গালে হাত দিয়ে মেয়েটি বললো—ওমা ! তুমি–মানে আপনি, আপনি ইংরেজী জানেন ?

ঃ সে কি ! আমাকে হঠাৎ 'আপনি' বলছেন কেন ? কুলি-মযদুরকে কি 'আপনি' বলে কেউ ?

ঃ বলতেই হবে। এমন লেখাপড়া জানা লোক কি 'তুমি' বলা যায় ? কি রগরগে ইংরেজী বলছেন আপনি !

আর একদফা ঠেকে গেল আনোয়ার হোসেন। অভ্যস্ত কথাবার্তা হুট করে বেরিয়ে আসে বেখেয়াল একটু হলেই। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো—আরে এর সাথে লেখা-পড়ার সম্পর্ক কি ? ইষ্টিশানে যারা কুলিগিরি করে তারা হরেক রকম মানুষের হরেক রকম কথা অহরহঃ শুনে। শুনে শুনেই উর্দু-ইংরেজীর অনেক কথা শিখে ফেলে।

ঃ বটে !

ঃ যে কোনো কুলির সাথে কিছুক্ষণ কথা বললেই দেখবেন, মাঝে মাঝেই কেমন তাক লাগানো ইংরেজী শব্দ বলে ফেলছে সে। তাই বলে কি তারা কেউ ইস্কুলে কখনো গিয়েছে ? জীবনেও নয়।

আড়চোখে চেয়ে মেয়েটি বললো—তার অর্থ, আপনিও কখনো ইস্কুলে যাননি।

ঃ কি যে বলেন ! আমাদের আবার লেখাপড়া ! লেখা-পড়া শিখলে লাভ কি হয় আমাদের ?

ঃ কোনোই লাভ হয় না ?

ঃ হয় না আবার ? হয়। হাতে পায়ে ধরলে জমিদারের কাচারীর পেয়াদা-পিওন হওয়া যায়। দরকার কি ওসব আজগুবী ঝামেলায় যাওয়ার।

ঃ তাই আপনি কি স্কুলে কোনোদিন যাননি ?

ঃ কি জ্বালা ! "আপনি–আপনি" করতেই আছেন তবুও যে ?

ঃ তাতে কি হয়েছে ? আর নাহোক, বয়সে তো আপনি আমার বড়। ওকথা থাক। আমার কথার জবাব দিন। স্কুলে আপনি আদৌ গেছেন কিনা, সেই কথা বলুন।

ঃ আরে বাবা, এসব অপ্রাসঙ্গিক কথা নিয়ে টানাটানি করছেন কেন ? আমার কাজ মোটটানা। এজন্যে যদি স্কুলে যাওয়ার প্রশ্ন থাকে, তাহলে এখানেই আমাকে নামিয়ে দিন। আমার দ্বারা আপনার কাজ হবে না।

মেয়েটি এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললো—হুঁউ ! আপনি লোকটা যতই বিশ্বস্ত হোন না কেন, সত্যবাদী কস্মিনকালেও নন।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ অর্থাৎ, গাড়ী থেকে নামুন। আর আপনার গাড়ীতে থাকার দরকার নেই।

www.pathagar.com

হোঁচট খেয়ে আনোয়ার হোসেন অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো। গাড়ীও একই সাথে থেমে গেল। সশব্দে হেসে উঠে মেয়েটি বললো—বাসায় এসে পৌঁছে গেছি যে! নামতে হবে না গাড়ী থেকে?

ঃ বাসায়!

ঃ হ্যাঁ, এইটেই তো বাসা আমাদের। নামুন-নামুন।

উভয়েই গাড়ী থেকে নেমে এলো। আনোয়ার হোসনকে নিয়ে মেয়েটি সরাসরি ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করলো এবং বসার আসন দেখিয়ে দিয়ে বললো—বসুন, আমি একটু ভেতর থেকে আসি।

সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। ফিটফাট বসার আসন। থমকে গিয়ে আনোয়ার হোসেন বললো—বসবো মানে? আমাকে কাজ দিন, আমি কাজে লেগে যাই।

ঃ দেবো-দেবো। কাজ দেয়ার জন্যেই তো আপনাকে এখানে এনেছি। আপনি বসুন, আমি হাত মুখটা ধুয়ে আসি—

মেয়েটি চলে গেল। ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে আনোয়ার হোসেন ভাবতে লাগলো, একি গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে গেল সে। তাকে নিয়ে একি প্রহসন শুরু করলো মেয়েটা! স্বাভাবিকতার মধ্যে কিছুই তো থাকছে না।

স্বাভাবিকতার মধ্যে থাকলোও না কিছু। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলো মেয়েটা। সাথে এবার চাকর। চাকরের হাতে কিছু নাস্তার সরঞ্জাম। আনোয়ার হোসেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেয়েটি সবিস্ময়ে বললো—কি আশ্চর্য! দাঁড়িয়েই আছেন সেই থেকে! বেশ করেছেন। এবার বাইরে যান। সামনেই হাত মুখ ধোয়ার ব্যবস্থা আছে, হাত মুখটা ধুয়ে আসুন।

অতপর সে চাকরকে বললো—আবু মিয়া, ইনাকে হাত মুখ ধোয়ার জায়গায় নিয়ে যাও। দেখো আবার পালিয়ে যায় না যেন। লোকটা কিন্তু অনেকখানি পাগ্‌লাটে।

আনোয়ারের মুখের দিকে চেয়ে মেয়েটি হাসতে লাগলো। নাস্তার সরঞ্জাম টেবিলের উপর রেখে আবু মিয়া আনোয়ারকে বললো—আসুন—

আনোয়ার হোসেন চিন্তা করে এসবের কোনোই অর্থ খুঁজে পেলো না। তবু দিরুক্তি করার আর আগ্রহ তার হলো না। আবু মিয়ার সাথে নীরবে বেরিয়ে গেল।

হাতমুখ ধুয়ে ফিরে এলে মেয়েটি আবার বললো—নিন, এগুলো একটু মুখে দিন। আমিও ভেতর থেকে কিছু মুখে দিয়ে আসি। অনেক সময় কেটে গেছে। অভুক্ত থেকে এখন কিছুই করা যাবে না। আবু মিয়া, উনাকে নাস্তাপানি এগিয়ে দাও—

চাকরকে নির্দেশ দিয়ে মেয়েটি ফের ভেতরে চলে গেল। অনেকখানি দেরীতে আবার ড্রয়িং রুমে ফিরে এলে আনোয়ার হোসেন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো—ইশ্‌! বেলাটা আমার অনর্থক গেল। কাজের নাম করে ধরে এনে এসব কি শুরু করলেন, বলুন তো?

জবাবে মেয়েটি নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো—কাজটাতো আমার হাতে নয়, আমার আব্বার হাতে। তিনি এখন বাসায় নেই। বাসায় ফিরে না আসাতক্ আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।

www.pathagar.com

দুই চোখ প্রসারিত করে আনোয়ার হোসেন বললো—তার মানে ? আনলেন আমাকে আপনি। কাজ দেয়ার বদলে শুরু করলেন মেহমানদারী। এখন আবার বলছেন, আপনার আব্বার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। ব্যাপারটা কি বলুন তো ? আমাকে নিয়ে এ রকম মস্করা শুরু করলেন কেন ?

হাসি হাসি মুখে মেয়েটি বললো—মস্করা করতে আমার ভাল লাগে, তাই।

ঃ তার অর্থ ?

ঃ যে মিথ্যা কথা বলে আর কথা দিয়ে কথা রক্ষে করে না, তার সাথে একটু মস্করাই করে থাকি আমি।

আনোয়ারের রাগ হলো। উষ্ণ কণ্ঠে বললো—এসব কি বলছেন ? কে মিথ্যা কথা বললো ?

ঃ আপনি বললেন। ডাঁহা মিথ্যা কথা নির্দ্বিধায় বলে গেলেন।

ঃ মিথ্যা কথা বললাম আমি ?

ঃ বললেনই তো। লেখাপড়া জানা লোক হয়েও আপনি তো বিলকুল অস্বীকার করে গেলেন।

ঃ কে বললে আমি লেখাপড়া জানা লোক ?

ঃ ফের মিথ্যা কথা ? লেখাপড়া জানা লোকই যদি না হবেন তাহলে এ. আর. খান মজলিস, ডিপার্টমেন্ট অফ সেটেলেমেন্ট এ্যাণ্ড এসেসমেন্ট অফ রেভেনিউ—এ রকম শক্ত ইংরেজী আপনি পড়তে পারলেন কি করে ?

চমকে উঠলো আনোয়ার হোসেন। থমকে গিয়ে বোবার মতো চেয়ে রইলো কিছুকাল। রহস্যের জটাজাল খুলে গেল অনেকখানি। ধরা পড়ার গ্লানী গলদ্ধকরণ করে সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো—সেকি ! আপনি সেটা জানলেন কি করে ?

ঃ কি করে মানে ? আব্বা আমার সাথে আমিও যে সেদিন ছিলাম ঐ ইষ্টিশানে। ইষ্টিশানের বাইরে ঐ গাড়ীতে। আমার চোখের সামনে ঘটনা।

ঃ বলেন কি !

ঃ আব্বার হাত থেকে ঠিকানাটা নিয়ে ওয়াদা করলেন, বাসায় এসে দেখা করবেন আব্বার সাথে। অথচ সে ওয়াদার কোনো ইজ্জতই রাখলেন না। একজন মুরুব্বী মানুষের কাছে ওয়াদা করার পর সে ওয়াদা খেলাপ করেন, কেমন মানুষ আপনি ?

ঃ কি তাজ্জব ব্যাপার ! আপনি জনাব খান মজলিস সাহেবের মেয়ে ?

ঃ তাজ্জব তো আমিও হচ্ছি। চারজন মানুষের একজন এক বালক আর অপর দুইজন প্রৌঢ়। একমাত্র যুবতী মেয়ে সাথে। একজন পাগল তাকালেও ঐ যুবতীটিই নজরে পড়বে আগে তার। আপনার নজর তার উপর পড়লো না আর আপনি তাকে চিনলেন না—এটা কি করে হয় ?

আনোয়ার হোসেন ফাঁপড়ে পড়ে গেল। একটু থেমে বললো—আপনারা তো মাথায় উড়না দিয়ে ছিলেন। এছাড়া, একজন মেয়েছেলেকে চিনতে হলে যেভাবে

www.pathagar.com

দেখতে হয়, সেভাবে আমি আপনাকে দেখিনি। অপর-অচেনা মেয়েকে সেভাবে আমি দেখিও না কোনোদিন।

ঃ তাই বুঝি এযাবত আপনি আমার দিকে একবারও ভাল করে তাকাচ্ছেন না ?

ঃ না তাকানোই তো উচিত। কলেজে পড়া হলেও আপনি বেহায়া-বেশরম নন। একজন মোটামুটি আব্রু করে চলা মেয়ে। আপনার আব্রুর সম্মান তো দিতেই হবে আমাকে।

ঃ বেশ ! সেই সম্মানই দিতে থাকুন আর চেনাজনকে বরাবর অচেনা করেই রাখুন।

একথায় কান দিলো না আনোয়ার হোসেন। উদ্বেলিত কণ্ঠে সে বললো—কি আশ্চর্য ! তাই আপনি ধরে আনলেন আমাকে ? এ রকম ফন্দি-ফিকির করে ?

ঃ উপায় কি ? ধরে না আনলে কি আসতেন আপনি এ বাসায় কখনো ? মানে, এই এ. আর. খান মজলিস সাহেবের বাসায় ?

ঃ এ্যাঁ ? হ্যাঁ-হ্যাঁ, আসতাম-আসতাম। এভাবে ধরে না আনলেও, আমি আমার সুবিধে মতো একদিন ঠিকই আসতাম। হঠাৎ এভাবে ধরে আনায় আমার বরং ক্ষতিই হলো অনেকখানি।

ঃ ক্ষতি হলো কি রকম ?

ঃ এ বিকেলে ঘন ঘন ট্রেন আসে ট্রেন যায়। এ সময়ই ইনকামটা বেশী হয় আমার।

ঃ কি আজব লোক ! সে কথা ভাবছেন কেন ? আপনার কষ্টকর ঐ সামান্য ইনকামের চেয়ে ভদ্রভাবে বেশী ইনকাম যাতে করে হয়, সেই ব্যবস্থা করার জন্যেই তো আপনাকে আনলাম। ঐ গাঁইট-মোট টানবেন আর কতদিন ?

আনোয়ার হোসেন আশ্বস্তকণ্ঠে বললো—তাই নাকি ? বেশ-বেশ। তাহলে তো বড়ই উপকার হয়। তা কতক্ষণের মধ্যে আপনার আব্বাজান বাসায় ফিরে আসবেন ?

ঃ নিশ্চিত করে বলা কঠিন। সন্ধ্যেও হতে পারে।

ঃ সন্ধ্যা ! বলেন কি ? এত সময় ? তাহলে তো বড় মুসিবত।

ঃ কেন, একা একা ফিরে যেতে পারবেন না ?

ঃ হ্যাঁ, সে সমস্যা তো রাত্রিকালে কিছুটা আছেই। দেখছেন না, দেশ স্বাধীন করার নামে কংগ্রেসের কিছু পাণ্ডারা মাঝে মধ্যেই কেমন গুপ্ত হত্যা শুরু করেছে ? ইংরেজ মারার মুরোদ নেই, মারছে দেশের মানুষ। টার্গেট তাদের যতটা না ইংরেজ, তার বেশী মুসলমান। এ রকম কয়েকটা ঘটনার খবর ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে।

ঃ হ্যাঁ, সে খবর আমরাও পেয়েছি। কিন্তু সেজন্যে তো মানুষের চলাচল বন্ধ নেই। তবু যদি একা যেতে না পারেন—

ঃ না-না, তা পারবো না কেন ? ওসব ভয় আমার নেই।

ঃ তবে ?

ঃ আমি ভাবছি, সন্ধ্যা হতে এখনও তো বহুৎ দেরী। এত সময় কাটাবো এখানে কি করে ?

www.pathagar.com

ঃ আমার সাথে বসে বসে গল্প করুন, সময় আপনার কোনদিক দিয়ে চলে যাবে, টেরও পাবেন না।

ঃ গল্প করবো ? মানে, আপনার সাথে ?

ঃ হ্যাঁ, আমার সাথেইতো। নতুন লোকের সাথে গল্প করতে আমার খুব ভাল লাগে। অনেক কথা জিজ্ঞেস করার থাকে।

ঃ অনেক কথা কি রকম ?

ঃ রকমটা হলো, কি তার পসন্দ-নাপসন্দ, কি তার অভিজ্ঞতা-অনুভূতি, কি তার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা—এসব অনেক কথা।

আনোয়ার হোসেন সপুলকে বললো—বাহ্! মজার ব্যাপার তো! তাহলে তাই হোক। কি জিজ্ঞেস করবেন, করুন।

ঃ আপনাকে নিয়ে আমার প্রথম প্রশ্ন, কিছুদিন হলেও আপনি ইস্কুলে পড়েছেন, এটা তো ঠিক ?

ঃ জি, ঠিক।

ঃ ইংরেজীতে এত ভাল যখন, নিশ্চয়ই ছাত্রও আপনি খুব মেধাবী ছিলেন, না কি বলেন ?

ঃ হ্যাঁ, তা হয়তো কিছুটা ছিলাম। অন্ততঃ লোকে তাই বলতো।

ঃ ফার্স্ট হতেন কি পরীক্ষায় ?

ঃ হ্যাঁ, তা হতাম।

ঃ প্রত্যেক বছরই ?

ঃ প্রত্যেক বছরই।

ঃ পুরস্কার পেতেন না সেজন্যে ? বেষ্টবয়ের পুরস্কার ?

ঃ পেতামই তো। স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রত্যেক বছরই পেতাম।

ঃ সেরেফ ফার্স্ট হওয়ার পুরস্কারই পেতেন ? সেই সাথে আর কোনো পুরস্কার পেতেন না ?

ঃ আর কোনো পুরস্কার!

ঃ গুড্ এ্যাটেন্‌ডেন্স্ গুড্ কন্‌ডাক্‌ট—এসবের ?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওসবও পেতাম। প্রত্যেক বছরই।

ঃ পাবেনই তো-পাবেনই তো। এখনও যে রকম কঠিন নীতিবান লোক আপনি, আপনি ওসব পুরস্কার পাবেন নাতো পাবে কে ?

আনোয়ার হোসেন হেসে ফেললো। হাসি মুখে প্রশ্ন করলো—কি বললেন ? নীতিবান লোক নাকি ?

ঃ শুধুই নীতিবান ? ভীষণ পরোপকারী। পরের উপকার করতে খুবই আপনি ভালবাসেন। সে জন্যে যে কোনো কষ্টই হাসি মুখে সহ্য করেন আপনি। পরের কষ্ট হোক, এটা আপনি চান না।

আনোয়ার হোসেন উৎসুকভাবে প্রশ্ন করলো—কি করে বুঝলেন ?

www.pathagar.com

ঃ বাহ্ ! কেমন দৌড়াদৌড়ি করে সেদিন আব্বার কাগজ-পত্রের ব্যাগটা এনে দিলেন। সেজন্যে কোনো তকলিফই বোধ করলেন না।

ঃ তা বটে–তা বটে। লোকের যদি কিছু উপকার হয়, তা করতে আমি তকলিফ বোধ করিনে।

ঃ কারো কোনো কিছু চুরি বা আত্মসাতও করেন না বলেই ব্যাগটা এনে ফেরত দিলেন।

ঃ অবশ্যই–অবশ্যই।

ঃ দেবেনইতো। গুড্ কণ্ডাক্টের প্রাইজ কি অমনি অমনি পেতেন আপনি ছাত্রাবস্থায় ? আচ্ছা, বরাবরই কি সে প্রাইজ আপনি পেতেন ? কোনো বছরই কি কাটা যায়নি ওটা ?

সচকিত হয়ে উঠে আনোয়ার হোসেন বললো—কেন, একথা বলছেন কেন ?

মেয়েটি হাসিমুখে বললো—বলবো না কেন, মাঝে মাঝে আপনার কথা আর কাজের মধ্যে কিছুটা গড়বড় দেখতে পাচ্ছি কিনা, সে জন্যে বলছি। সত্যটা সহজে স্বীকার করতে চান না, কথা দিয়ে কথা রক্ষে করেন না, এ কারণে।

আনোয়ারও একথায় হেসে ফেলে বললো—ও, একথা ? তা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গড়বড় কিছু করতেই হয় তো।

ঃ তাই জিজ্ঞেস করছি, ইস্কুলে থাকাকালেও এ রকম কোনো গড়বড় করেছেন কি? গুড্ কণ্ডাক্টের প্রাইজ যাতে করে কাটা যায় এমন কোনো কাজ ?

আনোয়ার হোসেন অন্যমনস্ক হলো। একটু পরে উদাসকণ্ঠে বললো—হ্যাঁ করেছিলাম আর সে কারণে পরবর্তীকালে গুড্কণ্ডাক্টের প্রাইজ আর পেলাম না।

মেয়েটি উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো—তাই নাকি ? আমার ইনটুইশান, মানে আন্দাজটা তাহলে মিথ্যা নয়, দেখুন। তা কি গড়বড় করেছিলেন বলনুতো ? আপনার চরিত্রে কি দোষ আপনার স্যারেরা পেয়েছিলেন ?

ঃ আমি চুরি করেছিলাম।

ঃ ওমা ! চুরি করেছিলেন ? সত্যিই ?

ঃ হ্যাঁ, সত্যি ছাড়া আর কি !

ঃ ফের মিথ্যা কথা বলছেন ?

ঃ মিথ্যা কথা !

ঃ আপনি কখনো চুরি করতে পারেন না। চুরি না করেও তাহলে মিথ্যা করে চুরি করার কথা বলেছিলেন।

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলো আনোয়ার হোসেন। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো—তার মানে ? আপনি একথা কোথায় পেলেন ?

ঃ কোথায় আবার ? আপনার চরিত্র অনুধাবন করে। আপনাকে চিনতে তো আর বাকী নেই আমার ?

ঃ বলেন কি ?

ঃ আমি বলবো কি ? আপনিই বলুন, চুরি না করেও আপনি চুরির অপবাদ নিজের ঘাড়ে নিয়েছিলেন কিনা।

www.pathagar.com

হিপ্‌নোটাইজড্‌ হওয়ার মতো আনোয়ার হোসেনের চিন্তাধারার স্বাভাবিক গতি রোহিত হয়ে গেল। এক লহমার মধ্যেই সে তলিয়ে গেল সুদূর অতীতে। তখন সে ক্লাশ এইটের ছাত্র। আমাইগাছীর বাবুদের হাই স্কুলে পড়ে। সেই সময়ই বালক আনোয়ার হোসেনের এক বালিকার সাথে কিছুটা পরিচয় ঘটে। ক্লাশ থ্রির ছাত্রী ছিল বালিকাটি। আনোয়ার হোসেনের মতো বালিকাটিও ফার্ষ্ট হয়ে ক্লাশ থ্রিতে উঠে। আনোয়ার হোসেন হাই স্কুল সেকশানে আর বালিকাটি প্রাইমারী সেকশানে সর্বাধিক নম্বর পায়। এ কারণে প্রধান শিক্ষক মহাশয় দু'জনকেই তাঁর অফিস কক্ষে ডেকে নিয়ে অন্য কয়েকজন শিক্ষকের সামনে ভূয়শী প্রশংসা করেন দু'জনের মেধার।

এইটেই হলো যোগসূত্র। হেড মাষ্টারের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে বালিকাটি সাহস করে আনোয়ারকে বললো—আপনার সাথে আমারও একই সমান তারিফ করা ঠিক হয়নি স্যারের।

আনোয়ার হোসেন সহাস্যে প্রশ্ন করলো—কেন?

মেয়েটি বললো—আমার মাথা কি আপনার মাথার মতো অতটা তেজী? আপনার মাথার কত তারিফ লোকের মুখে শুনি। সবাই বলে, দশ বিশটা গাঁয়ের মধ্যে আপনার মতো মাথাওয়ালা ছাত্র আর কেউ নেই। আমার কথা কি কেউ বলে?

সশব্দে হেসে উঠলো আনোয়ার হোসেন। বললো—বলবে-বলবে। এখন তো তুমি এ এতটুকুন এক মেয়ে। তোমার কথা জানতেই কেউ পারেনি। মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করো, তোমার তারিফও সবাই তখন করবে।

এরপর দেখা হলেই তাদের মধ্যে কিছু কিছু কথাবার্তা হতো আর এ পরিচয়ই হলো আনোয়ারের কাল। হাফ ইয়ার্লী পরীক্ষা হয়ে গেছে। এ পরীক্ষাতেও দু'জন একই রকম ভাল ফল করেছে। এতে করে দুইয়ের মধ্যে আলাপটা আরো সহজ হয়ে উঠেছে। বয়স আর ক্লাশের দূরত্ব কমে এসেছে অনেকখানি। দুর্ঘটনাটা ঘটলো এর কয়েকদিন পরেই।

আমাইগাছির বাবুদের ফল বাগানের পাশ দিয়ে স্কুলে আসার পথ। পথের এদিকে বাবুদের কয়েকটা সখের পেয়ারা গাছ। গাছ তখন ফলভারে নত। পথের একদম কিনার ঘেঁষে ছোট একটা গাছের বেশ কিছু পাকা ডাঁশা পেয়ারা নজর কাড়ছে ছেলেমেয়েদের। লোভ সামলাতে না পেরে গোটাদুই ছেলে সেদিন লাফ দিয়ে গাছে উঠলো এবং পটাপট কয়েকটা পেয়ারা ছিড়ে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে গেল। ক্লাশ থ্রির ঐ ফার্ষ্ট হওয়া মেয়েটিও এ সময় সেখানে এসে হাজির হলো আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখলো। পেয়ারার দিকে তাকিয়ে সেও আর লোভ সামলাতে পারলো না। বইপত্র রেখে অতিকষ্টে সে গাছে উঠে পড়লো এবং কাঁচাপাকা অনেকগুলো পেয়ারা ছিঁড়ে কোঁচড় ভর্তি করলো। কিছুক্ষণ সে ঝোঁকের উপর ছিল। এরপর তার খেয়াল হলো, বাগানের মালী যদি দেখে ফেলে তাহলে আর রক্ষে নেই। পাহারাদার এ তেউড়িটা বড়ই পাজী। খেয়াল হতেই আঁতকে উঠে সে ক্ষিপ্রতার সাথে নামতে গেল গাছ থেকে। কিন্তু গাছে চড়তে অপটু মেয়েটার তখনই পা ফসকে গেল। সড়াৎ করে পড়ে যেতে গিয়ে সে গাছের সর্বনিম্ন ডালটা ধরে ফেললো আর ডাল ধরে ঝুলতে লাগলো।

www.pathagar.com

মাটি থেকে সে তখন হাত পাঁচ ছয় উপরে। না পারলো সাহস করে ডাল ছেড়ে দিতে, না পারলো পাতলা ডালটার উপরে উঠতে। বাদুর ঝোলা ঝুলতে লাগলো ডাল ধরে আর ভয়ার্ত কণ্ঠে "বাঁচাও-বাঁচাও" চীৎকার দিতে লাগলো।

নসীবের লিখন, এ সময় আনোয়ার হোসেন এ পথেই আসছিল। মেয়েটির চীৎকার শুনে আর তার হালত দেখে সে দৌড়ে গেল সেখানে। কিন্তু ডালটা খুব পাতলা আর ফলভারে নূয়ে পড়া। ঐ ডালে উঠে মেয়েটিকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এদিকে আবার নীচে থেকে মেয়েটির নাগালও সে পেলো না। তাই মেয়েটিকে নাগালের মধ্যে আনার জন্যে নূয়ে পড়া ডালটার আগা ধরে হেলিয়ে আনতেই মটাশ্ করে ডালটা গোড়া সমতে ভেঙ্গে গেল আর মেয়েটা ধুপ্ করে পড়ে গেল মাটিতে। খাড়া হয়ে পড়ার জন্যে মেয়েটার আঘাত তেমন লাগলো না। হুমড়ি খেয়ে গড়িয়ে পড়তে পড়তে সে দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু তার কোঁচড়ের পেয়ারাগুলো সবই ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে।

ঠিক এ মুহূর্তেই 'চোর-চোর' আওয়াজ দিতে দিতে ছুটে এলো পাহারাদার মালী। এসেই সে ছড়ানো পেয়ারা আর ভাঙ্গা ডাল দেখে মাথায় হাত দিলো। ক্রোধের আধিক্যে খপ্ করে মেয়েটির হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে লাগলো মালী। বলতে লাগলো—ছালে লেড়কী, তু পেয়ারা চোরী করনে লাগা ? আও, বাবু সাহাবকো পাস্ তুমাকে হামি ভেজ দেয়েগা জরুর—

আনোয়ার হোসেন তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বললো—এই-এই, করো কি ? পেয়ারা চুরি করতে ওতো আসেনি। আমি চুরি করতে এসেছি। ওকে ছাড়ো-ছাড়ো।

সে কথায় আমল না দিয়ে মালীটা বললো—নেহি-নেহি। হামি জরুর আওয়াজ ছুনিলো। ওহি আওয়াজ কভ্ভি তুহার না হোবে। ইয়ে লেড়কীকো আওয়াজ বটে।

আনোয়ার হোসেন বললো—হ্যাঁ-হ্যাঁ, আওয়াজটা এ লেড়কীরই বটে। তবে সে গাছে উঠেনি। আর চুরি করতেও আসেনি। আমি গাছে উঠে পড়ে যাচ্ছিলাম দেখে এ লেড়কী ঐ আওয়াজ দিয়েছে।

ভড়কে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো মালী। মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে বললো-হাইরে বা ! এহি বাত্ ?

ঃ জরুর এহি বাত্।

ঃ তব্ তু হামারা সাথ আযাও। তুহারে হামি বাবু সাহাবকো পাস্ ভেজ্ দেয়েগা সিধা।

আনোয়ার হোসেন একজন বলিষ্ঠ বালক। কিশোরই বলা যায়। তাকে টেনে নেয়ার সাহস হলো না মালীর। আনোয়ার হোসেন তেজের সাথে বললো—আরে রাখো, তোমার সাথে যাবো কি ? তোমার বাবুকে গিয়ে বলো, এই ইস্কুলের আনোয়ার হোসেন পেয়ারা নামাতে এসেছিল। তারপর উনি যা হয় তাই করবেন।

বলেই সে মেয়েটাকে ইশারা করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে দু'জন দৌড় দিয়ে বাগান থেকে বেরিয়ে গেল। হতভম্ব মালী তখন "কিয়াবাত-কিয়াবাত" বলতে বলতে কিছুদূর এগিয়ে এলো, আর তাদের নাগাল ধরতে না পেরে অবিরাম "হাইরে বা-হাইরে বা" করতে লাগলো।

www.pathagar.com

ফাঁকে এসে মেয়েটি আনোয়ারকে বললো—এ আপনি কি করলেন ? আপনার নাম মালীকে বললেন কেন ? পেয়ারা চুরি করতে আপনি তো যাননি, আমি গিয়েছিলাম।

আনোয়ার হোসেন বললো—তা গেলে কি হবে ? সেটা কি কাউকে জানতে দেয়া যায় ?

ঃ কেন, যায় না কেন ?

ঃ দূর বোকা। তুমি যে মেয়েছেলে। মেয়েছেলে হয়ে গাছে উঠে পেয়ারা চুরি করছিলে, এটা জানাজানি হলে তোমার মস্তবড় বদনাম হয়ে যাবে যে ? যে শুনবে, সে-ই ছিঃ-ছিঃ করবে।

স্যারেরা শুনলে তোমাকে হয়তো স্কুল থেকে বের করেই দেবে।

যুক্তিটা মেয়েটি গোটাই মেনে নিতে পারলো না। বললো—আর আপনার কথা বললে কি কেউ কিছু বলবে না।

ঃ বলবে না আবার ? বলবে। কিন্তু আমি বেটাছেলে। পুরুষ মানুষ। ছেলেরা এমন একটু আধটু চুরি-ছেঁচ্‌ড়ি করেই থাকে। তাতে আর কি হবে ?

কিন্তু হলো অনেকখানি। ছেঁড়া পেয়ারাগুলো আর পেয়ারা ভর্তি ভাঙ্গা ডালটা এনে বাবুদের সরকার আনোয়ারের বিরুদ্ধে নালিশ দিলেন হেড্ মাষ্টারের কাছে। আর যায় কোথায় ? শিক্ষকেরা যেমন পড়াশুনায় ভাল হলে আদরও করেন, তেমনি চরিত্রের পতন ঘটলে সে ছাত্রকে শাস্তিও দেন দৃষ্টান্তমূলক। সেরেফ শিক্ষাদানই তো নয়, চরিত্র গঠনও যে তাদের অন্যতম মিশন। আনোয়ার হোসেন চুরি করেছে শুনে আর সে চুরির দায় আনোয়ার হোসেন স্বীকার করায় হেড মাষ্টার মহাশয়ের মাথায় আগুন ধরে গেল। গোটা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ডেকে এনে সকলের সামনে তিনি জোড়াবেত ভাঙলেন আনোয়ারের হাতে। আনোয়ারের দু হাত রক্তাক্ত হয়ে গেল। দাঁতের উপর দাঁত ফেলে আনোয়ার হোসেন সে বেত্রাঘাত সহ্য করতে লাগলো। এরই ফাঁকে সে লক্ষ্য করলো, এক কোণে দাঁড়িয়ে সেই মেয়েটি ছটফট করছে বেদনায়, তার দু' চোখ বেয়ে ঝরে পড়ছে পানি।

এরপর আর সপ্তাহ দুই মেয়েটির সাথে আনোয়ারের দেখা সাক্ষাত হলো না। দুঃখে ও শরমে মেয়েটিই আনোয়ার হোসেনের সামনে আসতে পারলো না। পরে একদিন হঠাৎ মেয়েটাকে সামনে পেয়ে আনোয়ার হোসেন সহাস্যে বললো—এই যে পেয়ারা বানু, খুব যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছো ? আর দেখা নেই কেন ?

মেয়েটি করুণকণ্ঠে বললো—আমার জন্যে আপনি এত শাস্তি নিতে গেলেন কেন ? কত কষ্ট হলো আপনার ?

ঃ তাতে কি ? সেসব তো শেষ হয়ে গেছে। হাতে আমার সে ব্যথা একটুও নেই। তবু তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছো কেন ?

দাঁতে আঙ্গুল দিয়ে মেয়েটি নতমস্তকে বললো—আমার শরম করে যে।

ঃ তাই নাকি ? এত শরম পেয়ারা বানুর।

দ্রুত মাথা তুলে মেয়েটি প্রশ্ন করলো—কি বললেন ? পেয়ারা বানু না কি ?

www.pathagar.com

ঃ হ্যাঁ, পেয়ারা যখন এত তোমার প্রিয়, পেয়ারার জন্যে গাছে চড়ে জান দিতেও প্রস্তুত, তখন তোমার নাম পেয়ারা বানু হওয়াই উচিত।

ঃ তা কেন, আমার নামতো নূরমহল। নূরমহল বেগম।

ঃ তা হোক, আমার কাছে এখন থেকে তুমি পেয়ারাবানু। ঐ বলেই ডাকবো আমি তোমাকে।

আনোয়ার হোসেন হাসতে লাগলো। মেয়েটি চিন্তিত কণ্ঠে বললো—না, তাহলে আমাকে পিয়ার, মানে পিয়ারবানু বলবেন। পিয়ারবানু বললেই ঠিক হবে।

ঃ কেমন–কেমন ?

ঃ আমার বড় এক ভাই ছিলেন। তিনি মারা গেছেন। তাঁর নাম ছিল পিয়ার আলী। আমি তাঁর বোন। সে হিসেবে তো পিয়ারবানুই হয়।

হো হো করে হেসে উঠে আনোয়ার হোসেন বললো—মারহাবা–মারহাবা ! তাহলে তাই সই। আজ থেকে তুমি পিয়ারবানু। আমি তোমাকে পিয়ারবানুই বলবো।

ঃ মন চায় বলবেন, মানা করছে কে ?

হাসতে হাসতে চলে গেল মেয়েটি।

কেটে গেল দিন। আনোয়ার হোসেন এইট থেকে নাইনে আর পিয়ারবানু, ওরফে নূরমহল থ্রি থেকে ফোরে উঠলো। পরীক্ষায় এবারও ফার্স্ট হলো দু'জনই। কিন্তু আনোয়ার হোসেন বেদনার সাথে লক্ষ্য করলো, স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে গুড্‌কণ্ডাক্‌টের প্রাইজ এবার দেয়া হলো না তাকে। এর কয়েকদিন পরেই আবার আবিষ্কার করলো, নূরমহল আর এ স্কুলে নেই। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে।

সেই থেকে কেটে গেছে দশ বারোটি বছর। পাশ করে বেরিয়েও দু' দু'টি বছর ধরে আনোয়ার হোসেন বেকার। আজ সে কুলি। মিঃ এ. আর. খান মজলিসের ড্রয়িং রুমে বসে বসে সজোরে নিঃশ্বাস ফেললো আনোয়ার হোসেন।

তা লক্ষ্য করে খান মজলিস সাহেবের মেয়ে তাকিদ দিয়ে বললো—কি হলো ? চুপ হয়ে গেলেন যে ? এতকি ভাবছেন ?

অতি দীর্ঘ অতীত। কিন্তু কয়েক লহমার মধ্যেই সেই দীর্ঘ অতীত আনোয়ারের স্মৃতিপটে পুনরায় ধরা দিয়ে গেল। মেয়েটির প্রশ্নে ধ্যান ভাঙ্গলো আনোয়ারের। অতীত থেকে ফিরে এলো বর্তমানে। সম্বিতে ফিরে এসে বললো—জি, কিছু বললেন ?

মেয়েটি ফের বললো—কথা বলছেন না যে ? এত ভাবছেন কি ?

ঃ এ্যাঁ ? না, কিছু না।

ঃ কিছু নয় তো আমার কথার জবাব দিন ?

ঃ কথার জবাব ! কোন্ কথার ?

মেয়েটির হাসি পেলো। হাসি মুখে বললো—তাজ্জব তো ! এখনও খোয়াব দেখছেন ? ঘোর কাটছে না ?

ঃ না–না, ঘোর কিসের ?

www.pathagar.com

ঃ তাহলে বলুন, স্কুলে থাকতে ইচ্ছে করেই কারো চুরির দায় ঘাড়ে নিয়েছিলেন কিনা ?

আনোয়ার হোসেন তড়িঘড়ি করে বললো—জি জি, তাই নিয়েছিলাম। একটা মেয়ে পেয়ারা চুরি করতে গিয়েছিল আর পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সেই চুরির দায় আমি নিজের ঘাড়ে নিয়েছিলাম।

ঃ আর সেই দায়ে হেড মাষ্টার মহাশয় দুই দুইখানা বেত ভাঙলেন আপনার দুই হাতে, তাই নয় ?

আনোয়ার হোসেন আবার অন্য মনস্ক হয়ে গেলে। উদাস কণ্ঠে বললো—জি–জি।

ঃ হাত ফেটে রক্ত বেরুলো আপনার। বেরুলো না ?

ঃ জি প্রচুর রক্ত।

ঃ তা দেখে সেই মেয়েটি বেদনায় ছটফট করতে লাগলো।

ঃ জি, তাই করতে দেখেছিলাম।

ঃ সে চীৎকার করে বলতে চাইলো, চুরি আনোয়ার হোসেন করেনি, আমি করেছি। কিন্তু ভয়ে আড়ষ্ট থাকায় তার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজই বেরুলো না।

ঃ হ্যাঁ, তাও হতে পারে।

ঃ সেই থেকে সে মেয়ে আর কোনোদিনই আপনাকে ভুলেনি।

ঃ কি বললেন ? ভুলেনি ?

ঃ না। বিনিময়ে আপনার কোনো উপকারে আসার তার বড় ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তা না আসতে পারায় সেই থেকেই সে দুঃখিত হয়ে আছে।

সচকিত হয়ে আনোয়ার হোসেন হেসে বললো—আরে আরে, এ নিয়ে যে আপনি রীতিমতো কাব্য জুড়ে দিলেন।

ঃ কাব্য মানে ?

ঃ আপনার ধারণা কিছু কিছু মিলে গেল দেখে অনুমানের উপর এটাকে আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ?

ঃ অনুমানের উপর হবে কেন ? যা ঘটনা, তাই বলছি।

ঃ তাজ্জব ! যা ঘটনা তাই বলছেন ? তাহলে সে ঘটনা আপনি জানলেন কি করে?

ঃ বাহ্ ! আমাকে নিয়ে ঘটনা আর আমি তা জানবো না ?

ভূৎ দেখারও অধিক চমকে উঠলো আনোয়ার হোসেন। বিপুল বিস্ময়ে বললো—আপনাকে নিয়ে ঘটনা মানে ?

ঃ মানে, আমিই তো সেই পিয়ারবানু।

আনোয়ারের বাকশক্তি রোহিত হয়ে গেল। প্রবলবেগে কেঁপে উঠলো তার সর্বাঙ্গ। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললো—আপনি–মানে, আপনি—

ঃ নূরমহল, ওরফে পিয়ারবানু।

ঃ কি আশ্চর্য ! কি তাজ্জব ! এটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার ! আপনিই সেই নূরমহল বেগম ?

www.pathagar.com

বিস্ময়ের আধিক্যে বিকারগ্রস্ত অবস্থা হলো আনোয়ারের। হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে একবার সে উঠতে লাগলো, একবার বসতে লাগলো। তা দেখে নূরমহল বেগম ঈষৎ ধমক দিয়ে বললো—থামুন। স্থির হয়ে বসুন। দশবারো বছরেই একটা চেনা মেয়েকে বিলকুল ভুলে যান যেখানে, দেখেও চিনতে আদৌ পারেন না, সেখানে এত বাড়াবাড়ি কেন ?

অপেক্ষাকৃত স্থির হয়ে আনোয়ার হোসেন বললো—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিকই তো। ঠিক বলেছেন। কি আমার বদনসীব, আপনাকে আমি চিনতেই পারলাম না। এক ঝলক তাকিয়ে মুখের আদলটা ঐ রকমই মনে হয়েছিল। কিন্তু ভাল করে না তাকানোর জন্যেই চিনতে আমি পারিনি।

মাথার উড়নাটা গালের উপর থেকে কান অবধি সরিয়ে নিয়ে নূরমহল বেগম বললো—এখন চিনতে পারছেন ?

মুখের দিকে একবার সরাসরি চেয়েই আনোয়ার হোসেন উল্লাসভরে বলে উঠলো—বিলকুল-বিলকুল। কি তাজ্জব। সেই নূরমহল বেগম আপনি আর আমার চোখ তা দেখেও দেখলো না ? ইশ্, কত বড় হয়েছেন আজ আপনি। আগের চেয়ে আরো কত সুন্দরী হয়েছেন এখন।

চমকে উঠে নূরমহল আবার মুখের দিকে উড়না টেনে নিল্লো। মাথা নীচু করে নাখোশ কণ্ঠে বললো—রূপ চর্চা থাক। আমাকে চিনতে পারলেন কিনা, সেইটে বলুন?

অপ্রতিভ হয়ে আনোয়ার হোসেন বললো—সরি। আমার ভুল হয়েছে। ওকথা আমি বেখেয়ালে বলে ফেলেছি। এটা আমার উচিত হয়নি। আমি দুঃখিত।

আনোয়ার হোসেনের মাথাও নূয়ে পড়লো। লোকটার অন্তরের নির্মলতা দেখে নূরমহলের মায়া হলো। মুখ তুলে প্রসন্ন কণ্ঠে বললো—থাক, দুঃখ প্রকাশেও কাজ নেই। চিনতে পেরেছেন তো ?

ঃ জরুর-জরুর। আর ভুল হয় ?

ঃ তাহলেই হলো। যে ভুলো মানুষ আপনি।

ঃ না-না, আর ভুল হবে না।

নূরমহল হেসে ফেলে বললো—তাহলে মাথা তুলুন। শক্ত জোয়ান পুরুষ মানুষ। মেয়েছেলের মতো এত নূয়ে পড়লেন কেন ?

আস্তে আস্তে মাথা তুলে আনোয়ার হোসেন বললো—জি ?

নূরমহল বেগম বললো—পড়াশুনা তো তার পরে আর হয়নি ?

ঃ তাঁর পরে মানে ?

ঃ ঐ ক্লাশ নাইনে উঠার পর ? অবশ্য এটা আমার বাহুল্য প্রশ্ন। পড়াশুনা আর হলে এ কুলিগিরি করবেন কেন ?

আনোয়ার হোসেন বিড়ম্বনা আর বাড়াতে চাইলো না। সংক্ষেপে বললো—জি-জি।

ঃ কিন্তু ক্লাশ নাইনও তো অনেকখানি লেখাপড়া। তবু কুলিগিরি করছেন কেন ? ছোটখাটো কোনো চাকুরীই পাননি ?

www.pathagar.com

ঃ কৈ আর পেলাম।

ঃ বড়ই করুণ। পড়াশুনা করলে এতদিন এম. এ. পাশ করতেন।

ঃ জি ?

ঃ আমারও মাঝখানে বছর দুইয়েক পড়াশুনা হয়নি। আমাইগাছীর জমিদারের কানুনগো গিরি ছেড়ে দিয়ে আব্বাজান সরকারী চাকুরী নিলেন আর নানাস্থানে ঘুরতে লাগলেন। টি. সি. নিয়ে এসে আমিও তাঁর সাথে ঘুরতে লাগলাম। দুই-দুইটে বছর ঐভাবেই নষ্ট হলো।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ নইলে তো আজ আমার কলেজ ছেড়ে ভারসিটিতে যাওয়ার কথা। তা যাক। আপনার কোনো উপকার সেদিন করতে পারিনি বলে খুবই দুঃখ ছিল আমার। সে দুঃখ মোচন করার মওকাটা আল্লাহ্ তায়ালা হঠাৎ করে দিয়ে দিলেন আর সেজন্যেই আপনাকে আজ ধরে আনলাম ষ্টেশান থেকে।

ঃ আচ্ছা !

ঃ আব্বাজান বাসায় ফিরে এলেই আপনার ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্।

সন্ধ্যাবধি আনোয়ারকে বসে থাকতে হলো না। একটু পরেই বাসায় ফিরলেন নূরমহলের আব্বা মিঃ এ. আর. খান মজলিস। ড্রয়িং রুমে কথাবার্তা শুনে তিনি ড্রয়িং রুমে ঢুকলেন। আনোয়ারকে দেখেই উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলেন—আরে এই যে আনোয়ার হোসেন, তুমি এসেছো ? বেশ বেশ। বড় ঠিক সময়েই এসেছো।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিলো আনোয়ার হোসেন। সালামের জবাব দিয়ে খান মজলিস সাহেব বললেন—বসো-বসো। আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।

বলতে বলতে তিনিও একটি আসনে বসে পড়লেন। সংকুচিতভাবে বসে আনোয়ার হোসেন বললো—জি ?

ঃ তুমি না এলে আগামীকালের মধ্যে আমাকেই হয়তো ইষ্টিশানে যেতে হতো তোমার খোঁজে। নূরমহল যে চাপ সৃষ্টি করেছে।

তিনি হাসিমুখে মেয়ের দিকে তাকালেন। নূরমহল বেগম অভিযোগের সুরে বললো—আমি চাপ সৃষ্টি করলে কি হবে ? এসব লোককি নিজের ভাল বোঝে ?

ঃ কি রকম ?

ঃ কলেজ থেকে আসার পথে আমি ওঁকে ধরে আনলাম বলেই উনি এখানে এসেছেন। স্ব-ইচ্ছায় আদৌ আসতেন বলে মনে হয় না।

ঃ বলো কি ! ঘটনা কি হে ? তুমি কি জীবনভর ঐ কুলিগিরি করতে চাও ?

খান মজলিস সাহেব আনোয়ারকে প্রশ্ন করলেন। মাথা নীচু করে আনোয়ার হোসেন লজ্জিত কণ্ঠে বললো—জিনা-জিনা, তা চাইবো কেন ? কোনো উপায় না থাকায় বিপদে পড়ে এ কাজ করছি।

ঃ সেই উপায়ই তো করে দিতে চাই। নূরমহলের মুখে শুনলাম, তোমরা একই সাথে আমাইগাছীর বাবুদের হাই স্কুলে পড়তে। বরাবরই পরীক্ষায় নাকি ফার্স্ট হতে

www.pathagar.com

তুমি আর ফার্স্ট হয়েই ক্লাশ নাইনে উঠেছিলে। এটাতো একটা ট্রেঞ্জ ব্যাপার। বাবুদের স্কুলে অগণিত হিন্দু ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে একজন মুসলমান ছেলে বরাবর ফার্স্ট হবে—এটা কল্পনা করাই যায় না। দুর্দান্ত রকমের মেরিটোরিয়াস না হলে এটা একদম অসম্ভব।

নূরমহল বেগম বললো—জি আব্বা, তাই উনি ছিলেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে ঐ এলাকায় প্রচণ্ড খ্যাতি ছিল ওঁর।

ঃ সেইটেই তো আরো তাজ্জব করছে আমাকে। এমন মেধাবী ছাত্র হয়ে আর ক্লাশ নাইন পর্যন্ত লেখাপড়া করে একটা লোক সেফ কুলিগিরি করবে–এর কোনো মাথামুণ্ডুই পাচ্ছিনে।

আনোয়ার হোসেন একইভাবে নতমস্তকে বললো—ইচ্ছে করে নয় জনাব। দায়ে ঠেকেই এ কাজ শুরু করেছি। কিছু পয়সা হাতে জমলেই এটা ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজের চেষ্টা করবো, এ চিন্তায় আছি।

ঃ আর চিন্তা করতে হবে না। আমাদের এ মহল্লাতেই একটা হাই স্কুল আছে। এ মহল্লার অধিবাসীরা অধিকাংশই মুসলমান। ছাত্রছাত্রীরাও আধাআধি মুসলমান। অথচ শিক্ষক প্রায় সকলেই হিন্দু। আরো দু' একজন মুসলমান শিক্ষক নেয়া হোক, এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবী। একজন নন-ম্যাট্রিক শিক্ষকের পদ হঠাৎ করে খালি হওয়ায় ঐপদে তোমাকে ঢোকাবো বলে ব্যবস্থা করে রেখেছি। কাল-পরশুর মধ্যেই তুমি রেডী হয়ে চলে আসবে ঐ হাই স্কুলে যোগদান করার জন্যে।

ঃ হাই স্কুলে ?

ঃ না–না, হাই স্কুল সেক্শানে তোমাকে ক্লাশ নিতে হবে না। প্রাইমারী আর এম. ই. সেকশানে, অর্থাৎ ফাইভ-সিক্সে পড়াবে। তোমার যা মেধা তাতে ফাইভ-সিক্সে অনায়াসেই পড়াতে পারবে। পারবে না ?

আনোয়ার হোসেন স্মিতহাস্যে বললো—জি, তা পারবো।

খান মজলিস সাহেব সাহস দিয়ে বললেন—হেড্মাষ্টার মশাইও তাই মনে করেন। বরাবর যে ফার্স্ট হয়ে ক্লাশ নাইনে উঠেছে, একজন ম্যাট্রিক ফেলের চেয়ে সে কোনো অংশেই কম নয়, এ তাঁর ধারণা। একটু যত্নবান হলেই তুমি তাঁর ধারণা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে।

ঃ জনাব।

ঃ কয়েকদিন ধরে ক্লাশ সাফার করছে। কাল পরশুর মধ্যেই তুমি তৈয়ার হয়ে আসবে। আমি হেড মাষ্টারকে বলে রাখবো।

আনোয়ার হোসেন ইতস্ততঃ করে বললো—তা আপনি বলে রাখলেই কি হবে জনাব ? হেড মাষ্টার মশাই আমাকে নেবেন ?

খান মজলিস সাহেব সহাস্যে বললেন—নেয়াই তো উচিত।

ঃ ওখানে তাহলে জনাবের খুব হাত আছে ?

www.pathagar.com

ঃ হ্যাঁ, তা কিছুটা আছেই তো।

খান মজলিস সাহেব মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। সেদিকে চেয়ে থেকে আনোয়ার হোসেন কিছুক্ষণ চিন্তা করলো। এরপর ফের ইতস্ততঃ করে বললো—গোস্তাকী মাফ হয়, উপর মহলেও কি জনাবের একই রকম হাত আছে।

ঃ উপর মহলে মানে ?

ঃ মানে, যারা ভালভাবেই বি. এ. এম. এ. পাশ করেছে তাদের জন্যে উপযুক্ত নকরীর ব্যবস্থা করার ?

ঃ কেন, একথা বলছো কেন ?

ঃ আমার জনাদুই বন্ধু আমারই মতো ভুগছেন। ভালভাবে বি. এ. এম. এ. পাশ করে একদম বেকার। প্রেসে, দোকানে ঠিকে কাজ করছেন।

খান মজলিস সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন। নূরমহল বেগম বিরক্তির সাথে বললো—আগে নিজের ভাবনা ভাবুন তো ! পরের কথা রাখুন। তাঁরা তো যাহোক একটা কিছু করছেন। আপনার মতো কুলিগিরি তো করছেন না ?

ঃ জিনা-জিনা, তা করছেন না। কথাটা আমি প্রসঙ্গক্রমে বললাম। মুসলমান ছেলেদের তেমন কোনো মাথা মুরুব্বী এখানে নেই তো, বিশেষ করে আমরা যারা পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছি।

ঃ বটে।

ঃ বাংলায় এক্ষণে এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের মন্ত্রীসভা থাকলেও ঐ নামে গোয়াল কাঁজি ভক্ষণ। নানাদিকের নানা চাপে আর অর্ন্তদ্বন্দ্বে নিজেরাই তাঁরা অস্থির। এর উপর আবার বাংলার গর্ভনরও বিপক্ষে আর কংগ্রেস ঘেঁষা। বাবুদের সবদিকের সব হাত ছাঁদেন, সাধ্য কি তাঁদের ?

গালে হাত দিয়ে নূরমহল বেগম বললো—ওম্মা ! করেন তো কুলিগিরি। ওদিকে আবার সব খবরই রাখেন দেখছি।

ঃ না রেখে উপায় কি, বলুন ? যে বেকায়দার মধ্যে আছি আমরা এখন !

ঃ তাহলে আব্বাজান সেখানে কি করবেন ?

ঃ জিনা, কিছু করতেই হবে, একথা আমি বলছিনে। কোথাও তাঁর কোনো হাত আছে কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি। আমার কসূর হয়ে থাকলে দয়া করে আপনারা আমাকে মাফ করে দেবেন। আমার জন্যে জনাব যা করতে চাচ্ছেন, এ আমার পরম খোশনসীব।

আনোয়ার হোসেন পুনরায় মাথা নীচু করলো। খান মজলিস সাহেব উদাসকণ্ঠে বললেন—না-না, এতে তোমার লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। এ প্রশ্ন তুমি করতেই পারো। তবে কথা কি জানো, বেশী উপরে আমার যদি কোনো হাতই থাকবে, তাহলে আমার নিজেকে এত বিড়ম্বনা পোহাতে হবে কেন ? এ্যাসিষ্ট্যান্ট সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসার হয়ে ঢুকে ঐ এ্যাসিষ্ট্যান্ট অফিসার হয়েই আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। আমার নীচের কত লোক দ্যাখ্ দ্যাখ্ করতে করতে ডিপার্টমেন্টের একদম শীর্ষস্থানে উঠে গেলেন আর আমি যে এ্যাসিষ্ট্যান্ট অফিসার, ঐ এ্যাসিষ্ট্যান্ট হয়েই থেকে গেলাম।

www.pathagar.com

ঃ জনাব।

ঃ যাঁরা উপরে উঠে গেলেন, তাঁরা যেমনই টেক্‌নিক্যাল জ্ঞানহীন তেমনই অপারদর্শী। শীর্ষস্থানীয় অফিসারদের তামাম কাজ আমাকেই করে দিতে হলো, তবু আমার পদোন্নতি হলো না।

আনোয়ার হোসেন সবিস্ময়ে বললো—বলেন কি জনাব!

ঃ বিস্ময়ের কিছু নেই। ঐ রাইটার্স্ বিল্ডিংএ ক'জনই বা মুসলমান অফিসার আছেন। যাঁরা আছেন তাঁদেরও প্রায় সকলেরই অবস্থা ঐ এক। অমুসলমানদের দাপটে আর ইংরেজ সরকারের সানুকুল্যের অভাবে সকলেই হাবুডুবু খাচ্ছেন।

ঃ তাজ্জব।

ঃ দেখে শুনে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এসে কন্ট্রাক্‌ট্ বেসিসে কাজ করতে লাগলাম। জরিপে আর এসেস্‌মেন্টে তেমন দক্ষ লোক না থাকায়, অনেক বেশী পয়সা দিয়ে আমাকেই পুনঃ পুনঃ ডেকে নিতে হলো তাঁদের। কন্ট্রাক্ট বেসিসে সরকারী আর বিভিন্ন জমিদারের প্রচুর কাজ পেতে লাগলাম। এতে করেই আল্লাহ তায়ালা মুখ তুলে চাই-লেন। কাজও করলাম বেশুমার, আয়ও হলো আল্লাহর রহমে প্রচুর। আর সেই সুবাদেই আজ আমি এ মোটামুটি সচ্ছল অবস্থায় এসেছি।

ঃ বলেন কি জনাব! এমন হলে আর লেখাপড়া শিখে কি হবে আমাদের?

ঃ এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে বেশী কিছু হবে না। কিছুদিন আগে মুসলিম লীগ সারাদেশে "নাজাত দিবস" পালন করেছিল, খেয়াল আছে?

ঃ জি-জি, সেটা কি আর ভুল হবার জনাব?

ঃ ঐ রকম আর একটা আর কায়েমী "নাজাত দিবস" আমাদের জন্যে দরকার। ওদের আধিপত্য থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে না পারলে, মুসলমানদের মন্ত্রিসভা থাকা আর না থাকা প্রায় সমান।

ঃ জনাব।

ঃ বাংলার জনগণের অনেক কল্যাণ আর অনেক ভাল কাজ জনাব এ. কে. ফজলুল হক করছেন বটে, কিন্তু ঐ তোমার কথাই ঠিক, নিতান্তই বৈরী পরিবেশে ক'দিক উনি সামলাবেন?

নূরমহল বেগম বিরক্তির সাথে বললো—এই সেরেছে! ফের রাজনীতি শুরু করলেন আব্বাজান? আমি উনাকে ডেকে এনেছি। কি করতে হবে সংক্ষেপে বলে উনাকে ছেড়ে দিন। সন্ধ্যে হয়ে এলো, ফিরে যেতে হবে না তাঁকে?

খেয়াল হতেই খান মজলিস সাহেব বললেন—ও-হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই বটে। তা আনোয়ার হোসেন, ঐ শিক্ষকতায় যোগদান করতে রাজী আছো তো?

ঃ বলেন কি জনাব? রাজী মানে কি? আমি এক পায়ে খাড়া।

ঃ তাহলে কাল আসবে, না পরশু?

ঃ আগামীকালই আসবো জনাব। বিলম্বে অনেক বিপত্তি ঘটতে পারে।

ঃ গুড্। তাহলে সরাসরি এখানে চলে এসো। আমিই তোমাকে সাথে করে নিয়ে যাবো।

www.pathagar.com

৪

মেসের নাম পান্থশালা। এর সুখ আর এর জ্বালা পালাক্রমে পুনঃ পুনঃ ভোগ করলে তবেই একগলা পিরীত জমে পান্থশালার সাথে। পিঠে ছালা বেঁধে হলেও তখন এর চালার নীচে আশেকেনরা পড়ে থাকেন বারমাস। পান্থশালার দ্বারে কেউ তালা লাগাতে পারে না।

পান্থশালার বড় আকর্ষণ আলাবক্‌শ, লালাবাউল আর জালালউদ্দীন জালাল মিয়া। আলাবক্‌শ বয়, লালাবাউল বাবুর্চি আর জালালউদ্দীন বোর্ডার। বোর্ডার ভোলা মিয়া, মওলা শেখ আর হাশেম আলীও কম যায় না করতালীর বেলায়। "কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্‌জে, কাঠায় কুড়োবা কাঠায় লিজ্‌জে"—ব্যাপারটা ঠিক এ রকম। সাহেবে সাহেবে সাহেব, গোলামে সাহেবে গোলাম। বয় বাবুর্চি সমভিব্যাহারে আসর জাঁকিয়ে তুলতে সবাই এরা সরেস। মট্‌কা সরেস হলো আলাবক্‌শ, লালাবাউল, আর জালালউদ্দীন। এ তিনে পান্থশালায় নাট্যশালার রস সঞ্চার করে।

আলাবক্‌শের বয়স আড়াইকুড়ি বছর। তবু সে পান্থশালার বয়। অন্তরে কানন বালা, কণ্ঠে জগন্ময় আর তেল কুচ্‌কুচ্‌ মাথায় টেড়ি সিঁথি নিয়ে লালাবাউল পান্থশালার বাবুর্চি। হাঁড়ি-ডেকচি ঝোল-চচ্চড়ি সবই তার গীতের সাথে পরিচিত। আলাবক্‌শ কানে খাটো, মাথায় মোটা, দীলটা তাঁর গোটাই সফেদ। লালাবাউল জাতে মাতাল তালে ঠিক। পাকের হাত তার পোক্ত।

জালালউদ্দীন জালাল মিয়া আসর জমানো মানুষ। পূব বাংলার এম. এ.। সৌভাগ্যের সন্ধানে নেমে এসেছে পশ্চিমের এ রাজধামে। প্রাণ প্রাচুর্যে পূর্ণ শশী, ঘরে একদম মুনি ঋষি। পুরাতন এক চৌকি আর লম্বা এক বেঞ্চি সাকুল্যে তার কুঞ্জের অহংকার। ব্যাগ-ব্যাগেজ সামান্য। লাগেজের বাহুল্য নেই। ছ'গজে বছর চালায়। মগজের খ্যাতি আছে। কাগজের অফিসে ছোট্ট এক চাকুরী। এতেই সে আপাততঃ খুশী। বেড়ে কেটে যাচ্ছে দিন তার।

এক্ষণে আবার মণির সাথে যোগ হয়েছে কাঞ্চন। বঞ্চনার সেঞ্চুরিয়ান দুই বন্ধুর আকিঞ্চন পরিপূর্ণ হয়েছে। পুনর্মিলন ঘটেছে একের সাথে অন্যের। শ্রান্তক্লান্ত আনোয়ার হোসেন মোটটানা ক্ষান্ত করে প্ল্যাটফর্মের প্রান্ত থেকে তার অভ্রান্ত আশ্রয় পান্থশালার অন্তঃপুরে আবার এসে ঢুকেছে আর জালাল মিয়ার কক্ষেই ঠাঁই করে নিয়ে একে অন্যের অন্তঃস্থল পুনর্দখল করেছে। সোনার সাথে মিশে গেছে সোহাগা। দুই অভাগা পুনরায় পান্থশালার প্রেষ্টিজ তেভাগা ভাগে ভাগ করে নিয়ে দু' ভাগ নিজেরাই বগলদাবা করেছে আর বাঁকীটুকু রেখে দিয়েছে অন্যদের জন্যে। নূতন পণ্ডিতি আর পুরাতন পরিমণ্ডল নিয়ে আনোয়ারের দিনও এখন খোশ হালেই কাটছে।

প্রশান্ত পান্থশালা মাঝে মাঝেই অকস্মাৎ অশান্ত হয়ে উঠে। ছুতোনাতা একটা কিছু প্রসঙ্গ পেলেই অসংজ্ঞ আচরণে মেতে উঠে সবাই। আজও তাই উঠলো। তবে আজকেরটা একেবারেই ছুতোনাতা নয়, মাথা ঘুরানো ব্যাপার। হৈ চৈ আর হুল্লোড়ে কেঁপে উঠলো পান্থশালার প্রাঙ্গন। আরব্ধ রন্ধন অসমাপ্ত রেখে লালাবাউল লাফ দিয়ে নেমে এলো অঙ্গনে। ত্রিভঙ্গ আকারে হেলেদুলে গান ধরলো—"ব্যোম্‌ ধ্বনীতে সোনার

www.pathagar.com

তরী আহা, উইড়া যাইছে আহাশে (আকাশে)-এহেএ-এহেএ-এহেএ- । তাইনা দেইখা চাচার কলদ আহা ------"

কালা বোকা আলাবক্‌শ করণীয় না পেয়ে তার পেছনে জুড়ে দিলো তালিয়া। পরে পরেই বোর্ডারেরা ঘর ছেড়ে ছুটে এলো আঙ্গিনায়। হতবুদ্ধি হয়ে তারাও অনেকে আলাবক্‌শের তালিয়ায় তাল দিতে লাগলো। কোনো দিকে কারো কোনো লক্ষ্য নেই। নজর সবার আসমানে। বিকট শব্দে তার উৎকট উল্লাসে চমকিত হয়ে আনোয়ার হোসেনও বেরিয়ে এলো বাইরে। উল্লাসের উৎস আসমানে নজর দিয়ে তারও নজর স্থির হয়ে গেল। এলাহী কাণ্ড। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়োজাহাজ পাক খেয়ে খেয়ে ছুটছে। জমিন থেকে মোটেই অধিক উর্ধে নয়। এক ঝাঁক বাঁক নিতেই আর এক ঝাঁক ছুটে আসছে পেছনে। এরপর আর এক ঝাঁক, তারপর আর একটা। অবাক হয়ে ক্ষণকাল চেয়ে রইলো আনোয়ারও।

কে বলবে উড়োজাহাজ এসব। বালী হাঁস জাতীয় বিদেশী পাখী শীতের মৌসুমে এভাবে ঝাঁক বেঁধে বিল হাওরে ছুটে। ঝাঁকের পর ঝাঁক। অসংখ্য অনন্ত। অনেকের তা দেখা আছে। পাখীর ঝাঁকের মতো উড়োজাহাজ ঝাঁক বেঁধে ছুটে, এ দৃশ্য এদেশের কমজনই দেখেছে। নজর দিয়ে প্রথমে পাখীর ঝাঁক বলেই ভ্রম হলো সবার। কিন্তু বিকট আওয়াজ, বিশাল আকার আর বিপুল ধুম্ররাজী সে ভ্রম ভেঙ্গে দিলো সঙ্গে সঙ্গে। ভ্রম ভেঙ্গে যেতেই সবার চমক লাগলো প্রচণ্ড। কালেভদ্রে দু' একটা উড়োজাহাজ সবাই তারা দেখেছে। প্রথম দেখার কালে এ রকমই তাক লেগেছে সকলে। পাখীর সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষ উড়ে আকাশে, জলবক্ষে জলযানের মতো আসমানে যান চালায় মানুষ—এটা যতই ভেবেছে ততই হতবুদ্ধি হয়েছে। বিমুগ্ধ-বিহ্বল কবি, বাউল, রসিকজন এ নিয়ে অনেক ছড়া গীত বেঁধেছে। আজকের এ দৃশ্যে ফের নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে সকলের সেই বিস্ময়ে। তাজ্জব হয়ে কেউ কেউ ভাবছে, ব্যাপারটা কি ? উড়োজাহাজ এভাবে মিছিল করে ছুটছে—কারণটা কি ? ভারতবাসীর মতো কি স্বাধিকার চায় তারাও ?

ক্ষণিকের ঘোরে যে যা-ই ভাবুক, দৃশ্যটি দেখামাত্র আনোয়ার হোসেন বুঝতে পারলো, ম্যাটার মারাত্মক। গুরুতর ব্যাপার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তুঙ্গে উঠে আছে। এ যুদ্ধে জরুর ধস্ নেমেছে কোথাও। মরণ কামড় হানার জন্যে একে অন্যের প্রতি হন্যে হয়ে ছুটছে। এটা তারই আলামত। আনোয়ার হোসেন ভাবছে, ধস্ নামলো কার ? ভারতের ভাগ্যেশ্বর বৃটিশরাজ মিত্র শক্তির পক্ষ হয়ে জড়িয়ে আছে এ যুদ্ধে। পূর্ব রণাঙ্গনে জাপানের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়ছে। জাহাজগুলোর গতিও ঐ পূর্বদিকেই। ব্যাপারটা কি ? মার দিচ্ছে, না মার খাচ্ছে ভারতেশ্বর ?

তৎক্ষণাৎ সে কিছুই ঠাহর করতে পারলো না। ঠাহর করতে পারলো প্রহরখানেক পরেই। বাদ মাগরিব কাগজের অফিস থেকে দ্রুতপদে ঘরে ফিরলো জালালউদ্দীন জালাল মিয়া। তার হাতে একখানা খবরের কাগজ। আনোয়ারকে ঘরে পেয়েই কলকণ্ঠে বলে উঠলো—আরে এই যে দোস্ত, আমি তোমাকেই খুঁজছি। খবর আছে খবর। তরতাজা গরম গরম খবর।

www.pathagar.com

আনোয়ার হোসেন মুখ তুলে প্রশ্ন করলো—গরম গরম কি রকম ?

একই রকম উল্লসিত কণ্ঠে জালাল মিয়া বললো—দুর মার খবর। মার কাটারী ব্যাপার। ঝাঁকে ঝাঁকে জাহাজ উড়তে দেখোনি আজ ?

আনোয়ার হোসেন সাগ্রহে বললো—হ্যাঁ-হ্যাঁ, দেখেছি। ব্যাপারটা কি বলোতো?

ঃ ব্যাপার গুরুচরণ। আমাদের মহাপ্রভু মহারাজ বৃটিশ সরকার এখন লেজে-গোবরে। ইয়ানফ্সী অবস্থা। এই দ্যাখো খবর—

জালাল মিয়া হাতের কাগজখানা মেলে ধরতে গেলো। বাধা দিয়ে আনোয়ার হোসেন ব্যস্তকণ্ঠে বললো—দেখ্ছি-দেখ্ছি। আগে মুখে বলোতো ঘটনাটা ?

ঃ কুপোকাত। পূর্ব রণাঙ্গনে বৃটিশ মহারাজ একদম চিৎপটাং।

ঃ চিৎপটাং ?

ঃ একদম মুগুরছেঁচা। জাপানীরা এমন মার দিয়েছে যে, বৃটিশ বাহিনীর জোড়া হাড় আর জোড়া রাখেনি একখানও।

ঃ বলো কি ! এ রকম একটা কিছু আমিও ধারণা করেছি। তারপর ?

ঃ তারপর ভিখ্ চাইনে কুত্তা সামলা, এ অবস্থা। মার মার রবে তাড়া করে এসে জাপানীরা ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে। ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকতেও আর দেরী নেই।

ঃ সেকি !

ঃ আর সেকি ! জাপান জয়ের খাহেশ তো মিটেছে, এখন নিজে বাঁচলে বাপের নাম। এ নিয়ে ইংলণ্ডের বৃটিশ সরকার চোখে এখন কেবলই সরষে ফুল দেখছে। আত্মরক্ষার চিন্তায় ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইন্‌ষ্টন চার্চিল একদম আওয়ারা।

ঃ মার কেল্লা ! সত্যিই তো গরম খবর !

ঃ আরো খবর আছে। এ আত্মরক্ষার প্রয়াসেই মিঃ চার্চিল তাঁর মন্ত্রীসভার অন্যতম মন্ত্রী স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌কে ভারতে পাঠাচ্ছেন। ক্রীপ্‌স্ আসছে কংগ্রেস আর মুসলিম লীগকে সন্তুষ্ট করার নয়া প্রস্তাব নিয়ে।

ঃ বলো কি ! হঠাৎ এ কুম্ভিরাশ্রু ? উদ্দেশ্য ?

ঃ ভারতের সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা লাভ করা। যুদ্ধের এ দুঃসময়ে ভারতের জনগণের সার্বিক সহযোগিতা তাদের একান্ত প্রয়োজন হয়েছে কিনা, তাই ক্রীপ্‌স্ আসছে প্রস্তাব নিয়ে।

আনোয়ার হোসেন গম্ভীর কণ্ঠে বললো—হুঁউ ! আর একটা প্যাকেট লাঞ্চ্ ! তাদের নিজেদের মর্জি মাফিক তৈরী।

ঃ দোস্ত্।

ঃ আবার সেই যেমন তেমন একটা জোড়াতালির ব্যাপার।

ঃ জোড়াতালি ?

ঃ তার অধিক কি কিছু আশা করো ? কংগ্রেসকে তুষ্ট রেখে মুসলিম লীগকে একটুখানি সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে কাজ উদ্ধারের চেষ্টা বৈ, আর কিছু কি থাকবে ঐ প্রস্তাবে ? লাহোর প্রস্তাবের আদৌ ধারে কাছে যাবে তারা, এমন কি তুমি মনে করো ?

www.pathagar.com

উত্তেজনা খাটো করে জালাল মিয়া চিন্তিত কণ্ঠে বললো—না, তা ঠিক করিনে। তবে আসছে যখন, দেখা যাক কি প্রস্তাব আসে।

আনোয়ার হোসেন অবজ্ঞার সাথে বললো—তোমরা দেখোগে। আমার দেখা শ্যাষ্।

ঃ শ্যাষ্ ?

ঃ লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন ছাড়া, ঐ আলতু ফালতু কোনো কিছু দেখার মধ্যে আমি নেই।

লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কবে হবে, সেই আশাতেই বসে আছি ধৈর্য ধরে। মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্রের দাবী মেনে নেয়া ছাড়া, ইংরেজদের ঐ আগ্‌ড়ুম বাগ্‌ড়ুম শোনার কোনোই উৎসাহ নেই আমার।

জালালউদ্দীন ঈষৎ হেসে বললো—ধীরে দোস্ত, ধীরে। এক লাফেই কি গাছের মাথায় উঠতে চাও ? এভাবে ধাপে ধাপে এগুতে এগুতেই শেষে একদিন সে আশা আমাদের পূরণ হবে ইনশাআল্লাহ। সরাসরি আর সহজে কি আমাদের এ দাবী মেনে নেবে ইংরেজ, না মেনে নিতে দেবে হিংসুটে কংগ্রেস ? এ দেশে মুসলমানেরা মাথা তুলে থাকুক, এটা তো তারা কস্মিনকালেও চায় না। সুতরাং ষ্টেপ্ বাই ষ্টেপ্ দোস্ত, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ্। এক লাফে গিরি উল্লঙ্ঘন হয় না।

ঃ ষ্টেপ্ বাই ষ্টেপ্ ?

ঃ ঐ যে কথায় বলে—"ছাই দেবে, তাই দাও। তবু দেয়ার হাত হোক।" অধৈর্য হয়ে কি লাভ আছে আমাদের ? দিনে দিনে আমরা যে এ পর্যন্ত এগুতে পেরেছি, এই-টেই তো বিরাট কথা।

জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে আনোয়ার হোসেন প্রশ্ন করলো—অর্থাৎ ?

জবাবে জালালউদ্দীন বললো–অতীতের কথা স্মরণ করো। ইতিহাসের পাতা খোলো। মুসলমানদের দাবী দাওয়া মেনে নেয়া তো দূরের কথা, মুসলমানদের একদম নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে কেমন তৎপর ছিল দখলদার এ ইংরেজেরা ? মুসলমানদের এ দেশে বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। সম্মুখ লড়াই পরিহার করে ভিন্ন এ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এগুনোর ফলেই না আজ দাবী-দাওয়া উপস্থাপন করার পর্যায়ে আমরা পৌঁছেছি। আর এখন সে দাবী-দাওয়া আদায় করার ক্ষমতা আর পরিবেশও আমরা আল্লাহর রহমে অনেকখানি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি।

আনোয়ার হোসেন নীরব হয়ে গেল। উদাস কণ্ঠে বললো—হ্যাঁ, সে প্রসঙ্গ তুললে, কথা তো তা-ই। অতীতের পথ আঁকড়ে ধরে থাকলে আজ কোথায় যে থাকতাম আমরা !

ঃ তবে ?

ঃ মন মানে না তাই দোস্ত। মোট্‌টানা থেকে শুরু করে এই যে ছোট্ট একটা পণ্ডিতি করছি, এইটেই কায়েমী হয়ে যায় কিনা, সেই ভাবনাতেই মাঝে মাঝে কাতর হয়ে পড়ি।

জালালউদ্দীন সান্ত্বনা দিয়ে বললো—ইন্নাল্লাহা মাআস্ সোয়াবিরীন। আমার দিকে তাকাও। তোমার জুতো নেই, আমার পা'টাই নেই। নিম্নমানের হলেও তুমি তো তবু পণ্ডিতি করছো। আর আমি ? তোমার অনেক আগে থেকেই কাগজের অফিসে

www.pathagar.com

সেরেফ একটা ফালতু হিসেবে খেটে মরছি। বিলকুল বৈচিত্রহীন গাধা খাটুনী। এর উপর আবার অযোগ্য অপদার্থ উপর ওয়ালার হুমকি ধমকি। আমি কিন্তু তবু না-উম্মিদ হইনি। এ অবস্থার একদিন অবসান হবেই, এ আমার সুদৃঢ় প্রত্যয়।

আনোয়ার হোসেন নিঃশ্বাস ফেলে বললো—তা তুমি এতদিন ঐ নিয়েই আছো কেন দোস্ত্? অন্য কাজের চেষ্টা কেন কোথাও করোনি?

ঃ করেছি। যা পেয়েছি তা সব গুদামে-ফ্যাকটরীতে হিসাব লিখার কাজ। সেটা আরো বোরিং।

ঃ তাজ্জব!

আনোয়ার হোসেন বিমর্ষ হয়ে গেল। তা দেখে জালাল মিয়া স্মিতহাস্যে বললো—নসীব দোস্ত্, সবই নসীবের ব্যাপার। আমার নসীব কি এতটা শানদার যে ইষ্টিশানের এক কুলিকে ধরে এনে কোনো ললনা যেচে পণ্ডিতি পাইয়ে দেবে?

ফের ফুঁশে উঠলো আনোয়ার হোসেন। সরোষে বললো—বটে! পুলক লাগছে বুঝি? পেটে ভাত নেই, দীলে পুলকটাতো ষোল আনাই আছে দেখছি।

ঃ আচ্ছা বাবা, কসুর মাফ কিজিয়ে। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, এতই খাতির যখন পেলে, বিদ্যার কথাটা চেপে গেলে কেন? মোট্ টেনে টেনে কি বিলকুলই তালকানা হয়ে গেছো?

ঃ জিনা। চেপে না গেলে ঐ চাকুরীটা আর হতো না। নন-ম্যাট্রিকের জায়গায় এম. এ. কে কেউ নিতো না।

ঃ কিন্তু ডিগ্রীর কথা শুনলে ভদ্রলোক হয়তো কোনো বড় পদও যোগাড় করে দিতে পারতেন?

ঃ না, পারতেন না। সে ক্ষমতা তাঁর নেই। সেটা যাঁচাই করে দেখে তবেই চেপে গেছি ওকথা। তালটা পাওয়ার অধিক লোভে তিলটা হারাতে আমি রাজী নই।

ঃ ও-ব্বাবা! বড়ই শেয়ান ঘুঘু তো।

ঃ যাও-যাও, অফিস থেকে এলে, হাত মুখটা ধুয়ে এসে একটু আরাম বিরাম নাও। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পৈয়াজী করতে হবে না।

খবরের কাগজখানা টেনে নিয়ে আনোয়ার হোসেন কাগজ পাঠে মন দিলো।

রাতে শুয়ে শুয়ে জালাল মিয়ার কথাই ভাবতে লাগলো আনোয়ার হোসেন। ভাবতে লাগলো, ডারউইনের ইভেলিউশান থিয়োরীর মতো মুসলমানদের এ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের কথা। এ সূত্র ধরে সে চলে গেল প্রায় শতবর্ষ অতীতের ইতিহাসে। ইতিহাসের বোদ্ধা ও সন্ধানী পাঠক আনোয়ার হোসেন মুদিত নয়নে রোমন্থন করতে লাগলো সে দিনের কথা। নিবিষ্ট চিত্তে বিচরণ করতে লাগলো সেদিনের ইতিহাসের বিস্তীর্ণ চত্বরে।

শেষ হয়েছে ১৮৫৭-৫৮ সনের আযাদীর লড়াই, তথা সিপাহী বিদ্রোহ। বিভিন্ন কারণে ব্যর্থ হয়ে গেছে সেই আযাদী আন্দোলন। এ সংগ্রামে মুসলমানেরা বিপুল অংশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই, স্ব স্ব স্বার্থে সিপাহী জনতার একটা অংশ ছিল অমুসলমান মানুষের। অস্বীকার করার উপায় নেই, সেই সশস্ত্র

www.pathagar.com

বিপ্লবে প্রথম গুলি ছোঁড়েন অমুসলমান মঙ্গল পাণ্ডে। ঈশ্বর পাণ্ডে সহ আরো ক'জন অমুসলমান বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হয় ঐ সর্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণার অপরাধে। কিন্তু পরিহাস, সশস্ত্র বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর ইংরেজদের তামাম আক্রোশ নিরঙ্কুশভাবে নিপতিত হয় একমাত্র মুসলমানদের উপর। একই দোষে দোষী হওয়া সত্ত্বেও অমুসলমানদের গায়ে একটা কাঁটার আঁচড়ও কাটেননি সুবিচার ও পক্ষপাতহীনতার প্রচণ্ড প্রবক্তা ইংরেজ শাসককুল। পক্ষপাতহীনতার প্রকৃষ্ট উদাহরণই বটে !

আযাদী আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর ক্ষুধার্ত হায়েনার মতো ইংরেজেরা ঝাঁপিয়ে পড়লো মুসলমানদের উপর। এদেশ থেকে এ জাতিকে সমূলে উৎখাত করার অন্ধ প্রতিজ্ঞা নিয়ে মুসলমান নিধনে ব্রতী হলো তারা। উন্মত্ত পিশাচের মতো নির্বিচারে হত্যা করতে লাগলো মুসলমান নারী-পুরুষ শিশুদের। ভস্মিভূত করতে লাগলো প্রতিটি মুসলমানের গৃহ। মুসলমান জাতির মাথা-মরুব্বী জ্ঞানী-গুণীদের নিয়ে শুরু হলো বিচারের নামে প্রহসন আর প্রহসনের পর ফাঁসী বা দ্বীপান্তর। হাজার হাজার মুসলমানকে ঝুলানো হলো ফাঁসীকাষ্ঠে আর দলে দলে পাঠানো হলো দ্বীপান্তরে। সাধারণের অবস্থা হলো সমধিক করুণ। ঘরে-বাইরে সর্বত্র মুসলমান জনসাধারণ শেয়াল কুকুরের মতো প্রাণ দিতে লাগলো। এ অবস্থার মধ্যেও ১৮৭০ সন পর্যন্ত মুসলমানেরা সশস্ত্র জিহাদের পথই আঁকড়ে ধরে রইলো। অবশেষে সর্বশান্ত হয়ে তারা খুঁজতে লাগলো বেঁচে থাকার উপায়। তালাশ করে ফিরতে লাগলো এদেশে এ জাতির টিকে থাকার পথ।

পথের খোঁজে জাতি যখন এমনই উন্মুখ, ঠিক তখনই পথের দিশা নিয়ে এসে জাতির সামনে দাঁড়ালেন এক বুজুর্গ দিশারী। বিদগ্ধ বিজ্ঞজন স্যার সৈয়দ আহমদ খান। জন্ম তার দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। মেধায় তিনি অনন্য, পেশায় বিচারক। ইংরেজ প্রশাসনে প্রথমে মুনসেফ ও তৎপরে সাবজজ। কর্মে একনিষ্ঠ, আচরণে বিশ্বস্ত। কর্মদক্ষতা ও বিশ্বস্ততার সুবাদে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ইংরেজ প্রদত্ত উপাধিতে 'স্যার' এবং 'নাইট'। ফ্রিডম ফাইট, অর্থাৎ আযাদীর লড়াই তিনি করেননি। আযাদী সংগ্রামে কোনো অবদান নেই তাঁর। পরিবর্তে আছে অনেক ইংরেজ নর-নারীর প্রাণ বাঁচানোর খতিয়ান।

এতে করে একদিকে যেমন তাঁর প্রশংসায় ধ্বনী উঠে চমৎকার, অন্যদিকে তেমন তার নিন্দায় ছুটতে থাকে থুঁৎকার। ইংরেজেরা তাঁকে দেয় পুরস্কার, মুসলিম উম্মাহ তাকে করে তিরস্কার। ইংরেজেরা অনেকেই থমকে গিয়ে ভাবে, সব মুসলমানই ইংরেজ বিরোধী নয়, বিপ্লবীরা তাঁর খবরে চমকে গিয়ে ভাবে, এতবড় আলেম তবু ঈমানদার নয় ?

সবই ঠিক, স্বাভাবিক এবং তাঁর প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য। ইংরেজদের পুরস্কারের অবশ্যই তিনি হকদার। অপরপক্ষে, মুসলিম উম্মাহর তিরস্কারও না-হক তাঁর নয়। দেশের প্রায় তামাম উলামায়ে কেরাম যেখানে ইংরেজদের উৎখাতে জান কুরবানে লিপ্ত, সেখানে খান সাহেবের মতো একজন প্রসিদ্ধ আলেমের ইংরেজ সেবার আতিশয্য অনেকের কাছে অসহ্য হবে, এ আর অস্বাভাবিক কি ?

www.pathagar.com

কিন্তু আল্লাহ তায়ালার মহিমা বুঝে উঠে, সাধ্য কার ? কে বুঝতে পারে, কোন্ উদ্দেশ্যে কাকে তিনি কোন্খানে রিজার্ভেশানে রাখেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে আলেম-বুজুর্গ সকলেই সাকুল্যে নিঃশেষ হয়ে যেতো যদি, সায়াহ্নকালে জাতির জন্যে হাল ধরার থাকতো কে ? সৈয়দ আহমদ খানের মতো আরো কয়েকজন জ্ঞানীগুণী এ লড়-াইয়ে শরিক হলে ফলাফল আদৌ কিছু ভিন্ন রকম হতো না। মাঝখান থেকে শেষ হয়ে যেতেন তাঁরাও আর সন্ন্যাসীর কৌপীন চুরির মতো জাতি একদম উলঙ্গ আর নিঃস্ব হয়ে যেতো। দুর্দিনের কাণ্ডারী কেউ থাকতো না। সৈয়দ আহমদ খানকে আল্লাহ তায়ালা ফাঁকে রেখেছিলেন জাতির এমনই এক কাণ্ডারী হওয়ার জন্যেই।

আযাদী সংগ্রামের পরে এবং তৎপরবর্তীকালে ভারতীয় মুসলমানদের উপর ইংরেজ শাসককুলের অকথ্য অবিচার আর অমানুষিক অত্যাচার দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন সৈয়দ আহমদ খান। দুঃখে ও বেদনায় বিমর্ষ হয়ে গেলেন। ভারাক্রান্ত চিত্তে চিন্তা করলেন কিছুকাল। এরপরেই স্থির করলেন সিদ্ধান্ত। কওমের কল্যাণ কল্পে কোমর বেঁধে ফেললেন। সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে এবং আত্মনিয়োগ করলেন কওমের খিদমতে। প্রখর ধীসম্পন্ন মানুষ। গভীরভাবে চিন্তা করে স্বজাতির বাঁচার পথ খুঁজে পেলেন তিনি এবং বিপন্ন জাতির উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে বললেন—ভাইসব, আপনারা দিগ্‌ভ্রান্ত। যে পথ ধরে এ যাবত আপনারা চলছেন, এ পথে এ জাতির মুক্তির উপায় নেই। এভাবে কেউ আপনারা বেঁচে থাকতে পারবেন না। এদেশ থেকে এ জাতি নির্মূল হয়ে যাবে।

হাঁক শুনে তাকে ঘিরে সমবেত হলেন অসংখ্য দিশেহারা মানুষ। আকুল কণ্ঠে আওয়াজ দিয়ে বললেন—তাহলে এ জাতির বাঁচার পথ কি জনাব ?

সৈয়দ আহমদ খান বললেন—পথ পাল্টানোই পথ। পথ আপনাদের পাল্টাতে হবে। বিপরীত পথ ধরতে হবে। ইংরেজদের সংশ্রব থেকে দূরে সরে না গিয়ে তাদের পেটের মধ্যে ঢুকতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে টিকে থাকা আর সম্ভব নয়।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ প্রায় সোয়াশো বছর ধরে একটানা সংগ্রামই করে আসছেন আপনারা। প্রাণ দিয়েছেন লাখে লাখে, কিন্তু ফায়দা কিছুই হয়নি। সে ফায়দা হওয়ার আর কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

ঃ কারণ ?

ঃ যে কারণে এ যাবত ফায়দা আপনাদের হয়নি, সেই কারণটাই এখন আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। এ হিন্দুস্তানের সিংহভাগ মানুষ অমুসলমানেরা কোনোকালেই আপনাদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। এদেশ থেকে ইংরেজ তাড়ানোর পরিবর্তে ইংরেজদের মিত্র হয়ে বরাবর আপনাদের ইংরেজ তাড়ানো সংগ্রামের তারা বিরোধিতাই করেছে। সে মিত্রতা এখন আরো এত জমে উঠেছে যে, কোনোদিনই তাদের আর পাশে আপনারা পাবেন না। প্রমাণ স্বরূপ দেখুন, ১৮৫৭-৫৮ সনের বিপ্লবে স্ব স্ব স্বার্থে তাদেরও অনেক লোক জড়িত থাকা সত্ত্বেও সে জাতির গায়ে ইংরেজেরা একটা কাঁটার আচড়ও কাটেনি বা কাটছে না।

www.pathagar.com

বিপুল সমর্থন দিয়ে জনতা আওয়াজ তুললো—ঠিক জনাব, ঠিক-ঠিক। কি নিদারুণ বৈষম্য আর অসঙ্গতি।

ঃ এ নিদারুণ অসঙ্গতি আরো নিদারুণ হয়ে উঠবে যতই আপনারা ইংরেজদের বর্জন করে চলবেন।

ঃ জনাব।

ঃ এছাড়া, ইংরেজ শাসন এখন এদেশে এত শক্তভাবে কায়েম হয়ে গেছে যে, তাদের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানের এককভাবে লড়াই করা আত্মহত্যার শামিল। বর্তমান ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ চালানোর প্রয়োজনীয় জনবল, মনোবল আর অর্থবল মুসলমানদের নেই। সুতরাং, এ পথ থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে।

ঃ বলুন জনাব, সেই ঘুরে দাঁড়ানোর মশ্‌লাটা কি ?

ঃ ঐ যে বললাম, দূরে না থেকে ইংরেজদের সান্নিদ্ধে এসে তাদের অস্ত্রেই তাদের কাত করতে হবে।

ঃ অর্থাৎ ?

ধর্মীয় নীতির যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিয়ে এবং ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করে সৈয়দ আহমদ খান বললেন—হিন্দুরা যেভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে আর ইংরেজ সরকারের সাথে হাত মিলায়ে দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে, সেই পথ ধরতে হবে আমাদের। ইংরেজ বর্জননীতির ফলে আর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বিমুখ থাকার কারণে এদেশে একেবারেই পিছিয়ে পড়েছি আমরা আর ক্রমেই অধঃপতনের শেষ ধাপে নেমে যাচ্ছি। তাই আর শত্রুতা নয়। ইংরেজী ভাষা সহ পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে সম্প্রীতি স্থাপন করাই হবে আমাদের টিকে থাকার একমাত্র পথ।

সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত ! জনতার মধ্যে থেকে লাফিয়ে উঠলেন একদল ট্রাডিশন্যাল আলেম আর কাঠমোল্লা। তাঁরা চমকে উঠে বললেন—নাউযুবিল্লাহ মিন্ জালেক। কি ঘোরতর গুনাহ্‌র কথা ! কি বিষমতর কুযুক্তি ! মুসলমানদের আপনি খৃষ্টান হতে বলছেন ?

সৈয়দ আহমদ খান বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—তা বলবো কেন ? মুসলমানেরা খৃষ্টান হবে কোন্ দুঃখে ? তার আগে তো মুসলমানদের জন্যে মউতই শ্রেয়ঃ।

ঃ কিন্তু বলছেন তো তাইই। ফিরিঙ্গীদের শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করলে কি মুসলমানেরা আর মুসলমান থাকবে কখনও ? খৃষ্টান বনে যাবে না ? কুরআন-হাদীস পাঠ থেকে বিমুখ হয়ে খৃষ্টানী পাঠ নেবো আমরা ?

ঃ কেন, কুরআন-হাদীস পাঠ থেকে বিমুখ হবেন কেন ? ইসলামী শিক্ষা পূর্বপর যথাযথ গ্রহণ করতে হবে আর মুসলমানদের আগে মুসলমান হতে হবে। সেই সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষাতেও শিক্ষিত হতে হবে। নইলে প্রতিযোগিতায় এ যুগে আর এদেশে কখনই আমরা টিকে থাকতে পারবো না। কুরআন-হাদীস পাঠতো বন্ধ করতে বলিনি ?

www.pathagar.com

প্রতিবাদীরা আরো প্রবলকণ্ঠে বললো—যারা কুরআন-হাদীস পাঠ করে তাদের ওসব আলতু-ফালতু পাঠ করার কি দরকার ?

ঃ কে বললে, কুরআন-হাদীস পাঠ করলে আর অন্য কিছু পাঠ করার দরকার নেই ? জ্ঞান অর্জনের জন্যে সুদূর চীনে যাওয়ার যে কথাটা আছে, তাকি কেবল ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্যে ?

ঃ আপনি কি বলতে চাচ্ছেন ?

ঃ বলতে চাচ্ছি, শুধুমাত্র ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়া অন্য জ্ঞান অর্জন করা হবে না, ইতিহাস-বিজ্ঞান ভূগোল-দর্শন, তথা জগতের সমসাময়িক জ্ঞান থেকে বিমুখ থাকতে হবে, একথা কোথায় পেলেন আপনারা ? দুনিয়া চলবে একভাবে আর আপনারা চলবেন আর একভাবে, ইসলাম বিদ্বেষীরা ইসলামকে আঘাত করবে কামান-বন্দুক দিয়ে আর ইসলামকে বাঁচাতে আপনারা ধরবেন লাঠি, এভাবে কি ইসলাম বাঁচবে, না বাঁচতে পারবেন আপনারা ?

বিরোধীদের কয়েকজন শ্লেষভরে বললো—তাই বলে ঈমান খোয়াবো নাকি ? পাশ্চাত্য শিক্ষা শিখে কি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবো আমরা ?

ঃ কি মুস্কিল ! তা যাবেন কেন ?

ঃ আলবত তাই যাবো। কুরআন-হাদীসের জ্ঞানের সাথে ইহ দুনিয়ার ফাল্‌তু জ্ঞান মেশালে কি ঈমান থাকবে আমাদের ? আল কুরআনের জ্ঞানের উপর কি আর কোনো জ্ঞান আছে ?

ঃ তা অবশ্যই নেই। কিন্তু আল কুরআনের জ্ঞান পুরোপুরি থাকলে তো এ প্রশ্ন আপনারা তুলতেন না ? তা আপনাদের আছে কি ?

আবার তারা রোষভরে বললেন—নেই মানে ?

ঃ মানে, আপনারা কি সবাই কুরআন পাঠ করেন ?

ঃ আলবত করি। সবাই আমরা করি। যে করে না সে গুনাহ্‌গার।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ। খুবই ভাল কথা। কিন্তু যা পাঠ করেন তার অর্থটা কি সবাই আপনারা বোঝেন ?

ঃ অতশত বোঝার গরজ কি ? কুরআন শরীফ পাঠ করাতেই অশেষ সওয়াব। এক একটা হরফ পাঠে দশ দশটা নেকি।

ঃ সাব্বাস ! এ জ্ঞান নিয়ে আপনারা ইসলাম আর ঈমান রক্ষে করবেন ? ইসলাম বিদ্বেষীরা তো এলোপাতাড়ি মার দিয়ে ইসলাম ছুটিয়ে দেবে আপনাদের। এ জ্ঞান নিয়ে তাদের কায়দা-কৌশল কি ছাঁদতে পারবেন আপনারা ?

কাঠ মোল্লারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন—না পারি না পারবো। তবু ঐ খৃষ্টানী এলেম শিক্ষা করে আমরা আখের খোয়াতে যাবো না।

অতপর তাঁরা জনতাকে উদ্দেশ্য করে হাঁক দিলেন—এই যে ভাইসব, চলুন-চলুন। এ লোক দীনের দিশারী নয়। বেদীনদের সাথে থেকে থেকে নিজেও ইনি বেদীন হয়ে গেছেন। এঁর কথা মানলে ঈমান কারো থাকবে না। সবাই আমরা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবো। কাফের হয়ে যাবো। শিগ্গির শিগ্গির এখান থেকে সরে পড়ি চলুন। এসব কথা শুনাও পাপ—

www.pathagar.com

চরম হৈ চৈ তুলে ট্রাডিশন্যাল মোল্লারা সমাবেশ থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু বেরিয়ে গেলেন তাঁরাই কেবল। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বিপুল জনতার আর একজনও স্থান ত্যাগ করলেন না।

বলিহারী এ ইসলাম বিদ্‌দের ইসলাম জ্ঞান আর তাঁদের ঈমান ! এভাবেই এ জাতিকে এরা পঙ্গু করে রেখেছে !

কাঠ মোল্লাদের এ আচরণে সৈয়দ আহমদ খান সাহেবের বক্তব্যে ছেদ পড়লো। কিছুক্ষণ তিনি নীরব হয়ে রইলেন। উপস্থিত জনগণের মনে খান সাহেবের নসিহত গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। অনেকেই তাঁরা এ রকম চিন্তাভাবনা আগে থেকেই করছিলেন। খান সাহেবকে নীরব দেখে জনতা আবার সোচ্চার কণ্ঠে বলে উঠলো—বলুন জনাব, আপনার নসিহত খুব আমাদের মনে ধরেছে। কি আমরা করবো এখন বলুন ?

ফের শুরু করলেন সৈয়দ আহমদ খান সাহেব। বললেন—করার কাজ ঐ একটাই। কুরআন-হাদীসের যথাযথ জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় আপনাদের শিক্ষিত হতে হবে আর ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা না করে এ শাসনের সাথে আপনাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এতে কি আপনারা রাজী আছেন ?

জনতার তরফ থেকে উৎফুল্ল আওয়াজ উঠলো—রাজী-রাজী। আপনার কথা বিলকুল ঠিক জনাব। এছাড়া এ জাতির এদেশে টিকে থাকার উপায় নেই।

সৈয়দ আহমদ খান সাহেব স্বস্তির সাথে বললেন—আলহামদুলিল্লাহ ! বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন, পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা অভাবে আমাদের প্রতিবেশীদের থেকে আমরা কতদূর পেছনে পড়ে গেছি। একই দেশে বাস করে এত পেছনে পড়ে থাকলে, ওদের সাথে প্রতিযোগিতায় তো হেরে যাবো আমরা। আর প্রতিযোগিতায় সর্বক্ষেত্রেই হেরে গেলে, এদেশে আমরা টিকে থাকবো কি করে ? ইংরেজদের তো কথাই নেই, আমাদের প্রতিবেশীদের নিষ্পেষণেই আমাদের দেশ ছাড়তে হবে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, "সার ভাইভ্যাল অফ দি ফিটেষ্ট্"। অর্থাৎ যারা টিকে থাকার উপযুক্ত তারাই কেবল টিকে থাকতে পারে।

জনতার ফের উচ্ছ্বসিত আওয়াজ—ঠিক ঠিক, একশোবার ঠিক। আপনি আমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগাবেন হুজুর। এখন থেকে আমরা আপনার এ নসহিত মাফিকই চলবো।

খান সাহেব বললেন—আমি আমার যথাসাধ্য করবো।

এ থেকেই ক্রমে ক্রমে এদেশের মুসলমানদের মধ্যে একটা নবজাগরণের সৃষ্টি হতে লাগলো। অনেকেই ইংরেজী ভাষা সহ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খানও অতপর তাঁর করণীয় করতে থাকলেন। প্রথমে তিনি আত্মবিস্মৃত জাতিকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, যুক্তি-বুদ্ধি এবং আল কুরআনের অর্থ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার কাজে হাত দিলেন। এ উদ্দেশ্যে উরদু ভাষায় কুরআন শরীফের তরজমা করে "তাফসীরে আহমদী" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। হযরত মুহম্মদ (স)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে লিখলেন বিভিন্ন রচনা, যা, "এসেস্ অন

www.pathagar.com

দি লাইফ অফ মুহম্মদ" (Essays on the life of Muhammad) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হলো। "খুতবাতে আহমদীয়া" নামক জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিগ্রাহ্য প্রবন্ধ রচনা করে প্রচণ্ড সাড়া জাগালেন ভারতীয় মুসলিম সমাজে। ইতিহাস ও ইসলামের যুক্তিবুদ্ধির উপর রচনা করলেন আরো ক'খানা গ্রন্থ।

পাশাপাশি, ইংরেজ সরকারের অবিশ্বাস ও দমননীতির নিষ্পেষণ থেকে ভারতীয় মুসলমানদের রক্ষা করার প্রয়াসে স্যার সৈয়দ আহমদ খান উরদু ভাষায় প্রকাশ করলেন "ভারতীয় সিপাহী বিদ্রোহের কারণ" শীর্ষক একখানি গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি তুলে ধরলেন, ভারতীয় মুসলমানেরা অকারণেই বিদ্রোহ করেনি। ইংরেজ সরকারের নজীরবিহীন কুশাসন এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে অকথ্য উৎপীড়নই মুসলমানদের বিদ্রোহ করতে বাধ্য করেছে। তুলে ধরলেন, ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত কারণে অনেক হিন্দুও এ বিদ্রোহে ছিল। অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ সম্বলিত এ গ্রন্থটির ১৮৭৩ সনে ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করে সৈয়দ আহমদ সাহেব বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রত্যেক সদস্যের নিকট এর কপি পেশ করলেন। এ পুস্তক পাঠ করে পার্লামেন্টের সদস্যগণ এতই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে, বৃটিশ সরকার এ পুস্তকে উল্লেখিত ঘটনাবলি তদন্ত করার জন্যে স্যার ইউলিয়াম হাণ্টারকে ভারতে পাঠাতে বাধ্য হলো। হাণ্টার সাহেব তদন্ত করে "দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্" ((The Indian Mussalmans) নামক একটি বই রচনা করলেন। বইটিতে ইংরেজ সরকারের সাফাই গাওয়ার সাথে সাথে হাণ্টার সাহেব লিখতে বাধ্য হলেন যে, ইংরেজ শাসনের পূর্বে যে জাতি শিক্ষায়-দীক্ষায়, অর্থে-সম্পদে, মানে-সম্মানে সমাজের অনেক উচ্চ স্থানে অবস্থিত ছিল, সেই সম্ভ্রান্ত জাতিকে ইংরেজ সরকার লুণ্ঠনে, পীড়নে ও শোষণে "হিউয়ার্স্ অফ উড্ এ্যাণ্ড ড্রয়ার্স্ অফ ওয়াটার" (hewers of wood and drawers of water) অর্থাৎ, খড়ি ফাঁড়াই করা আর পানি বহন করা দিনমজুরে পরিণত করেছে।

হাণ্টার সাহেবের এ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার পর মুসলমানদের উপর বৃটিশ সরকারের অত্যাচারের মাত্রা বিপুল অংশে হ্রাস পেলো। এ রকম আরো কিছু রচনাবলীর মাধ্যমে সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের উপর বৃটিশ সরকারের আক্রোশ আরো খানিক কমিয়ে আনলেন।

অতপর ভারতীয় মুসলমানদের অত্যাবশ্যক পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় সুশিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ঈসায়ী ১৮৭৫ সনে আলীগড়ে একটি কলেজ স্থাপন করলেন। এ কলেজই পরবর্তীকালে (১৯২১ সনে) "আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়"–এ উন্নীত হলো। সৈয়দ আহমদ খানের আধ্যাত্মিক শিশু এ আলীগড় কলেজই হলো মুসলিম জাতীয়তাবাদের পাদপীঠ। মুসলিম সমাজে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল মুলমানদের বিরূপ সমালোচনার পুনঃ পুনঃ শিকার হলেন। কিন্তু সৈয়দ আহমদ খান এসবে আদৌ কান না দিয়ে তাঁর করণীয় করে যেতে লাগলেন।

তাঁর চেষ্টায় মুসলমানেরা ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করার পর ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ সরকারের অবিশ্বাস প্রায় তামামই দূরীভূত হলো।

www.pathagar.com

মুসলমানগণ সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করে নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে লাগলো এবং এ অবস্থায় এসে তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে আযাদী হাসিল করার পথের সন্ধান পেলো। আলীগড় কলেজকে কেন্দ্র করে "আলীগড় আন্দোলন" নামে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার এবং তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক–প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি সাধনের জন্যে সমগ্র দেশে এক বিরাট আন্দোলন শুরু হলো। প্রকৃতপক্ষে, এ আলীগড় আন্দোলনের পথ ধরেই আজ এ লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন করার পর্যায়ে মুসলমানেরা আসতে সক্ষম হয়েছে।

কলিকাতার পান্থশালা মেসে শুয়ে শুয়ে আনোয়ার হোসেন এসব কথাই ভাবছে। ভাবছে, এজন্যে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণকারী স্যার সৈয়দ আহমদ খানের কাছে ভারতীয় মুসলমানগণ আকণ্ঠ ঋণী। সেই সাথে ভাবছে, স্যার সৈয়দ আহমদ ছাড়াও আরো কিছু লোকের কাছে ঋণ তাদের অসামান্য। যে দুই মহান ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের দ্বারা ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম ভারতের ঘটনা প্রবাহ নির্মিত হয় এবং মুসলিম জাতির পুনরুজ্জীবনের ধারা প্রবাহিত হয়, তাঁদের একজন এ স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং অপরজন নবাব আবদুল লতিফ। অন্যান্যদের অবদান উল্লেখযোগ্য হলেও, এ দু'জনের অবদান অবিস্মরণীয়।

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা বিস্তারের জন্যে নিরলস শ্রম দিয়েছেন নবাব আবদুল লতিফ বাহাদুর। উত্তর ভারতে মুসলমানদের উন্নতির জন্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের যে ভূমিকা, বাংলার মুসলমানদের উন্নতির জন্যে সেই ভূমিকাই গ্রহণ করেন তিনি। জন্ম তাঁর ১৮২৮ সনে ফরিদপুরের রাজাপুর গ্রামের কাজী বংশে। শিক্ষাস্থান, কলিকাতা মাদ্রাসা। শিক্ষার বিষয়–আরবী ও ইংরেজী। পেশায়, প্রথমে শিক্ষক ও পরে বিচারক। বিচার বিভাগে, প্রথমে ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও পরে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট। বাংলার নব প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপক পরিষদের তিনিই সর্বপ্রথম মুসলিম সদস্য। জনগণের খেদমতের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে ইংরেজ সরকার উপাধি দেয় "নবাব বাহাদুর"।

পাশ্চাত্য শিক্ষা বর্জন আর বৃটিশ বিদ্বেষের ফলে যে এদেশে মুসলমান জাতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, স্যার সৈয়দ আহমদের মতো নবাব আবদুল লতিফ সাহেবও তা গভীরভাবে অনুভব করেন এবং ইংরেজদের সাথে মৈত্রী স্থাপন সহ ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে তৎপর হয়ে উঠেন। এতে করে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ থেকে রেহাই পান না তিনিও। কিন্তু নবাব বাহাদুর অনড়। পিছু হটার পাত্র তিনি নন। মুসলমান সমাজে এটা যে একান্ত প্রয়োজন, তা প্রমাণ করার জন্যে তিনি আহ্বান করেন রচনা প্রতিযোগিতা। ফারসী ভাষায় "ভারতীয় মুসলমান যুবকদের পক্ষে ইংরেজী শিক্ষার উপকারিতা" শীর্ষক প্রবন্ধ আহ্বান করেন আকর্ষণীয় পুরস্কার ঘোষণার মাধ্যমে। সাড়া জাগে অভূতপূর্ব। বাংলা সহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অসংখ্য লেখক অংশগ্রহণ করেন এতে। নগণ্য সংখ্যক বাদে সকলেই দ্বিধাহীন মত প্রকাশ করেন ইংরেজী শিক্ষার স্বপক্ষে। এর ফলে অনেক সহজ হয় তাঁর ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস।

www.pathagar.com

নবাব আবদুল লতিফের চেষ্টাতেই কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজী-ফারসী বিভাগ এমনকি, বাংলা ও উরদু বিভাগও খোলা হয় সাথে সাথেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধনের উপর অধিক গুরুত্ব দেন তিনি। হুগলী স্কুল ও হুগলী কলেজ খোলা হয় দানবীর হাজী মুহম্মদ মুহসীন তহবিলের টাকায়। অথচ মুহসীন ফাণ্ডের টাকা এযাবত ব্যয় করা হয় সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষা বিস্তার খাতে। এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ তোলেন নবাব আবদুল লতিফ বাহাদুর। বিপুল সংগ্রাম করে মুহসীন ফাণ্ডের টাকা একমাত্র মুসলমানদের শিক্ষা খাতে ব্যয় করার ব্যবস্থা করেন তিনি। হুগলী কলেজ সরকারী কলেজে রূপান্তরীত হয় তাঁরই প্রচেষ্টায়। তাঁর চেষ্টাতেই ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে মাদ্রাসা স্থাপিত হয় সরকারী অনুদানে।

শিক্ষা বিস্তার ক্ষেত্রে তার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ ১৮৬৩ সনে কলিকাতায় মুসলিম সাহিত্য সমিতি (মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি) প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসার, সমকালীন চিন্তাধারার স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি এবং শিক্ষিত মুসলমান, হিন্দু ও ইংরেজদের মধ্যে সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তোলাই ছিল এ সমিতির উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সফল হয় সার্থকভাবেই। "মুসলিম ইন্সটিটিউট" নামে এ সংগঠন বাংলা মুসলমানদের অন্যতম শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে ঈসায়ী ১৯৩০ সন পর্যন্ত। বৃটিশ সরকারের উপর বিপুল চাপ সৃষ্টি করে মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি ও ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে।

পান্থশালা মেসে অঘোরে ঘুমুচ্ছে বন্ধুবর জালালউদ্দীন জালাল মিয়া। পাশের বিছানায় শুয়ে শুয়ে আনোয়ার হোসেন কেবলই এপাশ ওপাশ করছে নিদ্রাহীন চোখে। তার মনের কোণে উঁকি দিচ্ছে একটার পর একটা মুখ। মুসলমানদের নবজীবনের পথপ্রদর্শক এক একজন মনীষী। একজনের পর আর একজন। নবাব আবদুল লতিফের অবদানের কথা ভাবতেই তার মানসপটে ভেসে উঠলো মুসলিম আধুনিকতায় বিশ্বাসী অন্যতম মনীষী সৈয়দ আমীর আলীর মুখ। জাষ্টিস্ আমীর আলীর।

ঈসায়ী ১৮৪৯ সনে জন্ম তাঁর হুগলী জেলার চুঁচুড়ায়। শিক্ষাস্থান হুগলী মাদ্রাসা, হুগলী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এম. এ. এবং বি. এল. ডিগ্রী লাভ করেন কলিকাতায়। ব্যারিষ্টারী পাশ করেন বিলাত থেকে। পরবর্তীতে উপাধি পান সি. আই. ই.। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট্. এবং কেম্ব্রিজ থেকে এল. এল. ডি. উপাধি প্রাপ্ত সৈয়দ আমীর আলী পেশায় মূলতঃ বিচারক। বিচার বিভাগে প্রথমে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ও পরে কলিকাতা হাইকোর্টের জাষ্টিস্। অবসর নেন ১৯০৪ সনে। অতপর বসবাস করেন লণ্ডনে। ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন ১৯০৯ সালে। এ পদে তিনিই প্রথম ভারতবাসী।

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে তিনি নবাব আবদুল লতিফের সমর্থক ও সহযোগী। তবে তার নিজস্ব ক্ষেত্র হলো মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে সজাগ করে তোলা। তিনি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব লক্ষ্য করেন। লক্ষ্য করেন হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর

www.pathagar.com

প্রতিপত্তি। হিন্দু জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠায় মুসলমানদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেন তিনি। তাঁর এ অনুভূতি পরবর্তীতে আরো তীব্র হয় জাতীয় কংগ্রেস্ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর। মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ কল্পে ১৮৭৭ সনে তিনি গড়ে তোলেন "সেন্ট্রাল ন্যাশন্যাল মোহামেডান এসোসিয়েশান"। এটিই মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

কয়েক বছরের মধ্যেই এ এসোসিয়েশান খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এ সমিতি নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অনগ্রসর মুসলমানদের উন্নতি ও দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্যে বৃটিশ সরকারের কাছে প্রেরণ করতে থাকে স্মারকলিপি। প্রেরণ করতে থাকে প্রতিনিধিদল। প্রায় তিরিশ বছর যাবত এ প্রতিষ্ঠান তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা বৃটিশ সরকারের নিকট তুলে ধরতে থাকে ধারাবাহিকভাবে। তাদের সমস্যার প্রতি আকর্ষণ করতে থাকে বৃটিশ সরকারের দৃষ্টি।

সৈয়দ আমীর আলী তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি অবসর গ্রহণের পর লণ্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করারকালেও। লণ্ডনেও তিনি ভারতীয় মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁর উদ্যোগে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লণ্ডন শাখা খোলা হয় ১৯০৮ সালে। নিয়মতান্ত্রিক পথে মুসলমানদের অধিকার আদায় আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই লণ্ডনে স্থাপিত হয় এ প্রতিষ্ঠানটি। তাঁর এ প্রতিষ্ঠান ভারতে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা প্রচলনের ভূমিকা রাখে গুরুত্বপূর্ণ।

সৈয়দ আমীর আলী আরো অনুভব করেন, রাজনৈতিক চেতনার সাথে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজনীয়তা। উপলব্ধি করেন নিজেদের গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি বিস্মৃত হওয়াই মুসলমানদের অনুন্নত থাকার অন্যতম কারণ। অনুভব করেন, নবজাগরণের জন্যে মুসলমানদের সামনে তাদের অতীত ঐতিহ্য ও ইতিহাস তুলে ধরার গুরুত্ব। এ কাজে হাতে দেন তিনি নিজেই। রচনা করেন মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্য ও কীর্তি-কৃষ্টি ভিত্তিক তথ্য নির্ভর ঐতিহাসিক গ্রন্থ—"The Spirit of Islam", "A short History of the Saracens", "Life and Teaching of the Prophet" ও আরো অনেক কালজয়ী গ্রন্থাবলী। এসব গ্রন্থ রচনা করে বিপুল সাড়া জাগান মুসলমান সমাজে। আত্মচেতনা ও আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে মুসলমানদের মধ্যে।

ঢং ঢং করে নিকটবর্তী পুলিশ ফাঁড়িতে ঘন্টা বাজলো রাত তিনটার। এ শব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠলো জালালউদ্দীন। আনোয়ারকে তখনও এপাশ ওপাশ করতে দেখে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো—আরে-আরে ! কি ব্যাপার ? এখনও জেগে আছো নাকি ?

আনোয়ার হোসেন ক্লান্তকণ্ঠে বললো—হ্যাঁ দোস্ত্, ঘুম চোখে আসছে না।

ঃ কেন, ঘুম আসছে না কেন ? পেটপুরে খাওয়া হয়নি বুঝি ?

ঃ না, সে কথা নয়। তোমার তখনকার কথাই ভাবছি। কোথা থেকে কিভাবে আজ আমরা এতদূর এসেছি, এসব কথা ভেবে শেষ করতে পারছিনে।

ঃ এসব কথা !

www.pathagar.com

ঃ মানে নিশ্চিত ধ্বংসের পথ থেকে এ জাতির এ বাঁচার পথে আসার কথা।

ঃ বটে ?

ঃ এজন্যে কি অপূর্ব অবদান রেখে গেছেন মুসলিম রেনেসাঁর কয়েকজন প্রাণ পুরুষ। তাঁদের কথা যতই ভাবছি ততই তাজ্জব বনে যাচ্ছি।

ঃ তাজ্জব বনে যাচ্ছো ? সেসব কথা কি এ রাত তিনটে পর্যন্ত জেগে জেগে ভাবতে হবে ? ভাবার আর সময় পেলে না ?

ঃ দোস্ত্।

ঃ কোনো একটা পাঠাগারে ঢুকে সারাদিন কিতাব পাঠ করোগে, তাজ্জব হওয়ার আরো অনেক মাল মশ্‌লা পাবে। এভাবে রাত জাগার কি অর্থ আছে কিছু ?

ঃ না–মানে—

ঃ রাখো তোমার মানে। এতে কি শরীর খারাপ হবে না ? তাছাড়া, আমার মতো তোমার কাজতো বিকেলে নয়, সকালে। রাত জেগে ক্লাশে গিয়ে ক্লাশ নেবে, না টেবিলের উপর পা তুলে ঘুমোবে ? ছেলেরা হৈ চৈ জুড়ে দেবে না ?

আনোয়ার হোসেন ঈষৎ হেসে বললো—তা যা বলেছো।

জালাল মিয়া ফের বললো—হৈ চৈ শুনে ছুটে আসবেন হেড্ মাষ্টার মহাশয়। এরপর নকরী তোমার খতম। ক্লাশে ঘুমানোর জন্যে পয়সা দিয়ে নিশ্চয়ই তাঁরা পাগল ছাগল পুষবেন না। নাকি পুষবেন ?

ঃ তাই কি পোষে ?

ঃ তবে ? অবশ্য তোমার কথা আলাদা। তোমার আবার পিঠের উপর ঢাল আছে শক্ত। রমণীর মিষ্টি হাসি। তা দেখে হেড্ মাষ্টার মহাশয় হয়তো ভড়কে যেতেও পারেন। রমণীর জয় সর্বত্রই কিনা !

ঃ হুঁ, তারপর ?

ঃ কি ভাগ্যখানা নিয়েই যে তুমি এ ধরাধামে এসেছিলে বাপধন ! কুলিগিরি করলেও কলেজে পড়া মেয়েরা এসে সোহাগ করে তুলে নেয় গাড়ীতে। কুলি-কামিনের হিসেব কিছু রাখে না।

কপটরোষে আনোয়ার হোসেন বললো—তবে রে। এই শেষ রাতে আবার শুরু করলে কাব্য ?

ঃ আব্বে গিদ্ধর, তাহলে ঘুমাও। রাত আসলেই বেশী নেই।

৫

"সবাই গেছে ম'র‍্যা, মোড়ল হ'চে হ'র‍্যা। হুঁঃ কতই আর দেখবো। অমন লা–ওয়ারিশ নাম ফুটাতি সবাই পারে। ফাঁকা ফিল্টে গোল দেয়ার নোকের অভাব কি?"—

আপন মনে গজর গজর করছে আর ঝাঁটা বগলে হেঁটে যাচ্ছে স্কুলের ঝাড়ুদার দয়ারাম ভূঁইমালী। আনোয়ার হোসেন সামনে পড়ায় হাত তুলে বললো—আদাব স্যার আদাব। এত বেলায় ইস্কুলে আস্‌তি নেগেছেন ?

www.pathagar.com

আনোয়ার হোসেন বললো—না, স্কুলে তো এসেছি সেই পৌণে দশটায়। হেড মাষ্টার মশাই আমাকে একটু ছাপাখানায় পাঠিয়েছিলেন, সেখান থেকে আসছি।

ঃ ও, তাই বুলেন। আপনার তো নেট্ কখনো হয় না।

আনোয়ার হোসেন হেসে বললো—লেট হবে কেন? লেট্ হওয়া ভাল নয়। তা তুমি যেন কারো উপর রেগে আছো মনে হচ্ছে?

দয়ারাম ভূঁইমালী নাখোশ কণ্ঠে বললো—কার উপর আবার? আপনাদের ঐ রসিক পণ্ডিত ফের মোর সাতি নেগেছেন গো। রসিক চাঁদ মিত্তির।

ঃ কেন, তোমার সাথে লাগলো কেন?

ঃ বুলে দিয়্যাচি যে। মেছোপট্টিতে গিয়ে সারারাত কল্‌কে টানে, এ কতা হেড্ স্যারকে বুলে দিচি, সেই কারণে।

ঃ সেকি! তুমি তা জানলে কি করে?

ঃ জানবো না ক্যান্? মেছোপট্টি যে মোদের পাড়ার নাগানাগি গো। রাত নাগার সাথে সাথে প্রত্যেক দিন রসিক বাবুকে চলে আস্‌তি দেখি। সবাই মিলে হৈ হৈ করে সারারাত আর কল্‌কে টানে নগে নগে। মোর নিজের চোখে দেখা।

ঃ বলো কি?

ঃ হেড্ স্যার মোকে ডেকে জান্‌তি না চাইলে কি বুলতাম? সে নোকই মুই নই।

ঃ আচ্ছা।

ঃ এর নেগে রসিক চাঁদ বাবুর সেকি তম্বি। বুলে, জানিস, মুই কে? কোল্ কাতার জমিরদার মানিক চাঁদ মোর কত্তা মশাইয়ের বাপ। বাংলার নবাব সিরাজকে ঘায়েল করে যে মানিক চাঁদ ইংরেজদের কলিকাতায় বসিয়ে দিয়্যাচে, মুই তার সিধা বংশধর। ইংরেজরা মোকে দেব্‌তা বুলে মানে। হাড়িডোম চণ্ডাল হয়্যা তুই নাগিস্ মোর সাতে? শুনো কতা!

ঃ সেকি! একথা তিনি তোমাকেও বললেন?

ঃ আরো বুললেন, নালিশ করে করবি কি? হেড স্যারের সাদ্দি আচে মোকে কিচু বুলার? মুইই বরং তোর নকরীটা খেয়ে নিতি পারি। মোর কর্তার বাপ নবাবকে ফাঁসীচে, তোকে ফাঁসাতি মোর কতক্ষণ?

আনোয়ার হোসেন মুচ্‌কি হেসে বললো—আচ্ছা, তারপর?

ঃ মুই বুললাম, কই সেই নবাব-ফাঁসানো বাবুর গুষ্টির কোনো কেউ এখানি আচে, তাতো শুনিনি। বয়েস আমার চারকুড়ির কাচাকাচি। এর মদ্দি এমন কতা কেউ তো কোনোদিন বুলেনি। তাছাড়া, সেই বংশের লোক হলি ঐ ভাঙ্গা বাড়ীতে থাকেন ক্যান্? ত্যামহলা দালান কই? নোক নস্কর কই?

ঃ জবাবে উনি কি বললেন?

ঃ বুললেন, তা না থাকলি কি হবে? তুব তো মুই ঐ মানিক চাঁদেরই বংশধর। ঐ মানিকেরই খানিক, বুঝলি?

ঃ হুঁউ!

www.pathagar.com

ঃ মোর নকরী খেয়ে নিবে বুলে খুব নাফানাফি করচে স্যার। বুলচে, মানিকের খানিকও মানিক, বুঝলি? মোর নেজে পা দিতি চাস্ তুই?

দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে আনোয়ার হোসেন কথা খাটো করে বললো—হোক মানিকের খানিক, তবু তোমার নকরী খেতে পারবে না। ওটা আমি দেখবো, তুমি যাও—

দয়ারামকে বিদায় করে আনোয়ার হোসেন দ্রুতপদে স্কুলের দিকে রওনা হলো।

মানিকের খানিক এ রসিক চাঁদ মিত্র রসিক লোকই বটেন। প্যারীচাঁদ কিশোরী চাঁদদের ছেড়ে ইনি লাইন লাগিয়েছেন সরাসরি বাংলার স্বাধীনতার অন্যতম ঘাতক কলিকাতার মানিক চাঁদের সাথে। ইংরেজদের প্রীতিপুষ্ঠ লোকবলে নিজেকে জাহির করার খাহেশেই হয়তো বা। এ স্কুলের তিনিও একজন শিক্ষক। ম্যাট্রিক পাশ লোক। বয়সে নবীন, আচরণে পাগলাটে ও উচ্ছৃঙ্খল। মাতা, ভগ্নি, স্ত্রী ও দুই তিনটি সন্তান নিয়ে বড়ই টানাটানির সংসার তাঁর। বিষয় বিত্ত তেমন কিছু নেই। যেটুকু আছে তাও তিনি দেখেন না। মাস অন্তর মাইনের টাকা কয়টা সংসারে ছুড়ে দিয়ে তিনি বেড়ান পালা গেয়ে। মেছোপট্টির কিছু বখাটে ছেলেপুলে নিয়ে সারারাত রিহেয়ারসেল দেন নাটকের। আর যা রটে, তা কিছু কিছু বটে। তাদের সাথে ইদানিং কল্‌কে টানেন নিজেও। এ্যাকটিং শিক্ষা দেয়ার জন্যে এখানেও তিনি মাষ্টার মশাই। নাটকের ডাইরেক্টার।

এ নিয়ে সংসারে তার দারুণ অশান্তি। বাড়তি কোনো আয়-উপায় না থাকায় সংসার চলে অনাহারে অর্ধাহারে। রসিক বাবু সারারাত জেগে এসে পড়ে পড়ে ঘুমান। সংসারের খড়খানাও ভেঙ্গে দুইখানা করেন না। তাঁর মা-বোন এ নিয়ে বিস্তর কান্নাকাটি করেছেন। অভিযোগ তুলে বউটা তার মারই খেয়েছে কেবল, কিন্তু সুরাহা কিছু হয়নি। মানিকের খানিক হিসাবে নিজেকে জাহির করা নিয়েই বিভোর আছেন রসিক চাঁদ মিত্র।

স্কুলে ঢুকতেই সামনে পড়ে প্রাইমারী আর. এম. ই. সেক্‌শান। আনোয়ার হোসেন স্কুলে ঢুকেই বিপুল বিস্ময়ে দেখলো, তাকে নিয়ে জালাল মিয়ার সেই কল্পিত দৃশ্যের বাস্তব ছবি তার চোখের সামনে বিদ্যমান। টেবিলের উপর দু'পা তুলে হা করে ঘুমুচ্ছেন রসিক চাঁদ মিত্র। নাক ডাকছে ঘন ঘন। এতে করে ক্লাশরুমে মেলা বসে গেছে। স্যারকে ঘুমোতে দেখে ছাত্রেরা সব রঙ্গ জুড়ে দিয়েছে। হৈ চৈ হচ্ছে তুমুল। কোলাহল মুখর ছাত্রেরা দৌড় ঝাঁপ করতে করতে বাইরে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু রসিক বাবু আর ইহজগতে নেই। ঘুমে তিনি অচেতন!

তাকে জাগিয়ে দেয়া উচিত ভেবে আনোয়ার হোসেন সেদিকে এগুতেই ছুটে এলেন হেড মাষ্টার মহাশয়। ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে ঘুমন্ত রসিক চাঁদকে ধমক দিয়ে জাগালেন এবং তাঁকে অফিস কক্ষে ডেকে নিলেন।

এরপর যা ঘটার তাই ঘটলো। রসিক চাঁদকে সাসপেণ্ড করে হেড মাষ্টার মহাশয় তাঁকে স্কুল থেকে বের করে দিলেন। বলে দিলেন, অচিরেই কমিটির মিটিং ডেকে রসিক চাঁদকে বরখাস্ত করা হবে। বরখাস্ত পত্র রসিক চাঁদ ঘরে বসেই পাবেন।

www.pathagar.com

ম্লান মুখে বেরিয়ে গেলেন রসিক চাঁদ মিত্র। তা দেখে শিক্ষকদের কেউ কেউ ব্যথিত হলেন। আফসোস করে বললেন—পরিবার পরিজন নিয়ে বেচারা এবার না খেয়েই মরবে। অপর পক্ষে, অধিকাংশ শিক্ষকেরাই ক্রোধভরে বললেন—এ নিয়ে আফসোস্ করার কি আছে? যেমন আক্কেল তেমন সেলামীই পেয়েছে। এ একদিন তো নয়, এ ঘটনা প্রায় দিনের। ক্লাশে ঢুকেই ঘুম। এমন পাগল ছাগল পুষলে কি নাম থাকবে স্কুলের, না পড়াশুনা হবে ছাত্রদের?

গালে হাত দিয়ে আনোয়ার হোসেন ভাবতে লাগলো, জালাল মিয়ার কথা। কি কুক্ষণেই যে এমন কল্পনা করেছিল সে। গজবটা আনোয়ারের উপর না এলেও, আর একজনের উপর তা এলোই। কথাটা তার ষোলআনাই ফলে গেল।

হিসেবে ভুল হলো আনোয়ারের। এটুকুই জালাল মিয়ার ষোলআনা কথা নয়। এর সাথে আরো কথা ছিল। সেটুকুও ফলে গেল খানিক পরেই।

এ নিদারুণ খবর রসিক চাঁদ মিত্র বাবুর বাড়ীতে পৌছা মাত্রই পাগলিনী প্রায় ছুটে এলেন রসিক চাঁদের স্ত্রী। হেড মাষ্টার মহাশয়ের পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—বালবাচ্চা নিয়ে সবাই আমরা না খেয়ে মরে যাবো কর্তাবাবু। দরকার হলে সবাইকে আমাদের নিজের হাতে হত্যা করুন, তবু মিত্তির মশাইয়ের চাকুরীটা কেড়ে নেবেন না। অনাহারে শুকিয়ে শুকিয়ে মরার যন্ত্রণা থেকে সবাইকে আমাদের বাঁচান কর্তা, সবাইকে আমাদের বাঁচান।

হেড মাষ্টারের পায়ে বিরামহীন মাথা কুটতে লাগলেন রসিক চাঁদের স্ত্রী। এতে করে ভড়কে গেলেন হেড মাষ্টার। বাস্তব পরিস্থিতিটা চিন্তা করে রসিক চাঁদের চাকুরী আর খেতে তিনি পারলেন না। চাকুরী রাখার আশ্বাস দিয়ে মেয়েটিকে বললেন—যাও, চাকুরী তার যাবে না। তবে তামাম বদঅভ্যাস তাকে ছাড়তে হবে। বাড়ীতে গিয়ে সে কথা তাকে খোলাসা করে বলে দেবে, যাও—

আশ্বস্ত হয়ে ফিরে গেলেন রসিক চাঁদের ঘরণী। আনোয়ার হোসেনের দুই চোখ তখন স্থির। "রমণীর জয় সর্বত্রই" জালাল মিয়ার একথাটাও অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল দেখে আনোয়ার হোসেনের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেল। নির্বাক বিস্ময়ে ভাবতে লাগলো, মিষ্টি হাসির না হোক, করুণ আঁখির জয়টা তো হলোই! উদ্বেলিত অন্তর তার চীৎকার করে বলে উঠলো—সাব্বাস জালালউদ্দীন জালাল মিয়া! নির্ঘাত তুমি কামেল পুরুষ!

এ হুটপাটের মধ্যেই অবশিষ্ট সময়টা গেল। ছাত্র শিক্ষক সকলেই আনমনা থাকায় পড়াশুনা সে বেলা আর বড় একটা হলো না। যে যা পারলেন, শিক্ষকেরা ক্লাশে গিয়ে তাই তিনি পড়ালেন। আনোয়ার হোসেন তার শেষ পিরিয়ড্ শেষ করতেই ঘন্টা বাজলো ছুটির।

ঘন্টা পড়ার পর ছাত্রেরা সব কলরবে নিজ নিজ কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো। আনন্দে উল্লাসে বাড়ীর পথ ধরলো। টিচার্স্‌রুম থেকে শিক্ষকেরাও বেরিয়ে গেলেন একে একে। ছাত্রদের জমা দেয়া খাতা-পত্রে কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে আনোয়ার হোসেন যখন টিচার্স্‌রুম থেকে বেরুলো, স্কুল তখন ফাঁকা। থাকার মধ্যে আছে শুধু স্কুলের দপ্তরী। টিচার্স্‌রুমে তালা লাগানোর অপেক্ষায় সে দাঁড়িয়ে আছে দুয়ারের উপর।

www.pathagar.com

শরম পেয়ে আনোয়ার হোসেন দ্রুতপদে নেমে এলো আঙ্গিনায়। স্কুলের ফটক পেরিয়ে আসতেই তার কানে আওয়াজ এলো—

"স্যার"—

সচকিত হয়ে সেদিকে নজর দিয়ে পুনরায় সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো, ফটকের একপাশে ক্লান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষুদে খান মজলিস। অর্থাৎ, মিঃ এ. আর. খান মজলিসের পুত্র হারুনর রশিদ খান মজলিস। এ স্কুলের সে ক্লাশ সিক্সের ছাত্র। তাজ্জব হয়ে আনোয়ার হোসেন প্রশ্ন করলো—সেকি ! হারুন, তুমি এভাবে দাঁড়িয়ে আছো যে ? বাড়ীতে যাওনি ?

কাছে এসে হারুনর রশিদ নতমস্তকে বললো—জিনা স্যার। আমি আপনার অপেক্ষায় আছি।

আনোয়ার হোসেন আরো বিস্মিত কণ্ঠে বললো—আমার অপেক্ষায় ! বলো কি ? কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছো এখানে ?

ঃ ছুটি হওয়ার পর থেকেই স্যার।

ঃ কি গজব ! সেতো অনেক সময়। ব্যাপারটা কি ?

ঃ আমাদের বাড়ীতে আপনাকে যেতে হবে স্যার। সে জন্যেই আপনার অপেক্ষায় আছি।

ঃ তোমাদের বাড়ীতে ! কেন বলোতো ?

ঃ আপা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

ঃ তোমার আপা ? কোন্ আপা ? নূরমহল বেগম ?

ঃ জি স্যার। আপাতো আমার ঐ একটাই।

ঃ তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন মানে ? কি জন্যে তাকি জানো ?

ঃ তা আমি জানিনে স্যার। আপা বললেন, ছুটির পর তোমার স্যারকে সাথে করে নিয়ে এসো।

ঃ স্যারকে ! স্যারতো তোমার অনেক। কোন্ স্যার ? আমিই কি ?

ঃ জি–জি। আপনাকেই নিয়ে যেতে বলেছেন। আপনার নাম বলে দিলেন যে।

ঃ ও আচ্ছা। তা ঠিক আছে। তুমি যাও, পরে আমি এক সময় যাবো 'খন।

ঃ না স্যার, তা গেলে হবে না।

ঃ হবে না ?

ঃ জিনা। সে জন্যেই তো এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি স্যার।

ঃ বলো কি ?

ঃ আপনাকে সাথে করে না নিয়ে গেলে আপা আমাকে খুবই বকাবকি করবেন। বলবেন, আমি আপনাকে তেমন করে বলিনি।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ জি স্যার। আপা বলেছেন, যেভাবেই হোক তোমার স্যারকে সাথে করে আনা চাইই।

www.pathagar.com

ঃ জব্বোর কথা ! এখনই এভাবে—

আনোয়ার হোসেন ইতস্ততঃ করতে লাগলো। তা দেখে হারুনর রশিদ ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—চলুন স্যার। দেরী না করেন, দেখা করেই চলে আসবেন। নইলে আমার উপর বেজায় গোস্বা হবেন আপা।

ঃ তাই নাকি ? বেশ, চলো তাহলে—

হারুনের সাথে রওনা হলো আনোয়ার হোসেন। নূরমহল তাকে গরজ করে ডেকেছে, এটা আনোয়ার হোসেনের কাছে যেমন কিছুটা খুশীর ব্যাপার ছিল, তেমনি শংকারও ব্যাপার ছিল অনেক খানি। কি জানি মেজাজ-মর্জি ধনী পিতার শিক্ষিতা দুলালীর। কোন দোষ-ত্রুটি পেলেন কিনা, কে জানে ? সেদিনের সেই নূরমহল তো আজ আর নেই। পিয়ার বানু মরে গেছে আমাইগাছীর বাবুদের ঐ স্কুলেই।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে আনোয়ার হোসেন চলে এলো মি. এ. আর. খান মজলিসের গৃহে। ড্রয়িং রুমে আনোয়ারকে বসিয়ে দিয়ে হারুনর রশিদ ভেতরে চলে গেল।

একটু পরেই চলে এলো নূরমহল বেগম। তার দেহ-মস্তক আগের মতোই ওড়না দিয়ে আব্রু করা। ড্রয়িং রুমে ঢুকেই আনোয়ারকে সালাম দিয়ে বললো—আপনি তাহলে এলেন ?

সালামের জবাব দিয়ে আনোয়ার হোসেন বললো—জি। আপনি নাকি ডেকে পাঠিয়েছেন আমাকে ?

সামনের আসনে বসতে বসতে নূরমহল বেগম বললো—তাই আপনি এলেন ? মানে, ডেকে পাঠিয়েছি বলে ?

ঃ জি–জি।

ঃ বেশ করেছেন। কিন্তু ডেকে না পাঠালে বা ধরে না আনলে এ বাড়ীতে আসবেন না, আপনার এ রকম প্রতিজ্ঞা থাকার কারণটা কি জানতে পারি ?

ঃ প্রতিজ্ঞা ! না–না, তা থাকবে কেন ? মাঝে তো বিনে ডাকেই আরো একবার এসেছি। আপনি সেদিন বাড়ীতে ছিলেন না।

ঃ ঐ একবার এসেই দায় শেষ করলেন ?

ঃ দায় !

ঃ আপনাকে ধরে এনে নকরী পাইয়ে দিয়েছি, এ কৃতজ্ঞতার দায়।

ঃ না–না, এভাবে বলছেন কেন ? কৃতজ্ঞ তো আমি আপনাদের কাছে আকণ্ঠই। কিন্তু সেই দায় এড়াতে এসেছি, এটা ঠিক নয়।

ঃ তা যদি নয়, তাহলে আর আসেননি কেন ?

ঃ বিনা প্রয়োজনে আসি কি করে বলুন ? সেটা তো বরং আরো খারাপ দেখায়। নিজেকে হেয় করা হয়।

ঃ হ্যাঁ–হ্যাঁ, তা তো হবেই। কতবড় মানুষ আপনি এখন। দাওয়াত করে না আনলে কি আসা আপনার মানায় ? আপনি বিনে ডাকেই আসবেন, ফালতুই আমি এ আশা করি।

www.pathagar.com

আনোয়ার হোসেন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো—নূরমহল বেগম !

নূরমহল বেগম বললো—অন্যায় কিছু বলিনি। আসলেই তো আপনি একজন দামী মানুষ এখন।

ঃ কি রকম ?

ঃ এখন কত আপনার সুনাম। আপনার মেধার প্রশংসা সবার মুখে মুখে ফেরে। আর কি আমাইগাছী স্কুলের ঐ ক্লাশ নাইন পড়া নগণ্য ছেলেটি আপনি আছেন ? সৌজন্য সাক্ষাতে না আসার জন্যে আমার রাগ-ক্ষোভ যা-ই থাক, হাত একখানা দেখিয়েছেন বটে আপনি। মুখ রেখেছেন আমাদের সবার।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ গ্রাজুয়েটদের সবাইকে ঘোল খাইয়ে দিয়েছেন। আপনার বিদ্যার কাছে তাঁদের বিদ্যা পান্‌সে হয়ে গেছে। সাব্বাস্‌।

আনোয়ার হোসেন বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললো—এসব কি বলছেন ? কোথায় পেলেন এসব কথা ?

ঃ আপনার স্কুলের হেড্‌ মাষ্টারের কাছে। তাঁকে তো একদম কিনে ফেলেছেন আপনি। আপনার কথা উঠলে তাঁর মুখে খৈ ফুটে তারিফের। আপনার হাতের লেখা দেখে তো হেড্‌ মাষ্টার নিজেই এখন জড়োসড়ো। তাজ্জব হয়ে বলেন—একি ক্ষণজন্মা ছেলেরে বাবা !

নূরমহলের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হাসির রেখা ফুটে উঠলো ঠোঁটে। আনোয়ার হোসেনের বিভ্রান্তি তখনও কাটলো না। সে গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আপনি ঠাট্টা করছেন আমাকে নিয়ে ?

ঃ আরে-আরে, ঠাট্টা করবো কেন ? আমার আব্বাকেই তো হেড্‌ মাষ্টার মশাই বলেছেন, একি এক ইস্পাতের টুকরো এনে আমার হাতে দিলেন আপনি খান মজলিস সাহেব ? যেমনই আদব কায়দা, তেমনই পাণ্ডিত্য। ইচ্ছে হয়, তাকে ক্লাশ নাইন-টেনে পাঠাই। আর তা পাঠালে, ঐসব আটপৌরে গ্র্যাজুয়েটদের চেয়ে তার দ্বারা অনেক বেশী উপকৃত হবে ঐ উপর ক্লাশের ছেলেরা। কিন্তু পাঠাতে পারছিনে শুধু তার শিক্ষার উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক সার্টিফিকেট নেই বলে। ক্লাশ নাইন পড়া ছেলেকে উপর ক্লাশে পাঠালে আমার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকেরা অপমানিত বোধ করবেন, এ কারণে। উপর ক্লাশের সব সাবজেক্ট তাঁরাই পড়ান কিনা ?

ঃ সেকি ! একথাই হেড্‌ মাষ্টার মহাশয় বলেছেন ?

ঃ না বললে কি আমি মিথ্যা কথা বলছি, না মিথ্যা কথা আমার আব্বা আমার কাছে বলেছেন ?

ঃ আপনার আব্বা আপনাকে এসব কথা বলেছেন।

ঃ নইলে আর আমি জানবো কি করে ? আমি কি ঐ স্কুলে যাই ?

আনোয়ার হোসেন চিন্তিত কণ্ঠে বললো—কেমন কথা হলো ! এমন তো কোনো কিছু আমি ঘটাইনি ! তবু হেড্‌ মাষ্টার বাবু এতবেশী বেশী কি কারণে বললেন, তা বুঝে উঠতে পারছিনে।

www.pathagar.com

নূরমহল বেগম প্রতিবাদ করে বললো—অপরাধ বাড়াবেন না। আপনাদের হেড্ মাষ্টার মোটেই বাড়িয়ে বলার লোক নন। ষ্ট্রং পারসোন্যালিটির মানুষ। ভাবাবেগে কোনো কিছু বলেন না, তা আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন। যা ঘটনা তাই তিনি বলেছেন। আপনার মেরিট্ তো আমারও না-জানা নয়?

ঃ তাজ্জব!

ঃ আর তাজ্জব হয়ে কাজ নেই। এখন আমি যা বলি, তাই শুনুন।

ঃ জি?

ঃ যে বিষয়টা এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তাহলো, আপনার পাণ্ডিত্যের সাপোর্টে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সার্টিফিকেট না থাকা। ওটা আপনাকে অর্জন করতে হবে।

আনোয়ার হোসেন চকিতে একবার মাথা তুলে নূরমহলের মুখের দিকে চাইলো। এরপর ফের মাথা নীচু করে উদাস কণ্ঠে বললো—তাতে আর কি হবে?

ঃ আপনার আখের ভাল হবে।

ঃ আখের ভাল হবে?

ঃ নতুন করে আবার সিলেবাস অনুযায়ী পড়াশুনা শুরু করুন। প্রাইভেট ক্যাণ্ডিটেট্ হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে ম্যাট্রিক, আই. এ. আর বি. এ. টা পাশ করে ফেলুন। দেখবেন, তখন আপনার কি দাম!

ঃ বটে!

ঃ বি. এ. টা পাশ করলে আর আপনাকে পায়কে? ওদিকে আবার আপনার যা মেধা, পরীক্ষা দিলে পাশও নির্ঘাত।

নূরমহল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। আনোয়ার হোসেন নির্জীবকণ্ঠে বললো—বি. এ. পাশ করলেই বা এমন কি দাম বাড়বে আমার!

ঃ যথেষ্ট দাম বাড়বে। হেড্ মাষ্টার সাহেবও খুশীর সাথে আপনাকে উপর ক্লাশে পাঠাতে পারবেন। অন্যান্য গ্রাজুয়েটদের আর কিছুই বলার থাকবে না।

ঃ এজন্যেই আমাকে বি. এ. পাশ করতে হবে? ঐ নাইন-টেনে পড়ানোর জন্যে?

ঃ ক্ষতি কি?

ঃ দেখুন, এই আমি ভাল আছি। উপর ক্লাশে পড়ানোর কোনো মোহ নেই আমার। স্কুলে মাষ্টারী করি এইতো ঢের।

নূরমহল বেগম ঠোঁট উল্টিয়ে বললো—ঢের? পড়ানতো ফাইভ-সিক্সে। সামর্থ থাকা সত্ত্বেও উপর ক্লাশে যাওয়ার আপনার অধিকার নেই। এটা কি মানে লাগে না আপনার?

ঃ জিনা। উপর ক্লাশে, মানে ঐ নাইন-টেনে, পড়ানোর অধিকার পেলেই যে মান আমার এমন কিছু বাড়বে, এটা মনে করিনে। এখনও যে স্কুল টিচার, তখনও সেই স্কুল টিচার। জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে যাবো না, বি. এ. পাশ করলেই।

ঃ তা না হোন, একজন গ্র্যাজুয়েটের সম্মানই তো আলাদা। মাথা উঁচু করে সর্বত্র চলাফেরা করা যায়। আপনি একজন গ্র্যাজুয়েট, একথা আমরা পাঁচজনকে বুক ফুলিয়ে বলতে পারি।

www.pathagar.com

আনোয়ার ফের মুখ তুলে চাইলো। বললো—বুক ফুলিয়ে বলতে পারেন ?

ঃ অবশ্যই। আপনি আমার এককালের স্কুল মেট্। আপনি গ্র্যাজুয়েট হলে কি মুখটা আমার উঁচু হয় না ? আপনার পরিচয়টা তখন বড় মুখে দিতে পারি সবাইকে। কতবড় মেধাবী ছাত্র ছিলেন আপনি ! অথচ সেরেফ ক্লাশ নাইন পড়া লোক হয়ে থাকবেন, এটা ভাবতে যে আমার খুবই কষ্ট হয়।

নূরমহলের মুখমণ্ডল ঈষৎ মলিন হলো। আনোয়ার কিছু বলতে যেতেই নাস্তা নিয়ে হাজির হলো চাকর আবু মিয়া। তা দেখে আনোয়ার হোসেন সশব্দে বলে উঠলো। আরে একি ! এসব কেন আবার ?

নূরমহল বললো—কেন মানে ? স্কুল থেকে সরাসরি চলে এসেছেন এখানে। পেটে কিছুই পড়েনি। নাস্তা করতে হবে না ?

ঃ কিন্তু তাই বলে যখন আসবো তখনই নাস্তা খাওয়াবেন আপনি ?

ঃ কয়বারই বা এলেন আর কয়বারই বা খাওয়ালাম। নিন-নিন, আর বাহানা না তুলে নাস্তাটা মুখে দিন। পেট মেরে বাণিজ্য কোনো পাগলেও করে না।

আর প্রতিবাদে না গিয়ে আনোয়ার হোসেন নাস্তা খাওয়া শুরু করলো। নাস্তা অন্তে হাত মুখ মুছে বললো—আপনি কি এজন্যেই আমাকে ডেকেছিলেন ? মানে ঐ গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরামর্শ দেয়ার জন্যে ?

ঃ না, আমার অন্য কথা আছে। তবে আমার এ উপদেশ গ্রহণ করলে আমি খুশী হবো।

ঃ না করলে ?

ঃ আমার নাখোশ হওয়ার গরজ নেই। নিজের ভাল নিজে যদি না বোঝেন, সেখানে আর আমার কি করার আছে ?

কিঞ্চিৎ দম ধরে থাকার পর আনোয়ার হোসেন বললো—আচ্ছা, সেটা না হয় পরে বিবেচনা করে দেখবো। বেলা শেষ হয়ে আসছে। এখন আপনার আর কি কথা, বলুন।

আনোয়ার হোসেনের অনাগ্রহে নূরমহল খুশী হতে পারলো না। তবু সে প্রসঙ্গে আর না গিয়ে বললো-যে জন্যে আমি আপনাকে ডেকেছি তাহলো, আমার ভাই হারুনকে পড়ানোর দায়িত্ব আপনাকে দিতে চাই।

ঃ পড়ানোর দায়িত্ব।

ঃ আপনার সুবিধে মতো সময়ে এসে প্রাইভেট টিউটর হিসেবে হারুনকে আপনি পড়াবেন, এ অনুরোধ করার জন্যে বিশেষ করে আপনাকে আজ ডেকেছি।

ঃ হারুনের প্রাইভেট টিউটর হবো ?

ঃ হলে খুব ভাল হয়। হারুনের ব্রেনটা মোটামুটি ভালই। আপনি তাকে প্রতিদিন ঘণ্টাখানেক পড়িয়ে গেলে, নির্ঘাত ও ভাল রেজাল্ট করবে।

ঃ প্রতিদিন ?

ঃ মাসে পনের বিশদিন। কিংবা যে কয়দিন আপনি পারেন, সেই কয়দিন।

www.pathagar.com

প্রাইভেট টিউটর আগেই ওকে দিতে হতো। কিন্তু উপযুক্ত লোক খুঁজে পাইনি। এ দায়িত্বটা আপনি নিলে বড়ই ভালো হয়।

আনোয়ার হোসেন চিন্তিত কণ্ঠে বললো—তা তো বুঝলাম, কিন্তু—

ঃ এখানে আবার কিন্তু কেন ? এজন্যে আপনাকে উপযুক্ত মাইনে দেবো আমরা। আপনার বাড়তি উপায় হবে। স্কুলে যে সামান্য বেতন পান, তাতে কি আপনার সচ্ছলভাবে চলে ?

ঃ না, ঠিক সচ্ছলভাবে চলে না, মোটামুটি চলে যায় আরকি।

ঃ তবে ? টানাটানির মধ্যে থাকবেন আর কতদিন ? পানাহার পোশাক-পরিচ্ছদ উন্নত করতে হবে না ? স্কুলের কাজ শেষে বসেই থাকেন নিশ্চয়ই। এছাড়াও অনেক ছুটির দিন আছে। আলসের মতো বসে না থেকে দু' পয়সা বাড়তি আয়ের চেষ্টা করলে কি সুবিধে হয় না আপনার ?

ঃ জি, তা হয়। কিন্তু—

ঃ ফের কিন্তু !

ঃ আপনি বললেই কি হবে ? এ ব্যাপারে আপনার আব্বা যদি বলেনই, তখন না হয় চিন্তা করে দেখবো।

ঃ আরে সেকি ! সংসারের কোনো কিছু দেখার তাঁর সময় আছে নাকি ? নিজের কাজই তিনি সেরে উঠতে পারেন না। সংসারটা তো পুরোপুরি আমাকেই চালাতে হয়।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ জি তাই। এ ব্যাপারে আমার কথাই ফাইন্যাল। বলুন, আপনি রাজী আছেন কিনা ?

ঃ তা কথা হলো—

ঃ তবুও বাহানা ? আগামীকাল থেকেই আসছেন কিনা, বলুন ?

ঃ আগামীকাল থেকেই ?

ঃ জি। আর এ সময় এলেই ভাল হয়। কলেজ শেষে আমিও বাড়ীতে থাকি এ সময়।

ঃ আচ্ছা, চিন্তা করে দেখি।

ঃ তাজ্জব ! এরপরও চিন্তা ?

ঃ একটু ভেবেচিন্তে না দেখে হুট্ করে কথা দেয়াটা কি ঠিক ?

ঃ ঠিক নয় ? এমনকি শক্ত কাজ যে, কথা দেয়া যায় না ?

ঃ শক্ত নয় ঠিক। তবে—

নূরমহল বেগম বিষণ্ন কণ্ঠে বললো—আচ্ছা, আপনি এতটা বদলে গেছেন কেন, বলুন তো ! দশবারো বছরেই এতটা পরিবর্তন ?

ঃ পরিবর্তন !

ঃ তাই তো দেখছি। মোট্ টানছেন, ভাল কাজের আশ্বাস দেয়া সত্বেও তবু ধরে না আনলে আসেন না, ভাল উপদেশ দিলেও তা গ্রহণ করতে চান না। এখন আবার একটা সঙ্গত কাজেও আপনি গড়িমসি করছেন। এমন তো আগে ছিলেন না ?

www.pathagar.com

ঃ না, ঠিক তা নয়—

ঃ আমার বিনে অনুরোধেই কিন্তু আমার জন্যে একদিন আপনি হাত পেতে জোড়া বেত হজম করেছিলেন। সেদিন কোনো দ্বিধা আপনার ছিল না। আজ অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আমার কোনো কথাই রাখতে আপনি চাচ্ছেন না দেখে বড়ই অবাক হচ্ছি।

ঃ নূরমহল !

ঃ ঐ জোড়াবেত হজম করার চেয়েও কি কোনো কঠিন কাজের প্রস্তাব আমি আপনাকে আজ দিয়েছি ?

নূরমহলের কণ্ঠে ক্ষোভ ঝরে পড়লো। আনোয়ার হোসেন নতমস্তকে বললো—আচ্ছা ঠিক আছে। আগামীকাল থেকেই আমি আসবো।

নূরমহল বেগম এবার নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো—চিন্তা করে দেখুন গে। যদি ভাল মনে করেন, আসবেন। জোর করে কোনো দায়িত্ব দিতে আপনাকে চাইনে। আপনি না এলে আমি অন্য লোক দেখবো।

আনোয়ার হোসেন ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—জিনা-জিনা, আমি আসবো।

ঃ এলে ভাল। এতে দুই পক্ষেরই সুবিধে। আপনারও কিছু বাড়তি উপায় হয়, হারুনেরও পড়াশুনাটা ভাল হয়। বসেই তো থাকেন।

ঃ জি-জি। আর বলতে হবে না। সন্ধ্যে হয়ে এলো, এখন উঠি।

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্ এখন দেশের সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তি। টক্ অফ্ দি টাউন। কলিকাতার সর্বত্রই তাঁর কথা মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। প্রস্তাব নিয়ে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্ ভারতে এসে গেছেন। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্যদের সাথে এ নিয়ে আলাপ আলোচনায় বসেছেন। সবাইকে তুষ্ট করে ইংরেজদের এ দুঃসময়ে তিনি ইংরেজদের পক্ষে ভারতের সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা লাভ করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু এক সাথে সবাইকে তুষ্ট করা বড়ই দুরূহ কাজ। বিশেষ করে, একজন যখন ধামার সবটুকু শিরনীই নিজে পেতে চান, অন্য কাউকে এক চামচও দিতে রাজি নন। কংগ্রেস চায়, অখণ্ড ভারত, অখণ্ড হিন্দুরাজ্য। কংগ্রেসের মতে, হিন্দুস্তান হিন্দুদের। এখানে আর কারো দাবী-দাওয়া কংগ্রেস মানতে রাজী নয়। মুসলিম লীগ চায়, লাহোর প্রস্তাবের পূর্ণ বাস্তবায়ন, অর্থাৎ মুসলমানদের জন্যে একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র। কংগ্রেস এর ঘোর বিরোধী। পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রতো দূরের কথা, মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচনও কংগ্রেস বরদাস্ত করতে নারাজ। হিন্দুদের কৃপার পাত্র হয়ে মুসলমানেরা এদেশে থাকে থাকুক, না থাকে অন্য কোথাও চলে যাক—এই হলো অধিকাংশ কংগ্রেস পন্থীদের মনোভাব। তাঁরা স্মরণ করতেই চান না যে, তাঁদের মতোই মুসলমানেরা এদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে এবং ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে এদেশেরই উন্নতি সাধন করেছে, অন্য কোথাও বয়ে নিয়ে যায়নি। তাঁদের মতোই এদেশ তাদেরও দেশ।

ওদিকে আবার স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্ যে প্রস্তাব এনেছেন, তা ধামাভরা শিরনী নয়। পকেটে করে এনেছেন ছোট্ট কয়টি প্যাকেট লাঞ্চ। বিলেতেই সে প্যাকেটগুলো

www.pathagar.com

তৈরী করা। এর কমবেশী করার সাধ্য ক্রীপ্‌সের নেই। ক্রীপ্‌স্ যে প্রস্তাব দিলেন তাহলো, যুদ্ধ শেষে ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন দেয়া হবে। শাসনতন্ত্র রচনা করার জন্যে একটি সংবিধান সভা গঠন করা হবে। ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র হবে এবং কোনো প্রদেশ ইচ্ছে করলে, এ যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকতে পারে। এরূপ প্রদেশগুলো ইচ্ছানুযায়ী পৃথক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে পারবে। প্রস্তাবে আরো বলা হলো, একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে এবং শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্যন্ত এ সরকার শাসন দায়িত্ব বহন করবে।

কোথায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা আর কোথায় মাছতিৎ মৌলা। স্বাধীনতা নয়, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন। কংগ্রেসের এতে তবু বেজার হওয়ার বেশী কিছু ছিল না। কিন্তু যেইমাত্র বলা হলো, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রদেশগুলোর যোগদান বাধ্যতামূলক নয়, ইচ্ছে করলে যে কোনো প্রদেশ বা প্রদেশগুলো ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকতে পারবে, অমনি বাজ পড়লো কংগ্রেসের নেতৃবর্গের মাথায়। এ প্রস্তাব অনুযায়ী অখণ্ড হিন্দুরাজ্য থাকছে না, অনেক প্রদেশ, বিশেষ করে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রদেশগুলো অখণ্ড ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত—এটা অনুধাবন করা মাত্রই এবং ক্রীপ্‌সের এখানে কিছু করার নেই—এটা শোনামাত্রই প্রচণ্ড কলরবে লাফিয়ে উঠলেন কংগ্রেসের নেতাগণ। এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ক্রোধ ভরে তাঁরা আলোচনা সভা ত্যাগ করলেন।

মুসলিম লীগও এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলো না। কারণ, লাহোর প্রস্তাবের পুরোপুরি স্বীকৃতি এখানে ছিল না। এছাড়া, প্রদেশগুলোর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করা না করা কিভাবে নির্ধারণ করা হবে, তারও স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা এ প্রস্তাবে ছিল না। তবে মুসলিম লীগের নেতারা ক্রোধভরে সভা ত্যাগ করলেন না, নীরবে ও মলিন মুখে বেরিয়ে এলেন তাঁরা।

ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্। কংগ্রেসের নেতারা মতলব আঁটতে লাগলেন। যুদ্ধের এ দুঃসময়ে বৃটিশ সরকারের অবস্থা বড়ই নাজুক ছিল। বৃটিশ সরকারের এ বিপদের সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস নেতারা তাঁদের দাবী পুরোপুরি আদায় করে নেয়ার উদ্দেশ্যে বাঁকা পথ ধরলেন। সহযোগিতা প্রদান করার পরিবর্তে ইংরেজদের চাপে ফেলে দাবী আদায় করার জন্যে তারা শুরু করলেন বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন।

ঈসায়ী ১৯৪২ সনের আগষ্ট মাসে কংগ্রেস তার বোম্বাই অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর "কুইট্ ইণ্ডিয়া" (Quit India) অর্থাৎ "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব গ্রহণ করে আন্দোলনে নেমে গেল। শুরু করলো বৃটিশ বিরোধী বিপ্লবাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ। "আগষ্ট বিপ্লব" নামের এ আন্দোলনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ মিছিল, ধ্বংসাত্মক ও সহিংস কার্যকলাপের জন্যে বৃটিশ সরকারও কঠোর হলো এবং কঠোর নীতি অনুসরণ করে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করতে লাগলো। মুসলিম লীগ এ আন্দোলনে যুক্তিসংগত কারণেই যোগদান করলো না। কারণ, কংগ্রেসের এ আন্দোলন

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধেই ছিল। ভারত অখণ্ড রাখার জন্যে এবং মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্র, পৃথক দাবী না মানার জন্যেই ছিল তাদের এ আন্দোলন।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও কংগ্রেস পন্থী বাবুদের এ মিছিল-বিক্ষোভ আর বিপ্লব-বিদ্রোহ দেখে এবং পুনঃ পুনঃ "কুইট্ ইণ্ডিয়া" হুংকার শুনে আনোয়ার হোসেনের হাসি পেলো। এরা কাল করলো কি আর আজ করে কি ! প্রায় সোয়াশো বছরের বৃটিশ তাড়ানো আন্দোলনে এ বিশিষ্ট বাবুদের টিকিটিও দেখা যায়নি তার স্বরে আহ্বান-অনুরোধ করা সত্ত্বেও। স্বার্থের লোভে তখন তাঁরা বিপ্লবে-আন্দোলনে যোগদান করাতো দূরের কথা, উল্টো ইংরেজদের ক্ষতে তেল মালিশ করেছেন। আজ স্বার্থে কিঞ্চিৎ ঘা লাগার প্রশ্ন দেখা দেয়া মাত্রই এঁরা আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আন্দোলনে। সাব্বাস ! স্বার্থের জন্যে এঁরা করতে পারেন না কি !

স্কুল আজ খোলা থাকলেও প্রায় বন্ধই। ছাত্রদের নিয়ে শিক্ষকেরা কয়েকজন বেরিয়ে গেছেন মিছিল করতে। হেড মাষ্টার মহাশয় এ ফাঁকে ক্যাশিয়ার-কাম-ক্লার্ককে নিয়ে সম্বৎসরের হিসাব পাকা খাতায় তুলছেন। টিচার্স্ রুমে কয়েকজন টিচার খবরের কাগজ হাতে চায়ের কাপে ঝড় তুলেছেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে।

আনোয়ারের আগে থেকেই লেখার অভ্যাস ছিল। ছাত্রকালে বার্ষিক ম্যাগাজিনে তার গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, একটা না একটা প্রতি বছরই থাকতো। পাশ করার পরও সে কবিতা প্রবন্ধ লিখে অবসর বিনোদন করতো। বর্তমানের হালচাল দেখে কয়দিন ধরেই এ নিয়ে কিছু লেখার জন্যে তার হাত নিশ্‌পিশ্ করছিল। আজকের এ অবসর সময়ে সে স্কুলের লাইব্রেরীতে ঢুকে পড়লো লেখার তথ্য সংগ্রহের জন্যে। নসীব গুণে বেশ কয়েকখানা রেফারেন্স্ বইও পেয়ে গেল লাইব্রেরীতে। রেখে ঢেকে হলেও, বেশ কিছু মাল মশ্‌লা বইগুলোতে ছিল। "মা তোর কত রঙ্গ দেখবো বল্" জাতীয় একটা রম্য রচনা ঘরে বসে লেখার জন্যে বইগুলো থেকে তথ্যগুলো টুকে টুকে নিতে লাগলো।

শ্রী রামকমল বাগচী এ স্কুলের অন্য একজন শিক্ষক। বি. এ. প্লাক্‌ড্ লোক, কিন্তু বিদ্যার গরম প্রচণ্ড। ইতিহাস পড়ান ক্লাশ সেভেন-এইটে। যতটুকু পড়ান, তার চেয়ে অধিক ইতিহাস সৃষ্টি করেন প্রতিদিনই ক্লাশে। বই মেলে ধরে "এই পাতা থেকে এই পাতা পর্যন্ত আগামীকালের পড়া" বলে বই বন্ধ করেন রাম কমল বাবু আর সেই সাথে শেষ করেন পড়ানো। কিন্তু পড়া আদায় করার ব্যাপারে তাঁর তৎপরতার তুলনা নেই। ক্লাশে এসেই তিনি একে একে ধরতে থাকেন পড়া। তোতা পাখীর মতো ছরছর করে মুখস্ত বিদ্যা বলে যেতে অক্ষম হলেই অমনি কানধরে বেঞ্চির উপর দণ্ডায়মান। পুরো চারপাঁচ পাতা ইতিহাস ছরছর করে মুখস্ত বলার সামর্থ প্রায় ছাত্রেরই থাকে না। কারণ, এক বিষয়ে এত পড়া মুখস্ত করতে গেলে তারা অন্য বিষয় পড়ার সময় পায় না। অথচ সেখানেও উত্তম মাধ্যমের ভয় আছে যথেষ্ট। ফলে একে একে কানধরে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে যায় গোটা ক্লাশের ছাত্রেরা। লাইনের পর লাইন। এ সময় ক্লাশের দিকে নজর দিলে মনে হয়, পদাতিক বাহিনীর পুরো একটি প্ল্যাটুন কান ধরে কাকে যেন 'গার্ড অপ অনার' প্রদান করছে।

www.pathagar.com

দাঁড়িয়ে থাকে ছাত্রেরা। চেয়ারে বসে পা নাচান রামকমল বাগচী। দীর্ঘ সময় দাঁড় করিয়ে রাখার পর সবাইকে আবার বই খুলতে বলেন। নতুন পড়া দাগিয়ে দিয়ে শেষ করেন ক্লাশ নেয়া। বেরিয়ে আসার সময় বলেন, মুখস্ত না হলে ফের এ শাস্তি, বুঝেছো ? তোমাদের আর সব স্যারের মতো আমি নেচিপেঁচী স্যার নই। আমার নাম রামকমল বাগচী। আস্ত একটা বাঘ !

স্যার বেরিয়ে গেলেই ছাত্রেরা মন্তব্য করে, রামকমল বাঘ ছিঃ !

এ রামকমল বাগচীও "কুইট ইণ্ডিয়া-কুইট্ ইণ্ডিয়া" আওয়াজ দিতে দিতে মিছিলের সাথে বেরিয়ে ছিলেন। কিছু পথ যাওয়ার পর তিনি আবার পিছু হটে ফিরে এসেছেন স্কুলে। পুলিশের নজরে পড়লে ফাটকের ভয় আছে। কি এক কারণে তিনিও এ সময় এসে লাইব্রেরীতে ঢুকলেন। আনোয়ারকে বই মেলে বসে থাকতে দেখে তাঁর চোখের ভ্রূ কুঁচ্‌কে গেল। তম্বির সাথে বললেন—এই যে হেড্ মাষ্টার বাবুর হিরের টুকরো ছেলে ? বলিহারী যাই আর কি ! সবাই মরছে মিছিল করে, আর আপনি এসে চুপ্‌টি করে লুকিয়ে আছেন এখানে ? দালালী আর করবেন কত ?

বই থেকে মুখ তুলে আনোয়ার হোসেন বললো—দালালী !

রামকমল বাবু তেজের সাথে বললেন—অফকোর্স্ ! দালালী করে হেড্ মাষ্টার সহ এ স্কুলের কয়েকজন শিক্ষককে পটিয়েছেন, কমিটির সদস্যদের পটিয়েছেন, ফের ইংরেজ পটানোর তাল ? খেল একখানা দেখালেন বটে আপনি মশাই !

আনোয়ার হোসেন রুষ্ট হলো। দুই চোখ গরম করে বললো—তার মানে ? কি বলতে চাচ্ছেন আপনি ? হেড্ মাষ্টার সহ সবাইকে আমি পটিয়েছি ?

পড়ে গেল রামকমল বাবুর তেজ। পাশে এসে বসতে বসতে হাসি মুখে বললেন —ডোণ্ট্ মাইণ্ড ব্রাদার। আমার আগের কথাগুলো আমি উইথ্‌ড্র' করছি। ওগুলো জোক্ করে বলেছি। মেধার দাম তো আপনি পাবেনই। কিন্তু শেষেরটা আর উইথ্‌ড্র করছিনে। সেজন্যে আপনি রাগ-গোস্বা যা-ই করেন।

ঃ শেষেরটা মানে ?

ঃ মানে, ইংরেজদের পক্ষে দালালী করার কথাটা। অবশ্য আপনাকে এককভাবে এজন্যে দোষ দিতে চাচ্ছিনে। এদেশের মুসলমানেরা সকলেই একাজে লিপ্ত আছেন।

আনোয়ার হোসেন ঘুরে বসে বললো—মুসলমানেরা সকলেই দালালী করছে ইংরেজদের ?

ঃ সকলেই-সকলেই। একথা বলার কি অপেক্ষা আছে ? মুসলমানেরা বরাবরই ইংরেজদের দালাল।

ঃ বরাবরই ?

ঃ নয় কেন ? কয়েক বছর যাবত ইংরেজদের বিরুদ্ধে মিটিং করে, মিছিল করে, বয়কোট করে দেশের হিন্দুরা যেভাবে প্রাণপাত করছেন, জেল হাজত খাটছেন, আপনারা মুসলমানেরা কি এসবে যোগ দিয়েছেন কখনও ? এই যে এখন ইংরেজ তাড়ানোর ব্যাপারে হিন্দুরা যেভাবে মরিয়া হয়ে উঠেছেন, আপনারা কি আদৌ তা উঠেছেন ? আপনারা, মানে মুসলমানেরা তো সকলেই এখন পক্ষ নিয়েছেন

www.pathagar.com

ইংরেজদের। এদেশ স্বাধীন হোক, তাতো আপনারা চান না। চুটে দালালী করছেন ইংরেজদের।

ঃ দালালী করছি ?

ঃ করছেন না ? নিজেকেই প্রশ্ন করুন, ইংরেজদের আপনারা দালাল কিনা ?

মুহূর্তখানেক নীরব থেকে আনোয়ার হোসেন ক্লিষ্ট হাসি হেসে বললো—"তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।"

রামকমল বাগচী জিজ্ঞাসুনেত্রে বললেন—তার মানে ?

ঃ আপনাদের রবীন্দ্রনাথের কথা বলছি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তাঁর "দুইবিঘে জমি" কবিতাটা তো পড়েছেন ? উপেনের সর্বস্ব গ্রাস করার পরও জমিদার বাবু চোর হলেন না, নিজের গাছের একটা আম কুড়ানোর জন্যে তিনি উপেনকে বললেন "চোর"।

ঃ তাতে কি হয়েছে ? একথা দিয়ে আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন ?

ঃ বোঝাতে চাচ্ছি, আপনারা, মানে এদেশের বাবু জাতীয় হিন্দু সম্প্রদায় সেই জমিদার বাবু আর এদেশের মুসলমানেরা সেই উপেন।

ঃ অর্থাৎ ? আর একটু খোলাসা করে বলুন তো ?

ঃ আপনি ইতিহাসের শিক্ষক। পেছনের ইতিহাসের দিকে একটু তাকালেই বিষয়টা বিলকুল খোলাসা হয়ে যাবে। প্রায় দুইশো বছর ধরে সমানে আপনারা দালালী করলেন ইংরেজদের, আর আজ আমাদের বলছেন দালাল ?

ঃ কি রকম ?

ঃ মুসলমানদের ইংরেজ তাড়ানো সশস্ত্র সংগ্রামে দু' চারজন বৈশ্যশূদ্র ছাড়া আপনারা, অর্থাৎ এদেশের উচ্চশ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায় কবে অংশগ্রহণ করলেন আর অন্যান্য হিন্দুদের অংশ নিতে দিলেন ? হিন্দুস্তানের হিন্দুকুল আপনারা কায়মনপ্রাণে ইংরেজ পক্ষ আঁকড়ে ধরে থাকলেন আর এদেশে ইংরেজদের টিকিয়ে রাখার জন্যে সেইসব সংগ্রামের বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে দাঁড়ালেন। ইংরেজদের এদেশে আগমনের পর থেকে দু' চার বছর আগে পর্যন্ত একটানা দালালী করলেন ইংরেজদের, আর আজ আমাদের বলছেন ইংরেজদের দালাল ?

ঃ আরে, সব তো অতীতের কথা বলছেন। অতীতে যে হিন্দুরা ইংরেজদের দালালী করেছেন, তার প্রমাণ কি ?

আনোয়ার হোসেন উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো—প্রমাণ নেবেন ? বেশ-বেশ, বড় ঠিক সময়েই এসেছেন। ঐ প্রমাণগুলোই আমি খুলে নিয়ে বসে আছি।

ঃ প্রমাণ নিয়ে বসে আছেন ?

ঃ জি-জি। আমি বেশী দূরে যাবো না। মজনু শাহ, সৈয়দ আহমদ বেরেলভী, তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ ও দুদু মিয়াদের সংগ্রামে আপনাদের হিন্দুকুলের ভূমিকা কি ছিল, ইতিহাসের শিক্ষক আপনি, নিজেই ওসব পড়ে নেবেন। এই দেখুন, ১৮৫৭-৫৮

www.pathagar.com

সনের যে আযাদী সংগ্রামকে "সিপাহী বিদ্রোহ" নাম দিয়েছেন আপনারা, সেই সংগ্রামে আপনাদের শিক্ষিত, জ্ঞানীগুণী আর উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুকুল কিভাবে ইংরেজদের পক্ষ নিয়েছিলেন আর কেমন মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে তাদের দালালী করেছেন, তার নমুনা এ পুস্তকগুলোতে দেখুন—

ঃ এসব পুস্তকে তা আছে ?

ঃ সব নেই। তবে যেটুকু আছে, সাহস থাকে সেগুলো উচ্চৈস্বরে পড়ুন, না হয় পড়ে শুনাই, শুনুন।

রামকমল বাবু ঢোক গিলে বললেন—আচ্ছা আপনিই পড়ুন।

আনোয়ার হোসেন একখানা করে পুস্তক হাতে নিতে লাগলো আর একটুখানি ভূমিকা করে তা পাঠ করতে লাগলো[১] এই যে এটাতে আপনাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিজ্ঞজনেরা বলেছেন—"অবোধ যবনেরা উপস্থিত বিদ্রোহ সময়ে গভর্ণমেন্টের সাহাযার্থে কোনো প্রকার সদানুষ্ঠান না করাতে তাহাদিগকে রাজভক্তির সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ প্রচার করা হইয়াছে এবং বিজ্ঞ লোকেরা তাহাদিগকে অকৃতজ্ঞ জানিয়াছে"—

এইযে দেখুন, এখানে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "ইংরেজ হিন্দুর শত্রু নয়, হিন্দুর শত্রু মুসলমান।"

এই যে এখানে স্বাধীনতার অগ্রদূত বলে কথিত কবি ঈশ্বর চন্দ্রগুপ্ত আযাদী সংগ্রামে মুসলমানদের পক্ষ নেয়ার ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন, "বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুর পূজা করিব ?"

এই সাথে এখানে এই যে আরো কথা আছে। নানা সাহেব, ঝাঁসীর রাণী প্রভৃতি যাঁরা স্বেচ্ছায় নয়, বেকায়দায় পড়ে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে গিয়েছেন, গুপ্তবাবু তাঁদের প্রতিও যে বিশ্রী কটাক্ষ করেছেন, এখানে সেসব কথাও আছে। ওগুলো থাক। এই যে এখানে ১৮৫৭ সনের ২০শে জুনের

"সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকায় আপনাদের ইংরেজ ভক্তির যে চিত্র ছিল, তা দেখুন—"কয়েকজন অধার্মিক অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হিতাহিত বিবেচনাহীন এতদ্দেশীয় সেনা অধার্মিকতা প্রকাশ পূর্বক রাজবিদ্রোহী হওয়াতে রাজ্য ব্যাপী শান্ত স্বভাব অধন সধন প্রজা মাত্রেই দিবারাত্র জগদীশ্বরের নিকট এ প্রার্থনা করিতেছেন, এ দণ্ডেই হিন্দুস্তানে পূর্ববৎ শান্তি সংস্থাপিত হউক, রাজ্যের সমুদয় বিঘ্ন বিনাশ হউক। হে বিঘ্নহর। তুমি সমুদয় বিঘ্ন হর, সকল উপদ্রব নিবারণ কর, প্রজাবৎসল সুধার্মিক সুবিচারক বৃটিশ গভর্নমেন্টের জয় পতাকা চিরকাল সমভাবে উড্ডীয়মান কর। অত্যাচারী অপকারী বিদ্রোহকারী দুর্জনদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর। যাহারা গোপনে গোপনে অথবা প্রকাশ্য রূপে এ বিষমতর অনিষ্ট ঘটনার ঘটক হইয়া উল্লেখিত জ্ঞানান্ধ সেনাগণকে কুচক্রের দ্বারা কুপরামর্শ প্রদান করিয়াছে ও করিতেছে তাহাদিগকে প্রদান কর।"

---

১. উদ্ধৃতিগুলো বিনয় ঘোষের "সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র" ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে মেসবাহুল হক কর্তৃক তাঁর "পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ" গ্রন্থ থেকে আহরিত।

www.pathagar.com

ঐ সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার অন্যদিনের সম্পদকীয় স্তম্ভে এই যে একথাও ছিল—"জগদীশ্বর না করুন, আজি যদি বৃটিশ গভর্নমেন্ট ভারত ত্যাগ করিয়া যান তাহা হইলে এই উন্নত, সভ্য, মানী-কৃতিবিদ বাঙ্গালী জাতি ভারতে অন্যান্য জাতির মধ্যে সর্বাগ্রে পতিত নিগৃহিত এবং সর্বাপেক্ষা দলিত হইবে। তখন বক্তৃতার তরঙ্গ সভ্যতার করঙ্ক উন্নতির সোপান বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধি সবই শূন্যে মিলাইবে। বাঙ্গালী জাতি[১] এখন মহাসুখে আছেন।"

এই যে এখানে ঐ মহাবিদ্রোহে হিন্দুদের অংশগ্রহণ অতি নগণ্য হওয়ায় কিভাবে আপনাদের বুদ্ধিজীবিরা আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন, সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত কথাগুলো এখানে দেখুন—"কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, এতাদৃশ বিষমতর বিদ্রোহ বিধায়ক বিলাপ বিঘটিত বিষাদ বিশিষ্ট বিপদের ব্যাপারে এক ব্যক্তিও বাঙ্গালী[২] বিযুক্ত হয় নাই এবং বিদ্রোহী দলভুক্ত হিন্দুর সংখ্যাও অতি অল্প।"

বিদ্রোহে দারুণ ব্যর্থতা এবং ইংরেজ প্রভুদের চোখে রাজভক্ত প্রজারূপে চিহ্নিত হওয়ার ফলে আপনার হিন্দুকুল কতটা আনন্দিত হয়েছিল তারও প্রতিফল ঘটেছে আপনাদের সাময়িক পত্রে আর এই যে এখানে তা আছে—"হিন্দু বিশেষতঃ হিন্দুর মধ্যে বাঙ্গালী জাতিরা একান্ত প্রভুভক্ত, এ বিষয়টি সুপ্রমাণ করণের কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না, সর্বসাধারণ দূরে থাকুক, রাজ পুরুষ দিগ্যে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবেই হইবে। শ্রী-শ্রীমতি রাজ্যেশ্বরী বিশ্বমাতা ভিক্টোরিয়া, বিলাতের প্রধান প্রধান রাজ পুরুষগণ, ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং বাহাদুর এবং অপরাপর রাজ পুরুষ মহোদয়রা একথা বারংবার শ্লাঘা পূর্বক (গর্বভরে) অঙ্গিকার করিয়াছেন, অতএব প্রকৃত রাজভক্ত কৃতজ্ঞ নামধারণ করণের অপেক্ষা আমাদিগের অধিক সুখ সৌভাগ্য ও আনন্দের ব্যাপারে আর কি আছে?"

কর্তা 'শালা' বললে, আনন্দের কি আর সীমা পরিসীমা থাকে, না কি বলেন রামকমল বাবু? এই যে ইংরেজদের জয়ে আপনাদের বরণ্যে কবি ঈশ্বর চন্দ্রগুপ্তের উল্লাস দেখুন—"ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়
মুক্ত মুখে বলো সবে ব্রিটিশের জয়।"

আপনাদের দালালীর প্রমাণ আর নেবেন কত? নিজেরা দালাল হয়ে আমাদের বলেন দালাল? এই যে, এখানে আরো দেখুন—

বলেই আনোয়ার হোসেন চোখ তুলে দেখলো, রামকমল বাবু পাশে নেই, তিনি চলে যাচ্ছেন। আনোয়ার হোসেন ফের ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—আরে আরে! চলে যাচ্ছেন কেন? আরো আছে দেখুন—

কিন্তু আনোয়ার হোসেনের ডাক হাঁক সত্ত্বেও রামকমল বাগচী আর দাঁড়ালেন না। তিনি নীরবে ও নতমস্তকে শুড় শুড় করে বেরিয়ে গেলেন।

মুচকি হেসে আনোয়ার ফের কাজে মনোনিবেশ করলো। অনেকক্ষণ কাজ করার পর সে লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে টিচার্স্ রুমে চলে এলো। সেখানে এসে দেখলো, একমাত্র রসিক চাঁদ মিত্র ছাড়া টিচার্স রুমে তখন আর কেউ নেই। বেলা পড়ে আসায়

১. "বাঙ্গালী জাতি" বলতে হিন্দুগণ একমাত্র হিন্দু জাতিকেই বোঝাতে চান।

২. অর্থাৎ হিন্দু। বাংলাদেশের হিন্দু।

www.pathagar.com

ছাত্র-শিক্ষক প্রায় সকলেই চলে গেছেন। দু' একজন ছাত্র আঙ্গিনায় ঘোরাফেরা করছে আর পিয়ন-কেরাণী নিয়ে হেড্ মাষ্টার বাবু নিজ কক্ষে কর্মরত আছেন। রসিক চাঁদ মিত্রকে চুপ্‌চাপ্ বসে থাকতে দেখে আনোয়ার হোসেন তাঁর পাশে এসে বসলো এবং সহাস্যে বললো—এইযে দাদা, কেমন আছেন ?

অল্প একটু চেয়ে রসিক চাঁদ মিত্র ম্লান কণ্ঠে বললেন—আমাদের আর থাকা দাদা? কোনোমতে দিন কেটে যাচ্ছে।

ঃ কেমন-কেমন ?

ঃ নুন আনতে পান্তা ফুরায় যাদের, তাদের আর ভাল থাকার অবকাশ কোথায়, বলুন ?

রসিক চাঁদ মিত্র। সিরাজউদ্দৌলার মানিক চাঁদের স্বঘোষিত বংশধর। তাঁর এ বাতিক আর বাউরে আচরণটুকু বাদ দিলে, লোক হিসেবে রসিক চাঁদ মিত্র তেমন একটা খারাপ লোক নন। বরং বেশ খানিকটা রসিক আর আলাপী লোক। লেখাপড়ায় ম্যাট্রিক পাশ হলেও, জ্ঞানের পরিধি তাঁর সাধারণ ম্যাট্রিকুলেটের চেয়ে অনেকখানি উপরে। পড়ানোর ক্যাপাসিটিও প্রশংসনীয়। কিন্তু সবকিছুই ঢাকা পড়ে গেছে তাঁর খামখেয়ালী আচরণে। অভাবের তাড়নাও তাঁকে আরো খানিকটা বাউরে আর অসংযমী করেছে। পাগলামীর মাত্রাটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

এ রসিক বাবু অনেকখানি বদলে গেছেন সেদিনের সেই সাস্‌পেণ্ড হওয়ার ঘটনায়। শক্ত ধাক্কা খেয়ে তাঁর মধ্যে বিপুলাংশে পরিবর্তন এসেছে। কাজে মনোযোগ আর আচরণে সংযতভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেই সাথে, আগের সেই মানিকের খানিক হওয়ার পাগলামিটাও তেমন আর নেই।

রসিক চাঁদের হতাশাজনিত জবাবে আনোয়ার হোসেন সহৃদয় কণ্ঠে বললো—তা অবশ্য ঠিক ! কিন্তু অভাবের কাছে নতি স্বীকার করলে তো অভাব আরো জেঁকে বস্‌বেরে দাদা। যতটুকু শুনেছি, একেবারেই দীন দরিদ্র নন আপনি। সংসারের প্রতি আপনার উদাসীনতাই অভাব আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

রসিক চাঁদ মিত্র এবার সরাসরি আনোয়ারের দিকে চাইলেন। একই রকম ম্লান কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, তা হয়তো কিছুটা হতে পারে। কিন্তু অভাবের উন্মত্ত প্লাবণের মুখে চেষ্টা করলেই আমি আর কতটুকু কি করতে পারি, বলুন ?

ঃ একদিনে পারবেন না। কিন্তু নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করলে, সফল একদিন হবেনই। একেবারেই নিরুপায় অবস্থাতো আপনার নয়।

ঃ আনোয়ার সাহেব !

ঃ আপনাদের নাকি একটা টেলারিং শপ্ ছিল আর সেই সাথে কাটা কাপড়ের ব্যবসায় ? গোটা দুই সেলাই মেশিনও নাকি অকেজো হয়ে পড়ে আছে বাড়ীতে ? আমাদের এ স্কুলের পিয়নের মুখে শুনলাম, আপনার বাড়ীর মেয়েরাও সবাই সেলাইয়ের কাজ জানেন। আপনার পিতার আমলে এ ব্যবসায় জমজমাট ছিল। দুই তিনজন দরজী অবিরাম কাজ করতো। আপনার বাবা বসে বসে তদারক করতেন আর তৈরী মাল বাজারে সাপ্লাই দিতেন। দোকানীরা বাড়ীতে এসে তৈরী মাল নিয়ে যেতো। কথাটা কি ঠিক ?

www.pathagar.com

ঃ হ্যাঁ, তা ঠিক। তখন সংসারটা বেশ সচ্ছলই ছিল।

ঃ তাহলে আপনি সেটা ধরে রাখলেন না কেন?

ঃ পারলাম নারে ভাই। ধাতে সইলো না আমার। ওসব বড় ঝুট-ঝামেলার কাজ। মোটেই মন বসাতে পারলাম না।

ঃ তা বললে হবে কেন? সংসারে আপনার নিদারুণ অভাব। মন বসে না বললেই কি অভাব দূর হবে? আপনার পিতার অভাবে গোটা সংসারের দায়িত্ব এখন আপনার ঘাড়ে। আপনি সে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চাইলে কি পারবেন?

ঃ তাতো পারছিনে। কিন্তু করারও তো পথ ঘাট কিছু দেখিনে।

ঃ কেন, ঐ কাজই শুরু করবেন আবার। মনোযোগ শক্ত হলেই আবার সেই সাবেক অবস্থা ফিরে আসবে। অসম্ভব বলে তো এ দুনিয়ায় খুব বেশী কিছু নেই।

রসিক চাঁদ মিত্র ক্লীষ্ট হাসি হেসে বললেন—পাগল! শুরু করতে চাইলেই কি কোনো কিছু খালি হাতে শুরু করা যায়? মোটা ক্যাপিট্যাল লাগে ওকাজে। সে টাকা পাচ্ছি কোথায়?

ঃ মোটা টাকার দরকার কি? অল্প অল্প করে শুরু করুন। প্রথমেই কারিগর না রেখে, আপনার পরিবারের মেয়েদের ও কাজে লাগিয়ে দিন। অল্প কিছু ছিট কাপড় এনে তাদের হাতে দিন আর তাঁদের তৈরী করা পোশাক আপনি হেঁটে খেটে বাজারে ছাড়তে থাকুন।

ঃ এ শিক্ষকতা বাদ দিয়ে? তাহলে তো তার আগেই সবাই অনাহারে অক্কা পেয়ে যাবো।

ঃ শিক্ষকতা ছাড়বেন কেন? অফ্-টাইমে আপনি ওদিকটা দেখবেন। আপনার বেতনের সাথে কিছু বাড়তি আয় যোগ হোক।

রসিক চাঁদ মিত্র নীরব হয়ে গেলেন। এর জবাবে কোনো কিছু না বলে নত মস্তকে বসে রইলেন। তা দেখে আনোয়ার ফের বললো—কি হলো, চুপ্ করে রইলেন যে? খুবই কি কঠিন কাজ এটা?

সজোরে নিশ্বাস ফেলে রসিক বাবু বললেন—তা কঠিন না হোক, ওটুকুতেও তো পুঁজি লাগে যা হোক কিছু? বেতনের টাকা কয়টা দিয়ে পেটের ভাতই জোটে না সবার। সামান্য হলেও, ঐ পুঁজিটাই বা পাই কোথায়?

ঃ চেষ্টা করলেই উপায় হয়। "হয়্যার দেয়ার ইজ এ উইল, দেয়ার ইজ এ ওয়ে।"

ঃ অর্থাৎ?

ঃ এ শিক্ষকতার বাইরে অবসর সময়ে কি করেন? বসেই তো থাকেন?

রসিক বাবু উদাস কণ্ঠে বললেন—না ঠিক বসেই থাকিনে। নাট্যচর্চা করে মনের দুঃখ ভুলে থাকার চেষ্টা করি।

ঃ ওসব আপনাকে ছাড়তে হবে। ঐ সময়টা উপার্জনে লাগাতে হবে।

ঃ উপার্জনে!

ঃ হ্যাঁ উপার্জনে। দেখুন মিত্রবাবু, আপনার সাপ্পেণ্ড হওয়ার ঐ দুর্ঘটনার পর আপনাকে নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। কোনো কিছু করার না পান, ঐ অবসর সময়ে

www.pathagar.com

প্রাইভেট টিউশানী করুন আপনি। চমৎকার আপনার শিক্ষাদানের কায়দা। ভাল প্রাইভেট টিউটর খুঁজে পায় না ছাত্রেরা। আপনি পড়াতে চাইলে অনেক ছাত্র পাবেন।

ঃ আনোয়ার সাহেব।

ঃ এ প্রাইভেট টিউশানী করে যে উপায় হবে, তার কিছু অংশ প্রতিমাসে জমাতে থাকুন। দেখবেন, ছোট হলেও পুঁজি একটা এসে গেছে হাতে আপনার।

ঃ আনোয়ার ভাই!

ঃ এ পরামর্শ আমিও একজনের কাছে পেয়েছি আর তাতে করে আমিও এখন মোটামুটি বেশ সচ্ছল। আপনি রাজী হলে, কিছু ছাত্র আমিই জোগাড় করে দেবো।

ঝুঁকে পড়লেন রসিক বাবু। বিপুল উৎসাহে বললেন—দেবেন দাদা?

ঃ অবশ্যই দেবো। আমার পরামর্শ আপনার মনে ধরেছে কিনা, তাই বলুন?

ঃ জি আজ্ঞে, জি। খুবই মনে ধরেছে ভাই। এভাবে তো কোনোদিন চিন্তা করিনি আমি। মনের জ্বালা জুড়ানোর জন্যে কেবল যাত্রা নাটক নিয়েই থেকেছি। এসব ধ্যান-ধারণা মাথায় কখনো আসেনি।

ঃ এখন আনতে হবে। বেতনের পয়সায় সংসার চলে না। দু'টো ছেলে পড়ালে যে কিছু বাড়তি পয়সা আসে, এটাও মাথায় আপনার খেলেনি? তাজ্জব কথা! ব্যবসার কথা পড়ে মরুক, সংসারের অভাব মোচনের জন্যেও তো এ কাজ আপনার করা উচিত।

ঃ করবো ভাই, নিশ্চয়ই এখন করবো। আপনি যদি দয়া করে ছাত্র জুটিয়ে দেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে এ কাজে লেগে যাবো।

ঃ আপনি নিজে চেষ্টা করলেও ছাত্র পাবেন। তবে প্রাথমিক অবস্থায় আমিই জুটিয়ে দেবো।

ঃ আপনার কল্যাণ হোক, দাদা। আপনার এ মহৎ উপদেশ আমি মাথায় তুলে নিলাম।

ঃ তাহলে আজ যান। আগামীকাল ছাত্রেরা স্কুলে এলেই আমি কয়েকজনকে জুটিয়ে দেবো।

আনোয়ার হোসেন উঠে পড়লো। রসিক বাবুকে তবুও বসে থাকতে দেখে আনোয়ার ফের প্রশ্ন করলো—কি ব্যাপার! বসে রইলেন যে? বাড়ীতে যাবেন না?

রসিক চাঁদ এবার কাঁচুমাচু করে বললেন—আপনি যান ভাই, আমার একটু দেরী হবে।

ঃ দেরী হবে! কেন বলুন তো? স্কুল তো এখন শেষ।

রসিক চাঁদ মিত্র উঠে এসে খপ্ করে আনোয়ারের এক হাত দুই হাতে চেপে ধরলেন। বললেন—আমার এতই যখন ভাল চিন্তা করেন দাদা, তাহলে আর একটু উপকার আমার করুন।

ঃ উপকার!

ঃ বলতে আপনাকে লজ্জা নেই। বাড়ীশুদ্ধো সবাই আমরা অনাহারে। একমুঠো চালও হাড়িতে নেই, হাতে একটা পয়সাও নেই। হেড্ মাষ্টার বাবুকে বলে আমার মাইনে থেকে কয়টা টাকা অগ্রিম পাইয়ে দিন দাদা।

www.pathagar.com

ঃ রসিক চাঁদ বাবু !

ঃ আমি নিজে বলতে সাহস পাচ্ছিনে। সে মুখ আর আমার নেই। অথচ সেই জন্যেই বসে আছি। আপনি বললে নির্ঘাত তিনি 'না' করবেন না। আমার এ উপকারটুকু করুন ভাই।

আনোয়ার হোসেন চিন্তায় পড়ে গেল। এক পলক চিন্তা করে বললো—দেখুন মিত্রবাবু, হেড মাষ্টার মহাশয় হিসেব-নিকেশ নিয়ে সকাল থেকেই খুব ব্যস্ত। এ অবেলায় একথা তাঁকে বলা মোটেই সমীচিন হবে না। উনি মাইণ্ড করবেন। আগামীকাল ফার্ষ্ট হাফে হলে হয়তো—

ঃ কিন্তু আমি যে একদম নিরুপায় দাদা। সারাদিন বাড়ীর সবাই অনাহারে। বাচ্চা কাচ্চারা পর্যন্ত। কিছু চালের ব্যবস্থা না করে যে বাড়ীতে আমার ফেরার উপায় নেই !

রসিক বাবুর মুখমণ্ডল করুণতর হলো। আবার একটু চিন্তা করে আনোয়ার হোসেন বললো—ঠিক আছে। সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। কয়টা টাকা দিচ্ছি নিয়ে যান। মাস অন্তর বেতন পেলে শোধ দেবেন।

আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে রসিক বাবু বললেন—আপনি দেবেন ?

ঃ হ্যাঁ। ভাগ্যক্রমে বেশ কিছু টাকা আমি আজ স্কুলে এসেই পেয়েছি। প্রাইভেট টিউশানীর টাকা। আমিও প্রাইভেট পড়াই, বুঝলেন ? এই নিন। এ দিয়ে মাসটা চালান আর যা বললাম, আগামীকাল বা পরশু থেকেই আপনিও প্রাইভেট টিউশানীতে লেগে যান।

আনোয়ার হোসেন যে টাকা রসিক বাবুর হাতে দিলেন, তা দেখে রসিক বাবু অসহায় কণ্ঠে বললেন—একি, এত টাকা ! আগামী মাসে এ টাকা শোধ দিলে তো আমার বেতনের অর্ধেকটাই ফুরিয়ে যাবে। মাস চালাবো কি দিয়ে ?

ঃ একবারে শোধ করার দরকার নেই। মাসে মাসে অল্প অল্প করে দেবেন। যে মাসে পারবেন না, দেবেন না।

ঃ আপনার জয় হোক দাদা। কিযে বলবো ! ভবগান আপনার অশেষ কল্যাণ করুন।

ঃ কিন্তু আমার ঐ এক কথা, প্রাইভেট টিউশানী শুরু করছেন তো ?

ঃ আজ্ঞে দাদা, আজ্ঞে। এ আপনার হাত ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, এর কিছুমাত্র নড়চড় হবে না।

হারুনকে পড়াতে এসেই আনোয়ার হোসেন নূরমহলকে আক্রমণ করে বললো—এসব কি বলুন তো ? এসব কি শুরু করেছেন দিন দিন ?

নূরমহল বেগম পাল্টা প্রশ্ন করলো—এসব মানে ? এসব কিসব ?

ঃ আমার পড়ানোর টাকাটা কি স্কুলে পাঠিয়ে দিতে হবে ?

www.pathagar.com

নূরমহল বেগম হেসে ফেললো। বললো—ও এই কথা? তা কি করবো বলুন? আমাকে যে আজ কাল "ভুলোয়" ধরেছে।

ঃ ভুলোয়!

ঃ সবকিছুই ভুল হয়ে যায় যে বিমারে, সেই বিমারে ধরেছে। প্রত্যেক মাসের পনের তারিখে পাওনা আপনার ডিউ হয়, মানে আপনাকে আপনার পাওনা দেয়ার দিন হয়। এযাবত সেই মোতাবেক দিয়েও এলাম ঠিক ঠিক। কিন্তু এ মাস প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। আপনাকে দেবো বলে টাকা কয়টা খামে তুলে রেখেছি সেই কবে! কিন্তু দেয়ার কথা প্রতিদিন ভুলে যাই।

ঃ তা যেদিন ভুলে না যান সেদিন দিতেন। এতব্যস্ত হওয়ার গরজ কি ছিল?

ঃ তাহলে টাকা আপনি কোনোদিনই পেতেন না। আপনি আসামাত্রই কি দিয়ে কিভাবে যেন ভূতে ধরার মতো ঐ 'ভুলোয়' ধরে আমাকে। আপনি চলে গেলে তবে ঐ ভূৎ ঘাড় থেকে নামে আর তখন মনে হয়। স্কুলে পাঠিয়ে না দিলে টাকাটা আপনাকে দেই কিভাবে?

নূরমহল ঠোঁট টিপে হাসতে লাগলো। সেদিকে নজর না দিয়ে আনোয়ার হোসেন বললো—তা দিলেন, বেশ করলেন। কিন্তু অত টাকা কেন? ক্লাশের মধ্যে খাম খুলে দেখিনি। ক্লাশ শেষে বেরিয়ে এসে টাকাটা গুণে দেখে আক্কেল আমার গুড়ুম। দিন দিন এ কি শুরু করলেন? খাজনার চেয়ে বাজনা বেশীর মতো আমার যা ন্যায্য পাওনা তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী দিতে লাগলেন, ব্যাপার কি?

ঃ বেশী দিতে লাগলাম?

ঃ তাইতো লাগলেন। এ মাসে যা পাঠিয়েছেন, আমার ন্যায্য পাওনা কোনো মতে এর অর্ধেকটাও হয় না। বাড়তিটা বকশিশ দিলেন নাকি?

ঃ বকশিশ!

ঃ ন্যায্য পাওনার উপর বেশী দেয়া মানেই বকশিশ দেয়া। আপনি তাই দিলেন নাকি?

ঃ ওরে বাবা! বকশিশ দেবো আপনাকে? আমার ভয় নেই? মালের চেয়ে দু' পয়সা বেশী দেয়ার সাথে সাথে কুলিগিরির দুর্দিনেও যে লোক বাড়তিটা ফেরত দিয়ে চলে যায়, তাকে দেবো বকশিশ? বাড়তিটা কি আমার মুখের উপর ছুড়ে মারার জন্যে?

ঃ নূরমহলের মুখে সেই চোরা হাসি। আনোয়ারের জিদ তবু কমলো না। বললো —বকশিশ নয়তো কি গরীব পেয়ে যাকাত দিলেন?

নূরমহল রুষ্ট হলো। বললো—ইশ্‌রে! যাকাত দেবো কেন? আপনার যা পাওনা তাই দিচ্ছি। বরং ন্যায্য হিসেব করলে আপনাকে কমই দেয়া হচ্ছে।

ঃ রসিকতা করছেন? দুই তিন গুণ বেশী দেয়ার পরও বলছেন কম দেয়া হচ্ছে?

ঃ আলবত তাই হচ্ছে। পড়াবেন পাঁচজনের সমান আর পয়সাটা দুইজনের সমান দিলেই বেশী হয়ে যায়? আমরাই বা ঠকাবো কেন আপনাকে? আরো তো বেশী আপনার প্রাপ্য।

www.pathagar.com

ঃ বটে !

ঃ বছর খানেক আগেও এক শিক্ষক কিছুদিন ছিলেন। একটা বিষয় এক ঘণ্টা পড়ানোর নামে আধাঘণ্টা পড়িয়েই চলে যেতেন। মাসে পনের দিনের স্থলে দশদিনও ঠিকমতো আসতেন না। তাকে যা দিতাম আপনাকে তাই দিলে কি ন্যায্য দেয়া হয় ?

ঃ হয় না ?

ঃ কখ্খনো না। আপনি পড়ান পাঁচ পাঁচটি সাবজেক্ট। এক ঘণ্টার জায়গায় প্রায় দিনই প্রায় দুই ঘণ্টা খাটেন। এর উপর আবার ঝড়-বাদল নেই। সাপ্তাহিক ছুটিটা বাদে আর একটা দিনও ফাঁক দিতে চান না। মনতো চায়, আরো অনেক বেশী দেই আপনাকে। কিন্তু ভয়ে দিতে পারিনে।

ঃ ভয়ে ! কার ভয়ে ?

ঃ আপনার ভয়ে। কখন যে কি মনে করেন, যাকাত-বকশিশ-ভিক্ষে-যাচ্ছেতাই বলে ফেলেন, এ ভয়ে।

ঃ ও আচ্ছা !

ঃ আচ্ছা নয়। কোনো মাসে কিছু বেশী হলেই গরম হতে পারবেন না কিন্তু। গোস্বা হওয়া চলবে না। আমি যা ন্যায্য বুঝি, আমাকে তা করতে দিন।

ঃ তাজ্জব ! এর চেয়েও বেশী ?

ঃ আমার ইচ্ছে, আমি দেবো। আপনার কোনো ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষা নেই বলেই কি ন্যায্য পয়সাটাও দিতে পারবো না আমি ?

আনোয়ার হোসেন ঈষৎ হেসে বললো—তা আপনার ইচ্ছে হলে দেবেন। কিন্তু আপনার আব্বা যেদিন আপনার এ বাহুল্য খরচ টের পাবেন, মজা বুঝবেন সেদিন।

ঃ আরে দূর ! বাহুল্য খরচ দেখলেন কোথায় ? হাত খরচের জন্যে যে পয়সা আব্বা আমাকে দেন, তার অর্ধেকটাই তো খরচ করতে পারিনে। এজন্যেই তো ধমক খাই আব্বার।

ঃ বলেন কি ! এত পয়সাই দেন যে খরচ করে শেষ করতে পারেন না ?

ঃ জ্বি, অনেক পয়সাই দেন। আল্লাহর রহমে ইনকামটা তাঁর দিন দিন বেড়েই চলেছে। সে ইনকামটা কার জন্যে শুনি ? মোটেই তো আমরা দুই ভাই বোন। সবকিছু তাঁর আমাদের জন্যেই তো। এছাড়া সংসার খরচের টাকাটা উনি আলাদা করে দেন। আপনার প্রাপ্যটা সেখান থেকেই দেয়া হয়। আমি যদি আমার নিজের থেকে বাড়তি কিছু দেই আপনাকে, তিনি তা নিয়ে বলবেন কি ? আর আপনারই বা নিতে এত আপত্তি কিসের ?

ঃ তাই নাকি ? বেশ, তাহলে দেবেন। যত ইচ্ছে দেবেন। কিন্তু শেষটা সামলাতে পারলে হয়।

ঃ শেষটা !

ঃ না চেয়ে ঘোড়া পেলে, লোকে কিন্তু চেয়ে হাতী পাওয়ার আশা করে।

আনোয়ার হোসেন হাসতে লাগলো। আড়চোখে চেয়ে নূরমহল বললো—সেরেফ আশা করলেই তো হবে না, হাতী পাওয়ার যোগ্যতাটাও থাকতে হবে সেই সাথে। নইলে, ঐ চাওয়াই সার হবে, আশা পূরণ হবে না।

www.pathagar.com

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ ফার্স্ট ডিজার্ভ দেন্ ডিজায়ার। পাওয়ার যোগ্যতাটা থাকলে তবেই যা চাওয়া যায় তা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ঃ জি ?

ঃ ঐ যে হারুন এসে গেছে। ওকে পড়াতে শুরু করুন, আমি চলি। আমার একটু তাড়া আছে।

নূরমহল বেগম চলে গেল। আনোয়ার হোসেন ভাবতে লাগলো, নূরমহলের একথার অর্থ কি ?

"ইংরেজ হিন্দুর শত্রু নয়, হিন্দুর শত্রু মুসলমান"—বঙ্কিমচন্দ্রের এইযে উক্তি আর মানসিকতা, এ মানসিকতাই এদেশের স্বাধীনতা বিসর্জন আর অর্জন নাটকের প্রধান ও প্রবলতম প্রবাহ। মুসলমানদের অবমর্দন করার অদম্য আগ্রহেই হিন্দুকুল এদেশের রাজদণ্ড বিদেশীর হাতে তুলে দিতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে আর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের দীর্ঘ প্রক্রিয়াতেও মুসলমানদের অবমর্দিত রাখার নিরন্তর প্রয়াস পেয়ে এসেছে। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড্ ক্রীপ্স্কে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হলো স্বাধীনতার বদলে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন দিতে চাওয়ার কারণে মূলতঃ নয়, মুসলমানদের জন্যে কিছু কন্সিডারেশান তাঁর প্রস্তাবে থাকার কারণেই। পূর্ণ স্বাধীনতাও যদি ভারতবাসীকে দিতে চাইতেন ক্রীপ্স্ আর মুসলমানদের জন্যে কিছু বিবেচনার বিষয় তার মধ্যে রাখতেন, তাহলেও ক্রীপ্স্কে ব্যর্থ হয়েই ফিরে যেতে হতো এবং "আগষ্ট বিপ্লবের" মতো একটা বিপ্লবও সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করতো কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতীয় হিন্দুগণ। মুসলমানদের অস্তিত্ব অস্বীকার করাই তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্ব শর্ত আর শুরু থেকেই তাদের সে তৎপরতা পাপিষ্ঠজনেরও দৃষ্টি কাড়ার যোগ্য।

ভারতীয় হিন্দুগণ ইংরেজ শাসনের জন্মলগ্ন থেকেই ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করে উন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং কালক্রমে শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। এতে করে তৎকালীন ইউরোপের লিবার‍্যাল তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মতো আন্দোলন সৃষ্টি করে নিজেদের দাবী-দাওয়া আদায়ে আগ্রহী হয়ে উঠে।

কিন্তু অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে তখন। বিষম দরিয়া পার হয়ে ধড়িবাজ তখন অপর পাড়ে নেমে গেছে। পাট্নী আর ভাই নেই, পাট্নী তখন শালা। মুসলমানদের লাগাতার সশস্ত্র সংগ্রাম প্রতিহত করার প্রয়োজনেই ইংরেজদের হিন্দু প্রীতি ঘটে। হিন্দু প্রীতি ঘটে মুসলমানদের হাত থেকে রাজ্য নেয়ার প্রয়োজনে। সবই এসব শেষ হয়ে গেছে। রাজ্য নেয়াও হয়ে গেছে, বিধ্বস্ত হয়ে গেছে মুসলমানদের লাগাতার সংগ্রামও। ১৮৭৪ সনের পর মুসলমানেরা পুরোপুরি রণভঙ্গ দিয়েছে। ব্যস্ ! সেই সাথেই শেষ হয়েছে ইংরেজদের সে প্রয়োজন। ফুরিয়ে গেছে হিন্দুদের সাথে পিরীত করার গরজ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক ফোঁটা কুটুম্বিতাও ইংরেজেরা কারো সাথে করে না বা কুটুম্বিতা করতেও এদেশে তারা আসেনি। মুসলমানদের ক্ষান্ত করার পর ইংরেজেরা আর কারো মিত্র নয়, তখন তারা এদেশের রাজা এবং কেবলই রাজা। হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাদের প্রজা এবং কেবলই পদানত প্রজা। যাতে করে কোনো প্রজাই আর

www.pathagar.com

ভবিষ্যতে মাথা তুলতে না পারে, সেই মোতাবেক দমননীতি গ্রহণ করছে তারা তখন। গণতান্ত্রিক অগণতান্ত্রিক কোনো আন্দোলনই গড়ে তোলার মওকা আর রাখছে না।

এ দমননীতির জের ধরে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বড়লাট লিটন অস্ত্র আইনের মাধ্যমে ভারতবাসীর অস্ত্র ব্যবহার খর্ব করলেন এবং ভার্ণাকুলার প্রেস্ এ্যাক্টের মাধ্যমে রোধ করলেন দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠ। এতে করে হিন্দু বুদ্ধিজীবিদের অসন্তোষ প্রকাশ করার পথও রুদ্ধ হয়ে গেল। পরম বন্ধুদের প্রভুরূপ এ চরম মূর্তি দেখে হিন্দু বুদ্ধিজীবিগণ হতবাক। ছানাবড়া হলো তাঁদের দু' চোখ। মর্মাহত হয়ে অবচেতন মনে তাঁরা অনেকেই ভাবতে লাগলেন, মুসলমানদের মার থেকে ইংরেজদের বাঁচানোটা ভুলই হয়েছে তাঁদের।

ভুল করলো ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীও। দমননীতির পাগলা ঘোড়া ছুটিয়ে আর তাদের স্বজাতীয়তাবোধ প্রকট করে তুলে অচিরেই তারা ভারতবাসীদের মনপ্রাণ বিষিয়ে দিলো। শাসক শাসিতের সম্পর্কটা ঠেলে আনলো একেবারেই বিনষ্ট হওয়ার পর্যায়ে। আধিক্য সর্বক্ষেত্রেই অনিষ্টকর। শুরু হলো প্রতিক্রিয়া।

অতিষ্ঠ হয়ে দমননীতির মধ্যেই দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হলো ভারতবাসী। বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রতিবাদ ও সমালোচনার ঝড় তুললেন সর্বত্র। ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর বল্গাহীন উদ্ধত আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন কিছু বিবেক সম্পন্ন বেসরকারী ইংরেজও। তাঁরা সুর মিলালেন ভারতবাসীর সাথে। এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম নামের ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ ছিলেন তাঁদেরই একজন। জাতীয় স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতের শিক্ষিত হিন্দুগণ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এ মিঃ হিউমের সাহায্যে "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস" নামক একটি সংগঠন স্থাপন করলেন। দেশীয় স্বার্থরক্ষার মানসে অনেক মুসলমানাও গোড়ার দিকে যোগ দিলেন এ কংগ্রেসে। বেসরকারী ইংরেজদের মদদে অতিদ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠলো জাতীয় কংগ্রেস আর এ কংগ্রেসের মাধ্যমে ভারতবাসীগণ স্বায়ত্ব শাসনের আবেদন পেশ করতে লাগলেন ইংরেজ সরকারের কাছে।

কিন্তু বিশটা বছরও গেল না। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বিশ বছরের মধ্যেই স্বায়ত্ব শাসন আদায়ের প্রশ্নে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ দক্ষিণ পন্থী ও বামপন্থী—এ দুই দলে ভাগ হয়ে গেলেন। দক্ষিণ তথা উদার পন্থীদের নেতৃত্বে রইলেন গোপাল কৃষ্ণ গোখেল আর বাম তথা চরমপন্থীদের নেতৃত্ব নিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক নামক এক মারাঠা ব্রাহ্মণ। চরমপন্থীরা গ্রহণ করলেন সহিংস ও বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের পথ। একই সাথে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান কল্পেও কোমর বেঁধে ফেললেন তাঁরা। গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো এ সময়ের মধ্যেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে উগ্রপন্থীদের কবলে চলে গেল আর বেরিয়ে এলো থলের বিড়াল। অধিকারহীন করে মুসলমানদের চিরপদানত রাখার যে হীন উদ্দেশ্য হিন্দুরা এ যাবত আড়াল করে রেখেছিলো, কংগ্রেসের নেতৃত্ব চরমপন্থীদের হাতে যাওয়ার সাথে সাথেই তা উলঙ্গ হয়ে গেল। চরমপন্থীরা গোঁড়া হিন্দু মতবাদকে কেন্দ্র করে স্বায়ত্ব শাসনের পথে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং সরাসরি মুসলিম বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ

www.pathagar.com

হলেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নামে চরমপন্থী নেতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "আর্য সমাজ" শুরু থেকেই রূপান্তরীত হলো সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে। "আর্য সমাজ" আন্দোলনের শ্লোগান হলো, "হিন্দুস্তান হিন্দুদের জন্য অন্য কাহারো পৈতৃক সম্পত্তি নয়।"

জনৈক হিন্দু নাট্যকারের এক নাটকে একটি আকর্ষণীয় ডায়ালগ্ অর্থাৎ কথোপকথন আছে। ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে চরম অত্যাচারে নাটকের নায়ককে উন্মাদের পর্যায়ে নিয়ে আসার পর অত্যাচারী ও অবৈধ রাণী নায়ককে বলছে, "বাতুল"। জবাবে নায়ক বলছে, "তুমিই করেছো তাহা, এতদিন না ছিনু বাতুল"। এদেশের মুসলমানদের "হিন্দু বিদ্বেষী" বলে অনেকদিন আগে থেকে একটা জিগীর তুলেছেন হিন্দুকুল ও তাদের আজ্ঞাবাহিরা। কথাটা ঠিক নয়। ভুল পথে থাকার জন্যে অমুসলমানদের প্রতি মুসলমানেরা করুণাবোধই করে শুধু। প্রশ্নই উঠে না তাদের বিধর্মীদের প্রতি বিদ্বেষী হওয়ার। তবু যদি তা কিছুটা হয়, ঐ নায়কের মতোই এদেশের মুসলমানদেরও বেদনাভরে বলার আছে, "তোমরাই করেছো তাহা, এতদিন না ছিনু বিদ্বেষী"।

সুদূর অতীত থেকেই হিন্দুদের মুসলমান বিদ্বেষ জর্জরিত করে আসছে এদেশের মুসলমানদের। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী শুধু ঐ আর্যসমাজ আন্দোলন পয়দা করেই থামলেন না, "শুদ্ধি" আন্দোলন নামের আরো একটা আন্দোলন চালু করলেন তিনি। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য—অহিন্দুকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করা। দীক্ষিত না হলে দেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করার ব্যবস্থা করা। স্বাভাবিকভাবেই এতে শংকিত হয়ে উঠলেন ভারতের মুসলমানগণ। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে তানযীব ও তবলীগ আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের সংঘবদ্ধ করার প্রয়াসী হলেন তাঁরা অনিবার্য কারণেই।

দয়ানন্দ সরস্বতীর মৃত্যুর পর তাঁর আন্দোলন হয়ে উঠলো আরো বেশী প্রকট। বাল গঙ্গধর তিলক, লালা হংসরাজ, লালা রাজপত রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ গোঁড়া কংগ্রেস কর্মীগণ পূর্বাপেক্ষা আরো তীব্র ও ব্যাপকভাবে প্রচার করতে লাগলেন দয়ানন্দ সরস্বতীর মতবাদ ও কার্যক্রম। এই সাথে চরমপন্থী হিন্দু পুনরুত্থানকারীগণ শুরু করলেন মুসলিম বিরোধী সাহিত্য রচনা। সৃষ্টি হলো বঙ্কিম চন্দ্রের "আনন্দ মঠ", "দুর্গেশ নন্দিনী" প্রভৃতি গ্রন্থ, রচিত হলো বন্দেমাতরম গান। মুসলমানদের মনে আঘাত করার জন্যেই এ গানের জন্ম ও প্রচলন। বন্দে মাতরম গানটিতে বলা হলো—

"বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বংহি দুর্গা দশ প্রহর ধারিণী" ----- ইত্যাদি।

কোনো মুসলমান ছেলে মেয়ে কি উচ্চারণ করতে পারে এ মন্ত্র? অথচ বিদ্যালয়ে চালু হলো এ গান সভা অনুষ্ঠানে চালু হলো এ গানের কোরাশ।

এ সাম্প্রদায়িক হিন্দুকুলের সবার লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। ইংরেজদের বিতাড়িত করে ভারতে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর "শিবাজী উৎসব" কবিতায় লিখলেন—

www.pathagar.com

"এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দেবো আমি -----
এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে, এ মহাবচন
করিব সম্বল।"

অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের অস্তিত্ব অস্বীকার করাই এঁদের তামাম আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। এঁদের প্রতিটি আন্দোলন হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সম্পর্কের ফাটল বৃদ্ধিই করেছে শুধু, সংকুচিত করেনি এক বিন্দুও। ঐ একই কাজে নিয়োজিত হলো তাঁদের "গো-রক্ষা-সমিতি"। ১৮৯৩ সনে চরমপন্থী কংগ্রেস নেতা বালগঙ্গাধর তিলক গড়ে তুললেন "গো-রক্ষা সমিতি" নামক আর একটি প্রতিষ্ঠান। গো-হত্যা বিরোধী এক আন্দোলন। মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী হওয়ায় তুমুল প্রতিবাদ তুললেন মুসলমানগণ। তাঁদের তীব্র প্রতিবাদে আদৌ কান না দিয়ে এ গো-রক্ষা সমিতির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দান করলো ভারতীয় কংগ্রেস। তুঙ্গে উঠে গেল এ সমিতির কার্যক্রম আর ফল হলো একটিইঃ ভারতের কয়েকটি স্থানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংঘটিত হলো রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

চমকে উঠলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান। ভারতীয় কংগ্রেস যে একমাত্র হিন্দুদেরই জাতীয় স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সুস্পষ্ট হয়ে গেল দিবালোকের মতো। তাই, প্রথম দিকে যিনি কংগ্রেসে যোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন, সেই স্যার সৈয়দ আহমদ খান সন্ত্রস্তভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন কংগ্রেসের পথ থেকে। কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়ানোর নসিহত করতে লাগলেন ভারতীয় মুসলমানদের। বলতে লাগলেন, হিন্দুদের জাতীয় স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগদান কোনো কল্যাণই বয়ে আনবে না মুসলমানদের জন্যে। উল্লেখ করলেন, হিন্দু আর মুসলমানের ধর্ম, তমুদ্দুন, শিক্ষা-দীক্ষা ও রাজনৈতিক স্বার্থ সম্পূর্ণ পৃথক। যৌথ স্বার্থরক্ষা কোনোদিনই সম্ভব নয় এখানে।

তাঁর এ বোধ আর অনুভূতি বাস্তব হয়ে দেখা দিলো অচিরেই। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাকট্ মোতাবেক ১৮৯১ সনে অনুষ্ঠিত হলো যুক্ত নির্বাচন। ভোটাধিক্যের কারণে সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দুরা এ যুক্ত নির্বাচন প্রথায় নিরঙ্কুশভাবে জয়লাভ করলো সর্বত্রই। একজন মুসলমানও নির্বাচিত হলো না সারা দেশের কোথাও। শাসন কার্যে গেল শুধু হিন্দুদেরই প্রতিনিধি। মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার জন্যে একজন মুসলমানও যেতে পারলো না সেখানে। বোঝা গেল, পৃথক নির্বাচন ছাড়া কোনো রাহাই খোলা নেই মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার।

স্যার সৈয়দ আহমদ বুঝতে পেরেছিলেন, কংগ্রেস আন্দোলনের ফলে ভারতে গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি চালু হলে হিন্দুরাজ্য কায়েম হবে ভারতে। সংখ্যা লঘিষ্ঠ মুসলমানগণ সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দুদের অধীন হয়ে নিজেদের অস্তিত্বটাই হারিয়ে ফেলবে সাকুল্যে। তাই তিনি তাঁর লাখ্নৌ ভাষণে মুসলমানদের উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানালেন কংগ্রেসে যোগদান থেকে বিরত হয়ে পৃথক পথ বেছে নেয়ার।

পৃথক পথ বেছে নেয়ার গরজ আরো জোরদারভাবে অনুভূত হলো ১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে। হিন্দুদের উৎকট মুসলমান বিদ্বেষ আর মুসলমানদের উন্নতিতে

www.pathagar.com

তাদের তীব্র গাত্রদাহ ইতিহাসে এক কলংকময় অধ্যায় সৃষ্টি করলো বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী বা বঙ্গ প্রদেশ ভারত উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ প্রদেশ। এ বঙ্গ প্রদেশের লোক সংখ্যাই ছিলো সমগ্র উপমহাদেশের এক-তৃতীয়াংশ। এতবড় একটি প্রদেশ শাসন করা অসম্ভব হয়ে পড়লো একজন মাত্র ছোট লাটের পক্ষে। তাই, ইংরেজ সরকার তথা বড়লাট লর্ড কার্জন ঈসায়ী ১৯০৫ সনে বঙ্গ প্রদেশকে ভাগ করলেন দু' ভাগে। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা নামে দুই প্রদেশে বিভক্ত করলেন প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে। পূর্ব বাংলার পিছিয়ে পড়া জনগণের, যার সিংহ ভাগই ছিল মুসলমান, তাদের অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক উন্নতি বিধানের কিছুটা আগ্রহের জন্যেও বটে। উল্লেখ্য, হিন্দুদের উগ্রপন্থী কার্যকলাপের জন্যে ইতিমধ্যেই মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের নীতি ও মনোভাবের পরিবর্তন এসেছিল সঙ্গত কারণেই। পূর্ববঙ্গ (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ) আসামের সাথে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হলো নতুন এ প্রদেশ। এর রাজধানী স্থাপিত হলো ঢাকায়। পশ্চিম বঙ্গ (বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ) বিহার ও উড়িষ্যার সাথে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হলো অপর প্রদেশটি। কলিকাতাকেই করা হলো এর রাজধানী। ১৯০৫ সনের অক্টোবর মাস থেকে কার্যকর করা হলো এ নয়া ব্যবস্থা।

সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ছ্যাঁকা লাগলো সাম্প্রদায়িক বাবু মশাইদের গায়ে। হৈ হৈ করে উঠলেন কলিকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবিরা। পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণ করে, সরকারী চাকুরীতে একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে এবং হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করে শিক্ষিত আর সংস্কৃতিবান রূপে গর্বে বুক ফুলিয়ে ছিলেন এঁরা। বাঙ্গালী সংস্কৃতির একমাত্র ধারক বাহক মনে করতেন নিজেদের। পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করাতো দূরের কথা, 'ম্লেচ্ছ", "যবন", "নেড়ে", ইত্যাদি বলে ধিক্কার দিতেন মুসলমানদের। এ সময় অকস্মাৎ মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষা আর উন্নতির পথ এভাবে প্রশস্ত হয়ে গেলে, বঙ্কিম অনুসারীদের গায়ে যে আগুন লাগবে, এ আর বিচিত্র কি ?

স্বার্থ এঁদের শতমুখী। পূর্ব বঙ্গের হিন্দু জমিদারগণ বাস করতেন কলিকাতায়। নায়েব গোমস্তার মাধ্যমে খাজনার সাথে পাঁচ গুণ বাজনা আদায় করে নিয়ে সেই অর্থে ফূর্তি করতেন কলিকাতায় বসে। প্রজাদের সুখ-দুঃখের রাখতেন না কোনো খবরই। করতেন না প্রজাদের জন্যে কোনো জনহিতকর কাজ। তাঁরা দেখলেন, এ বঙ্গ বিভাগের ফলে পূর্ব বঙ্গের প্রজারা, বিশেষ করে মুসলমানেরা, আয় উন্নতি আর শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর হয়ে গেলে, ঐ পাঁচ গুণ বাজনা আদায়ের মুখে পড়বে ছাই, লাগাম পড়বে তাঁদের যদেচ্ছ আচরণের মুখে। কলিকাতার ব্যবসায়ীরা দেখলেন, কলিকাতা বন্দর বাদ দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করবে পূর্ব বাংলার লোকেরা। তাতে তাঁদের ব্যবসায়িক ক্ষতি হবে অপূরণীয়। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিলেরা দেখলেন, ঢাকায় স্থাপিত হবে হাইকোর্ট আর তাতে হবে পূর্ব বাংলার মক্কেল তাদের হাতছাড়া। সংবাদপত্রের মালিকেরা দেখলেন, নতুন পত্রপত্রিকা প্রকাশ পাবে ঢাকা থেকে, বিপুলাংশে হ্রাস পাবে তাঁদের কাগজের কাটতি। সর্বোপরি, কলিকাতার তথা কংগ্রেস

www.pathagar.com

পন্থী রাজনৈতিক নেতারা দেখলেন, মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষা আর অর্থনৈতিক উন্নতি হলে, ব্যাপকভাবে কমে যাবে তাঁদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি। মুসলমানেরা এগিয়ে যাবে রাজনীতিতে। সৃষ্টি হবে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বি। বিঘ্নিত হবে গোটা হিন্দুস্তানে একমাত্র হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।

এবম্বিধ নানা বিবেচনায় কলিকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি আর হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বঙ্গভঙ্গ রোধ কল্পে সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে। খ্যাতনামা নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বঙ্গভঙ্গের তীব্র নিন্দা করে বললেন, এটা করা হয়েছে হিন্দুদের অপমান ও অপদস্ত করার জন্যে। বঞ্চিতের কল্যাণটা হলো তাদের কাছে অপমান আর অপদস্ত হওয়ার ব্যাপার।

ফলে, বঙ্গ বিভাগের প্রতিবাদে কংগ্রেস শুরু করলো স্বদেশী আন্দোলন। বয়কট করলো বিলেতী দ্রব্য। আবেদন প্রতিবাদ কিছুই ফলপ্রসূ না হওয়ায় কংগ্রেস শুরু করলো সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা। স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ একাত্ম ঘোষণা করলেন এই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী উন্মাদনার সাথে। সভাপতিত্ব করলেন তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী কয়েকটি সভায়। রাখিবন্ধন দিবস ঘোষণা করে বঙ্গভঙ্গের দিনে জাতীয় শোক দিবস পালন করলেন তাঁরা। সভায় নেতাগণ শপথ গ্রহণ করলেন যে কোনো মূল্যে বঙ্গভঙ্গ রোধ করার। রাখি বন্ধনের দিনে গঙ্গা স্নানের মিছিলেও নেতৃত্ব দিলেন কবি বরীন্দ্রনাথ এবং প্রার্থনা সঙ্গীত হিসাবে গাইলেন—

"বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।"

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে উৎসাহ দিয়ে গাইলেন, "জয় মা বলে ভাসা তরী ---"।

হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতারা কংগ্রেসের মাধ্যমে ব্যাপক আন্দোলন ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ শুরু করলেন ইংরেজ সরকারকে বঙ্গ বিভাগ বাতিল করতে বাধ্য করার লক্ষ্যে। দেশ ছেয়ে গেল সন্ত্রাসবাদী ও বিপ্লববাদী গুপ্ত সমিতিতে। এসব গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি, অনুশীলন সমিতি–ইত্যাদি সংগঠনের উদ্দেশ্যেই ছিল মুসলমানদের উত্থানকে ঠেকিয়ে রেখে বৃটিশের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া। এসব সমিতির প্রধান ছিলেন ব্যারিষ্টার প্রমথ নাথ মিত্র। তাঁর সহযোগী ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস, ঠাকুর পরিবারের সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরো অনেকে।

ঢাকায় গুপ্ত সমিতির নেতা ছিলেন পুলিন দাস। ঢাকায় বিপ্লবীদের দীক্ষা দেয়া হতো সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে। বিপীন চন্দ্র পাল, অশ্বিনী কুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ সহ সবাই ছিলেন এ আন্দোলনের দিকপাল। বলা বাহুল্য, হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দিক থেকে বরীন্দ্রনাথ, বিপীন চন্দ্র পাল বা বঙ্কিমে তফাৎ নেই আদৌ।

মোদ্দাকথা, সর্বত্রই ব্যাপক ও ভয়ংকর সহিংস কার্যকলাপ শুরু হলো। সন্ত্রাসবাদীরা ইংরেজ কর্মচারীদিগকে হত্যা করতে লাগলো। ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যা করার অভিযোগে ১৯০৮ সালে ফাঁসি হলো ক্ষুদিরামের।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, বঙ্গ বিভাগ রোধ করার জন্যেই মূলতঃ সন্ত্রাসে লিপ্ত হন ক্ষুদিরাম। মুসলমানদের অগ্রগতি সহ্য হয়নি তার। এ অগ্রগতি ঠেকানোই ছিল তার আদি লক্ষ্য। অথচ বঙ্গভঙ্গ রোধ করার কথা সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে ক্ষুদিরামকে যদি চিত্রিত করা হয় নির্জলা দেশ স্বাধীন করার একজন সৈনিক বা মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে, তাহলে এর চেয়ে মিথ্যাচার আর ইতিহাস বিকৃতি হতে পারে কি ?

অবশেষে জয় হলো সন্ত্রাসেরই। সন্ত্রাসবাদের কাছে নতি স্বীকার করলো বৃটিশ সরকার। ১৯১১ সনের ১২ই ডিসেম্বর ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরী এলেন ভারত বর্ষে। তাঁদের আগমন উপলক্ষ্যে সন্ত্রাসবাদীরা ও আন্দোলনকারীরা কংগ্রেসের মাধ্যমে আয়োজন করলেন এক বিশেষ সম্বর্ধনা সভার। সম্বর্ধনায় তৃপ্ত হলেন রাজা রাণী। এ সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হলো বঙ্গভঙ্গ রদ করার কথা। ঘোষণা শুনে আনন্দে ফেটে পড়লেন হিন্দুরা। দুঃখে ও হতাশায় বিমর্ষ হলেন মুসলমানগণ। এ ঘোষণা ছিল তাঁদের কাছে নিদারুণ এক আঘাত স্বরূপ।

পূর্ব বাংলাকে আবার জুড়ে দেয়া হলো পশ্চিম বাংলার সাথে। বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হলো স্বতন্ত্র এক প্রদেশ। আসাম আবার চলে গেল চীফ কমিশনারের শাসনাধিনে। বঙ্গ প্রদেশের অঙ্গচ্ছেদ হলোই। আবহমান কাল থেকে বিহার ও উড়িষ্যা ছিল বঙ্গ প্রদেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই বিহার ও উড়িষ্যা বিচ্ছেদ হয়ে গেলই। এ নিয়ে কোনো ব্যথা বোধ করলেন না আন্দোলনকারী হিন্দুরা। কারণ, বিহার আর উড়িষ্যা ছিল হিন্দু প্রধান অঞ্চল। এখানে উন্নতি হলে হবে তাদের স্বজাতির।

কি বিচিত্র এদের নীতি আর রুচি। এরা সব পারে। স্বার্থে আঘাত লাগলে এরা ইংরেজ মারতে যায় আর স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এরাই আবার ইংরেজ রাজা রাণীর উদ্দেশ্যে গদ গদ হয়ে গান লিখে আর গান গায়–

"জয় জয় জয়হে ভারত ভাগ্য বিধাতা।"

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দুদের সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি আরো এতই নগ্ন হয়ে গেল যে, মুসলমানগণ মর্মে মর্মে অনুভব করলো পৃথক পথ হিসাবে নিজেদের একটি স্বতন্ত্র জাতীয় সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন। ১৯০৬ সালে মুসলমানগণ আগাখানের নেতৃত্বে সিমলায় একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করলেন বড় লাট লর্ড মিন্টোর কাছে। দাবী জানালেন, আইন সভায় মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের। কাজ হলো। মুসলমানদের ন্যায্য দাবী দাওয়া সহানুভূতির সহকারে বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দিলেন লর্ড মিন্টো।

শুরু হলো মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া আর মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনা জোরদার করার লক্ষ্যে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, নবাব ভিকার-উল-মুল্‌ক্, নবাব মহসিন-উল-মুল্‌ক্, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, আগাখান প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ। যোগাযোগ সম্পন্ন করে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ঢাকার শাহবাগে এক সভা আহ্বান করলেন ভারতের সকল নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের। ১৯০৬ সনের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রতিষ্ঠিত হলো "নিখিল ভারত মুসলিম লীগ।"

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গের সূত্র ধরে অতপর দেশে যে ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হলো তাতে তৎকালীন বড়লাট মিন্টো বুঝতে পারলেন, সেরেফ দমননীতির দ্বারা সম্ভব নয় ভারতের রাজনৈতিক অসন্তোষ ও অশান্তি প্রশমিত করা। শাসন পদ্ধতিতে সংস্কার আনা প্রয়োজন। তাঁর পরামর্শে বৃটিশ পার্লামেন্ট নতুন আইন পাশ করে সংস্কার আনলো শাসনে। ভারত সচিব লর্ড মর্লি আর বড়লাট লর্ড মিন্টোর নামানুসারে এ আইনের নাম হলো "মর্লি–মিন্টো শাসন সংস্কার।" এ সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তিত হলো নির্বাচন নীতি। প্রতিষ্ঠিত হলো স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা। অর্থাৎ পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে মুসলমানেরা অধিকার পেলেন মুসলমানের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার। এটিই হলো মুসলমানদের আন্দোলনের প্রথম বিজয়।

গড়িয়ে চললো দিন। এগিয়ে চললো স্বরাজ তথা ভারত বর্ষকে আযাদ করার প্রয়াস। কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতের হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করলেন, হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে সংগ্রাম না চালালে ভারতের আযাদীর আশা সুদূর পরাহত। তাঁরা অনুভব করলেন, তাঁদের যুক্ত দাবী উপেক্ষা করা সম্ভবপর হবে না ইংরেজ সরকারের পক্ষে। ইতিমধ্যে মুসলমানদের অবিস্মরণীয় নেতা কায়েদ-ই-আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ এসে মুসলিম লীগে যোগ দিলেন ১৯১৩ সনে। কায়েদ-ই-আযমের চেষ্টায় ১৯১৬ সনে সম্পাদিত হলো লাখ্‌নৌ চুক্তি (লাখ্‌নো প্যাক্ট)। এ চুক্তি অনুযায়ী মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকার করে নিলো ভারতীয় কংগ্রেস। মেনে নিলো মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের দাবী। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের এ মিলন চুক্তিতে সাড়া পড়ে গেল সরকারী মহলে। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এ হিন্দু মুসলিম ঐক্য টিকে রইলো প্রায় সাত-আট বছরকাল।

হিন্দু মুসলিম এ সম্প্রীতির মধ্যে ১৯১৪ সনে শুরু হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এ যুদ্ধে তুরস্ক বৃটিশ ও তার মিত্র শক্তির (ফ্রান্স ও রাশিয়া) বিরুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে যোগ দিতে বাধ্য হলো নানাবিধ কারণে। এ বিশ্বযুদ্ধে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের সহযোগিতা লাভ করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার অকুণ্ঠ আশ্বাস দিলো, যুদ্ধান্তে ভারতবাসীকে পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন দান করার। আশ্বাস দিলো, কোনো ক্ষতিই করা হবে না তুরস্ক সাম্রাজ্যের।

কিন্তু ১৯১৮ সনে যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রতারক বৃটিশ সরকার আশ্রয় নিলো প্রতারণার। তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মিশর, আরব, ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি দেশসমূহ নিজেদের ও অন্যান্য তাঁবেদারদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিলো পূর্ব ওয়াদা খেলাপ করে। এতে করে মক্কা, মদীনা, জেরুজালেম প্রভৃতি পবিত্র স্থানগুলো হস্তচ্যুত হয়ে গেল মুসলমানদের। তুরস্ক সাম্রাজ্যের সুলতান সুন্নী ইসলাম জগতের খলিফা হিসাবে সম্মান লাভ করতেন তখন। হযরত মুহম্মদ (স)-এর মৃত্যুর পর ইসলাম ধর্ম ও সাম্রাজ্যের অধিনায়ককে বলা হতা খলিফা। ফলাফল স্বাভাবিক। মুসলমানেরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে। ১৯২০ সনে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় ও সুলতানের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াসে ভারতীয় মুসলমানগণ শুরু করলেন "খিলাফত আন্দোলন" নামে তুমুল এক আন্দোলন। এ আন্দোলনে মুসলমানদের নেতা ছিলেন আলী ভ্রাতৃদ্বয় নামে খ্যাত মাওলানা শওকত আলী ও মুহম্মদ আলী। খিলাফত

www.pathagar.com

আন্দোলন সহ ইসলাম ও ভারতের মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে অসামান্য অবদান আছে তাঁদের। বিপুল শ্রম দিয়েছেন দুই ভাই। কারাবরণ সহ নির্যাতন ভোগ করেছেন অবর্ণনীয়।

এ মহাযুদ্ধে ভারতের হিন্দু মুসলমান সকলেই শক্তির অতীত ধন ও জন দিয়ে সাহায্য করে বৃটিশ সরকারকে। বিনিময়ে "মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার"-এর নামে বৃটিশ সরকার যে যৎ কিঞ্চিৎ স্বায়ত্ব শাসন দান করলো ভারতবাসীকে, তাও আর এক প্রতারণারই শামিল। সমস্ত ক্ষমতা রইলো বড়লাট ও প্রাদেশিক গভর্নরের হাতে, ভারতবাসী রইলেন যে ক্ষমতাহীন সেই ক্ষমতাহীন হয়েই। ফলে, এর বিরুদ্ধেও শুরু হলো তীব্র আন্দোলন।

বৃটিশ বিরোধী এ আন্দোলন দমন করার জন্যে কুখ্যাত "রাওলাট এ্যাক্ট" নামে এক কালো আইন পাশ করলো জালিম বৃটিশ সরকার। এ আইনের দ্বারা যে কোনো লোককে নির্বাসনে দেয়ার ব্যবস্থা করা হলো। হরণ করা হলো সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। রহিত করা হলো জুরীর সাহায্যে বিচার।

অনিবার্যভাবেই পুনরায় তুমুল বিক্ষোভ শুরু হলো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। এ বিভোক্ষ প্রচণ্ড হয়ে উঠলো পাঞ্জাবে। পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মাইকেল ও ডায়ার কড়া আদেশ জারী করলো প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে। এ নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ রাওলাট আইনের প্রতিবাদ করে ১৯২১ সনে সমবেত হলো অমৃতসরের নিকট 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' নামক এক স্থানে। 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' ছিল চারদিক সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রবেশ পথ মাত্র একটি। ইংরেজ সেনাপতি ডায়ার প্রবেশ পথ অধিকার করে নিয়ে এবং কোনো প্রকার সংকেত না দিয়েই মেসিনগানের অনর্গল গুলী বর্ষণ করতে লাগলো নিরুপায় জনতার উপর। এ বর্বরোচিত গুলী বর্ষণে নিহত হলেন বহুলোক, আহত হলেন অসংখ্যজন।

আগুন আরো জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। এ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যার প্রতিবাদে ভারতীয় হিন্দুগণ মহাত্মা করম চাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু করলেন অসহযোগ ও অহিংসা (নন কো-অপারেশন এ্যাণ্ড নন-ভায়োলেন্ট্) আন্দোলন। মহাত্মাগান্ধী নির্দেশ দিলেন বৃটিশ পণ্য বর্জন করার। ছাত্র-শিক্ষক বর্জন করলেন স্কুল কলেজ। হাজার হাজার কর্মচারী ছেড়ে দিলেন চাকুরী। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী যোগদান করলেন মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনে। তুঙ্গে উঠে গেল খিলাফত আন্দোলনও। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের খিলাফত ও গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে তোলপাড় হতে লাগলো সমগ্র ভারত বর্ষ। থর থর করে কেঁপে উঠলো বৃটিশ শাসনের ভিত্তিমূল। হিন্দু মুসলমানের ঐক্যই কাঁপিয়ে তুললো বৃটিশ সরকারকে। এ দুই আন্দোলন এক হওয়ার ফলে ভারতে দেখা দিলো এক অভূতপূর্ব গণজাগরণ।

কিন্তু বদনসীব, এ মিলন আর এগুলো না। টুটে গেল অকস্মাৎ। অসহযোগ আন্দোলনের মূলনীতি অহিংসাবাদ ব্যর্থ হওয়ার অছিলায় মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ সরকারের সাথে আপোষ মীমাংসা করে নিলেন ১৯২২ সনে এবং বন্ধ করলেন অসহযোগ আন্দোলন। সেই সাথে তিনি হিন্দুদের নির্দেশ দিলেন খিলাফত আন্দোলনে নীরবতা পালন করার। ফলে, ভেঙ্গে গেল ১৯১৬ সনের লাখ্‌নৌ প্যাক্টের মাধ্যমে গড়ে তোলা

www.pathagar.com

হিন্দু-মুসলিম ঐক্য। ভেঙ্গেই শুধু গেল না, এ দুই জাতির মধ্যে বিভেদ আবার বেড়েই চললো দিন দিন। উল্লেখ্য যে, খিলাফত আন্দোলনের তীব্রতা খর্ব হয়ে যাওয়ায় ১৯২৪ সনে তুরস্কের খলিফা পদের বিলোপ সাধন করলেন মুস্তফা কামাল পাশা।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এ বিভেদ অচিরেই প্রকট করে তুললো "হিন্দু মহাসভা"। ১৯২১ সনে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের নেতৃত্বে চরমপন্থী হিন্দুরা বেরিয়ে এলো কংগ্রেস থেকে এবং গঠন করলো 'হিন্দু মহাসভা' নামে এক চরম সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। ভারতবর্ষে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্নে বিভোর হয়ে এরা শুরু থেকেই প্রকাশ্যে শুরু করলো মুসলিম স্বার্থ বিরোধী প্রচার ও ঘোর আপত্তিকর কার্যকলাপ। অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাপক আকার ধারণ করলো হিন্দু-মুসলিম রেষারেষি ও বিদ্বেষ। চরমপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের প্ররোচনায় ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত মসজিদের সামনে বাদ্য বাজনা, গো-যবেহ ও কুরবানী নিয়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোহাট, লাখনৌ, এলাহাবাদ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে সংঘটিত হতে লাগলো রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত ও বিষাক্ত করে তুললো এসব বেদনাদায়ক দাঙ্গা হাঙ্গামা।

কলিকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবিরা পূর্ব বাংলার মুসলমানদের উন্নতির সাথে আর এক দফা বাদ সেধে তাদের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব আর একবার উলঙ্গ করে তুললো ইতিমধ্যেই। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় বিমর্ষ মুসলমানদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বড়লাট হার্ডিঞ্জ ঢাকায় এলেন ১৯১২ সনে। নবাব সলিমুল্লাহ, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, এ. কে. ফজলুল হক প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ তখন দেখা করলেন বড় লাটের সাথে। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের শিক্ষাগত অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ার কথা তুলে ধরে তাঁরা ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন করলেন বড়লাটের কাছে। আবেদনটি যুক্তিসংগত হওয়ায় ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দিলেন বড়লাট।

সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত! ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথেই হিন্দু নেতৃত্ব ফের এর বিরুদ্ধে গড়ে তুললো ব্যাপক আন্দোলন। ১৯১২ সনের ২৮শে মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদে বিশাল এক জনসভা আহ্বান করা হলো কলিকাতার গড়ের মাঠে। করুণ হলেও সত্য যে, এ সভাতেও সভাপতিত্ব করলেন স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পূর্ব বঙ্গে যে কবির বিশাল জমিদারী বিদ্যমান, সেই কবি চাননি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে শিক্ষিত হোক তার মুসলমান প্রজারা। হীনমন্যতা আর বলে কাকে? অথচ ইতিহাসের কি উদার দৃষ্টান্ত, যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কবি রবীন্দ্রনাথ এত আন্দোলন করলেন হীন মানসিকতা নিয়ে, ১৯২১ সনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ১৯২৬ সনে সেই কবিকে সাদর আমন্ত্রণ করে আনা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দেয়া হলো বিপুল সম্বর্ধনা। পুনরায় ১৯৩৬ সনে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ই সাহিত্যে সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদান করলো কবি রবীন্দ্রনাথকে। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন এ. এফ. রহমান আর ছাত্র সংসদের মহাসচিব ছিলেন এম. এ. কাদের। নিদারুণ পরিতাপের বিষয় যে, যারাই

www.pathagar.com

মুসলমানদের চরম স্বার্থবিরোধী, তাদেরই বরণ করতে এ দেশের এক শ্রেণীর মুসলমান বরাবরই তৎপর।

থাক সে কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে চলতে লাগলো প্রতিবাদ ও জঘন্য প্রচারণা। ব্যাপক প্রচারণা চালাতে লাগলো হিন্দু মালিকানাধীন সংবাদ পত্রগুলোও। হিন্দু বুদ্ধিজীবি ও নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন স্থানে সভা সমাবেশ করে বৃটিশ সরকারের কাছে পাঠাতে লাগলেন এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে গৃহিত প্রস্তাবসমূহ। গিরীশচন্দ্র ব্যানার্জী, রাস বিহারী ঘোষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি. সি. আশুতোষ মুখার্জীর নেতৃত্বে ১৮টি স্মারকলিপি পেশ করা হলো লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে।

এবম্প্রকার প্রতিরোধের মুখে ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরেও আবার যাতে করে সেখানে ছাত্র ভর্তি না হয়, এ মর্মে চলতে লাগলো মিথ্যা প্রচারণা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে "মক্কা" ইউনিভারসিটি, "ফোক্কা" ইউনিভারসিটি বলে কটাক্ষ করতে থাকেন শিক্ষিত হিন্দু সমাজ। অথচ প্রতিষ্ঠালগ্ন ১৯২১ সন থেকে বিশ বাইশ বছরের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কাজের জন্য যে ৫৭জন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি ও ডি. এস্. সি. ডিগ্রী লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র ৪ (চার) জন ছিলেন মুসলমান। এরপর আর কি বলা যাবে হিন্দু মানসিকতাকে!

এমনই সংকীর্ণ হিন্দু মানসিকতার মধ্য দিয়ে চলতে লাগলো মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। ক্রমবর্ধমান হিন্দু মুসলিম মতানৈক্য দেখে দেশের আযাদীর স্বার্থে চিন্তিত হয়ে উঠলেন জিন্নাহসহ কিছু হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দ। দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হলো "বেঙ্গল প্যাক্ট্" নামে। এজন্যে "দেশ বন্ধু" উপাধি পেলেন চিত্তরঞ্জন দাস। কিন্তু উগ্রপন্থী কংগ্রেস নেতারা এ চুক্তি নাকচ করে দিলেন জাতীয়তা বিরোধী আখ্যা দিয়ে।

হিন্দু মুসলিম মিলনের উপর দেশের আযাদী নির্ভর করছে বুঝে, এ মিলন প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেই লাগলেন কায়েদ-ই-আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপনের জন্যে তিনি কংগ্রেস নেতা মতিলাল নেহেরুর কাছে ১৯২৭ সনে প্রস্তাব দিলেন দিল্লীতে। মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার অপরিহার্য দিকসহ উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য চৌদ্দটি প্রস্তাব পেশ করলেন তিনি। এ প্রস্তাব "দিল্লি প্রস্তাব" এবং জিন্নাহর "চৌদ্দ দফা" নামে খ্যাত। হিন্দু-মুসলিম মিলনের নিরন্তর চেষ্টা পাওয়ার জন্যে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ "হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত" (Ambassador of Hindu Muslim Unity) আখ্যা লাভ করলেন।

কিন্তু যথাপূর্বং তথা পরং। এ দিল্লী প্রস্তাব পরীক্ষা করে দেখার জন্যে একটি কমিটি গঠিত হলো কংগ্রেস নেতা নেহেরুর সভাপতিত্বে। এ কমিটি 'নেহেরু রিপোর্ট' নামে যে রিপোর্ট দাখিল করলো তাতে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হলো মুসলমানদের স্বার্থ। রিপোর্টে বলা হলো—সরকার হবে এককেন্দ্রিক, স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা থাকবে না, থাকবে না মুসলমানদের আইন সভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাও।

www.pathagar.com

হতাশ হলেন মুসলমানগণ। দিল্লীতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে ভারতীয় মুসলমানগণ নতুন করে শপথ গ্রহণ করলেন তাঁদের ন্যায্য দাবী আদায়ের লক্ষ্যে। বলা বাহুল্য, মুসলমানদের হিন্দু বিদ্বেষী বলে অপবাদকারীরা ইতিহাস খুলে দেখে না, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির জন্যে মুসলমানেরাই এগিয়ে এসেছে বারবার আর বারবারই হিন্দুরা মুখ বাঁকা করে সরে দাঁড়িয়েছে সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে।

এ সময় ভারতের জনগণকে শাসন ব্যাপারে অধিকতর ক্ষমতা দেয়া যায় কিনা তা বিবেচনা করে দেখার জন্যে "সাইমন কমিশন" নামে ভারতে একটি কমিশন পাঠালো বৃটিশ পার্লামেন্ট। কমিশনে ভারতীয় কোনো সদস্য না থাকায় হিন্দু মুসলমান উভয়েই বর্জন করলেন এ কমিশন। জনসাধারণের সাথে আলাপ আলোচনা করে নিয়ে সাইমন কমিশন ফিরে গেল বিলেতে এবং তাঁদের ধ্যান-ধারণা মতো রিপোর্ট পেশ করলো বৃটিশ সরকারের কাছে।

১৯৩০ সনে প্রকাশিত হলো সাইমন কমিশন রিপোর্ট। কংগ্রেসের মনমতো না হওয়ায় ভারতীয় কংগ্রেস সদস্যগণ বর্জন করলেন এ রিপোর্ট এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশ ব্যাপী শুরু করলেন 'আইন অমান্য' আন্দোলন। শুরু হলো অরাজকতা। এ আন্দোলনে চট্টগ্রামের সূর্যসেন তাঁর সন্ত্রাসীদল নিয়ে লুণ্ঠন করলেন চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার। বস্তুতঃই সূর্যসেনের দল ছিল একটি সন্ত্রাসী দল। কালীমূর্তির সামনে দেহের রক্ত দিয়ে ফোটা চন্দন কেটে তারা সন্ত্রাস কাজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতো এবং দীক্ষা নিতো সন্ত্রাসে। কোনো মুসলমানের স্থান ছিলনা তাঁর দলে। কারণ, ইংরেজ বিদ্বেষের চেয়ে মুসলমান বিদ্বেষ একবিন্দুও কম ছিলো না তাদের। ইংরেজ ও মুসলমান উভয়েই ছিল তাদের সামনে সমান টার্গেট্। কাজেই, সূর্যসেনকে নিয়ে হিন্দুদের গর্ব করার যথেষ্টই আছে। কিন্তু কোনো মুসলমান যদি এ সূর্যসেনকে "মাষ্টার দা" বলে আহ্লাদে আটখানা হয়, তাহলে তার মতো আহম্মক আর বেহুদা দ্বিতীয়টি কে ?

সাইমন কমিশনের প্রস্তাব আলোচনা করার জন্যে বৃটিশ পার্লামেন্ট মুসলিম লীগ, কংগ্রেস ও দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিদের নিয়ে পরপর তিনটি গোল টেবিল বৈঠক করলেন বিলেতে। ১৯৩০ সনে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে (Round Table Conference এ) উপস্থিত ছিলেন আগাখান, কায়েদ-ই-আযম, আল্লামা ইকবাল প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ। জিন্নাহ তাঁর চৌদ্দ দফা তুলে ধরলেন গোল টেবিলের এ আলোচনায়। অনেক ঘটনা বহুল এ গোল টেবিল বৈঠকগুলোর আলোচনা ও সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করে বৃটিশ সরকার ১৯৩৫ সনে লিপিবদ্ধ করলেন ভারত শাসন আইন। স্বতন্ত্র নির্বাচনসহ জিন্নাহর চৌদ্দ দফার অধিকাংশ দাবীই স্থান পেলো এ আইনে। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই বড়লাট আর উইন ও গান্ধীর মধ্যে একটি আপোষ মীমাংসা হওয়ায় কংগ্রেস প্রত্যাহার করলো আইন অমান্য আন্দোলন।

১৯৩৫ সালের এ ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত হলো সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় কায়েম হলো মুসলিম লীগের হুকুমাত আর হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে কায়েম হলো কংগ্রেসী শাসন। কিন্তু এতে আবার আর একটি ফল ফললো বিষময়। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে

www.pathagar.com

মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন শুরু হলো তা বর্ণনার অতীত। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে কংগ্রেসের পতাকা উড্ডীন করা হলো। মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের 'বন্দে মাতরম' সংগীতে অংশগ্রহণ এবং গান্ধীজীর প্রতিকৃতিকে পূজা করতে বাধ্য করা হলো। মুসলমানদের জন্যে নিষিদ্ধ করা হলো গো-যবেহ ও গরুর গোশত ভক্ষণ। এছাড়া, উরদু ভাষার পরিবর্তে হিন্দী ভাষা এবং উরদু ফারসী লেখমালার পরিবর্তে দেবনাগরী লেখামালা জোর করে চাপিয়ে দেয়া হলো মুসলমানদের উপর।

এ অবস্থার মধ্যে ১৯৩৯ সনে আরম্ভ হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে ভারত সরকার জড়িয়ে গেল এ যুদ্ধে। মুহম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী সহযোগিতা দানের নিশ্চয়তা দিলো ইংরেজ সরকারকে। অপরপক্ষে কংগ্রেস অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী করলো বৃটিশ সরকারের এ বিপদের সুযোগ নিয়ে। এ বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় উপমহাদেশের যোগদান অনুমোদন না করে এর প্রতিবাদে কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করলো। কংগ্রেস শাসনের নির্যাতন ও অবিচার থেকে মুক্তি লাভ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মুসলমানগণ আর স্বস্তির প্রতিক হিসাবে "নাজাত দিবস" (Day of deliverence) পালন করলো মুসলিম লীগ।

বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে মুসলিম নেতৃবৃন্দ অনুভব করলেন, এসব কোনোভাবেই হিন্দুদের নির্যাতন আর হিংসুটে সাম্প্রদায়িক আচরণ থেকে মুসলমানদের রেহাই পাওয়া সম্ভবপর নয়। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেন, আর স্বতন্ত্র নির্বাচন বা আসন সংরক্ষণ নয়, মুসলমানদের জন্যে একটি পৃথক ও স্বাধীনরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই বাঁচার একমাত্র পথ। পৃথক ও স্বাধীন আবাস ভূমি স্থাপন করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই মুসলমানদের নিরাপত্তা, অস্তিত্ব ধর্ম ও কৃষ্টি বজায় রাখার। এ চিন্তার প্রেক্ষিতে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ বিশেষভাবে সচেষ্ট হলেন ভারতের মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করে মুসলিম লীগের পতাকা তলে সমবেত করার জন্যে। তাঁর এ অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মুসলিম লীগ অতি শীঘ্রই পরিণত হলো মুসলমানদের একটি গণ প্রতিষ্ঠানে। এ সময়েই ভারতীয় মুসলমানদের দ্বারা "কায়েদ-ই-আযম" উপাধিতে ভূষিত হলেন মুহম্মদ আলী জিন্নাহ। উল্লেখ্য যে, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ কিছু মুসলমান নেতা মুসলিম লীগে যোগ না দিয়ে কংগ্রেসেই রয়ে গেলেন পূর্ব প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষে করার প্রশ্ন তুলে।

সে যা-ই হোক, অতপর ১৯৩৮ সনে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো করাচীতে। সেই অধিবেশনে কায়েদ-ই-আযম মুহম্মদ আলী জিন্নার সভাপতিত্বে রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে "দ্বি-জাতিতত্ব" অর্থাৎ "দুই জাতি মতবাদ" (Two Nation Theory) প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করলেন, হিন্দু ও মুসলমান দুইটি আলাদা জাতি। তাদের জীবন দর্শন স্বতন্ত্র। তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐহিত্য, মহাকাব্য, মহাপুরুষ সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং পৃথক রাজ্য গঠন করা ছাড়া হিন্দু মুসলিম সমস্যা সমাধানের আর রাহাই নেই দ্বিতীয়।

www.pathagar.com

দুই জাতি মতবাদের উপর ভিত্তি করে নিজেদের জন্যে একটি পৃথক আবাস ভূমির দাবী তুললো মুসলিম লীগ। ১৯৪০ সনের ২৩শে মার্চ লাহোরের শাহী মসজিদ প্রাঙ্গনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ২৭তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো মুহম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে। এ অধিবেশনেই গ্রহণ করা হলো ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব। প্রস্তাবটি উপস্থাপন করলেন তদানিন্তন বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, সমর্থন করলেন চৌধুরী খালিকুজ্জামান। ১৯৪০ সনের বিখ্যাত এ লাহোর প্রস্তাবে অনেক কথার মধ্যে সার কথাটি হলো, ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে দুইটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় সংকল্পের কথা। অর্থাৎ, এ অধিবেশনে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলকে দু'টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে অভিহিত করা হলো এবং এ স্বাধীন রাষ্ট্রদ্বয় প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক সংগ্রাম চালানোর সিদ্ধান্ত ও প্রতিজ্ঞা নেয়া হলো।

পরবর্তীকালে এ একক ও অভিন্ন লক্ষ্যেই অর্থাৎ পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবী নিয়েই এগিয়ে চললো মুসলমানদের রাজনৈতিক তৎপরতা। ইতিমধ্যে ১৯৩৯ সনে যে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো সেই বিশ্বযুদ্ধে ভারতের হিন্দু মুসলমানদের সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে ১৯৪২ সনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌কে ভারত বর্ষে পাঠালেন শাসন সংস্কারের কিছু প্রস্তাব সহকারে। ভারতবাসীকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন দান করার প্রস্তাব দিলেন ক্রীপ্‌স্‌। সেই সাথে মুসলমানদের জন্যে কিছু বিবেচনার কথা রাখলেন তার প্রস্তাবে। এ দু'টির কোনোটাই মেনে নিতে না পেরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো কংগ্রেস আর লাহোর প্রস্তাব পুরোপুরি বাস্তবায়ন হওয়ার কথা না থাকায়, এ প্রস্তাব বর্জন করলো মুসলিম লীগও। কংগ্রেস শুধু বর্জন করেই থামলো না। পূর্ণ স্বাধীনতা তো নয়ই, তার উপর এ প্রস্তাবে মুসলমানদের কিছু ছাড় দেয়ার কথা সন্নিবেশিত থাকায়, আগুন ধরে গেল কংগ্রেস নেতাদের গায়ে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে "কুইট ইণ্ডিয়া" বা আগষ্ট বিপ্লব শুরু করলেন ভারতীয় হিন্দুগণ। সেই আন্দোলনেই এখন তোলপাড় হচ্ছে দেশ। যুক্তিসংগত কারণেই এ আগষ্ট বিপ্লবে অংশগ্রহণ থেকে বিরত আছে ভারতের মুসলমানেরা।

রাত এগারোটা পার হয়ে গেছে। পান্থশালা মেসের বোর্ডারেরা শুয়ে পড়েছে অনেকেই। অনেক ঘরেই নিভে গেছে আলো। কিন্তু আলো জ্বলছে আনোয়ার হোসেনের ঘরে। সে তখনও ঘুমায়নি। জালালউদ্দীন জালাল এখনও বাইরে। মেসে ফিরে আসেনি। বাইরের পরিস্থিতি এখন খুবই খারাপ। কংগ্রেসের "কুইট ইণ্ডিয়া" আন্দোলন বা আগষ্ট বিপ্লবকে কেন্দ্র করে প্রায় সর্বত্রই চলছে সহিংস কার্যকলাপ। চলছে গোলাগুলি, মারামারি আর লুটতরাজ। বিপ্লবে লিপ্ত হওয়ার কারণে ব্যাপক ধরপাকড় চালাচ্ছে ইংরেজ সরকার। ছোট বড় অনেক কংগ্রেস নেতা ইতিমধ্যেই কারারুদ্ধ হয়েছেন। এতে করে প্রকাশ্য সভা মিছিলে কিছুটা ভাটা পড়ে গেলেও, বন্ধ হয়নি আন্দোলন আর সন্ত্রাস। ক্রমেই এসব আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে যাচ্ছে। গুপ্তহত্যা গুপ্ত হামলা বেড়েই যাচ্ছে দিন দিন। এ বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে চোর ডাকাত আর

www.pathagar.com

পেশাদার লুটেরেরাও নেমে গেছে ময়দানে। কংগ্রেস কর্মীদের পাশাপাশি তারাও চালাচ্ছে লুটতরাজ আর গুপ্ত হামলা। এর শিকার হয়েছে নীরিহ্ জনগণ। বিপ্লবীদের শিকার হয়েছে ইংরেজ প্রশাসনের কর্মচারী আর ইংরেজ সমর্থকেরা। খাস ইংরেজদের নাগাল ধরতে বড় একটা না পারলেও, এদেশী কর্মচারীদের উপর তারা ঝাল ঝাড়ছে সমানে। সেই সাথে মুসলমানদের উপরও বিপ্লবীদের আক্রোশটা কম নয়। এ আগষ্ট বিপ্লবে মুসলমানেরা যোগদান না করায় তাদের উপরও চলছে গুপ্ত হামলা। ইতিমধ্যে এ রকম গুপ্ত হত্যা বেশ কয়েকটি ঘটেছে। রাত্রিকালেই বৃদ্ধি পায় সন্ত্রাসী তৎপরতা। শহরের অলিগলি সন্ত্রাসীদের স্বর্গরাজ্য বনে যায় রাতের আঁধারে।

এহেন পরিস্থিতিতে জালালউদ্দীন জালাল এখনও ফিরে আসেনি মেসে। কাগজের অফিস থেকে ফিরতে তার কোনোদিনই আটটা সাড়ে আটটার অধিক রাত হয় না। রাত এখন এগারোটা পার হয়ে গেল, তবু খবর নেই জালালউদ্দীনের। ব্যাপার কি ? কোনো মুসিবতে পড়েনিতো সে ? এ চিন্তায় আনোয়ার হোসেন কেবলই উঠ্‌বোস্ করছে ঘরের মধ্যে।

বেড়েই যাচ্ছে রাত। জালালউদ্দীনের ভাত তরকারী ঘরে এনে ঢেকে রেখে লালা বাউল আর আলাবক্‌শও গিয়ে শুয়ে পড়েছে কিছু আগে। খাবারগুলো পড়ে আছে আনোয়ারের সামনে। কি করা যায়, আনোয়ার হোসেন কেবলই তা ভাবছে। আলাবক্‌শদের ডেকে নিয়ে জালালউদ্দীনের খবর করতে বেরুবে কিনা ভাবতেই দ্রুত পদে ফিরে এলো জালালউদ্দীন। তার ফিরে আসাতে আনোয়ার হোসেন মনে মনে আশ্বস্ত হলেও, জালালউদ্দীন ঘরে ঢুকতেই আনোয়ার হোসেন সরোষে বললো—এই যে সোনার চাঁদ, ফিরে এলেই তাহলে ? জাহান্নামের পথটা খুঁজে পাওনি শেষ পর্যন্ত ?

জালালউদ্দীন ঈষৎ হাস্যে বললো—তা যা বলেছো দোস্ত্। রাস্তায় আজ বেজায় গণ্ডগোল। চরম দুযোর্গ।

ঃ দুর্যোগ !

ঃ খুনখারাবী কারবার। সন্ত্রাসীদের হাতে রাস্তায় আজ খুন হয়েছে একজন আর জখম হয়েছে তিন চারজন।

ঃ বলো কি ! কে ? খুন হলো কে ?

ঃ হবে হয়তো তাদের টার্গেট কোন্ এক অভাগা। সেটা কি জানার বা দেখার উপায় আছে ? পুলিশ এসে সরিয়ে নিয়েছে লাশ।

ঃ তারপর ?

ঃ এ নিয়ে সন্ত্রাসীদের আস্ফালন, জনগণের হৈ চৈ আর পুলিশী তৎপরতা। ভয়ে পথচারীরা কে কোন্‌দিকে ছুটছে, তার হদিস্ করে কে ? সন্ত্রাসী ভেবে আবার কাকে যে কোনদিকে তাড়া করছে পুলিশ, সেও আর এক ফ্যাসাদ।

ঃ আর আহতরা ?

ঃ অল্প আহত লোকেরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেছে আর অধিক আহত একজনকে নাকি লোকজন নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে দিয়েছে।

www.pathagar.com

ঃ চিনতে পারেনি তাকে ?

ঃ হয়তো পেরেছে। কিন্তু ঐ হৈহুল্লোড়ের মধ্যে সেটা জানতে যায় কে ? যতটা বোঝা গেল, ওরা ইংরেজ সরকারের পক্ষের লোক।

ঃ হুঁ ! কখন ঘটলো ঘটনাটা

ঃ তা রাত প্রায় সাড়ে ন'টার দিকে।

ঃ সাড়ে ন'টার দিকে ! রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত অফিসে আজ কাজ ছিল তোমার ?

ঃ আরে না-না, অফিস থেকে বেরিয়েছি তো সন্ধ্যা সাতটার কিছু আগেই।

ঃ সাতটার আগেই ? তাহলে গিয়েছিলে কোন্ নরকে ?

জবাব না দিয়ে জালালউদ্দীন মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগলো। তা দেখে আনোয়ার ফের প্রশ্ন করলো—হাসছো যে ?

জালালউদ্দীন হাসি মুখে বললো—নরকে নয় দোস্ত্, গিয়েছিলাম স্বর্গেই। রাস্তায় গোলমালটা শুরু হওয়ায় স্বর্গবাসের মেয়াদটা আমার বেড়ে গেল। ঘটনাটা আমার সেই স্বর্গের কাছেই কিনা ? পুলিশের তৎপরতায় রাস্তাঘাট ক্লিয়ার হলো এতক্ষণে আর আমার স্বর্গচ্যুতি ঘটলো।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ স্বর্গ থেকে বেরিয়ে এইতো তোমার এ নরকে এসে ঢুকলাম।

ঃ বটে ! এ দুপুর রাতে হেঁয়ালী শুরু করলে ?

ঃ হেঁয়ালী নয় দোস্ত্, বাস্তব ঘটনা। জনৈকা অপ্সরীর আমন্ত্রণ ফেলতে না পেরে তার পেছনে পেছনে স্বর্গে চলে গেলাম। অর্থাৎ সেই অপ্সরীর কুঞ্জে প্রবেশ করলাম।

ঃ ফের ?

ঃ চোখ পাকাচ্ছো কেন ? আমি কি মিথ্যা বলছি তোমার কাছে ?

ঃ তাজ্জব ! ব্যাপারটা কি বলোতো ?

ঃ ব্যাপার গুরুচরণ। জনৈকা রূপসী তরুণীর সাদর আমন্ত্রণ রক্ষার্থে তার সাথে তার বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। সেই রূপসীর আদর আপ্যায়ন শেষ হতে না হতেই রাস্তায় ঐ গোলমাল। বেরোই কি করে ?

আনোয়ার হোসেন উৎসুক হয়ে উঠলো। বললো—এই সেরেছে ! বলো কি দোস্ত্!

ঃ বিশ্বাস হচ্ছে না ?

ঃ হবে কি করে ? অফিস আর মেস্, মেস্ আর অফিস। এর বাইরে কিছুই আর বোঝো না। সেই তোমাকে কেউ আবার আমন্ত্রণ করে নিয়ে যায় নাকি ? মানে, কোনো তরুণী ?

ঃ কেন, ওটা কি কেবল তোমারই একচেটিয়া সম্পত্তি। ইষ্টিশনের কুলির আখড়া থেকে তোমাকে যদি কোনো সুন্দরী গাড়ীতে করে বাসায় আনতে পারে, আমাকে আমার অফিস থেকে পায়ে হাঁটিয়ে কেউ তার বাসায় নিতে পারে না ?

ঃ যা-ব্বাবা ! একি বলছো দোস্ত্ ? এও সম্ভব ?

ঃ সন্দেহ তবু কাটছে না ? নাইবা হলো চেহারা আমার তোমার মতো অতটা চটকদার। তাই বলে তো একেবারে কদাকারও নই আমি !

www.pathagar.com

ঃ ভড়ং করছো কেন ? কে বললে দেখতে তুমি কদাকার ? তোমার মতো দর্শনধারী পুরুষ আর ক'জন আছে আমাদের এ মেসে ? কথাটা তো চেহারা নিয়ে নয়, তোমার হুম্ মেরে থাকা স্বভাবটা নিয়ে। চলনে, বলোনে, বসনে-তুমি তো এক দরবেশ। সংসার বিমুখ বৈরাগী।

ঃ বৈরাগীর পেছনেও বোষ্টুমী লাগে তা জানো না ? নাকি এটাও কোনো আজব কথা।

ঃ না-না, মোটেই আজব কথা নয়। তাহলে সেই বোষ্টুমীটি কে বাবা ? মানে, তোমার ঐ অপ্সরীটি ? স্বজাতি না বিজাতি ?

হেসে ফেললো জালালউদ্দীন। বললো—আরে গিদ্ধর, স্বজাতি হলে তো হুরীই বলতাম, অপ্সরী বলবো কেন ?

ঃ ও-হ্যাঁ, তাইতো। তা নামটা কি জানতে পারি ? অপ্সরীর পরিচয়টা ?

ঃ নাম লাবণ্যময়ী। লাবণ্যময়ী দাসগুপ্তা। আমাদের ঐ পত্রিকা অফিসেরই এক কর্মচারী। আমার বস্।

ঃ যাঃ সংকেট। তোমার বস্ ? মানে তোমার উপরওয়ালী। ?

ঃ উপরওয়ালী হলে কি হবে, বয়সে আমার নীচুওয়ালী। কমপক্ষে তিনচার বছরের।

ঃ বিবাহিতা, না অনূঢ়া ?

ঃ অনূঢ়া। অরক্ষণীয়া অনূঢ়া।

ঃ সাব্বাস। তা তোমার প্রতি হঠাৎ তাঁর প্রেম এতটা উথ্‌লে উঠলো কেন ? প্রেম বিতরণ করার বুঝি আর লোক খুঁজে পাননি ?

ঃ হঠাৎ উথ্‌লে উঠবে কেন ? দিনে দিনে উঠেছে।

ঃ সেই উঠার পেছনে কারণটা কি ?

ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার। পারিশ্রমিকও বলতে পারো।

ঃ পারিশ্রমিক মানে ?

ঃ শ্রমের বিনিময়। তাঁর জন্যে প্রতিদিন যত পরিশ্রম করি আমি, বিনিময়ে কিঞ্চিৎ প্রেম বিতরণ না করলে বেজায় গা-কাটা হয়ে যায় না কি ?

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ উনি আমাদের খবরের কাগজের সাহিত্য বিভাগে কাজ করেন। সাহিত্য বিভাগের সহকারী। সাহিত্য সম্পাদকের পরেই তাঁর স্থান। সম্পাদকের সময় নেই সব লেখা বিবেচনা করে দেখার আর সংশোধন করার। সহকারী শ্রীমতি লাবণ্যময়ীকেই ও কাজটা করতে হয়। কিন্তু বিয়ে না করে কোনোমতে বি. এ.টা পাশ করলেও, সাহিত্যে জ্ঞান তাঁর অশ্বডিম্ববৎ। তাই নিজের কাজের পাশাপাশি এ অভাগাকেই কষ্ট করে সে কাজটা করে দিতে হয়।

ঃ তোমাকে ?

ঃ উপরওয়ালীর আব্দার অপূরণ রাখি কি করে, বলো ?

ঃ আচ্ছা।

www.pathagar.com

ঃ আমার পসন্দ আর সংশোধন করা লেখাগুলো সম্পাদকের খুবই পসন্দ হওয়ায় প্রচুর বাহবা পেয়েছেন উপরওয়ালী। এ বাহবা তিনি অনেকদিন থেকেই পেয়ে আসছেন। সাহিত্যের একজন ভাল সমঝদার হিসেবে অফিস মহলে বেশ তাঁর খ্যাতি। কিন্তু তিনি তো জানেন, তাঁর এ খ্যাতির নেপথ্যজন কে ? সুতরাং, উপরওয়ালী আর নীরব থাকতে পারেননি। কৃতজ্ঞতার বোঝাটা হাল্কা করার জন্যে অনেকদিন থেকেই পিছু নিয়েছেন আমার। বাসায় এনে একটু খাতির যত্ন, মানে আদর আপ্যায়ন করার আগ্রহে অধীর হয়ে ছিলেন। নাছোড় পিণ্ডে হওয়ার জন্যে আজ যেতেই হলো তাঁর বাসায়।

ঃ মা'শাআল্লাহ। তা বাসায় এনে উপরওয়ালী কি উপরওয়ালীই থাকলেন, না মিতালী পাতিয়ে বসলেন ?

ঃ মিতালী-মিতালী, দুরমার মিতালী। এমন শুরু করলেন যে, অফিসের উপরওয়ালী বাসায় এসে একদম দীলওয়ালী বনে গেলেন। কোথায় বসাবেন, কি খাওয়াবেন, সে কি ব্যস্ততা !

ঃ মার কাটারী ! তারপর ?

ঃ খাদ্য পানীয় নিজের হাতে বয়ে আনলেন। পাশে এসে বসলেন। পাশে বসে নিজে পরিবেশন করে খাওয়ালেন। এরপর বিশ্রম্ভালাপ। সুধা মাখা বাৎচিৎ। আলাপ-ঠাট্টা মাতামাতি। উঠি উঠি করি তবু উঠতে দেন না। উঠতে যখন দিলেন, তখন রাস্তায় ঐ গণ্ডগোল।

ঃ খাইছেরে। দোস্তরে আমার গোটাই গিলে খাইছে।

ঃ গিলে খাইছে ?

ঃ একদম রোষ্ট করে খাইছে। হাড় হাড্ডিও রাখেনি। এতদিনে দোস্ত আমার মরণ ফাঁদে পড়লো।

ঃ বটে ! তা ফাঁদে পড়ার কারণটা কি ঘটলো ?

ঃ আরে বাবা ! এরপরও কারণ খুঁজে বেড়াচ্ছো ? তোমার উপরওয়ালীর ঐ ভাব দেখে কিছুই কি তুমি বোঝোনি ?

ঃ বুঝবো না কেন ? যথেষ্ট বুঝেছি। এতটা খাতির যত্ন করার পর তাঁর আব্দার আর কোনোদিনই উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না আমার। কাজও করে দিতে হবে, আবার সে কথা বলাও কাউকে চলবে না।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ অর্থাৎ ঐ সাহিত্য বিভাগের সহকারিণীর সহকারীগিরি করাটা আমার চিরস্থায়ী হয়ে গেল।

ঃ সেই সাথে সেই সহকারিণী চিরসঙ্গিনী হওয়ার পথও যে পোক্ত করে নিলো, সে কথা এড়িয়ে যাচ্ছো কেন ?

ঃ হায়রে ছাগল ! মরীচিকাকে জলাশয় ভেবে শুকনোয় ডুবে মরলে ? এ মাল আর পাঁচটা মেয়ের মতো সাদামাটা নয়, বড়ই সেয়ানা মাল। আমার তোমার মতো অল্প পানির মাছও নয়, গভীর পানির মাছ। কাজ আদায়ের জন্যে যে টোপ যেখানে

www.pathagar.com

প্রয়োজন, সেই টোপই সেখানে ইনি তুলে ধরেন। এঁর সম্পর্ক কাজের সাথে, দীলের সাথে নয়।

ঃ কি রকম ?

ঃ পেটে বিদ্যা বেশী না থাকলেও, মাথায় বুদ্ধি এঁর অসাধারণ। এতকম যোগ্যতা নিয়ে গোটা অফিসটাকে যে কিভাবে ইনি মুঠোর মধ্যে রেখেছেন, তা কি আর দেখছিনে ? যে পীর যে শিরনীতে তুষ্ট, সেই পীরকে তিনি অকাতরে সেই শিরনীই বিতরণ করে বেড়ান।

ঃ তাই যদি হবে, তাহলে তোমার সাথে এতটা পিরীতিভাব কেন ? এ শিরনীর পীর যে তুমি নও, এটা কি তিনি জানেন না ?

ঃ হয়তো জানেন, হয়তো জানেন না। এর চেয়ে যে উমদা শিরনী তাঁর হাতে আর কিছু নেই। একটু মুচ্‌কি হাসি দিয়ে কাজ এখানে হবে না বুঝেই হয়তো জান ছেড়ে দিয়েছেন।

ঃ সেই জানটা যদি শেষ পর্যন্ত তোমাকেই একেবারে ছেড়ে দেয়, তখন ?

ঃ তখন ? তখন না হয় আমার বদলে তোমাকেই এগিয়ে দেবো তাঁর সামনে। চেহারা, বিদ্যা, সবই তোমার আমার চেয়ে শতগুণে উমদা। জানটা আমার দিক থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে তোমার দিকে ছুড়ে মারতে মোটেই দ্বিধা করবেন না শ্রীমতি।

ঃ তাই নাকি ? তাহলে তোমার গতিটা হবে কি ?

ঃ কোনো গতি না থাকে, কলসী দড়ি, নিয়ে ডোবায় ডুবে মরবো। তবু এমন সেয়ানা জান বক্ষে ধারণ করার আমার সাধ্য নেই।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আনোয়ার হোসেন বললো—যাক বাবা, একটা দিকে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ঃ একটা দিক কেমন ?

ঃ সেই দূর দ্বীপবাসিনীর কপালটা আর পুড়লো না। এ ধাক্কাটা বেঁচেই গেলেন বেচারী।

ঃ সে আবার কে ?

ঃ সেটা তুমিই ভাল জানো। সুদূর পূব বাংলায় কাকে যেন অপেক্ষায় বসিয়ে রেখেছো তুমি, তা কি ইতিমধ্যেই ভুলে গেলে ?

ঃ অপেক্ষায় বসিয়ে রেখেছি ! একথা কে বললে তোমাকে ?

ঃ তুমিই বলেছো। সরাসরি না বললেও আকারে ইঙ্গিতে বলেছো।

ঃ আকারে ইংগিতে ?

ঃ জি–হাঁ। তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে কে কে যেন কাড়াকাড়ি করেছেন, কে যেন একজন হাত বাড়িয়েই আছেন এখনও, পথ চেয়ে আছেন তোমার—একথা তো তুমিই বলেছিলে।

হেসে ফেললো জালালউদ্দীন। বললো—ও, একথা, তা থাকলে আমার কি ?

ঃ তোমার কি মানে ? এত নিষ্ঠার সাথে যিনি এখনও পথ চেয়ে আছেন, তার প্রতি কি কোনো কর্তব্যই নেই তোমার ?

www.pathagar.com

ঃ কি কর্তব্য থাকবে আমার ?

ঃ বেচারীকে আর অধিক কষ্ট না দিয়ে তার প্রতিক্ষার অবসান ঘটানো। এক ফাঁকে গিয়ে মওলা বলে তাঁকে কবুল করে আসা।

ঃ আহারে, কি আমার কর্তব্য ! নিজের শোয়ার জায়গা নেই শংকরীকে কয় মধ্যে শো।

ঃ কি রকম ?

ঃ রকমটা হলো, বক বক করাটা দয়া করে থামাও। রাত এখন অনেক।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ জি। দয়া করে শুয়ে পড়ো। আমার ভাত তরকারী ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

ঃ জিনা, অনেক আগেই ওটা বাসী হয়ে গেছে। ওটা আর মুখে না দিয়ে, লাবণ্যময়ীর মুখখানা ধেয়ান করতে করতে তুমিও শুয়ে পড়ো।

ঃ তবেরে। তুমি থামবে ?

ঃ জো হুকুম জাঁহাপনা।

৭

সপ্তাহে একদিন হাফ ইস্কুল। চার পিরিয়ডের পর টিফিন পিরিয়ডে ছুটি। এমনই এক হাফ স্কুলের দিনে আনোয়ার হোসেনও পড়ে গেল আমন্ত্রণের বেড়ে। তবে জালালউদ্দীনের মতো আনোয়ারের আমন্ত্রণকারী কোনো অপ্সরী বা দেবী নন, তিনি একজন দেব। শ্রীযুক্ত রসিক চাঁদ মিত্র।

আরো বেশী বদলে গেছেন রসিক চাঁদ। এখন একজন পুরোপুরি ভাল মানুষ হয়ে গেছেন। ঠিক মতো স্কুল করেন, দুই ব্যাচ প্রাইভেট পড়ান, বাড়ীতে চলে দুই দুইটে সেলাই মেশিন। আনোয়ারকে দেয়া ওয়াদা তিনি পালন করেছেন হৃষ্টচিত্তে। পরের দিনই লেগে গেছেন টিউশানীতে। আনোয়ারের অন্যান্য নসিহতও নিষ্ঠার সাথে মেনে চলেছেন রসিক বাবু। দেখে শিখে জ্ঞানবান আর ঠেকে শিখে নাদান। নাদান নালায়েক না হলেও, রসিক চাঁদ মিত্র বেহুঁশ ছিলেন এতদিন। গড্ডালিকা প্রবাহে গা এলিয়ে দিয়ে ভেসে চলে যাচ্ছিলেন জড় পদার্থের মতো। বাঁধভাঙ্গা অভাবের বেমক্কা ধাক্কায় হুঁশ ফিরেছে তাঁর। অভাবকে বাগে আনার সদেচ্ছা জেগেছে। কিন্তু চিন্তা করে পথ খুঁজে পাননি। অভাবকে ঠেকানোর পথের অভাবে রসিক চাঁদ মিত্র যখন একেবারেই হতাশ, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁকে পথ দেখিয়ে দেয় তাঁর সহকর্মী আনোয়ার হোসেন। অত্যন্ত সহজ-সরল পথ। একনিষ্ঠভাবে সেই পথে চলার ফলে এখন সুদিনের মুখ দেখছেন রসিক চাঁদ। অভাব তাঁর দ্রুতপদে পথ ধরেছে পলায়নের আর সংসারে তার ফিরে আসছে সন্তোষজনক সচ্ছলতা। কৃতজ্ঞতার ভার কিছুটা লাঘব করার জন্যে রসিক বাবুতো ব্যস্ত হয়ে উঠবেনই।

ছুটির ঘণ্টা বাজতেই রসিক বাবু ধরে বসলেন আনোয়ারকে। বললেন—আজ আর "না" বললে শুনছিনে ভাই সাহেব। পুরো একটা বেলা অবসর। আজ আপনাকে যেতেই হবে আমার বাড়ীতে।

www.pathagar.com

আনোয়ার হোসেন হকচকিয়ে গেল। ইতস্ততঃ করে বললো—আহা, সে না হয় যাবো একদিন সুবিধে মতো। এজন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কেন ?

ঃ কেন যে উঠেছি, তা যদি বুঝতেন আপনি ! গৃহে আমার টিকে থাকা দায় হয়েছে এজন্যে।

আনোয়ার হোসেন বিস্মিত কণ্ঠে বললো—কেমন কেমন ?

রসিক চাঁদ বললেন—পরিবারের সবাই যারপর নেই ক্ষেপে উঠেছেন আপনাকে দেখার জন্যে। সকলের মুখে সবসময় ঐ এক কথা।

ঃ আমাকে দেখার জন্যে ?

ঃ বিশেষ করে, আমার মাকে তো কিছুতেই সামাল দিতে পারছিনে। একা একা ঘরে ফিরলেই তেড়ে আসেন তিনি। বলেন, আজও ছেলেটাকে বাসায় নিয়ে এলে না ? এরপর হুম্ মেরে যান। আর কথাই বলেন না আমার সাথে। এবার বুঝুন।

ঃ দারুণ কথা ! এত আগ্রহ তাঁর ?

ঃ হবেই না বা কেন ? তাঁর এ উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলেকে এমন সুশীল আর সংসারী করে দিলেন যিনি, তাঁর প্রতি তাঁর আগ্রহের সে সীমা পরিধি থাকবে না—এটাই তো স্বাভাবিক !

ঃ রসিক বাবু !

ঃ দিনরাত কেঁদে কেটেও যে কাজটি করতে পারেননি তিনি, সে কাজ আপনি এক পলকে করে দিয়েছেন জাদুকরের মতো। এরপর আর আপনার প্রতি আগ্রহ কারো বাঁধ মানে, বলুন ? পরিবারের সবাইকে যে যাদু করে ফেলেছেন আপনি !

রসিক বাবু হাসতে লাগলেন। আনোয়ার হোসেন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো—সেকি! আমি আপনাকে সংসারী করে দিয়েছি, একথা তাঁরা জানলেন কি করে ?

ঃ আরে বলেকি ! সেরেফ একথা ? সব কথাই তো জানেন তাঁরা।

ঃ সব কথা !

ঃ আপনি ঐ কঠিন দুঃসময়ে অর্থ সাহায্য করে অনাহার থেকে বাঁচিয়েছেন সবাইকে, ছাত্র সংগ্রহ করে দিয়ে টিউশানীতে লাগিয়েছেন আমাকে, সেলাই মেশিন চালু করে পূর্ব ব্যবসা ফিরিয়ে আনার পরামর্শটাও আপনারই—এসব কথা সবই তাঁরা জানেন।

আনোয়ার হোসেনের বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে গেল। জোর দিয়ে প্রশ্ন করলো—কি তাজ্জব ! সেই জানলেন তাঁরা কি করে ?

ঃ আমিই সব বলেছি।

ঃ আপনিই বলেছেন ?

ঃ বলবো না ? কাজে আর মানসিকতায় আমার মধ্যে অকস্মাৎ এতবড় পরিবর্তন দেখলে, এর উৎসটা তো খোঁজ সবাই করবেনই। আমিই বা সত্যটা গোপন করবো কেন ?

ঃ রসিক বাবু !

www.pathagar.com

ঃ চোখে আপনাকে না দেখলেও, আমার পরিবারের সবার কাছে আপনি এক অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তি এখন। আপনার প্রতি সবাই ভীষণ কৃতজ্ঞ।

ঃ ব্যাপারটা তো অত্যন্ত জটিল হয়ে গেল। আমি এমনকি করেছি যে এতটা কৃতজ্ঞবোধ করছেন তাঁরা ? সেরেফ দু'টো সৎ উপদেশ দেয়া বইতো নয় ? এমনটি তো সবাই সবাইকে দেয়।

ঃ হ্যাঁ, দেয়। কিন্তু সবার সব উপদেশ সবসময়ই কার্যকর হয় না।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ আনোয়ার ভাই, মানুষের জীবনে কোনো কোনো সময় এমন মুহূর্ত আসে যখন একটা কথাতেই তার জীবনের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে যায়। ঐ গল্পটা তো জানেন। "বেলা যে ফুরিয়ে গেল"—এই এক কথাতেই ভীষণ সংসারী এক জমিদার সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন, সংসারে আর ফিরলেন না। খুবই পরিচিত গল্প। আমার ব্যাপারটাও বলতে পারেন অনেকটা ঐ রকমই।

ঃ রসিক বাবু !

ঃ আমার ঐ চরম দুঃসময়ে আপনার আন্তরিক উপদেশ ঐ রকমই কাজ করেছে আমার উপর। ঐ মুহূর্তে এত দরদ দিয়ে যদি উপদেশগুলো না দিতেন আর আমার ভালাই চিন্তায় এতটা সক্রীয় হয়ে না উঠতেন, তাহলে হয়তো আমার বোধোদয় কোনোদিনই হতো না। উপদেশ তো আর এ জীবনে কম দেননি কেউ আমাকে !

ঃ তাজ্জব !

ঃ এখানে দাঁড়িয়ে আর তাজ্জব হয়ে কাজ নেই। কাইগুলী আমার সাথে আমার বাড়ীতে চলুন, তাজ্জব হওয়ার অনেক কিছু দেখবেন গিয়ে সেখানে।

রসিক বাবু ফের হাসতে লাগলেন। আনোয়ার হোসেন আমতা আমতা করে বললো—কিন্তু আমার যে খানিক পরেই টিউশানীতে যেতে হবে দাদা। ছুটি নিয়ে পর পর দু'দিন যাইনি। আজও না গেলে খুবই মাইণ্ড করবেন তাঁরা।

ঃ কোথায় টিউশানীতে যান আপনি ?

ঃ এই তো এ মহল্লার ঐ মাথায় মিঃ খান মজলিস সাহেবের বাড়ীতে।

ঃ খান মজলিস মানে ? মিঃ এ. আর. খান মজলিস ?

ঃ জি–জি, সেখানেই।

ঃ আরে, তাঁর বাড়ীতো আমার বাড়ীর কয়েকটা বাসা পরেই। পথ ঐ একটাই। তাহলে আর কথা নেই। চলুন–চলুন, আমার বাড়ী হয়ে আপনি ও বাড়ীতে যাবেন। গোটা একটা বেলা আছে হাতে। অসুবিধে কি ?

অসুবিধে আসলে তেমন একটা ছিলও না। যা ছিল তা আনোয়ারের সংকোচ আর দ্বিধা। রসিক মিত্রের চাপের মুখে সে দ্বিধা-সংকোচ বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারলো না। রাজী তাকে হতেই হলো এবং রসিক মিত্রের সাথে তার বাড়ীতে চলে এলো আনোয়ার হোসেন।

একতলা পুরাতন এক বাড়ী। ধরন গড়নে বোঝা যায়, এককালে বেশ একটা সচ্ছল আর রুচিশীল পরিবারের বসতবাটি ছিল এটা। ঘর-দোরের সে শ্রী-চেহারা আজ আর নেই। অযত্নে অতদবিরে হাড়-হাড্ডি বেরিয়ে গেছে দুর্ভিক্ষ পিষ্ট দরিদ্রের

www.pathagar.com

মতো। বাড়ীর বাইরের দিকটা নিতান্তই শ্রীহীন। অবশ্য ভেতরের দিকটা, আঙ্গিনা বারান্দা মেঝে, বেশ পরিচ্ছন্নই আছে প্রতিদিন সযতনে ধোয়া মোছার কারণে।

সামনের ঘরই বসার ঘর। আনোয়ার হোসেনকে নিয়ে রসিক চাঁদ এসে বসার ঘরে ঢুকলেন আর আনোয়ারকে তক্ত পোষে বসালেন। বসার ঘরে কথা শুনে রসিক বাবুর মা ভেতর থেকে উঁচু গলায় বললেন-কেরে, রসিক নাকি ? ইস্কুল থেকে ফিরে এলি ?

রসিক বাবু উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ মা, এলাম। সাথে করে কাকে আজ নিয়ে এসেছি, দেখো এসে।

উৎসুক কণ্ঠে মা বললেন—কাকে রে ? কাকে নিয়ে এসেছিস্ ?

ঃ যাঁকে দেখার জন্যে সবাই তোমরা অস্থির, সেই লোককে।

ঃ এ্যা ! বলিস কি ? আনোয়ার হোসেনকে ?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাঁকেই।

ঃ ওমা, কি ভাগ্যি ! কৈরে মালতী, বৌমা কোথায় ? এসো-এসো, সেই ছেলেটা এসেছে আজ। সেই ভীষণ উপকারী ছেলেটা। তাকে দেখবে সবাই এসো—

বলতে বলতে ছুটে এলেন ভদ্র মহিলা। তাঁর পেছনে ছুটে এলো রসিক বাবুর দুই তিনটে ছেলে মেয়ে। এরা সবাই এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। রসিক মিত্রের স্ত্রী আর তাঁর ভগ্নি মালতী মিত্র ঘরের ভেতরে না এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। আনোয়ার হোসেন উঠে দাঁড়িয়ে রসিক চাঁদের মাকে হাত তুলে আদাব দিতেই ছুটে এলেন রসিক মিত্রের মা। আনোয়ার হোসেনের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে গদ গদ কণ্ঠে বললেন—বেঁচে থাকো বাবা, শতবর্ষের আয়ু নিয়ে বেঁচে থাকো। তোমার মতো পরোপকারী ছেলে হাজার বছর বেঁচে থাকুক, ভগবানের কাছে এ প্রার্থনাই করি। বসো-বসো, দাঁড়াতে হবে না, বসো।

আনোয়ার হোসেন আবার বসে পড়তেই রসিক মিত্রের মা ফের বললেন—কি উপকারটাই যে করেছো তুমি আমাদের বাবা ! আমার মরা গাছে ফুল ফুটিয়ে দিয়েছো।

আনোয়ার হোসেন সলজ্জ কণ্ঠে বললো—কি যে বলেন ! এমন আর কি করেছি আমি ?

ঃ কি করেছো মানে ? আমরা সকলে মিলে যে কাজটি পারিনি, সেই কাজটিই করে দিয়েছো তুমি। একেই বলে, "সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।" তোমার মতো সৎ ছেলের সংস্পর্শে না এলে, আমার ঐ বাউণ্ডেলে ছেলেটা কি আর সংসারী হতো আজ ? তোমার স্পর্শেই তো ঐ লোহাটা আজ সোনা হয়ে গেছে।

রসিক মিত্রের প্রতি ইংগিত করলেন ভদ্র মহিলা। আনোয়ার হোসেন লক্ষ্য করলো, তার দিকে চেয়ে রসিক মিত্র মুচকি মুচকি হাসছেন। ভদ্র মহিলার কথার জবাবে আনোয়ার হোসেন হাসিমুখে বললো—না-না, খুব বেশী হয়ে যাচ্ছে যে ! এতবেশী বললে তো টিকতে পারবো না আমি।

ঃ বলবো না কেন বাবা ? মিত্তির বংশের ঐ একমাত্র সল্‌তে। কি জমকালো অবস্থা ছিল এ বংশের। ঐ সল্‌তেটার উদাসীনতায় ছারখার হয়ে যাচ্ছিল মিত্তির

www.pathagar.com

বংশের নাম পরিচয়। তোমার হাত পড়াতেই তো সুমতি ফিরে এসেছে ছেলের আমার। এখন যদি ভগবান মুখ তুলে চান, তাহলে হয়তো রক্ষে পেতে পারে মিত্তির বংশের মান সম্মান কিছুটা।

ঃ পাবে-পাবে। আসলে এ রসিক দাদা এতদিন গা লাগাননি বলেই কিছুটা দুর্দিন গেছে আপনাদের। এখন ইনি যথেষ্ট সচেতন আর নিজ কর্তব্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আর আপনাদের চিন্তা করতে হবে না।

ঃ ভগবান যেন তাই করেন বাবা। ছেলেটার উৎসাহ আগ্রহ তিনি যেন চিরকাল অটুট রাখেন। আর তুমি যতদিন এখানে আছো, আমার রসিকের উপর নজর রেখো বাবা। আর যেন ওর মতিভ্রম না ঘটে।

ঃ আরে না-না। রসিক দাদা সাবালক মানুষ, বিজ্ঞজন। ছেলে মানুষ নয় যে নজর রাখতে হবে। যেটুকু ভুলভ্রান্তি অতীতে হয়েছে তা সবই উনি শুধরে নিয়েছেন। নিজ জ্ঞানে। আর ভাবনার কিছু নেই। আসলে নিজেই উনি এসব চিন্তা ভাবনা করছিলেন। আমার কথাতে একটু তাড়াতাড়ি হয়েছে, এই যা।

ঃ না বাবা, ওকথা বলে কি আর পার পাবে ? আমরা সব শুনেছি। অতীতে যা করেছো আর এখনও যেভাবে সাহস উৎসাহ যোগাচ্ছো, সব আমরা জেনে গেছি। তুমি পেছনে না থাকলে—

ঃ আচ্ছা-আচ্ছা, এসব কথা দয়া করে এখন রাখুন। আপনাদের সেলাইয়ের কাজ কেমন চলছে, বলুন ?

ঃ ভাল বাবা, বেশ ভাল। আমার বউমা আর মেয়েটার সেলাইয়ের হাত বড়ই সরেস কিনা ? তাদের হাতের কাজ বাজারে বেশ সুখ্যাতি কুড়িয়েছে। বেশ চলছে বাজারে। ওদিকে আবার বউমার আর মেয়েটার পরিশ্রমে কোনো ঘাটতি নেই। ভগবান মুখ তুলে চাইলে রসিকের বাপের মতোই আবার আমরা ব্যবসাটাকে দাঁড় করাতে পারবো।

ঃ বেশ-বেশ, খুব ভাল খবর।

ঃ সবই ঐ একজনের ইচ্ছে বাবা। নইনে তোমার মতো একজন সৎ বন্ধু সে পাবে কেন ?

এবার কথা বললেন, রসিক চাঁদ মিত্র। তিনি বললেন—হয়েছে মা, হয়েছে। ওসব এখন রাখো তো দেখি। আনোয়ার ভাইকে স্কুল থেকে সরাসরি এখানে টেনে এনেছি। তাঁর মুখে দেয়ার ব্যবস্থা কিছু দেখবে, না সেরেফ তারিফ করেই পেট ভরাবে বেচারার ?

সজাগ হয়ে উঠে রসিক মিত্রের মা বললেন—ও হরি, তাইতো। আরে ও বউমা, ও মালতী, সেরেফ দুয়ারে এসে দাঁড়িয়ে আছো কেন ? শিগ্গির যাও, ভাঁড়ারে যা আছে, জলদি জলদি এনে ছেলেটাকে মুখে দিতে দাও—

বলতে বলতে বউঝিকে তাড়িয়ে নিয়ে নিজেই তিনি ভাঁড়ারের দিকে ছুটলেন। ছেলেমেয়েরাও তাঁর পিছে পিছেই বেরিয়ে গেল। এবার রসিক মিত্র এসে আনোয়ার হোসেনের পাশে বসে স্মিতহাস্যে বললেন—এখন বুঝতে পারছেন ভাই, কেন আপনাকে বাড়ীতে আনার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম ?

www.pathagar.com

ঃ তাইতোরে দাদা ! এযে আজব ব্যাপার দেখছি। এতটা আবেগাপ্লুত হয়ে আছেন আপনার মা, না দেখলে তো বিশ্বাস করতেই পারতাম না।

ঃ সেরেফ কি আমার মা ? আমার স্ত্রী, আমার বোন—সবারই আবেগ ঐ একই সমান। প্রথম প্রথম তো ? শরমে কাছে আসেনি বলেই বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা। শরমটা কেটে গেলেই দেখবেন তাদেরও আবেগ কতটা বেগবান।

ঃ বলেন কি ?

ঃ বিস্ময়ের কিছুই নেই। আমার উদাসীনতার জন্যে অন্ন বস্ত্রের কি যে কষ্ট গেছে তাদের উপর দিয়ে, বলে তা শেষ করার উপায় নেই। চোখের জল কোনো সময়ই শুকোয়নি।

ঃ রসিক বাবু !

ঃ যার জন্যে তাদের মুখে হাসি ফুটেছে আজ, তার প্রতি কৃতজ্ঞতার আবেগ—

ঃ আহা ! আপনিও ফের ঐ স্তুতি গাইতে শুরু করলেন মিত্র বাবু ? আধিক্যটা কখনই পরিপাকযোগ্য হয় না।

ঃ ভাই সাহেব !

ঃ আরে দাদা, আমি মুখে হাসি ফোটাবার কে ? সকল প্রশংসারই হকদার ঐ উপর ওয়ালা একজন। তাঁর ইচ্ছে না হলে আমিই বা গায়ে পড়ে আপনাকে উপদেশ দিতে যাবো কেন ? প্রশংসা করতে হলে তার প্রশংসাই করুন। আমি তো সেরেফ একটা উপলক্ষ্য।

ঃ তা বটে-তা বটে। কিন্তু উপলক্ষ্যেরও তো পাওনা কিছু থাকে ?

ঃ তাই বলে এত ?

ঃ না, মানে—

ঃ দু'টো সৎ উপদেশ দেয়ার যে দাম এতটা, এমন কখনও দেখিনি।

ঃ দেখেননি, এবার দেখুন। সৎকাজ কিছুই বিফলে যায় না।

ঃ তাইতো দেখছি আর মাত্রাধিক দেখছি। একগুণ গান আর দশ গুণ বাজনা। বাব্বা, কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ জি দাদা। এসব আর নয়। একটা অন্য কথা জিজ্ঞেস করি। অনেকদিন থেকেই একটা কথা জানার আমার বড়ই খাহেশ।

ঃ কি কথা ?

ঃ কলিকাতার সেই মানিক চাঁদ কি সত্যিই আপনাদের পূর্ব পুরুষ ?

এ প্রশ্নে হো হো করে হেসে উঠলেন রসিক চাঁদ মিত্র। বললেন—আরে দূর-দূর! কোথাকার আর কবেকার সেই মানিক চাঁদ আর কোথায় আজকের এ রসিক চাঁদ ? ও লোক আমাদের পূর্বপরুষ হতে যাবেন কেন ?

ঃ তবে যে নিজেকে ঐ মানিক চাঁদের বংশধর বলে খুব তোড়জোড় করতেন আগে ?

ঃ বাতিক-বাতিক। হঠাৎ একটা বাতিক চেপে গিয়েছিল আমার ঘাড়ে কিছুদিন।

ঃ কিভাবে চাপলো সেটা ? অমনি অমনি ?

www.pathagar.com

ঃ আরে না-না, একটা ঘটনা আছে এর পেছনে। একদিন এক ইংরেজ সাহেব আমার নামশুনে প্রশ্ন করলো—"আর ইউ এনি ডিসেন ড্যাণ্ট্ অফ আওর ডিয়ার মানিক চাঁড অফ সিরাজ-উড্ডৌলাহ্? আই মিন, দি গ্রেট গভর্নর অফ ক্যাল্‌কাটা?" (তুমি কি সিরাজউদ্দৌলার মানিক চাঁদের অর্থাৎ কলিকাতার মহান গভর্নর আমাদের প্রিয় মানিক চাঁদের বংশধর?)

ঃ তারপর?

ঃ সাহেবের আগ্রহ দেখে আমারও পুলক জেগে গেল। বললাম—"ও ইয়েস। ডাইরেক্ট ডিসেনড্যান্ট। দ্যাট গ্রেট মানিক চাঁদ ইজ মাই গ্রেট গ্র্যাণ্ড্ ফাদার।" (ও হ্যাঁ, সরাসরি বংশধর। ঐ মহান মানিক চাঁদ আমার প্রপিতামহ) শুনে সাহেব খুব খুশী। বললেন—"ও মাই গড! ইজ ইট? দেন, ইউ আর অলসো এ ভেরী ডিয়ার ম্যান অফ আস, আইমিন অফ দি ইংলিশ পিউপল। ও. কে. ইন আওয়ার্স অফ ট্রাবল, মিট মি, এ্যাণ্ড্ আইশ্যাল মেক ইউ ফ্রি অফ অল ট্রাবল্‌স্"। (হা ঈশ্বর! এ ব্যাপার? তাহলে তুমিও তো আমাদের একজন অত্যন্ত প্রিয় লোক, অর্থাৎ ইংরেজদের। ঠিক আছে। বিপদের সময় আমার সাথে দেখা করো, আমি তোমাকে তামাম বিপদ থেকে মুক্ত করবো) এই হলো ব্যাপার।

ঃ তাই নাকি? তা দেখা করেছিলেন সেই সাহেবের সাথে।

ঃ দূর দূর! কোথাকার কোন্ মাতাল সাহেব, তাকে কি আমি চিনি, না তার ঠাঁই ঠিকানা জানি। তাছাড়া মাতাল অবস্থায় সে যা বলেছে, তা কি আদৌ স্মরণ আছে তার?

ঃ আচ্ছা।

ঃ অথচ ঐ ঘটনা থেকেই আমার ঘাড়ে একটা বাতিক চেপে গেল আর সেই বাতিকের তাড়নাতেই ঐ পরিচয় গেয়ে বেড়ালাম কিছুদিন।

ঃ কি তাজ্জব!

ঃ এই হলো মানুষের খেয়াল আর ঝোঁক দাদা। কখন কোন্ কথায় কোন্ ঝোঁক চাপে কার মাথায়, কে বলতে পারে? আমারও তাই চেপে ছিল।

ঃ এখন ওটা নেমে গেছে?

ঃ পুরোটাই-পুরোটাই। ঐ ফালতু ঝোঁক থাকে আর কতদিন?

ঃ তাহলে আপনার এ সংসারে মন দেয়াটাও একটা সাময়িক ঝোঁক বা বাতিক নাকি? ঐ মানিক চাঁদের মতো এটাও কি এক সময় নেমে যাবে ঘাড় থেকে?

ফের সশব্দে হেসে উঠে রসিক চাঁদ বললেন—আরে না-না, আর কি নেড়ে বেলতলা যায়রে ভাই? যা যাবার, ঐ একবারই।

ভেতরের দিকের দরজা থেকে ডাক এলো—দাদা—

সেদিকে চেয়ে রসিক মিত্র বললেন—কেরে, মালতী?

ঃ আজ্ঞে দাদা। একটা কথা বলতে এলাম।

ঃ আয়, ভেতরে আয়। শরম কি? ইনিও তোর এক দাদা।

www.pathagar.com

জড়িত পদে মালতী মিত্র ভেতরে এসে দাঁড়ালো। তার দিকে চোখ তুলে চেয়ে আনোয়ার হোসেন ক্ষণকাল চোখ ফেরাতে পারলো না। অপূর্ব এক মুখাকৃতি। গায়ের রং উজ্জ্বল নয়, শ্যামলা। আর একটু শ্যামলা হলে কালোই বলা হতো। কিন্তু তার মুখের গড়ন রীতিমতো দৃষ্টি কাড়ার যোগ্য। এমন সুডৌল মুখাকৃতি নজরে পড়ে কদাচিত। যেমনই নাক, চোখ, চিবুক, তেমনই ঠোঁট দু'টি। অনেকটা খোদাই করার মতো। সুশ্রী ও মনোরম। মাঝারী গড়নের এ নত-জড়িত মেয়েটির মুখের দিকে ক্ষণকাল সবিস্ময়ে আর অনেকটা অজ্ঞাতেই চেয়ে রইলো আনোয়ার হোসেন। রসিক মিত্র সহাস্যে বললেন—আমার বোন মালতী। মালতী রাণী মিত্র। এর কথাই তো তখন আপনাকে বললাম। আপনার আর এক গুণগ্রাহী।

আনোয়ার হোসেন চোখ ফিরিয়ে বললো—জি ?

রসিক বাবু মালতীকে বললেন—সেকি রে ! এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? দাদাকে আদাব দে—

নিজের লজ্জাবনত মুখের দিকে এক হাত একটুখানি তুলে মালতী মিত্র অস্ফুট কণ্ঠে বললো—আদাব।

আদাবের জবাবে আনোয়ার হোসেন সহাস্যে আদাব বলতেই রসিক মিত্র রসিকতা করে বললেন—যতখানি লজ্জাবতী এখন দেখছেন, আসলে কিন্তু এতটা লজ্জাবতীও নয়। বেশ কথা বলতে জানে।

মালতী মিত্র সরোষে বললো-দাদা !

ঃ ও হ্যাঁ, কি যেন বলতে চাইলি ?

ঃ বলছিলাম ইনি কি আমাদের হাতের রান্না খাবেন ? মানে, লুচি-সবজি এসব ? নাকি কেবল শুকনো খাবার দেবো ?

রসিক মিত্র আনোয়ারকে প্রশ্ন করলো—কি ভাই, চলবে এসব না আপত্তি আছে? হিন্দুর হাতের রান্না-

আনোয়ার হোসেন সহাস্যে বললো—আরে আপত্তি থাকবে কেন ? বাজারে নাস্তা করার সময় কতদিন তো এক সাথে এসবই খেলাম ? সবই হিন্দু রেষ্টুরেন্ট আর হিন্দুর হাতের পাক। স্কুলেও যে মাঝে মাঝে নাস্তা আসে, তাও তো সবই আসে হিন্দু রেষ্টুরেন্ট আর হিন্দু হোটেল থেকে। মুসলমান বাবুর্চি কি পাক করে ওখানে ?

রসিক মিত্র সানন্দে বললেন—ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই তো ! খেয়ালই নেই আমার।

ঃ সেরেফ লুচি সবজি কেন ? দই-মিষ্টি ছানা-মাখন—এসব তো আপনার স্বজাতিরাই তৈয়ার করেন আর আমরাও তা কিনে খাই। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হলে আর হারাম কিছু না হলেই হলো।

ঃ রাইট-রাইট। শুনলি তো মালতী ? যা, আপত্তি নেই আনোয়ার ভাইয়ের।

আনোয়ার হোসেন বললো—না, আপত্তি জরুর আছে। খামাখা এসব ঝামেলার মধ্যে যাওয়ার কি প্রয়োজন ? একান্তই যদি না ছাড়েন, এক মুট মুড়ি-মুড়কি বা ঐ জাতীয় কিছু জলদি জলদি আনতে বলুন। ওতেই হবে।

ঃ তাই কি হয়রে ভাই ? কত সাধ্যি-সাধনা করে আজ বাড়ীতে আপনাকে

www.pathagar.com

এনেছি। গরীব বলেই কি আর এত গরীব আছি আমরা যে এক মুট মুড়ি মুড়কি দিয়ে বিদেয় করবো আপনাকে ?

মালতী মিত্র দৃঢ় কণ্ঠে বললো—না দাদা, কখ্খনো তা হতে পারে না। আমি যাই—

ঃ হ্যাঁ যা। কিন্তু শোন, এতক্ষণ তোরা করলি কি ? এখন গিয়ে ওসব যোগাড় করতে লাগলে তো খাবার দেয়ার নামে অতিথিকে জব্দ করাই তো শুধু।

ঃ না–না, সব প্রায় তৈয়ার দাদা। যা একটু বাঁকী ছিল বৌদি হয়তো এতক্ষণ তা শেষ করে ফেলেছেন।

ঃ মা কোথায় ? রান্না ঘরে আছেন তো ?

ঃ এতক্ষণ ছিলেন। সেলাই ঘরে খদ্দের আসায় মা একটু এখনই ঐদিকে গেলেন।

ঃ কি মুস্কিল ! তাহলে শিগ্গির যা। তেরা দু'জনে মিলে যত জলদি জলদি পারিস্, তৈয়ার করে নিয়ে আয়—

মালতী মিত্র চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই মিঠাইসহ লুচি-সবজির নাস্তা নিয়ে হাজির হলো। রসিক বাবুর স্ত্রী দরজার ওপারে থেকে সবকিছু ধরিয়ে দিতে লাগলেন আর মালতী সেসব এনে পরিবেশন করতে লাগলো। আপত্তি অর্থহীন বুঝে রসিক বাবুর আহ্বানে আহারে মন দিলো আনোয়ার হোসেন। রসিক বাবু পাশে বসে খাওয়া শুরু করলেন।

আহার সম্পন্ন করে উভয়ে ঘুরে বসতেই রসিক মিত্রের ছেলে এসে বললো—বাবা, কর্তামা আপনাকে একটু সেলাই ঘরে ডাকছেন।

রসিক মিত্র বিব্রত হলেন। বললেন—আমাকে ! আমাকে সেখানে কি প্রয়োজন ?

ঃ বড় একজন পাইকার এসেছেন বাবা। ফ্রক-জামা যা তৈরী আছে সব নেবেন। তাই কর্তামা—

রসিক মিত্রের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। খোশ কণ্ঠে বললেন—তাই নাকি ? পাইকার এসেছে ? তাহলে তো যেতেই হয়—

বলেই ফের দমে গেলেন তিনি। আনোয়ার হোসেনের দিকে চেয়ে দ্বিধার সাথে বললেন—কিন্তু আনোয়ার ভাইকে একা রেখে—

তাঁকে উৎসাহ দিয়ে আনোয়ার হোসেন বললো—যান যান, এসব কাজে গড়িমসি করতে নেই। আমিও এ ফাঁকে বিদেয় হই।

রসিক মিত্র বাধা দিয়ে বললেন—না না, তা কি করে হয়। আমার মায়ের কাছে বিদায় না নিয়ে কিছুতেই আপনার যাওয়া হতে পারে না। তাহলে আর রক্ষে নেই। আপনি বসুন।

এরপর মাতলীদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন—এ মালতী, তুই আর তোর বৌদি পাশের ঐ খাটিয়ায় কিছুক্ষণ বস। আনোয়ার সাহেবের সাথে কথাবার্তা বল। আমি যত শিগ্গির পারি, পাইকার বিদেয় করে আসি—

ছেলের সাথে বেরিয়ে গেলেন রসিক চাঁদ মিত্র। ভেতরে এসে—এঁটো থালাবাটি গুছাতে গুছাতে রসিক বাবুর স্ত্রী মালতীকে বললেন—আগে তুমি একটু বসো ভাই। এগুলো সামাল করে রেখেই আমি আসছি।

www.pathagar.com

থালাবাটি নিয়ে রসিক বাবুর স্ত্রীও চলে গেলেন। পাশের খাটিয়ার উপর নতমস্তকে বসে রইলো মালতী রাণী মিত্র।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো। এরপর আনোয়ার হোসেন মৃদু হেসে বললো— খামাখা কষ্ট করছো কেন ? তুমিও যাও। একা থাকতে আমার কোনোই অসুবিধে হবে না।

মুখ তুলে মালতী মিত্র বিনম্র কণ্ঠে বললো—তাই কি হয় ? আপনি অতিথি। অতিথিকে একা একা বসিয়ে রাখতে নেই।

ঃ নেই কেন ?

ঃ তাতে পাপ হয়। অতিথিকে অসম্মান করা হয়।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ আজ্ঞে। আমাদের শাস্ত্রে আছে, অতিথি নারায়ন। অতিথিকে অসম্মান করতে নেই।

ঃ বলো কি ! শাস্ত্র তুমি নিজে পড়েছো, না শুনে বলছো ?

মালতী রাণী মৃদু হেসে বললো—পড়েই বলছি।

ঃ আচ্ছা ! লেখাপড়া জানো তাহলে ?

ঃ অল্প অল্প জানি।

ঃ কতদূর পর্যন্ত লেখাপড়া করেছো ?

ঃ ক্লাশ এইটে উঠেছিলাম। এ সময় বাবা মারা গেলেন আর আমারও লেখাপড়া বন্ধ হলো।

ঃ কেন, বন্ধ হলো কেন ?

মালতী মিত্রের চোখে মুখে বেদনার ছায়া পড়লো। করুণ কণ্ঠে বললো—অন্নই. জোটে না, পড়ার খরচ দেবে কে ?

আনোয়ার হোসেন হোঁচট খেলো। নিজেকে সংযত করে বললো—ও, আচ্ছা। তা কতদিন আগে মারা গেছেন তোমার বাবা ?

ঃ তাও সাত আট বছর হলো।

ঃ আই সি ! সেই থেকেই চুপচাপ বসে আছো ?

ঃ কি করবো ? এ অবস্থায় মেয়েছেলের কিই বা করার থাকে ?

ঃ হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।

ঃ কষ্ট করে কিছুটা সেলাইয়ের কাজ শিখলাম, সেটাও কাজে আসেনি এতদিন।

আনোয়ার হোসেন উৎসাহ ভরে বললো—ও হ্যাঁ, এ একটা ভাল কাজ করেছো। কাজের মতো কাজ।

ঃ ভাল হলে কি হবে ? কোনো কাজেই তো এতদিন সেটা আসেনি। আমার ঐ শিক্ষাটা অকেজো হয়ে রইলো।

ঃ এখনতো এসেছে ?

ঃ আজ্ঞে এসেছে। আর এসেছে আপনারই দয়ায়।

ঃ আমার দয়ায় ?

www.pathagar.com

ঃ বিলকুলই আপনার দয়ায়। আমি সব শুনেছি। আর তাই আপনাকে দেখার বড়ই আগ্রহ ছিল আমার। বলতে পারেন দুরন্ত আগ্রহ। ভগবান আজ তা পূরণ করলেন।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ ভাবতাম, এত সুন্দর অন্তর যাঁর, দেখতেও তিনি সুন্দর হবেন নিশ্চয়ই। মুখমণ্ডলই মানুষের অন্তরের আয়না কিনা। এখন দেখছি আমার কল্পনাকেও হার মানিয়ে দিলেন আপনি।

ঃ কি রকম ?

ঃ সেরেফ সুন্দর কোন্ কথা ? এযে একদম দেবতুল্য চেহারা। এ নাহলে অন্তর এমন দেবতুল্য হয় ?

ঃ কি গজব ! সবকিছুই খুবই বেশী বেশী বলছো তোমরা সবাই। এতটা ভাল নয়। অধিক হলে সেটা অনেকটা মেকী হয়ে যায়।

মালতী মিত্র কিছুটা ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললো—এমনটি ভাবা আপনার অন্যায়। জ্ঞান গুণ চেহারা—সবই আপনার অসাধারণ। এ সত্যটা প্রকাশ করার মধ্যে আপনি মেকীর কি দেখলেন ?

ঃ বলো কি !

ঃ ওদিকে আবার বিদ্যার খ্যাতিতেও আপনি এক অনন্যজন।

ঃ বিদ্যার খ্যাতি ! কি তাজ্জব ! বিদ্যার খ্যাতি আবার কি দেখলে তুমি ?

আড়চোখে চেয়ে মালতী মিত্র এবার ঠোঁট টিপে একটুখানি হাসলো। বললো—মেয়েছেলে পেয়ে ভাড়াচ্ছেন কেন ? ভেবেছেন কোনো খবরই আমি রাখিনে ?

ঃ রাখো নাকি ?

ঃ রাখিই তো। এ খবরও রাখি। পাঁচজনের মুখেও শুনেছি আর আমার দাদাও বলেন, আপনার বিদ্যার কাছে বি. এ. এম. এ: ডিগ্রী ধারীরা সবাই কাত। সাহসই নেই কারো আপনার সাথে বিদ্যার টক্কর লড়ার।

ঃ এই সেরেছে ! আমার চাকুরীটাই তো খেয়ে নেবে তোমরা সবাই। এতবেশী অপপ্রচার হলে কি চাকুরী আমার থাকবে ?

হাসিমুখে মালতী রাণী ফস্ করে বলে ফেললো—না থাকাই উচিত। এতদিন গুণের কথাই শুনেছি, আজ আবার এ চেহারা। এতটা সামলায় কে ?

বলেই লজ্জা পেলো মালতী রাণী। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নীচু করলো। এ সময় ব্যস্তভাবে ছুটে এলেন রসিক চাঁদ মিত্র। মালতীকে দেখেই বললেন—এই যে, তুই আছিস্ ? বেশ বেশ। তোর বৌদি কোথায় ?

মালতী বললো—আসি বলে ভেতরে গেলেন, কৈ এখনও তো এলেন না।

রসিক মিত্র ক্ষোভের সাথে বললেন—ও মানুষ ঐ রকমই। পেটে বিদ্যা তেমন নেই তো, অতিথির প্রতি কর্তব্য জ্ঞান আর ওর থাকবে কি ? তুই আছিস্, তবু রক্ষে।

এরপর আনোয়ার হোসেনকে বললেন—একটু বেশী দেরী করে ফেললাম ভাই। আপনার একটু অসুবিধেই হলো।

www.pathagar.com

আনোয়ার হোসেন হাসি মুখে বললো—আরে না-না। অসুবিধে হবে কেন ? আপনার এ বোনের সাথে বেশ এতক্ষণ গল্প-আলাপ করছিলাম। গল্প আলাপ মানে, আমার এক তরফা প্রশংসা শুনছিলাম।

আনোয়ার হোসেন হাসতে লাগলো। রসিক মিত্র বললেন—শুনতেই হবে। আসলেই যিনি প্রশংসার হকদার, তিনি প্রশংসা শুনবেন না তো কি বদনাম শুনবেন ?

রসিক মিত্রও হেসে ফেললেন। আনোয়ার হোসেন বললো—এখন আমি উঠি দাদা। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে যেতে হবে তো ?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, যাবেন বৈকি ? একটু দাঁড়ান, আমার মা এলেন বলে। তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে যান।

কথার মধ্যেই চলে এলেন রসিক মিত্রের মা। অনেক ইচ্ছে আর্শীবাদ নিয়ে এবং আবার আসার পুনঃ পুনঃ ওয়াদা করে আনোয়ার হোসেন যখন এ বাড়ী থেকে বেরুলো, তখন সত্যিই তার অনেকখানি দেরী হয়ে গেছে।

এক একটা দিন মানুষের জীবনে এক একটা বৈচিত্র বয়ে আনে। কখনও আট পৌরে কখনো দারুণ গরম, কখনো দারুণ নরম। কোনো কোনো সময় এমন দিন আসে যখন সুনাম আর সমাদরের লহর ছোটে পেছনে। যেখানে যায় সেখানেই পায় উষ্ণ সম্ভাষণ আর অশেষ খাতির যত্ন। যে কাজেই হাত দেয় সোনা ফলে সে কাজে। ঘরে বাইরে সকলের সুবিমল আচরণে ভরে যায় অন্তর। দিনের পরেই রাত। কখনো কখনো আবার এমনদিন আসে যখন অনাদর আর উপেক্ষাতেই কেটে যায় দিনমান। নিষ্ফল হয় কর্মকাণ্ড। অযৌক্তিক বদনাম আর অনর্থক বৈরিতার মাঝে অবাঞ্ছিত জন হিসাবে পরিগণিত হতে হয়।

আনোয়ারের দিনটা আজ বরকতময় ছিল। টিউশানীতে আসতে বিলম্ব হওয়ার কারণে যথেষ্ট সংকুচিত ছিল সে। কিন্তু মিঃ এ. আর. খান মজলিসের বাড়ীতে পৌছে দেখলো, তার সাত খুন মাফ। নূরমহল বেগম সেজেগুজে কোথায় যেন বেরুচ্ছিল। আনোয়ার হোসেনকে দেখেই সে উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। আবেগ ভরে বললো—সোবহান আল্লাহ্ ! আপনি আজই এলেন ? আসুন-আসুন। কিযে মনমরা হয়ে গিয়েছিলাম।

আনোয়ার হোসেন বিস্মিত কণ্ঠে বললো—আজই কেমন ?

নূরমহল বললো—কেমন মানে, আপনার তো আগামীকাল আসার কথা। দু'দিন আসবেন না, একথাই বলেছিলেন ?

ঃ হ্যাঁ, তাইতো বলেছিলাম। মঙ্গল বুধ দু'দিন তো গেল।

ঃ ওমা, তা হবে কেন ? মঙ্গলবার তো আপনার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। ঐ দিন বাদে দু'দিন হলে—

ঃ আরে না-না, ঐদিন ধরেই আমি দু'দিন বলেছিলাম।

ঃ কি সাংঘাতিকরে বাবা ! ওকে দু'দিন বলে ? এত নিষ্ঠা কাজে আপনার ?

আনোয়ার হোসেন বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললো—কেন, কোনো অসুবিধে হলো নাকি ?

www.pathagar.com

ঃ অসুবিধে ! অসুবিধে কি বলছেন ? আপনি না আসায় এ দু'দিনেই আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।

ঃ হাঁপিয়ে উঠেছেন ? আপনি ?

ঃ উঠবো না ? আপনি না এলে যে কিছুই ভাল লাগে না আমার ? তার উপর আজ আবার আপনার কথাই ভাবছিলাম কেবল।

নূরমহল হাসতে লাগলো। আনোয়ার হোসেন থমকে গিয়ে বললো—নূরমহল !

ঃ কলেজ থেকে আসার পর বিকেলে কিছুই করার থাকে না আমার। বড্ডো বোরিং লাগে। আপনি এলে হারুনের পড়াও হয় আর তার পড়ার ফাঁকে ফাঁকে আমিও সঙ্গ পাই আপনার। একটু গল্প আলাপের মওকা পাই। বাড়ীতে এমন কেউ নেই যার সাথে ইচ্ছেমতো গল্প আলাপ করা যায়। আসুন-আসুন, ড্রয়িং রুমে বসি চলুন। আজ আমি আপনার ছাত্র।

ঃ আপনি ?

ঃ হারুণ তো নেই। আপনি আসবেন না জেনে আব্বার সাথে বাইরে গেছে। আজ আমাকে পড়াবেন আপনি।

নূরমহল ফের হাসতে লাগলো। আনোয়ার হোসেন থতমত করে বললো—কি গজব ! তাহলে আর বসাবসি কেন ?

ঃ বাহ্ ! এলেন আর অমনি চলে যাবেন ? ওটি হবে না। ড্রয়িং রুমে বসবেন, আমি কেন আপনার কথা ভাবছি তা শুনবেন, নাস্তাপানি খাবেন, তবে আপনার ছুটি।

ঃ কিন্তু আপনি তো কোথায় যেন বেরুচ্ছিলেন ?

ঃ আরে দূর ! আপনি আসবেন না জেনেই তো মুসিবতে পড়ে এই বাইরে যাওয়া আমার। কি করি-কি করি, চিন্তা করতে করতে স্থির করলাম, সামনের এক বান্ধবীর বাড়ী থেকে ঘুরে আসি। আপনি এসে গেছেন, আর কিসের বান্ধবীর বাড়ী ! আসুন—

ঃ তাজ্জব !

ঃ তবু দাঁড়িয়ে থেকে তাজ্জব তাজ্জব করে ? নাম দেবেন পিয়ার বানু আর তার সাথে গল্প-আলাপ আপনার প্রীতিকর হবে না, এ কেমন কথা ? আসুন তো দেখি—

মন্ত্রমুগ্ধের মতো নূরমহলের পিছে পিছে এসে আনোয়ার হোসেন ড্রয়িং রুমে বসলো। সামনা সামনি বসেই নূরমহল উচ্ছল কণ্ঠে বললো—কি খাবেন বলুন ? আজ ছাত্র পড়ানো নেই, নাস্তা খাবেন পেট ভরে। আজ আর বাড়ীর নাস্তা নয়, বাজারে পাঠাবো আবু মিয়াকে। দু'জনেই আজ মজা করে খাবো। ঝাল-মিষ্টি-টক। রাজী ?

আনোয়ার হোসেন বোবার মতো চেয়ে রইলো। নূরমহল ফের বললো—নাকি অন্য কিছু আনাবো ? আবু মিয়া-আবু মিয়া—

দরজার কাছে উঠে এসে নূরমহল হাঁকাহাঁকি জুড়ে দিলো। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে আনোয়ার হোসেন বললো—আরে করেন কি-করেন কি ? আপনি বসুন তো দেখি। ওসব পরে হবে।

ঃ পরে হবে কি ? বেলাতো প্রায় শেষ !

ঃ হোক শেষ, তবু আপনি বসুন। অন্ততঃ আমার এ অনুরোধটা রাখুন।

www.pathagar.com

ফিরে এসে বসতে বসতে নূরমহল বিষণ্ন কণ্ঠে বললো—কি ব্যাপার ! সব কিছুতেই আপনার এ অনিহা যে ?

ঃ অনিহা নয়, আমার বিস্ময়। আজ আপনার হয়েছে কি বলুন তো ? আমাকে নিয়ে এতটা মাতামাতি শুরু করলেন কেন ?

ঃ কারণ আছে। অমনি কি ?

ঃ কারণ !

ঃ আপনার প্রতি মন যে আমার খুবই প্রসন্ন আজ। সেজন্যেই তো আজ আপনাকে পেয়ে এতবেশী আনন্দ লাগছে আমার। একটা দারুণ কথা গুমৃরে মরছে পেটের মধ্যে।

ঃ দারুণ কথা ! সে আবার কি ?

ঃ অদ্ভূত এক খোয়াব দেখেছি আজ। একেবারেই ভোরের দিকে। দেখি, এক বাঘ এসে আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। থাবা মেরে ধরে নিয়ে বনের দিকে ছুটছে। এত চীৎকার আর আর্তনাদ করছি, তবু কেউ আমার উদ্ধারে আসছে না। হঠাৎ দেখি, কোথা থেকে বল্লম হাতে ছুটে এলেন আপনি। বল্লমের আঘাতে বাঘটাকে ক্ষতবিক্ষত করে আমাকে উদ্ধার করলেন বাঘের হাত থেকে।

ঃ আচ্ছা। তারপর ?

ঃ বাঘের সাথে লড়াই করতে গিয়ে নিজেও আপনি ক্ষতবিক্ষত হলেন, তবু লড়াই ছাড়লেন না। প্রাণপণে লড়ে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন।

আনোয়ার হোসেন হাসি মুখে বললো—বড় আজব খোয়াব তো। হঠাৎ এমন খোয়াবই দেখলেন ?

ঃ তাইতো দেখলাম।

ঃ নিশ্চয়ই তাহলে মনে কোনো ভীতি নিয়ে আজ আপনি শুয়েছিলেন।

ঃ ঠিক ধরেছেন। ভীতি না হলেও মনটা খুবই খারাপ ছিল শোয়ার সময়। শুতে যাবো এমন সময় দেখি. আব্বা আম্মা ঘরের মধ্যে কি এক আলাপ করছেন গভীরভাবে। তাঁদের আলাপের কথা কানে পড়তেই মনটা আমার খুবই বিষণ্ন হয়ে গেল।

ঃ তাই নাকি ? কি আলাপ করছিলেন তাঁরা ?

ঃ আমাকে বিদায় করার। দেশের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। তাই আর বি. এ. এম. এ. না পড়িয়ে আমাকে তাতাড়াড়ি বিদেয় করার চিন্তাভাবনা করছেন তাঁরা। তাঁদের ভাব দেখে মনে হলো, আর যেন দুই একটা মাসও অপেক্ষা তাঁরা করবেন না।

ঃ আরে, এতে মন খারাপ হওয়ার কি আছে ? বিদায় তো আপনাকে হতেই হবে একদিন না একদিন।

ঃ তাই বলে এখনই আর যার তার সাথে ? আমার নিজের কোনো পসন্দ অপসন্দ নেই ?

ঃ ও আচ্ছা। এ আপনার বাঘে ধরা ? মানে, এ কারণে খোয়াব ?

ঃ তাই হবে হয়তো। আপনি তাড়াতাড়ি এসে উদ্ধার না করলে আরো কতক্ষণ যে আমি চীৎকার করতাম খোয়াবের মাঝে, কে জানে ?

ঃ আর আমি যে বাঘের হাতে ক্ষতবিক্ষত হলাম, তা দেখে আপনার দুঃখ হয়নি?

www.pathagar.com

ঃ হয়নি আবার, যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু আপনি তো বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়েই উদ্ধার করেন আমাকে।

ঃ বার বার কি রকম ?

ঃ কেন, ঐ যে ঐ পেয়ারা চুরির ঘটনায় আপনার দু' হাত রক্তাক্ত হয়ে গেল বেতের আঘাতে ? নিদারুণ কষ্ট সহ্য করেই তো সেবারও আপনি উদ্ধার করলেন আমাকে ?

ঃ বাহ ! চমৎকার উদাহরণ তো ? যেখানেই আপনার মুসিবত সেখানেই আপনার উদ্ধারকারী আমি ?

ঃ সেটা কি মিথ্যা ? এটা না হয় খোয়াব, ওটা তো আর খোয়াব নয় ?

আনোয়ার হোসেন হাসি মুখে বললো—আল্লাহ যেন তাই করেন। যখনই আপনার মুসিবত তখনই আমি যেন আপনাকে উদ্ধার করতে পারি।

তিরছা নজরে চেয়ে নূরমহল বললো—তাতে আপনার লাভ ?

আনোয়ার হোসেন বললো—আপনার উপকারে বারবার আসতে পারাতেই আমার আনন্দ।

ঃ আর সে আনন্দ একচেটিয়াভাবে কি একাই আপনি ভোগ করবেন ? বিনিময়ে আপনার কিছু উপকার করতে পারলে আমারও যে আনন্দ হয়, সেটা বুঝতে চান না কেন ?

ঃ করবেন আমার উপকার। নিষেধ করছে কে ?

ঃ কিন্তু সে সুযোগ দিচ্ছেন কই ? এত করে বলছি, আই. এ. বি. এ.টা পাশ করে একজন মানুষের মতো মানুষ হন। সমাজে আপনি মাথা উঁচু করে চলেন। দেখে আমি চোখ জুড়াই, তৃপ্ত হই। কিন্তু তাকি শুনছেন ?

ঃ এইটেই একমাত্র তৃপ্ত হওয়ার বিষয় আপনার ?

ঃ এইটেই-এইটেই। জ্ঞান-গুণ চেহারা-বিদ্যা, সবই আপনার উমদা। অভাব শুধু ঐ টুকুরই। সব দিক দিয়েই আপনি একজন নিখুঁত মানুষ হলে কি আনন্দ হয় না আমার ?

এ সময় আবু মিয়া এসে বললো—এই যে আম্মাজান, স্যার আজ এসেছেন, সে কথা তো বলবেন ? নাস্তা পানির কোনো কথাই যে আজ বলছেন না ?

চমকে উঠে নূরমহল বেগম বললো—এইরে, কি গজব ! সে কথা একদম গুলিয়েই গেছে ইতিমধ্যে। যাওতো, বাজারে পাঠাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু আর সময় নেই। ঘরে যা আছে তাই জলদি জলদি আনো তো ?

আনোয়ার হোসেন বাধা দিয়ে বললো—না-না, দরকার নেই। নাস্তা আজ লাগবে না। পেট আমার ভরা।

নূরমহল সবিস্ময়ে বললো—ভরা মানে ? বাজার থেকে নাস্তা করে এসেছেন নাকি?

ঃ না, বাজার থেকে নয়, আমার এক কলিগের বাসা থেকে। হাত এড়াতে না পেরে বাধ্য হয়ে তাঁর বাসাতে গেলাম আর তারপরেই ভরপেট লুচি মিষ্টি।

ঃ তাই নাকি ?

www.pathagar.com

ঃ জি তাই। তুমি যাও আবু মিয়া, কিছুই আর খাওয়ার সাধ্যি নেই আমার।

আবু মিয়া চলে গেল। নূরমহল বেগম বিস্মিত কণ্ঠে বললো—কি ব্যাপার। এত ধুম করে লুচি মিঠাই খাওয়াতে গেলেন কেন তিনি? বাড়ীতে কোনো অনুষ্ঠান ছিল নাকি?

ঃ না কোনো অনুষ্ঠান নয়। অনেকদিন থেকেই ভদ্রলোক পিছু নিয়েছিলেন আমার। বাড়ীতে এনে আতিথেয়তা করার বড়ই তাকিদ বোধ করছিলেন। তাঁর কিছুটা উপকার করেছিলাম তো?

ঃ উপকার করেছিলেন?

ঃ জি, সামান্য একটু উপকার।

ঃ জব্বোর কথা! মানুষের উপকার করে বেড়ানোই আপনার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নাকি?

ঃ একমাত্র লক্ষ্য না হোক, কারো কোনো উপকারে আসতে পারলে ক্ষতি কি? এটা তো দোষের নয়?

ঃ নিজের উপকারটা কিসে হয়, সে চিন্তা করাটাই কেবল দোষের?

আবার হেসে উঠলো আনোয়ার হোসেন। বললো—আরে বাবা, কে বললে দোষের? নিজের ভালাই চিন্তা পাগলেও করে।

ঃ সে করলেও, আপনি তা করেন না। আপনি পাগলেরও অধম।

ঃ বলেন কি! অধম হলেম কিসে?

ঃ এত করে বলছি, পড়াশুনা করে পরীক্ষা দিন। ডিগ্রী অর্জন করুন। তাতে আপনার ভালাই হবে।

ঃ ভালাই হবে?

ঃ আশাতীত ভালাই হবে। আমার একথাটা আপনি রাখুন।

ঃ আমার ডিগ্রী দেখলেই খুশী হবেন আপনি?

ঃ জরুর খুশী হবো। আপনার ভালাই হবে আর তাতে আমি খুশী হবো নাতো হবেটা ফের কে?

একদৃষ্টে নূরমহলের মুখের দিকে চেয়ে থেকে আনোয়ার হোসেন ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠে বললো—ঠিক আছে, এতই যখন জিদ্‌ ধরেছেন আপনি, দেশের অবস্থা খারাপ বলে একটু অসুবিধেয় আছি, আমাদের দুর্দিনটা কেটে যাক, ডিগ্রীই এনে দেখাবো একদিন আপনাকে।

ঃ সারা ঘর পুড়ে যাওয়ার পর?

ঃ জি?

ঃ ঐ সাতখুড়ি তেলও পুড়বে না, রাধেও নাচবে না।

নূর মহলের কণ্ঠে হতাশা ঝরে পড়লো। এ মুহূর্তে আবার এলো আবু মিয়া। বললো—ঘরে আলো দেবো আম্মাজান? আঁধার হয়ে এলো যে?

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে আনোয়ার হোসেন বললো—এইরে! মাগরিবের নামায তো আমার কাযা হয়ে যাবে। দয়া করে এযাজত দিন, এখন আমি আসি।

ঃ এত তাড়া কিসের? নামাযটা তো এখানেও আদায় করতে পারবেন?

www.pathagar.com

আনোয়ার হোসেন আমল দিলো না একথায়। বিদায়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠে বললো—না-না, হারুন থাকলে না হয় তাকে পড়ানোর জন্যে থাকতাম। এখন আর দরকার কি ? আগামীকাল তো আবার আসবোই। রাস্তায় মসজিদ আছে, ওখানে গিয়ে নামায আদায় করবো। আজ আসি—

আনোয়ার হোসেন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো অনেকটা নূরমহলের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার তাকিদেই। নূরমহলের এ আতিশয্যের পেছনে যা আছে, তা কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবু আনোয়ার হোসেন নিরুপায়। ইচ্ছে করলেই সে তার বিদ্যার ডিগ্রীর কথা প্রকাশ করতে পারে না। তাতে তার চাকুরীটাতো থাকবেই না, প্রতারক হিসাবে এ এলাকাটাও ছাড়তে হবে তাকে। ফলাফল, আবার সেই বেকার। তাড়াতাড়ি কোনো কাজ যোগাড় করতে না পারলে, মেসও তাকে ছাড়তে হবে অচিরেই। চাইকি, পেটের দায়ে ঐ কুলিগিরিতেও ফিরে যেতে হতে পারে আবার। তার এ একটানা প্রতারণা খান মজলিস সাহেবও যে সুনজরে নেবেন, এমন মনে হয় না। এতটা যে পারে, তাকে তিনি বিশ্বাস করবেন কি করে ? ফলে, ও বাড়ীর দুয়ারও তার সামনে বন্ধ হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

সুতরাং, নূরমহলকে খুশী করতে গিয়ে এতবড় ঝুঁকি নেয়া আদৌ সমীচিন নয় তার। তদুপরি নূরমহলের ইদানিং যে মনোভাবটা অনুমান করা যাচ্ছে, সেটা যে কায়েমী কিছু, তাও নয়। অনেকটা তার আবেগ আর খেয়াল। ধোপে টিকার মতো কোনো কিছু মনে করার যুক্তি নেই। কখন যে ওটা আবার মোড় নেবে অন্যদিকে, কে বলতে পারে ? প্রাচুর্যে লালিত কলেজ পড়া মেয়ে। এই গরম, এই ঠাণ্ডা। এ বয়সে এমন খেয়াল জাগতেই পারে আলস্যে অবসরে।

রাস্তা বেয়ে হাঁটছে আর এসব কথাই ভাবছে আনোয়ার হোসেন। এমন সময় নিকটবর্তী মসজিদ থেকে ভেসে এলো মাগরিবের আযান। ছিঁড়ে গেল চিন্তা সূত্র। মসজিদের দিকে দ্রুতপদে রওনা হলো সে।

নামায আদায় করে মসজিদ থেকে বেরুতেই আনোয়ার হোসেনের সামনে পড়লেন তার সেই নিজ এলাকার শিক্ষক কামরুজ্জামান সাহেব। ব্যবসায়ী কামরুজ্জামান, আনোয়ারকে এক সময় যিনি মাইনর ক্লাশে পড়িয়েছিলেন আর তাকে কলিকাতায় ফিরে আসার নসহিত করেছিলেন। শিক্ষককে দেখেই আনোয়ার হোসেন শশব্যস্তে বললো—আস্সালামু আলাইকুম স্যার ! আপনি !

আনোয়ারকে দেখে কামরুজ্জামান সাহেবও অত্যন্ত খুশী হলেন। সালামের জবাব দিয়ে বললেন-আরে, আনোয়ার হোসেন যে ! ভাল আছো ?

ঃ জি স্যার, আপনার দোআয়।

ঃ বেশ-বেশ। তুমি এখানে কোন্ এক স্কুলে শিক্ষকতা করছো আর মেস্-হোটেলে থাকছো, আমি তা শুনেছি। কিন্তু সময়ের অভাবে তোমার খোঁজ করতে পারিনি।

ঃ স্যার !

www.pathagar.com

ঃ থাকো। এভাবে আরো কিছুদিন কাটাও। সুদিন অনেকটা আসন্ন।

ঃ জি স্যার, সেই আশাতেই আছি। তা আপনি কি এখন এ কলিকাতাতেই আছেন স্যার ?

ঃ না-না, আছি কলিকাতার অনেকখানি বাইরেই। ব্যবসায়ের কাজে সকালে এসেছিলাম। শেরে-বাংলা জনাব এ. কে. ফজলুল হকের ভাষণ শুনার জন্যে আজ থেকে গেলাম।

ঃ ভাষণ মানে ? তিনি আজ ভাষণ দিলেন ?

ঃ হ্যাঁ, করুণ ভাষণ। গত পরশু রাত দশটায় তাঁর মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছে, তাকি শুনেছো ?

ঃ হ্যাঁ স্যার, এ রকমই কিছু কথা শুনছি। কারণটা কি স্যার ?

ঃ কারণ অনেক। তবে আশু কারণ ছোট লাট জন হার্বার্টের হীনতম ষড়যন্ত্র। তার জঘন্য চক্রান্তের কারণেই হক সাহেব গদীচ্যুত হলেন।

আনোয়ার হোসেন আফসোস্ করে বললো—কি বদনসীব! মুসলিম লীগেও এমন লোকের স্থান হলো না স্যার ?

ঃ হ্যাঁ, সেটাই তাঁর দুর্ভাগ্যের বড় কারণ। তাঁর সেই দুর্ভাগ্যটা শুরু হয় ১৯৩৭ সনের সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই।

ঃ ঘটনা কি স্যার ? আমি তখন ছাত্র। ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারিনি। মুসলিম লীগের হয়ে বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করলেন যিনি, তাঁর স্থান মুসলিম লীগে হলো না, এ কেমন কথা ?

ঃ কথাটা বেদনাদায়কই বটে। লাহোর প্রস্তাব আনলেন তিনি ১৯৪০ সনের ২৩শে মার্চে। অথচ দু'টো বছরও গেল না, ১৯৪২ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কৃত হলেন। এরপর ফের আর এক বছরের মধ্যেই, অর্থাৎ এই ১৯৪৩ সনের ২৮শে মার্চ রাত দশটায় তাঁর মন্ত্রীসভারও পতন ঘটলো।

ঃ স্যার।

ঃ তাঁর এসব দুর্ভাগ্যের জন্যে মুসলিম লীগের কর্মী হয়েও আমরা, মানে বাঙ্গালী মুসলমানেরা, খুবই দুঃখিত।

ঃ স্যার।

ঃ এসো, আমার হোটেলে বসে কথা বলি। সামনেই এক হোটেলে আমি উঠেছি।

ঃ আপনার হোটেলে স্যার ?

ঃ অসুবিধে নেই। রাত ৯টা পর্যন্ত পথ ঘাট বেশ নিরাপদই থাকে। সব কথা যদি জানতে চাও, তাহলে আমার সাথে এসো—

ঃ চলুন স্যার-চলুন স্যার। জানতে চাওয়া মানে কি ? খবরটা শোনার পর থেকেই এসব কথা জানার আমার বড়ই আগ্রহ জেগেছে। আগাগোড়া সব ঘটনা জানেন, এমন কাউকে পাইনি বলেই জানা হয়নি। অথচ যে কোনো সচেতন ব্যক্তিরই এ ব্যাপারে পরিষ্কার জ্ঞান থাকাটা বাঞ্ছনীয়।

www.pathagar.com

হোটেলে এসে ছাত্র শিক্ষক মুখোমুখী বসলেন। অন্য কথায় না গিয়ে শিক্ষক কামরুজ্জামান সাহেব সরাসরি এ প্রসঙ্গই তুললেন। বললেন—বাংলার কৃষক প্রজার প্রতি হক সাহেবের গভীর দরদের কারণেই তাঁকে মুসলিম লীগ ছাড়তে হলো বলা যায়। তুমি জানো কিনা, জানিনে, ১৯৩৫ সনের দিকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলাদেশেও মুসলিম লীগ কার্যতঃ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। ১৯৩৭ সনের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্যে বাংলাদেশের মুসলমানগণ বাধ্য হয়েই ইউনাইটেড্ মুসলিম পার্টি, নিউ মজলিস পার্টি, কৃষক-প্রজা পার্টি–প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন আর এসব পার্টির মাধ্যমেই ইলেকশান করার জন্যে প্রস্তুত হন। জিন্নাহ সাহেব বিলেতে ছিলেন। এ সময় ১৯৩৬ সনে বিলেত থেকে এসে তিনি মুসলিম লীগকে পুনর্জাগরিত করার প্রয়াস পান এবং মুসলিম লীগের পতাকাতলে নির্বাচন করার জন্যে সকল পার্টিকে আহ্বান জানান। এতে করে জনাব ফজলুল হক নির্বাচন কর্মসূচীকে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ আর স্বল্প বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কথা অন্তর্ভুক্ত করতে চান। কিন্তু লীগের অধিকাংশ সদস্যেরা বিরোধিতা করায় তা বানচাল হয়ে যায়। ফলে, হক সাহেব তাঁর সহচরদের নিয়ে লীগের নির্বাচনী সংস্থা থেকে সরে পড়েন এবং তাঁর কৃষক-প্রজা পার্টির মাধ্যমে নির্বাচনে নামার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ঃ হক সাহেবের প্রস্তাব লীগের সদস্যেরা বানচাল করে দিলেন, কারণ কি স্যার ?

ঃ কারণটা স্বার্থসংক্রান্ত ব্যাপার আর কি। বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নির্বাচনী সংস্থায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা অধিকাংশই জমিদার আর অভিজাত শ্রেণীর ব্যবসায়ী। হক সাহেব বুঝলেন, এঁদের সাথে যোগ দিয়ে নির্বাচন করলে যে সরকার গঠিত হবে, সে সরকারের দ্বারা বাংলার জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ আর কৃষক-প্রজার জন্যে জনহিতকর কাজ করা কখনো সম্ভব হবে না। তাই তিনি তাঁর লোকজন নিয়ে কৃষক-প্রজা পার্টির ব্যানারে নির্বাচনে নামলেন।

ঃ আচ্ছা। তারপর স্যার ?

ঃ ফলে ১৯৩৭ সনের নির্বাচনটা বাংলা প্রদেশে কার্যতঃ মুসলিম লীগ আর কৃষক প্রজা পার্টির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হয়। মুসলিম লীগ ক্যাণ্ডিডেট্ খাজা নাযিমুদ্দীনের জমিদারীর মধ্যে পটুয়াখালী নির্বাচন কেন্দ্রে খাজা নাযিমুদ্দীন ও জনাব ফজলুল হক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। একে নিজের জমিদারী, তার উপর মুসলিম লীগের পূর্ণ শক্তির সাথে বাংলার তৎকালীন গর্ভনরও নাযিমুদ্দীন সাহেবের পক্ষ নেন। কিন্তু হক সাহেবের পক্ষে ছিল বাংলার মজলুম জনতা। নির্বাচনে হক সাহেবের ১৩ হাজার ভোটের পাশে মাত্র ৫ হাজার ভোট পেয়ে খাজা নাযিমুদ্দীন করুণভাবে পরাজিত হন। অবশ্য মুসলিম লীগ নেতা এইচ. এস. সোহরাবর্দী তাঁর দুই আসনের এক আসন ছেড়ে দিলে নাযিমুদ্দীন সাহেবও নির্বাচিত হন।

ঃ স্যার।

ঃ সে যা-ই হোক, মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত বাংলার ১১৯টি আসনের মুসলিম লীগ পায় ৪০টি আসন, কৃষক প্রজা পার্টি পায় ৩৮টি আসন আর বাদবাকী ৪১টি আসন পান স্বতন্ত্র মুসলমান ক্যাণ্ডিডেটগণ। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কোনো

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দলের সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছিল না। অধিকাংশ স্বতন্ত্র মুসলিম সদস্যেরা কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগ দিলে, কংগ্রেস দলের নেতৃবৃন্দ ফজলুল হক সাহেবকে মন্ত্রীসভা গঠনের আশ্বাস দেন। কিন্তু তাঁরা কিছু শর্ত দেন যা হক সাহেবের মনঃপুত ছিল না। এছাড়াও, সন্ত্রাসবাদীদের সাথে মন্ত্রীসভা গঠন করা তাঁর অনভিপ্রেত ছিল। ওদিকে আবার, কংগ্রেস প্রজা মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা দেখে শংকিত হয়ে উঠলেন মুসলিম লীগ নেতাগণও। লীগ নেতা এইচ. এস. সোহরাবর্দী হক সাহেবের সাথে আপোষ মীমাংসা করে নিয়ে লীগের সমর্থন দান করলেন আর শেরে বাংলা জনাব এ. কে. ফজলুল হক প্রজা-লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করলেন।

কামরুজ্জামান সাহেব একটু থামলে আনোয়ার হোসেন বললো—সেই তখন থেকেই তিনি মন্ত্রী ছিলেন, তাই নয় স্যার?

কামরুজ্জামান সাহেব বললেন—হ্যাঁ, তখন থেকেই। মন্ত্রীসভা গঠনের কয়েকদিন পরেই হক সাহেব বাংলাদেশের মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। বাংলাদেশের কৃষক প্রজার, যার সিংহ ভাগই মুসলমান, কি কল্যাণটাই না সাধন করে গেলেন তিনি, তা তো জানোই। বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইন পাশ করে বাংলাদেশে ৬০ হাজার ঋণ শালিশী বোর্ড স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে কৃষকের ঋণের বোঝা বিপুল পরিমাণে হালকা হয় আর তারা বন্ধকী জমিও ফেরত পায়। এছাড়া, আরো অনেক অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশে স্বায়ত্ব শাসন সুন্দরভাবে চলে আর ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আদর্শস্থল হয়ে উঠে। অন্যান্য প্রদেশের নেতাগণ ফজলুল হকের সাহস আর কর্মকুশলতায় ভূয়সী প্রশংসা করেন আর তাঁকে "শেরে বাংলা" আখ্যায় আখ্যায়িত করেন। মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্যে তিনি যা করে গেছেন, তাও তোমাদের জানা। তাঁর সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য ছিল জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ আর জমির উপর কৃষকের মালিকানা স্থাপন। কিন্তু মন্ত্রীসভার অধিকাংশ সদস্যই জমিদার আর জমিদার শ্রেণী হওয়ায় তা তিনি পারেননি।

ঃ স্যার!

ঃ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করতে না পারলেও, তা রহিত করার জন্যে তিনি আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যান। তোমরা হয়তো শুনেছো, তার প্রচেষ্টার ভিত্তিতে জমিদারী প্রথা বিলোপের একটা প্রস্তাব আইন সভায় উপস্থাপিত হয়। কিন্তু মন্ত্রীসভার জমিদারেরা এটা বানচাল করে দেন আর এ কারণে কেউ কেউ তখন থেকেই হক সাহেবকে গদীচ্যুত করার জন্যে সচেষ্ট হয়ে উঠেন।

আনোয়ার হোসেন নিঃশ্বাস ফেলে বললো—হুঁ, সে তো খুবই স্বাভাবিক স্যার। স্বার্থে ঘা লাগলে এমনই হয়।

ঃ তবে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ না হলেও, এ প্রথা উচ্ছেদ কল্পে সেই থেকেই একটা শক্তিশালী আন্দোলন পয়দা হয়েছে। ওদিকে আবার, মুসলমানদের চাকুরীর সুব্যবস্থা করারও যথেষ্ট পদক্ষেপ নিলেন তিনি। বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে সেটাও সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়িত হলো না। এই যেমন তুমি তার এক করুণ উদাহরণ।

www.pathagar.com

ঃ কেন স্যার ? কারণটা কি এর পেছনে।

ঃ পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারীরা প্রায় সকলেই অমুসলমান। এর সাথে তাঁর মন্ত্রীসভার সঙ্গীরা প্রায় সকলেই তার বিরুদ্ধে থাকায়, এ কাজেও তাঁদের তেমন সহযোগিতা পেলেন না। একা তিনি কি করবেন আর ক'দিক দেখবেন ?

ঃ তা বটে।

ঃ হক সাহেবের মুসলিম লীগে যোগদানের পর মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বিগত ১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাব একটা স্মরণীয় ঘটনা আর হক সাহেবই এ প্রস্তাবের উপস্থাপক। এর ফলে বাংলাদেশের মুসলমানেরা লীগের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এ সময় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ সভাপতি মুহম্মদ আলী জিন্নাহ আর ফজলুল হক সাহেবের মধ্যে নিদারুণ মনোমালিন্য ঘটে।

ঃ সেকি ! কিভাবে স্যার ?

ঃ ১৯৩৯ সনের এ চলমান বিশ্বযুদ্ধে ভারতের যোগদানের কথা ঘোষণা করে বড়লাট লিন্‌লিথ্‌গো জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠন করেন আর যুদ্ধ শেষে ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। লীগ সভাপতি জিন্নাহ বড়লাটের নিকট কয়েকটি বিষয় পরিস্কার করে নিতে চান। কিন্তু লিন্‌লিথ্‌গোর ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় মুসলিম লীগ ইংরেজ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু লীগ সভাপতির সাথে কোনো আলোচনা না করেই লিন্‌লিথ্‌গো বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমান প্রধানমন্ত্রীদের ও সদস্যদেরকে তাঁর প্রতিরক্ষা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করেন। এতে জিন্নাহ সাহেব ক্রুদ্ধ হন। তাঁর নির্দেশে লীগ কর্মসচীব লিয়াকত আলী খান প্রতিরক্ষা পরিষদে মনোনীত সকল মুসলমান সদস্যকে পদত্যাগ করার ও কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে লীগ কমিটির একটি সভা আহ্বান করেন। ফজলুল হক সাহেব কেন্দ্রীয় লীগ কমিটির সদস্য ছিলেন। হক সাহেব এ সভায় যোগ দিতে না পারায়, লীগ কমিটি ফজলুল হককে প্রতিরক্ষা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করার দশদিন সময় দেয় আর এ সময়ের মধ্যে পদত্যাগ না করলে, লীগ কমিটি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য লীগ সভাপতি জিন্নাহকে ক্ষমতা দেয়। ফজলুল হককে একথাও জানিয়ে দেয়া হয়।

ঃ তারপর স্যার ?

ঃ হক সাহেব ছিলেন খুবই সেন্‌সিটিভ্‌, অর্থাৎ স্পর্শকাতর মনের লোক। লীগ কর্মসচীব পদত্যাগ করার জন্যে যে কঠোর নোটিশ দেন, তাতে তিনি অপমানিতবোধ করেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, লীগের কোন্ আইন বলে লীগের সদস্যদের প্রতি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়েছে ? কিন্তু জিন্নাহ সাহেব এ প্রশ্ন ধামাচাপা দেন। ফজলুল হক সাহেব বয়োজ্যেষ্ঠ আর প্রবীন রাজনীতিবিদ। ভারতের শ্রেষ্ঠতম প্রদেশের তিনি প্রধানমন্ত্রী আর বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা। যদি শালীন ভাষায় তাঁকে প্রতিরক্ষা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করার পরামর্শ দেয়া হতো, তাহলে অবশ্যই তিনি তা মেনে নিতেন। লীগ কর্মকর্তাদের ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে ফজলুল

www.pathagar.com

হক সাহেব এক পত্রে জানালেন, তিনি প্রতিরক্ষা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করছেন আর সেই সাথে লীগ পরিষদ থেকেও পদত্যাগ করছেন।

ঃ স্যার!

ঃ তিনি অভিযোগ তোলেন, লীগ সভাপতি জিন্নাহ্ অনিয়মতান্ত্রিকভাবে আর স্বেচ্ছাচারীরূপে কাজ করছেন, যা তিনি মেনে নিতে পারেন না। এরপর তিনি প্রজা লীগ যুক্ত মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেন। আইন সভায় তাঁর দলের সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকায় গর্ভনর তাঁকে পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠন করার আহ্বান জানালে, হক সাহেব প্রগ্রেসিভ্ যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এর ৯জন মন্ত্রীর মধ্যে ৫জন মুসলমান আর ৪জন ছিলেন হিন্দু। এরপর লীগের কর্মকর্তাদের সাথে ফজলুল হকের সম্পর্ক খুবই তিক্ত হয়ে পড়ে। জিন্নাহর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভায় মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধাচারণ করার অভিযোগ এনে জনাব ফজলুল হককে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কৃত করার কথা ঘোষণা করা হয়।

ঃ কি দুর্ঘটনা স্যার! বড়ই মর্মান্তিক!

ঃ মর্মান্তিক ব্যাপার আরো আছে। মুসলিম লীগের সর্বপ্রকার বিরোধিতা সত্ত্বেও আইন সভায় হক সাহেব সংখ্যা গরিষ্ঠতা বজায় রাখতে সক্ষম হন। কিন্তু এবার তাঁর বিরুদ্ধে লাগলেন বাংলার গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট। ফজলুল হক সাহেবের স্বাধীন রাজনৈতিক পদক্ষেপ বৃটিশ সরকারের স্বার্থের বিরোধী হওয়ায়, হার্বার্ট তাঁকে গদীচ্যুত করার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। এ সময় এ "কুইট ইণ্ডিয়া" আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকায় মেদিনীপুরের কয়েকটি গ্রামের অধিবাসীদের উপর পুলিশেরা অকথ্য জুলুম চালায়। আইন সভায় অনেক সভ্য হক সাহেবের মন্ত্রীসভার নিন্দা করেন আর এ ব্যাপারে তদন্তের দাবী করেন। হক সাহেবও তাঁদের নিরপেক্ষ তদন্তের আশ্বাস দেন। কিন্তু গভর্নর এ সামান্য বিষয়টিকে উপলক্ষ্য করে হক সাহেবকে অশোভন ভাষায় পত্র লিখেন। তদন্তের বিষয়টি দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভার দৈনন্দিন কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও গভর্নর দাবী তোলেন যে, তদন্তের বিষয়টি গভর্নরের ব্যক্তিগত ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সাথে আলোচনা করা ছাড়াই তদন্তের আশ্বাস দিয়ে বিধিবহির্ভূত কাজ করেছেন। এজন্যে তিনি প্রধানমন্ত্রীর নিকট কৈফিয়ত তলব করেন। গভর্নরের অশোভন পত্র পেয়ে হক সাহেব ক্ষুব্ধ হন আর তিনিও তার সমুচিত জবাব দেন। জবাবে তিনি লেখেন, একজন প্রধানমন্ত্রীর সাথে পত্র বিনিময় করতে যে শালীনতা অবলম্বন করতে হয় তা আপনার পত্রে না থাকায়, ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক হওয়ার জন্যে পরামর্শ দেয়া আমি কর্তব্য বলে মনে করি।

আনোয়ার হোসেন উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো—সাব্বাস! তারপর স্যার?

কামরুজ্জামান সাহেব বললেন—এ অপমান গভর্নর হজম করতে পারলেন না। আইন সভায় হক সাহেবের সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকায় প্রকাশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করতেও পারলেন না। ফলে গভর্নর ছলনার আশ্রয় নিলেন। একদিন হক সাহেবকে সমাদরে গভর্নর তাঁর বাসায় ডেকে নেন। মিষ্ট ভাষায় হক সাহেবের নেতৃত্বে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করার প্রস্তাব দেন। এ কাজটি তরান্বিত করার জন্যে তিনি হক

www.pathagar.com

সাহেবকে পদত্যাগ করতে বলেন। গভর্নর তাঁকে আন্তরিকভাবে আশ্বাস দেন, তাঁর পদত্যাগ পত্র প্রকাশ করা হবে না আর পদত্যাগের পরে পরেই তাঁকে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের জন্যে আহ্বান করা হবে। গভর্নরের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করে, আর অসম্মত হলে তাঁকে গদীচ্যুত হতে হবে চিন্তা করে, হক সাহেব পদত্যাদ পত্রে স্বাক্ষর দিলেন। ব্যস্ আর যান কোথায়? সেদিনই রাত দশটার সময় হক সাহেবকে জানানো হলো, গভর্নর তাঁর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, তিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। এ গত পরশু রাত দশটার ঘটনা।

আনোয়ার হোসেন বিপুল বিস্ময়ে প্রশ্ন করলো—সেকি! সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করার জন্যে গভর্নর তাঁকে আর আহ্বান করেননি স্যার?

ঃ তাইকি আর করেন? তাঁর মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর জন্যেই সুযোগ খোঁজেন গভর্নর। গত পরশু ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে ছাড়লেন। আজ হার্বার্টের এ জঘন্য ষড়যন্ত্রের কথা তুলে ধরে দেশ বন্ধু পার্কে বিশাল এক জনসভায় জনাব ফজলুল হক আর অন্যান্য নেতাগণ তীব্র নিন্দাজ্ঞাপন করলেন আর গভর্নরের অপসারণ দাবী করলেন।

ঃ শেম্-শেম্!

ঃ সভায় জনসাধারণও সমস্বরে নিন্দাজ্ঞাপন করলো। কিন্তু তাতে আর কি হবে? তাদের লজ্জাবোধ থাকলে তো?

ছাত্র শিক্ষক উভয়েই নীরব হয়ে গেলেন।

৮

বৈশাখী মেলা বসেছে সদর রাস্তার পাশে। পাশেই মস্ত বড় খেলার মাঠ আর মেলা বসেছে সেখানেই। মূলতঃ একদিনের হলেও প্রতি বছর এ মেলা চলতো এখানে সাতদিন। চলমান "কুইট ইণ্ডিয়া" আন্দোলনের কারণে সাতদিন থেকে কমিয়ে এবার এ মেলা তিনদিনের করা হয়েছে। রাজনৈতিক চাহিদায় এর স্থিতিকাল খর্ব করা হলেও, খর্ব হয়নি মেলার প্রতি আমজনতার আকর্ষণ। বরং সময় কম বলে আরো যেন বেড়ে গেছে এলাকাবাসীর আগ্রহ। বালবাচ্চা আর বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে পরিপাটি বেশ ভূষায় দলে দলে তরুণ-তরুণী ভিড় করেছে মেলায়। এতে করে শুরু থেকেই জমে উঠেছে মেলা।

নাগরদোলা, পুতুল নাচ, বায়োস্কোপ—প্রভৃতি বিনোদনমূলক আনযামের পাশাপাশি সারি সারি দোকান বসেছে মাঠে। হরেক রকম পণ্যের অসংখ্য পশরা। অধিকাংশই কুটির শিল্পজাত। রং বে রংয়ের পুতুল, হাড়ি পাতিল সোরাই, খন্তা, বটি ছুরি, ঝাঁকাঝুড়ি সরপোষ, পাটি, মাদুর, পা-পোষ, শাঁখা সিন্দুর চুড়ি, আয়না কাঁকুই চিরুনী, ফিতা কাঁটা ক্লীপ, তেল আলতা স্নো-পাউডার, পুতির মালা, দুল, টিপ্, নানা ধরনের খেলনা, বিবিধ মিষ্টি মিঠাই ও অন্যান্য নানা দ্রব্যের লাগাতার দোকান। দর্শক ক্রেতার ভিড়ে, ছেলেছোকরাদের উল্লাসে আর ফেরিওয়ালা বাঁশীওয়ালা—পানওয়ালাদের দৌরাত্ম্যে ধুন্ধুমার কারবার।

www.pathagar.com

রাস্তার কোলঘেঁষে মেলার এদিকে ভিড় কিছুটা পাতলা। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, কিশোর-কিশোরী আর বখাটে-বাউণ্ডেলেদের চাপ এদিকে কম। এদিকে বসেছে কাপড়ের দোকান। ছোট ছোট চালার নীচে পৃথক পৃথক বস্ত্রালয়। গামছা-গেঞ্জি, শাড়ী ধূতি, কাটা কাপড়, ছিট কাপড় ও থান।

রাস্তা বেয়ে যাওয়ারকালে মেলার জাকজমক আনোয়ার হোসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। অলস কৌতুহলে মেলায় এসে উঁকি দিতেই চোখে পড়লো কাপড় চোপড়ের দোকানগুলো। একখানা গামছার তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিনবো কিনবো করে কেনাটা আর হয়ে উঠেনি। এ ফাঁকে সে কাজটা সেরে নেয়ার ইরাদায় আনোয়ার হোসেন মেলার ভেতরে চলে এলো। গামছার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দামদর করতেই তার কানে আওয়াজ এলো–আরে, এই যে দাদা, আপনি এখানে? আসুন–আসুন, বসুন একটু এখানে এসে—

নারী কণ্ঠের আওয়াজ শুনে আনোয়ার হোসেন নজর ফিরিয়েই দেখে, পাশেই এক কাটা কাপড়ের দোকান আর দোকানের মধ্যে মালতী মিত্র। দোকানের সামনে ও দু' পাশে দড়ির সাথে নানা রঙ্গের কাটা কাপড় ঝুলানো আর মাঝখানে বাঁশের মাচার উপর মালতী মিত্র বসে। তার সামনেই একটা মোড়ার উপর ফুল তোলা ফ্রকহাতে আর এক মেয়ে উপবিষ্ট। সে মেয়ের বেশবাস উগ্র, প্রসাধন তীব্র চাহনি শানদার। আসল চেহারাটাও খারাপ নয় তার। মোটামুটি আকর্ষণীয়ই বলা যায়। বয়সও এমন কিছু বেশী নয়। মালতীর চেয়ে বড়জোর দু' তিন বছরের বড়।

মেলার দোকানে মালতীকে দেখে আনোয়ার হোসেন নিমেষ খানেক অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। মালতী রাণী তা দেখে ফের বললো—কি হলো দাদা? আসুন না আমাদের দোকানে?

এগিয়ে আসতে আসতে আনোয়োর হোসেন সবিস্ময়ে বললো—কি তাজ্জব! তুমি এখানে?

মালতী মিত্র হাসিমুখে বললো—এইটেইতো আমাদের কাটা কাপড়ের দোকান।

ঃ তুমি এখানে দোকান দিয়েছো এ মেলায়? তুমি এসব বিক্রি করছো এখানে বসে?

একইভাবে হেসে মালতী মিত্র বললো—নানা, দোকান দিয়েছেন আমার দাদা। আমিও এখানে বসে বিক্রি এসব করছিনে। দোকানে মাল পৌছাতে এসেছি। দাদা একটু বাইরে গেলেন। তাঁকে সাহায্যকারী ছেলেটাও এক্ষণে নেই। তাই আমি বসে বসে পাহারা দিচ্ছি দোকানটা।

ঃ ও, তাই বলো!

ঃ আসুন না ভেতরে? দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? দাদার সাথে দেখা করে যাবেন।

আনোয়ার হোসেন ইতস্ততঃ করতে লাগলো। মালতী এবার মোড়ার উপর উপবিষ্ট মেয়েটিকে বললো—এই যে দিদি, আপনি এসে আমার পাশে বসুন, আমি মোড়াটা একটু ওদিকে এগিয়ে দেই।

মৃদু আপত্তি তুলে অপর মেয়েটি বললো—আমি না হয় যাই মালতী। পরে আবার আসবো।

www.pathagar.com

মালতী মিত্র সোচ্চার কণ্ঠে বললো—আরে যাবেন কি দিদি ? আসুন, বসুন এখানে। ভদ্রলোকের পরিচয় নিয়ে যান। বড় অদ্ভুত লোক। পরিচয় পেলে তাজ্জব বনে যাবেন।

তাজ্জব সে ইতিমধ্যেই অনেকখানি হয়েছিল। আনোয়ার হোসেনের চিত্তহারী চেহারার উপর সেই থেকেই দু' চোখ তার স্থির। মোটেই আর আপত্তিতে না গিয়ে মোড়া থেকে উঠে এলো মেয়েটি। তাড়াতাড়ি মাচায় এসে বসলো। মালতী মিত্র মোড়াটা সামান্য একটু সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আনোয়ার হোসেনকে বললো—বসুন-বসুন। একটু বিরাম নিন। কতক্ষণ থেকে যে মেলার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছেন—

অগত্যা বসতে বসতে আনোয়ার হোসেন স্মিতহাস্যে বললো—আরে না-না, মেলায় আমি এই মাত্র এলাম। তা কেমন চলছে তোমাদের মালামাল ?

ঃ ভালো দাদা, বেশ ভাল চলছে। মাল যা দোকানে তোলা হয়েছিল, সবই একদিনে শেষ। আজ আবার এগুলো পৌঁছে দিতে এসেছি।

দড়ির সাথে ঝুলানো জামা কাপড়ের দিকে ইংগিত করলো মালতী মিত্র। আনোয়ার হোসেন বললো—কৈ, গ্রাহক তো তেমন দেখছিনে ?

ঃ দেখবেন কি ? মালই তো কিছু এতক্ষণ ছিল না। তার উপর এখন দুপুর। বিকেলের দিকে এলে দেখবেন, ভিড় চাপে কেমন।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ তো আর বলছি কি ?

ঃ বেশ-বেশ। এমনটিই হোক, এই তো আমার কামনা। তা তোমার দাদা কখন আসবেন তার কিছু ঠিক নেই। আমি বরং যাই। তোমাদের বাড়ীতে এক ফাঁকে গিয়ে দেখা করে আসবো।

মালতী রাণী চোখ পাকিয়ে বললো—ইশ্ ! ঐ মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে আর ভোলাবেন না দাদা। কতদিন গেল, কই, আরতো গেলেন না আমাদের বাড়ীতে ? অথচ ওয়াদা-প্রতিজ্ঞা খুব শক্ত শক্তই করে এলেন।

আনোয়ার হোসেন হেসে বললো—সময় পাইনিরে বোন। যাবো যাবো প্রায়ই মনে করি, কিন্তু হয়ে উঠে না ঠিকমতো।

ঃ কিন্তু পড়াতে তো ও বাড়ীতে ঠিকই প্রতিদিন যান। পথ ঐ একটাই।

ঃ হ্যাঁ যাই। কিন্তু ইদানিং এমনই সব আলতু ফালতু ঝামেলায় পড়ে গেছি যে, পড়াতে যেতেই লেট হয়। এরপর আর লেট করার সময় হাতে থাকে না।

ঃ এবারও সময় হাতে থাকবে না। দাদার সাথে দেখা করতে যাওয়াটা হয়ে উঠবে না এবারও।

ঃ আরে তাতে অসুবিধে কি ? তাঁর সাথে প্রতিদিনই তো দেখা হয় স্কুলে।

ঃ ব্যস্ ! আমি জানি, একথাই আপনি এখন বলবেন। স্কুলে দাদার সাথে দেখা হয় মানি। কিন্তু আমার মায়ের সাথে আর আমার সাথেও কি দেখা হয় স্কুলে ? অথচ প্রতিদিনই আপনার পথ চেয়ে থাকি।

www.pathagar.com

এদের আলাপ আলোচনা শুনে অপর মেয়েটি কৌতুহলী হয়ে উঠলো। আগ্রহভরে প্রশ্ন করলো-ইনি কেরে মালতী ? তোদের কোনো প্রিয় লোক নাকি ? মানে, তোর কোনো প্রিয়জন ?

মালতী মিত্র লজ্জা পেলো। লজ্জাবনত চোখে ঈষৎ হেসে বললো—হ্যাঁ, প্রিয়জন বৈকি ? আমার আর আমাদের পরিবারের সবারই ইনি প্রিয়জন। আমার দাদার বন্ধু হিসাবে আমারও দাদা।

ঃ নামটা কি ভদ্রলোকের ?

ঃ আনোয়ার হোসেন। একজন বিখ্যাত পণ্ডিত আর একজন মহৎ মানুষ !

অপর মেয়েটি হোঁচট খেয়ে বললো—ওমা সেকি ! মুসলমান ?

মালতী মিত্র প্রতিবাদ করে বললো—তাতে কি হয়েছে ? মুসলমান কি মানুষ নয়?

ঃ না, তা বলছিনে। বলছি, এমন অপূর্ব চেহারা, মানে এত সুন্দর চেহারা মুসলমানেরও হয় ?

ঃ কেন, সুন্দর চেহারার মুসলমান কি আর কখনো দেখেননি ?

যাকে নিয়ে কথা হচ্ছে সেজন যে সামান্য একটু ফাঁকে সামনেই উপবিষ্ট, একথা তারা ভুলেই গেল। মালতী মিত্রের প্রশ্নের জবাবে অপর মেয়েটি বললো—তা দেখেছি। আমাদের অফিসে আমার পাশেই বসে একজন কাজ করেন। তাঁর চেহারাও সুন্দর। কিন্তু এটা যে একদম সৃষ্টি ছাড়া। এমন দেবতুল্য চেহারা—

মালতী মিত্র বিপুল উৎসাহে বললো—শুধুই চেহারা ? অন্তরটাও দেবতুল্য। এতবড় অন্তর আমাদের স্বজাতির মধ্যে খুব বেশীতো একটা দেখলাম না।

ঃ বলিস কি !

ঃ ওদিকে আবার জ্ঞান বিদ্যাতেও বাঘের বাচ্চা। আমার জানামতে সব পণ্ডিত এঁর কাছে ফেল।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ বিরল লোকরে দিদি। এমন লোক লাখে একটা পাওয়া ভার।

মালতী মিত্রের দু' চোখে আনন্দ উছলে পড়তে লাগলো। অপর মেয়েটি পুলক আর চেপে রাখতে পারলো না। শরমের বালাইও তার মধ্যে পরিলক্ষিত হলো না। সে মালতী মিত্রের কানে কানে বললো-ওম্মা ! বিলকুলই তাহলে ডুবে গেছিস্ বুঝি ?

বিব্রত হয়ে মালতী মিত্র চাপা কণ্ঠে বললো—আহ ! দিদি, এসব কি ?

অলক্ষ্যে একটু সরে বসলো মালতী মিত্র। এদের এ গোপন আলাপ আনোয়ার হোসেনের চক্ষুকর্ণ এড়ালো না। তার চোখে মুখে ফুটে উঠলো বিরূপ প্রতিক্রিয়া। মালতী মিত্রের নজরও তা এড়ালো না। পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দিতে সে সরবে বলে উঠলো—আর সেরেফ বিদ্যারে দিদি, এ দাদার আদব-কায়দা স্বভাব-চরিত্রও দেবতাকে হার মানায়। এমন সৎ স্বভাবের লোক—

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো আনোয়ার হোসেন। বললো—না-না, আর আমার থাকা চলে না এখানে।

www.pathagar.com

মালতী মিত্র চমকে উঠে বললো—সেকি দাদা ! বসুন-বসুন, আর একটু বসুন। আমার দাদা এলেন বলে।

আনোয়ার হোসেন নাখোশ কণ্ঠে বললো—কি করে বসবো ? একি শুরু করলে তুমি আর তোমরা ? এসব আমি মোটেই পসন্দ করিনে।

অপরাধীর মতো মালতী মিত্র বললো—আর হবে না দাদা। আর এসব বলবো না। আমার এ দিদি একটু বেশী আপ্টুডেট্ আর কৌতুহলী তো তাই, মানে আপনি বসুন দাদা, আর এসব হবে না।

আনোয়ার ফের বসতে বসতে বললো—তা ইনি কে ? এঁর পরিচয়টা তো পেলাম না ?

জড়তা কাটিয়ে উঠে মালতী মিত্র আবার সবল কণ্ঠে বললো—ইনিও একজন খুব জ্ঞানী মহিলা দাদা। কাগজের অফিসে চাকুরী করেন। সাহিত্যে নাকি জ্ঞান এর অগাধ। তাই সাহিত্য বিভাগে কাজ করেন। অফিসের সবাই এক ডাকে দিদিকে চেনেন।

আনোয়ার হোসেন উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। প্রশ্ন করলো—নামটা ? মানে, এ ভদ্র মহিলার নামটা ?

ঃ লাবণ্যময়ী। শ্রীমতি লাবণ্যময়ী দাস গুপ্তা।

আনোয়ার হোসেনের বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে গেল। এই সেই লাবণ্যময়ী ! জালালউদ্দীনের এই সেই উপরওয়ালী। একবিন্দু বাড়িয়ে বলেনি জালালউদ্দীন। মাত্রাধিক বেপরোয়াই বটে।

লাবণ্যময়ীর মুখের দিকে বিস্মিতভাবে চেয়ে থাকতে দেখে মালতী মিত্র আনোয়ারকে প্রশ্ন করলো—কি হলো দাদা ? আপনি কি এ দিদিকে চেনেন ? মানে, এর নাম শুনেছেন নাকি ?

আনোয়ার হোসেন থতমত করে বললো—এ্যাঁ ? হ্যাঁ-হ্যাঁ, কিছুটা শুনেছি বৈকি? তা তোমার সাথে এঁর পরিচয় হলো কিভাবে ?

ঃ আমার বৌদির বাপের বাড়ীর পাশেই এঁদের বাড়ী। একদম লাগালাগি। ওখানে কয়েকবার গিয়েছি আর সেই সূত্রেই পরিচয়।

ইতিমধ্যেই ফিরে এলেন মালতীর দাদা। আনোয়ারকে দেখেই মালতীর দাদা রসিক চাঁদ মিত্র উল্লসিত হয়ে উঠলেন। ভেতরে আর বসার জায়গা নেই দেখে আনোয়ারকে ডাক দিয়ে বললেন—আসুন ভাই সাহেব একটু এ ফাঁকে দাঁড়িয়েই কথাবার্তা বলি। কি কাণ্ড ! আনোয়ার ভাই মেলা-উৎসব তিথি-পার্বণে।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো আনোয়ার হোসেন।

চৌকির উপর খবরের কাগজ বিছিয়ে নিবিষ্টচিত্তে কাগজ পড়ছে জালালউদ্দীন জালাল মিয়া। সদ্য কেনা গামছা কাঁধে ঝুলিয়ে ঘরে ঢুকলো আনোয়ার হোসেন। জালালউদ্দীন তার উপস্থিতি খেয়াল করলো না দেখে আনোয়ার হোসেন কাছে এসে অভিনয়ের সুরে বললো—

www.pathagar.com

"অয়ি লাবণ্য পুঞ্জে,
এখনও আমার সময় হয়নি,
যেথায় চলেছো যাও তুমি ধনী—
সময় যেদিন আসিবে আপনি যাবই তোমার কুঞ্জে।"

নাখোশভাবে মুখ তুলে জালালউদ্দীন বললো—কি ব্যাপার ? এত পুলক কিসের? হঠাৎ নাটক জুড়ে দিলে যে ?

আনোয়ার হোসেন রসিকতা করে বললো—নাটক নয় গুরু, কবিতা আওড়াচ্ছি।

ঃ গুরু ! গুরু আবার কি ?

ঃ গুরু মানে গুরু। কবিগুরু।

ঃ কবিগুরু।

ঃ জি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতা আওরাচ্ছি তো, তাই গুরু শব্দটা পেয়ে বসেছে আমাকে।

ঃ বটে। এ দুনিয়ায় কে যে গুরু আর কে যে লঘু, বুঝে উঠা ভার। তা হঠাৎ তোমার এ রবীন্দ্র প্রেমের উৎস ?

ঃ উৎস পাঠ্য পুস্তক। স্কুলে আর টিউশানীতে কয়দিন ধরেই বরীন্দ্রনাথের এ 'অভিসার' কবিতাটির সাথে মল্লযুদ্ধ করছি তো, তাই মুখস্ত হয়ে গেছে।

ঃ মনেও ধরেছে খুব, না কি বলো ?

ঃ বিধায় ?

ঃ বাহ ! অভিসারের ব্যাপার। অবৈধ প্রেমের আকুল আবেদন। রাতের আঁধারে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাকেই মনে ধরলো তাকেই ঘরে আনার বাঁধ ভাঙ্গা আর্তি। একি কম পুলকের কথা ?

ঃ তা যা বলেছো দোস্ত ! বাসবদত্তার মতো যৌবন মদে মত্তা কেউ ঘরে আহ্বান করলে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত ফিরিয়ে দিতে পারে, অসন্ন্যাসীরা পারতো না।

ঃ তাই গদ গদ হয়ে আওড়াচ্ছো ?

ঃ আওরাতেই হবে। ছাত্র পড়ানোর ব্যাপার। দু' চার লাইন মুখস্ত না থাকলে ছাত্র পড়াবো কি করে ?

ঃ তাই ঘরে-বাইরে সর্বত্রই আউড়িয়ে বেড়াচ্ছো ?

ঃ না বেড়িয়ে কি করি ? গুলিস্তাঁ বোস্তাঁর বয়েত তো জানিনে যে তাই আউড়িয়ে বেড়াবো ?

ঃ জানো না ?

ঃ জানবো কি করে ? পাঠ্যাবস্থাতেও আমরা ওসবের বিন্দু বিসর্গও পাইনি, শিক্ষকতা করতে এসেও শেখ সাদী, রুমী, হাফিজ আর ওমর খৈয়ামদের নামগন্ধও পাচ্ছিনে। জানবো কি করে ? দাদা বাবুরাই শিক্ষক, তাঁদেরই তৈরী সিলেবাস। স্কুলে পড়তে হযরত মুহম্মদ (স)-এর নামটাই একটু পড়েছি সাধারণ জ্ঞানের বইয়ে। এর বাইরে তো নয় ?

www.pathagar.com

ঃ অতএব, এ নটী-নাটিনীর অভিসার ?

ঃ অফকোর্স্। যে সংস্কৃতি যে কালচার আমাদের মাথা মগজে পুরে দেয়া হয়েছে আর আজও হচ্ছে, তার বাইরে আমরা যাবো কি করে ? যাদের কথা আর যে কথা বাল্যকালে পড়েছি আর আজও পড়াচ্ছি, সেই কথাই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় হরওয়াক্ত বেরিয়ে আসছে।

ঃ সাব্বাস !

ঃ এরই নাম কালচার‍্যাল কংকোয়েষ্ট দোস্ত্। দেশ জয় করলেই মানুষকে বশে আনা যায় না। নিজের সাহিত্য-সংস্কৃতি তাদের মনে মগজে ঢুকিয়ে দাও, দেশ জয় না করলেও দেখবে, তারা তোমার পক্ষে এসে গেছে।

ঃ এ আর নতুন কথা কি ? সবাই আমরা এ দুর্ভাগ্যের শিকার। কিন্তু তোমার মতলবটা কি বলো তো শুনি ? সেরেফ সে কারণেই যে তুমি হঠাৎ এ কবিতা আওড়াচ্ছো, তাতো মনে হয় না বাছা ?

ঃ মনে হয় না ?

ঃ একবিন্দুও নয়। তোমাকে কি আমি চিনিনে ? সেয়ান ঘুঘুর ছা তুমি। এর আসল মাজেযাটা কি বলোতো ?

ঃ মাজেযাটা তো আগেই বললাম। বিলকুল সন্ন্যাসী না হলে, এমনজনের এমন আহ্বান তুমিও উপেক্ষা করতে পারো না, আমিও পারিনে।

ঃ তুমি না পারতে পারো, আমি পারলাম না কি করে ?

ঃ কই পারলে ? শেষ পর্যন্ত সে আহ্বান কবুলও করলে আর পেলেও তা কুঞ্জে।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ সময় হয়নি বলেই এখনও যাওনি। একটু পরেই সময় হবে আর আপসে আপ, কুঞ্জে না হোক, তার সান্নিধ্যে চলে যাবে। দড়ি দিয়ে বেঁধেও তোমাকে আটকানো যাবে না।

ঃ তাজ্জব ! কার কথা বলছো ?

ঃ লাবণ্যপুঞ্জের কথা। পুঞ্জিভূত রূপ লাবণ্যের অধিকারিণী যিনি সেই লাবণ্যময়ীর কথা বলছি। তোমার উপরওয়ালী লাবণ্যময়ী দাসগুপ্তার কথা।

চোখের ভ্রূ কুঞ্চিত করে জালালউদ্দীন বললো—বটে ! এরই জন্যে এত ভূমিকা? হঠাৎ তার কথা কেন ?

ঃ দেখে এলাম যে। লাবণ্যময়ীর লাবণ্য সুধা এই মাত্র আকণ্ঠ পান করে এলাম কিনা, তাই।

ঃ লাবণ্যময়ীকে দেখে এলে ? কোথায় ?

ঃ মেলায়, বৈশাখী মেলায়। তোমার বাহাদুরীর তারিফ আমাকে করতেই হবে দোস্ত্। যৌবনমদে এতবেশী মত্তা যে বাসবদত্তা, তার যৌবনের ঢেউ তুমি দিনের পর দিন সামাল দিচ্ছো কি করে ? শুনলাম, একেবারে পাশাপাশিই নাকি বসো ?

আনোয়ার হোসেনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে রইলো জালালউদ্দীন। তারপর ঈষৎ হাস্যে বললো—তার সাথে পরিচয় হলো তোমার ?

www.pathagar.com

ঃ হলোই তো। গামছা কিনতে মেলায় গেলাম আর তোমার লাবণ্যময়ীকে আবিষ্কার করে বেরিয়ে এলাম।

এরপর ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করে ফের বললো—রসিক মিত্র সেই মুহূর্তে এসে আমাকে উদ্ধার না করলে হয়তো আমি খতম হয়েই যেতাম। যে রকম বেপরোয়াভাবে দুই চোখে গিলে খাচ্ছিল আমাকে !

আনোয়ার হোসেন হাসতে লাগলো। জালালউদ্দীন বললো—বলিনি ? তোমাকে সামনে দিলে আমার দিকে আর ভুলেও তাকাবে না, একথা বলিনি তোমাকে ? এবার নাও, সামাল দাও।

ঃ ওরে বাপ্‌রে ! এমন তাজী সামাল দেয়ার সাধ্য আমার একরতিও নেই দোস্ত্‌। তোমার ঘোড়া তুমি সামলাওগে।

ঃ এ মুরোদ ? এ মুরোদে এসেই এ নাটক শুরু করেছো ?

ঃ কি করবো, বলো ? লাবণ্যময়ীর টাট্‌কা সুবাস চোখে মুখে মেখে নিয়ে ঘরে এসে দেখি, তার নাগর ধ্যানমগ্ন। আমার উপস্থিতিটা টেরই পেলেন না।

ঃ তারপর ?

ঃ অফিসে যাওয়ার কথাটাও বিলকুল ভুলে বসে আছেন।

ঃ তারপর ?

ঃ এখনও নাওয়া খাওয়াও হয়নি। ক'টা বাজে, তাকি খেয়াল আছে ?

জালালউদ্দীন মুচ্‌কি হেসে বললো—আমার তা ঠিকই খেয়াল আছে। লাবণ্যময়ীকে দেখে তোমার যে বারোটা বেজে গেছে, তাও খেয়াল করতে পারছি।

ঃ কি রকম ?

ঃ আরে উল্লু, আজ যে ছুটির দিন, সে কথাটাও গুলিয়ে গেছে বিলকুল ?

খেয়াল হতেই আনোয়ার হোসেন শরমিন্দা কণ্ঠে বললো—ও হ্যাঁ-হ্যাঁ তাইতো ! সরি দোস্ত্‌। তাইতো এমন ঠ্যাং বিছিয়ে কাগজ পড়ছো এক খেয়ানে। ঘর থেকেও বেরোওনি।

ঃ কোথায় যাবো ? তোমার মতো কি মেলায় যাবো আর তরুণীদের ভিড় ঠেলে ছুটির দিনটা কাটাবো ?

ঃ তা না যাও, কিন্তু গল্প নয় উপন্যাস নয়, খবরের কাগজ। এমন নিমগ্ন হয়ে পড়ার কি পেলে ওখানে ? কি আছে আজকের ঐ কাগজে ?

জালালউদ্দীন ফের ঠেশ দিয়ে বললো—যা আছে তা বোঝার মতো মুড্‌ কি তোমার আছে আদৌ ? লাবণ্যময়ীর খোয়াবেই তো বিভোর আছো এখন।

ঃ দোস্ত্‌ !

ঃ অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে এখন অনেক নাটকই হচ্ছে নিত্য নতুন।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ এই 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনের সূত্র ধরে নেতাজী সুবাসচন্দ্র বোস্‌ বৃটিশ বিরোধী শক্তি জাপানের সাথে যোগ দিয়েছেন, তাতো শুনেছো। ভারতীয় সৈন্যদের

www.pathagar.com

নিয়ে তিনি আযাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করেছেন, এটা সবারই জানা। এক্ষণে তিনি এ আযাদ হিন্দ্ ফৌজ বা ভারতীয় জাতীয় বাহিনী নিয়ে সিঙ্গাপুরে স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ঃ বলো কি ! স্বাধীন ভারত সরকার ? সিঙ্গাপুরে ?

ঃ হ্যাঁ। তারই বিস্তারিত বিবরণ আজকের এ কাগজে বেরিয়েছে।

ঃ দারুণ ব্যাপার তো ! আচ্ছা ! তা তুমি কি মনে করো, সুভাষ বোসের এ উদ্যোগ ফলপ্রসূ হবে ?

ঃ ভবিষ্যত অনিশ্চিত। তবে খুব সহজে যে সম্ভবপর হবে, সেটা মনে করিনে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বাদ দিয়ে এ বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে সেরেফ গায়ের জোরে এতবড় কাজ হাসিল করার কথা চিন্তা করা কঠিন। ভয়ংকর রকমের একটা উলট পালট না ঘটলে এমনটি সম্ভব নয়। গোটা এ বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলের উপর এটা নির্ভরশীল।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি। তবে এটা একটা সাহসী উদ্যোগ তা বলতেই হবে।

ঃ তাতো বটেই। এই যে আরো খবর আছে আজকের এ কাগজে। এদিকে মুসলিম লীগ আর কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতা এগুতে চেয়েও কংগ্রেস নেতাদের টাল্টিবাল্টির কারণে এগুতে তেমন পারছে না।

ঃ যথা ?

ঃ সি. আর. ফরমূলাও এমনই এক পাঁয়তারা বই আন্তরিক কোনো কিছু বলে প্রমাণিত হলো না। অর্থাৎ, মুসলিম লীগের গ্রহণযোগ্য হতে পারে এমন কোনো ডিম্ব প্রসব করলো না। সি. আর. ফরমূলার খবরটাতো রাখো ? সি. আর. ফরমূলা ?

সেরেফ সি. আর. ফরমূলাই নয়, এর আগের পিছেরও অনেক খবর আনোয়ার হোসেন রাখে। কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলনে বৃটিশ বিরোধী বিক্ষোভ প্রবল আকার ধারণ করলে, বৃটিশ সরকার কঠোর নীতি গ্রহণ করে কংগ্রেসের বহ্ নেতা কর্মীদের অন্তরীণাবদ্ধ করে। দুই বছরেরও অধিককাল যাবত তাঁরা আজ জেলে। মুসলিম লীগের জন্যে এটি একটি আল্লাহ্ তায়ালার রহম হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে কংগ্রেস নেতাদের এ দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার কারণে মুসলিম লীগ শক্তি বৃদ্ধি করার সুবিধে পেয়েছে আর মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

কংগ্রেসের অন্যতম নেতা সি. রাজা গোপাল আচারিয়া। (সি. আর. আচারিয়া) অনেক আগেই মুসলিম লীগের উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধির বিষয়টা উপলব্ধি করেন আর বুঝতে পারেন যে, হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের মীমাংসা না হলে, ভারতের স্বাধীনতা বিস্তর বিলম্বিত হবে। তিনি বলেন, "যদি আমরা বৃটিশ শাসন বিলোপ করিতে চাই তাহা হইলে আমাদের মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিয়া ইহার সহিত হিন্দু মুসলিম প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে। পাকিস্তান তাহাদের প্রধান দাবী।" তাই ১৯৪২ সনে তিনি পাকিস্তান দাবী সমর্থন করে কংগেসের কার্যনির্বাহক কমিটিতে একটি প্রস্তাব আনেন। কিন্তু

www.pathagar.com

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এটা মেনে নিতে পারেন না। প্রস্তাবের পক্ষে ১৫ ভোট আর বিপক্ষে ১২০ ভোট পড়ায় তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে যায়। এরপর এলাহাবাদে সর্বদলীয় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে হিন্দু মহাসভার সাধারণ কর্মসূচির রাজা মহেশ্বর দয়াল শেঠ সাম্প্রদায়িক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে একটি শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা প্রস্তাব তৈরী করেন আর সি. রাজা গোপাল আচারিয়াকে এর কপি দেন। এ পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে রাজা গোপাল আচারিয়া গান্ধীর সাথে জেলে আলাপ আলোচনা করেন আর নিজের পরিকল্পনা রচনা করেন। এ পরিকল্পনার নামই "সি. আর. ফরমূলা।" অতপর এই ফরমূলা মুহম্মদ আলী জিন্নাহকে প্রদান করেন তিনি। এ ফরমূলায় অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ব্যাপারে আর মুসলিম রাষ্ট্র গঠন ব্যাপারে যে বিধান রাখা হয় তাতে লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে ও পূর্ণভাবে মেনে নেয়া হয় না।

এসব কথা আনোয়ার হোসেনের জানা। জালালউদ্দীনের প্রশ্নের জবাবে তাই সে বললো—সি. আর. ফরমূলার কথা জানবো না কেন ? যতদূর শুনেছি, মুসলিম লীগের পক্ষে ওটা গ্রহণযোগ্য হয়নি।

জালালউদ্দীন উৎসাহ ভরে বললো—সেই খবরই আজকের এ কাগজে বেরিয়েছে। এই দেখো, সি. আর. ফরমূলা সম্বন্ধে জিন্নাহ সাহেব বলেছেন "ইহাতে বিকৃত ও কীটদুষ্ট পাকিস্তানের প্রস্তাব করা হইয়াছে।"

ঃ দোস্ত !

ঃ একথা ছাড়াও কাগজে এ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হয়েছে। হিন্দুদের কাগজ তো, তাই নিজেদের পক্ষে টেনে বললেও এ থেকে কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। সেটি হলো, নীতিগতভাবে গান্ধী পাকিস্তান প্রস্তাব স্বীকার করে নিয়েছেন।

আনোয়ার হোসেন শশব্যস্তে বলে উঠলো—দাড়াও-দাড়াও, ব্যাপারটা তো বড় গোলমেলে হয়ে গেল।

ঃ গোলমেলে ! কোন্ ব্যাপার।

ঃ লাহোর প্রস্তাবের নাম এভাবে ক্রমেই পাকিস্তান প্রস্তাবে রূপান্তরীত হয়ে যাচ্ছে কেন ? রাজা গোপাল আচারিয়া থেকে শুরু করে এখন প্রায় সবার মুখেই এ নাম শুনা যাচ্ছে, কারণটা কি ?

ঃ ও হ্যাঁ, কথাটা আমিও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কথাটা ঘুরে ফিরে ঐ একই তো, তাই এ নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

ঃ কিন্তু কথাটা এলো কোথেকে ?

ঃ প্রথম দিকে কিছু হিন্দু কাগজ "লাহোর প্রস্তাব" এর স্থলে "পাকিস্তান প্রস্তাব" কথাটা লিখে আর সেই থেকেই আস্তে আস্তে "পাকিস্তান প্রস্তাব" কথাটাই চালু হয়ে যাচ্ছে।

ঃ আশ্চর্য ! সেসব কাগজেইবা তা লিখা হলো কেন ?

ঃ আমি মনে করি একেবারে হাওয়ার উপরও লিখেনি। পেছনে যে কারণও আছে কিছু।

www.pathagar.com

ঃ কারণ ! কি সে কারণ আর তুমি তা জানলে কি করে ?

ঃ কাগজ পড়ে। কাগজে কাজ করি আর এ খবরটা জানবো না ?

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ ভারত বর্ষে মুসলমানদের জন্যে পৃথক রাষ্ট্র স্থাপনের সর্বপ্রথম স্বপ্ন দেখেন আল্লামা ইকবাল। এটা কি জানো ?

ঃ হ্যাঁ, কিছু শুনেছি।

ঃ কংগ্রেসের উত্তরোত্তর উৎকট সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ দেখে আল্লামা ইকবাল মনে করেন মুসলমানদের জন্যে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করা ছাড়া নিজেদের কৃষ্টি তমুদ্দুন নিয়ে ভারতে মুসলমানদের টিকে থাকার উপায় নেই। তাই ১৯৩০ সনে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি প্রস্তাব করেন মুসলিম অধ্যুষিত পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু আর বেলুচিস্তান নিয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করতে হবে।

ঃ দোস্ত !

ঃ অনেক কাগজেই একথা আছে। যদিও ইকবালের প্রস্তাবে আমাদের এ পূর্বাঞ্চলের, অর্থাৎ বাংলা-আসামের কোনো নাম দেখা যায় না, তবু মুসলমানদের জন্যে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা তিনিই।

ঃ তা হোন। কিন্তু তিনিতো আর পাকিস্তান নাম দিয়ে যাননি ? তাঁর মোখতাছার কথা, মুসলমানদের জন্যে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র দরকার।

ঃ হ্যাঁ, তা বটে। এই সাথে আর একটি কাগজে পড়েছি, ১৯৩৩ সনে এ নামকরণ করেন লণ্ডনে অধ্যয়নরত পাঞ্জাবের চৌধুরী রহমত আলী নামক এক তরুণ রাজনীতিবিদ। তিনি পাঞ্জাবের P. আফগান অধ্যুষিত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের A. কাশ্মীরের K. সিন্ধুর S. আর বেলুচিস্তানের TAN নিয়ে PAKISTAN নামকরণ করেন।

ঃ বেশ ভাল কথা। কিন্তু সে নাম এখানে আসবে কেন ? লাহোর প্রস্তাবের সাথে এর তো কোনো মিল নেই। মানে, আমাদের এ পূর্বাঞ্চলের কোনো কথা নেই। অথচ বাংলাদেশের মুসলমানেরাই এর প্রস্তাবক। বাংলাদেশই মুসলমান রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র আর বাংলাদেশের স্বাধীনতাই এ প্রস্তাবের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

ঃ ব্যাপারটা তো তাই। কিন্তু ঐ যে ঘটনাটা, কোনো কিছুর অন্য একটা নাম একবার শুরু হলেই আস্তে আস্তে সেটা চালু হয়ে যায়। এখানেও তাই হয়েছে।

আনোয়ার হোসেন উষ্ণ কণ্ঠে বললো—হলেই হলো ? এর প্রতিবাদ করা দরকার।

জালালউদ্দীন হাসি মুখে বললো—সেই প্রতিবাদটা করছেই বা কে আর তার প্রয়োজনও তো দেখা যাচ্ছে না তেমন একটা।

ঃ প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে না ? বলো কি ?

www.pathagar.com

ঃ কথাটা তো ঐ একই। পাকিস্তান প্রস্তাব কথাটা লাহোর প্রস্তাবের স্থলেই ব্যবহার করা হচ্ছে। পাকিস্তান প্রস্তাব বলতে ঐ লাহোর প্রস্তাবকেই বোঝানো হচ্ছে বলে এ নিয়ে ভাবার তেমন কিছু থাকছে না।

আনোয়ার হোসেন না-খোশ কণ্ঠে বললো—না দোস্ত, কথাটা আমার কাছে স্পষ্ট হলো না।

ঃ অস্পষ্টের কি আছে ? ধরো, একজন লোকের নাম আবদুল লতিফ শেখ। লোকে যদি তাকে আবদুল বলে ডাকে তাহলেও ঐ আবদুল লতিফ শেখ, শেখের পো বললেও এ আবদুল লতিফ শেখ। অন্য কাউকে তো বোঝাচ্ছে না ?

ঃ না দোস্ত, না-না। তোমার এ গোঁজামিল আমি মেনে নিতে পারলাম না।

ঃ কেন ?

ঃ শেষ পর্যন্ত সাকুল্যে ঐ শেখের পো'টুকুইটিকে থাকবে না আর 'আবদুল লতিফ' টুকু চিরতরে হারিয়ে যাবে না, এটা কে বলতে পারে ?

এমন সময় আলাবক্শ এসে ব্যস্তকণ্ঠে বললো—হায়-হায়, একি কাণ্ড ! আপনাদের কি খাওয়া-দাওয়া নেই সাব্ ? দুপুর পেরিয়ে বিকেল হয়ে গেছে। সবার খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেছে সেই কখন। আপনাদের খাবারগুলো আর কতক্ষণ আগলাবো ?

খেয়াল হতেই ধড়মড় করে উঠে পড়লো দু'জনই।

৯

বৈশাখী মেলা শেষ হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। শেষ হয়ে যাচ্ছে মেলার সে স্মৃতি। আবার যাবো বলে কথা দিয়ে আসার পর মালতীদের বাড়ীতে আর না যাওয়ার সে অভিযোগটিও পুরানো হতে চলেছে মেলার দোকান ঘরে মালতীর অভিযোগ যাবো যাবো করেই কেবল দিন কেটে যাচ্ছে। যাওয়াটা আর হচ্ছে না।

এ টালবাহানা শেষ অবধি আর চললো না। ঘুরে গেল স্রোত। নিজ গরজে না হলেও বা সময় করতে না পারলেও, আনোয়ার হোসেনকে আবার যেতেই হলো মালতীদের বাড়ীতে। যেতেই হলো অতপর মাঝে মাঝেই। রসিক মিত্রের গতানুগতিক আগ্রহ আবদার থাকলেও, এবার অগ্রণী ভূমিকা নিলো মালতী মিত্র নিজেই। পথ চেয়ে থাকতে থাকতে এবার সে নেমে এলো পথেই।

আনোয়ারের টিউশানীতে যাওয়ার পথ ঐ একটাই। মালতীদের বাড়ীর একদম পাশ দিয়েই। ঐ পথেই তাকে খান মজলিস সাহেবের গৃহে প্রতিদিন যেতে হয়। পথেই শেষে আনোয়ারকে আটক করলো মালতী মিত্র। পথ থেকে ধরে আনলো বাড়ীতে। পর পর কয়েকবার এ কাণ্ড করার ফলে আনোয়ার এখন নিজেই মালতীদের বাড়ীতে আসে সময় পেলেই। বসতে না পারলেও দেখাটা করে যায়। বাড়ীর সবার খোঁজ খবরটা নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

প্রথম প্রথম কিছুটা দায় বলে মনে হলেও এখন আর তা হয় না। এটা এখন আনোয়ারের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। মালতী আর তার মায়ের সাথে বসে দু' দণ্ড কথাবার্তা না বললে কিংবা তাঁদের খোঁজ খবরটা না নিলে ভাল লাগে না আনোয়ারের। ভাল লাগে না মালতী আর তার মায়েরও। একটা আত্মীক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দিনে দিনে। সপ্তাহে সপ্তাহে না হলেও মাসে দু' একবার আসাই চাই আনোয়ারের। অধিক দেরী হলে না-খোশ হন মালতী তথা রসিক মিত্রের মা। বলেন, "বাবা, তুমি তো আমার আর এক সন্তানই। সন্তানের মতোই আমাদের প্রতি দরদ তোমার। এ পথেই যাও, অথচ মায়ের খবরটা করো না, এটা কেমন কথা বাবা ?" মালতী ওসব নরম কথায় যায় না। সে একদম ফুঁশে উঠে। পথ চেয়ে থাকার ঝালটা ঝাড়তে শুরু করে।

ফুঁশে উঠলো আজও। মাসাধিককাল পরে আনোয়ার এবার এ বাড়ীতে এলো। ইচ্ছে করে নয়, নানা ঝামেলায় এর আগে আসার সময় করতে পারেনি। কিন্তু তা শুনছে কে ? আনোয়ার হোসেন বাড়ীতে এসে হাজির হওয়া মাত্র ফুঁশে উঠলো মালতী মিত্র। বললো—একি ! খামাখা কেন কষ্ট করে এ বাড়ীতে এলেন আবার।

এরপর শুরু হলো অভিমানের পালা। জায়গা আসন ঝেড়ে মুছে বসতে দেয়া, বাড়ীর ভেতর খবর দেয়া, আদর-যত্ন-আপ্যায়ন-ব্যতিব্যস্তভাবে সবই করতে লাগলো মালতী মিত্র। কিন্তু স্পীক্‌টি নট্‌। ঐযে গাল ফুলিয়ে রইলো, ঐ ফুলাগাল ভেদ করে আর একটা কথাও বেরুলো না। মালতী মিত্রের মায়ের প্রায় দোকান ঘরেই দিন কাটে এখন। তিনি এসে এটা কিছুক্ষণ লক্ষ্য করার পর মালতীকে প্রশ্ন করলেন—কিরে, তোর আবার হলো কি ? কোনো কথা বলছিস্ নাযে ?

জবাব দিলো আনোয়ার হোসেন। হাসিমুখে বললো—আমার উপর ভয়ংকর রকমের ক্ষেপে আছে মা। আমি কেন আবার এ বাড়ীতে এলাম, এসব যা তা কথা বলছে।

এ কথায় মালতী মিত্রের মা প্রথমে একটু হেসে উঠলেন। এরপর উদাস কণ্ঠে বললেন—তা এজন্যে ওকে তেমন দোষ দেয়া যায় না বাবা। ওর বাবা মারা যাওয়ার পর লেখাপড়াটা বন্ধ হয়ে গেল আর সেই সাথে বাইরে যাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল ওর। ঘরে এখন বন্দি। দিন-রাত কলের পেছনে নীরবে খাটে আর সারাক্ষণ মুখ বুঁজে থাকে। মন খুলে দু'টো কথা বলবে, এমন কেউ ওর পাশে নেই। বউমাটা আমার একেবারেই সেকেলে। দু'টো গল্প আলাপ করে যে মনটা ওর হালকা করে দেবে, সে গুণটাও বউমার আমার নেই।

একটু থেমে ফের তিনি বললেন—ওদিকে আবার ওর দাদাটারও এক নিমেষ সময় নেই যে বোনের পাশে এসে একটুখানি বসে। হাসি-খুশীর দু'টো কথাবার্তা বলে। আগেও সময় ছিল না, সংসারী হওয়ার পর আর একদম এখন নেই। স্কুলের কাজ শেষ হলেই প্রাইভেট পড়ানো। সাঁঝের সময় বাড়ী এসেই ফের ব্যবসার কাজে দোকানে দোকানে ছুটোছুটি। ফিরে অনেক রাত। সকালে উঠেই আবার সংসারের টুকিটাকি সামাল দেয়া, বাজার করা আর নাকেমুখে দুটো গুঁজে দিয়েই স্কুলের দিকে দৌড়ানো। বোনের পাশে বসার তার সময় কোথায়।

www.pathagar.com

আনোয়ার হোসেন সায় দিয়ে বললো—তা বটে।

ভদ্র মহিলা বললেন—তোমাকে পেয়ে বর্তে গেছে মালতী। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। ওর দাদার স্থান পূরণ করেছো তুমি। সংসারের কোনো ঝুট ঝামেলা নেই তোমার। হাতে তোমার সময় আছে। তুমি এসে গল্প আলাপ করে গেলে বেশ কয়েকদিন হাসি খুশীতে থাকে। মনটা ওর তাজা হয়ে উঠে। এরপরেই ফের পথ চেয়ে থাকে তোমার। সেই তুমিও যদি আর একেবারেই না আসো, বেচারী আর করে কি, বলো ?

ভদ্র মহিলার কণ্ঠস্বর ম্লান হলো। আনোয়ার হোসেন ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—না-না, একথা বলছেন কেন ? আমি আসবো না মানে ? গত মাসটা আমার বড় ঝামেলাতে গেছে। সময় করতে পারিনি। এখন আবার মাঝে মাঝেই আসবো। আর অসুবিধে হবে না।

ঃ তাই এসো বাবা। ওকে সঙ্গ দেয়ার মতো লোক নেই একদম। সত্যি কথা বলতে কি, লোক তো গিজ গিজ করছে চারপাশে। কিন্তু তোমার মতো নির্মল চরিত্রের লোক কি একটাও খুঁজে পাবে তাদের মাঝে, যে লোক এই বয়স্কা মেয়েকে সঙ্গ দিতে পারে ? যার তার সাথে তো মিশতে পারে না ও, আর মিশতে দেয়াও যায় না।

এবার মুখ খুললো মালতী মিত্র। ক্ষোভের সাথে বললো—কি অনর্থক বক্ বক্ করছো মা ? উনি হাবা না গাবা যে কিছুই বোঝেন না ? নিজের আগ্রহে কেউ যদি না আসে, ঐ নসিহত করে আনবে তাকে ক'দিন ?

মা বললেন—মালতী !

মালতী বললো—তাঁর কত ঝামেলা। আমাদের কথা এতবেশী ভাবতে যাওয়ার সময়টা কোথায় তাঁর শুনি ? জোর করে বাড়তি ঝামেলা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছো কেন ? তুমি তোমার কাজে যাও—

মা এবার রুষ্ট কণ্ঠে বললেন—হয়েছে-হয়েছে। এত রাগ দেখাচ্ছিস্ কেন ? ঝামেলা কি মানুষের সবসময়ই থাকে ? শুনলিনে, গত মাসে ঝামেলা ছিল, এখন আর নেই। এখন সে মাঝে মাঝেই আসতে পারবে, না কি বলো বাবা ?

আনোয়ার হোসেন হাসি মুখে বললো—জি-জি।

হাসিমখে বেরিয়ে গেলেন মালতী মিত্রের মা। আনোয়ার হোসেন মালতীর দিকে ঘুরে বসে বললো—ওরে বাপ্‌রে ! রাগটা যে পড়ছে না কিছুতেই।

মালতী মিত্র বললো—রাগ আবার কি ? পথে গিয়ে পথ আগ্‌লালে বলবেন—ছিঃ ছিঃ। একি করছো ? তুমি কি কোনো বাচ্চা মেয়ে যে পথে এসে এমন পথ আগ্‌লে দাঁড়াচ্ছো ? লোকে দেখলে ভাববে কি আর বলবে কি ? সেই কথা শুনে যদি পথে আর না যাই। ব্যস। আর কোনো খবর নেই। রাগ অভিমান করেই আর হবেটা আমার কি?

ঃ হবে-হবে। এতবেশী রাগ হলে, রাগ থামাতে ঘন ঘন আসতেই হবে বিলকুল। ভাইয়ের আসন দখল করার দায়তো আছে একটা ? বোনের মুখ মলিন থাকবে, ভাই কি তা হতে দিতে পারে ? বোনের মন প্রফুল্ল রাখা যে ভাইয়ের অন্যতম কর্তব্য।

ঃ থাক-থাক, আর সান্ত্বনা দিতে হবে না। অন্তরের টান বলে কথা। সেই টানটাই যদি না থাকে তাহলে আর সান্ত্বনা দিয়ে হবে কি ?

www.pathagar.com

ঃ অন্তরের টান।

ঃ আজ্ঞে। ও বাড়ীর প্রতি যে অন্তরের টান আছে, এ বাড়ীর প্রতি কি তা আছে আপনার ?

আনোয়ার হোসেন সবিস্ময়ে বললো—ও বাড়ী কোন্ বাড়ী ?

ঃ নূরমহলদের বাড়ী।

ঃ সেকি ! তাকে চেনো নাকি ?

ঃ চিনবো না কেন ? এক সাথে স্কুলে পড়েছি আর এইতো এ রাস্তার ও মাথাতেই বাড়ী ওদের। সবাইকে ওদের চিনি।

ঃ আচ্ছা। তা ও বাড়ীর প্রতি টান না কি বললে ?

ঃ দুর্বার টান। ও বাড়ীর প্রতি টানটা আপনার অন্তরের আর এ বাড়ীর প্রতি টানটা বিলকুল লৌকিকতা। অন্তরের সাথে লৌকিকতা পাল্লা দেবে কতক্ষণ ?

ঃ অর্থাৎ ? কি বলতে চাও, স্পষ্ট করে বলোতো ?

ঃ অস্পষ্ট বললাম কি ? নূরমহলের মুখখানা কি আমার মতো পেঁচীমার্কা মুখ ? দেবীর মতো মুখ তার। রূপ লাবণ্যে ভরা পটে আঁকা মুখ। ঐ সুন্দর মুখের টান উপেক্ষা করে কেউ কি কোন কালপেঁচীর মুখ দেখতে আসার উৎসাহ পায় ?

আনোয়ার হোসেন থমকে গিয়ে বললো—একি বলছো তুমি ?

মালতী মিত্র বললো—মিছে কিছু বলিনি। ও বাড়ীতে গেলে, ছাত্রের আগে নূরমহলই ছুটে আসে, একথা কানে আমার পড়েছে।

ঃ মালতী !

ঃ ছাত্র পড়াতে যাওয়াটা আপনার কর্ত্তব্য। যেতেই হতো আপনাকে। তার উপর নূরমহলের এ উছলে পড়া রূপরাশি। ঐ সুন্দর মুখের টানের কাছে কালপেঁচী মালতী মিত্রের পাত্তা কোথায় ? আমার মুখ ওর চেয়েও সুন্দর হতো যদি, তাহলে এত ভাবতাম না।

ঃ তাজ্জব ! তুমি আমার বোন। বোনের মুখ সুন্দর কিনা ভাই কি তা কখনো বিবেচনায় আনে, না ভাইয়ের টান-দরদ বোনের রূপের উপর নির্ভরশীল ? রূপ লাবণ্যের প্রশ্ন আসে বন্ধু-বান্ধবীর ক্ষেত্রে, ভাই-বোনের ক্ষেত্রে কস্মিনকালেও নয়।

অসহায়ভাবে মুখ তুলে চেয়ে রইলো মালতী মিত্র। আনোয়ার হোসেন ফের বললো—তাছাড়া মুখের প্রশ্ন উঠলেও, তোমার তো খাটো হওয়ার কিছু নেই। তোমার এ মাধুর্যেভরা মুখের নিন্দা কোনো পাষণ্ডও করবে না। মন খারাপ করছো কেন এ নিয়ে ?

মালতী মিত্র নিঃশ্বাস ফেলে বললো—বোনেরও তো মন বলে একটা কিছু আছে দাদা ? সেরেফ ভাইয়ের অভাব পূরণ হলেই বোনের সবকিছু পূরণ হয়ে যায় না। তারও তো বন্ধু চাই একজন। যাকে সব কথা বলা যায়, যার সাথে সব আলাপ করা যায়, এমনজনও তো চাই তার জীবনে ? রূপের জোর না থাকলে, সে বেচারীর আর ভরসা কি ?

www.pathagar.com

আনোয়ার হোসেন কটাক্ষ করে বললো—তাই নাকি ? বন্ধুও থাকা চাই ?

ঃ বোঝেন না ? ভাই হয়ে গেলেই বুঝি মানুষের জ্ঞানগম্যি সব লোপ পায় ?

আনোয়ার হোসেন হেসে উঠে বললো—তাই নাকি ? তা সে কথা আগে বলবে তো ? রসিক বাবুকে ইতিমধ্যেই বলতে পারতাম কথাটা ?

ঃ কেন ? তাকে কেন ?

ঃ বাহ ! অর্থ কড়ির অভাব ছিল এতদিন, তাই সে কথা ভাবতে তিনি পারেননি। সে অভাবটাতো এখন আর তেমন নেই। খুঁজে পেতে তোমার একজন চিরস্থায়ী বন্ধু জুটিয়ে দেবেন।

ঃ আহারে ! দিলেই হলো। যাকে তাকে জুটিয়ে দিলেই তিনি বন্ধু হলেন আমার ! আমার নিজের কোনো পসন্দ নেই ?

ঃ ও আচ্ছা ! হ্যাঁ তা থাকতে পারে। অবশ্যই থাকতে পারে। তাহলে বলোতো শুনি, কেমন লোক পসন্দ তোমার ?

মালতী মিত্র জোরদার কণ্ঠে বললো—কেমন লোক পসন্দ ? আমার পসন্দজনের চেহারা হবে অপূর্ব সুন্দর, অন্তর হবে মহৎ, জ্ঞান বিদ্যা অপরিসীম।

ঃ ও আচ্ছা। তা আছে নাকি তেমন কেউ চেনাজানা তোমার ?

ঃ থাকতেও তো পারে ?

ঃ মারগুলি ! কে সে ? নাম ঠিকানা কি তার ?

নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ আনোয়ার হোসেনের মুখের দিকে চেয়ে থাকার পর মালতী মিত্র ম্লান কণ্ঠে বললো—আমি জানিনে।

কোনো কিছুই গণ্যের মধ্যে না নিয়ে আনোয়ার হোসেন ফের বললো—যাব্বাবা! কেমন লোক তোমার পসন্দ, তার ব্যাখ্যা দিতে পারলে, চেনাজানা তেমন কেউ আছে তোমার, সে ইংগিতও দিলে, অথচ তার নাম ঠিকানা বলবে না—এটা কেমন হলো ? নাম ঠিকানা না দিলে রসিক বাবুকে আমি কার কথা বলবো ?

কোনো জবাব না দিয়ে মালতী মিত্র বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দিন তিনেক পরে আনোয়ার হোসেন আবার যখন এ বাড়ীতে এলো, সানন্দে ছুটে এলো মালতী মিত্র। উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো—আসুন-আসুন, আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম—

আনোয়ার হোসেন কপট ক্ষোভে বললো—আমার কথাই ভাবছিলে ? যার কথার জবাব না দিয়ে মুখ গোমড়া করে উঠে গেলে সেদিন, তাঁকে নিয়ে আজ আবার ভাবাভাবি কিসের ?

কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে, মালতী মিত্র বললো—কারণ আছে। একটা জিনিস আপনাকে দেবো বলে ক'দিন থেকেই বেশ খাটাখাটি করছিলাম। আজ সেটা সারা হয়েছে। আপনি বসুন, আমি আসছি—

—বলেই বাড়ীর ভেতরে ছুটে গেল মালতী। একটু পরেই ফিরে এসে বললো—এবার চোখ দু'টো বন্ধ করুন।

www.pathagar.com

আনোয়ার হোসেন এবার সত্যিই বিস্মিত হলো। বললো—কেন ? চোখ বন্ধ করবো কেন ?

ঃ উহুঁ ! প্রশ্ন নয়। যা বলছি তাই শুনুন তো দেখি।

আনোয়ার হোসেন দুই চোখ বন্ধ করলে মালতী মিত্র আনোয়ারের পকেটের মধ্যে ক্ষিপ্রহস্তে কি একটা ঢুকিয়ে দিলো। এরপরে বললো—এবার চোখ খুলুন।

আনোয়ার হোসেন চোখ খুলে হাত দিলো পকেটে। সেখানে যে জিনিসটা সে পেলো, সেটা একটা রুমাল। রেশমী কাপড়ের উপর নিপুণ হাতে ফুল তোলা মনোরম এক রুমাল। রুমালের কারুকার্য দেখে আনোয়ার হোসেন মুগ্ধই শুধু হলো না, সেই সাথে অনুভব করলো—এটি তৈরী করতে যথেষ্ট পরিশ্রম আর সময়ের প্রয়োজন হয়েছে। রুমালের একপ্রান্তে উজ্জ্বল হরফে লেখা—"মালতী মিত্র"। রঙীন সূতোয় লেখাটা এমন নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, ভাল করে খেয়াল না করলে বোঝাই যাবে না—এটা ছাপার অক্ষর, না সূঁই-সূতোর কারুকার্য। উজ্জ্বল আর রঙীন এ নামটাও রুমালের আর এক দফা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রুমালটা কিছুক্ষণ দেখার পর আনোয়ার হোসেন প্রশ্ন করলো—এটা আমার পকেটে দিলে কেন ?

মালতী মিত্র স্মিতহাস্যে জবাব দিলো—আপনাকে দেবো বলে দিলাম।

ঃ আমাকে ? তাহলে এতে তোমার নাম লেখা কেন ?

ঃ বারে ! জিনিসটা আপনাকে দিলো কে, তার নিদর্শন থাকতে হবে না ? ঐ নাম দেখলেই তা খেয়াল হবে আপনার।

আনোয়ার হোসেনও স্মিতহাস্যে বললো—নাম না থাকলেও খেয়াল হতে অসুবিধে হতো না। কিন্তু এত কষ্টে তৈরী করা জিনিসটা আমাকে দিলে কেন ?

ঃ আপনি এর হকদার, তাই। যাঁর জন্যে আমার সেলাই শিক্ষাটা কাজে লাগলো অবশেষে, তাঁকে আমার শিল্পকর্মের উপহার কিছু দেবো না ?

ঃ ও আচ্ছা ! ভাল-ভাল !

ঃ তার চেয়েও বড় কথা, আমার একটা স্মৃতি থাকুক আপনার কাছে। বান্ধবীর মনোরম সান্নিধ্যে বোনকে যাতে করে ভুলে না যান বিলকুল, সেইজন্যে দিলাম।

ঃ মালতী !

ঃ বোনতো বান্ধবী হতে পারে না, তাই ভাইয়ের অন্তরে বোন বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না। মনের মতো বান্ধবী জুটে গেলেই বোনের স্মৃতি ভাইয়ের অন্তরে ফিকে হয়ে যায়। এ রুমাল সেটা হতে দেবে না, সেই আশাতেই দিলাম।

ঃ তাজ্জব ! এ রুমালের মাধ্যমেই আমার মনে তোমার স্মৃতি ধরে রাখতে চাও ?

ঃ আশা তো তাই।

ঃ তাহলে, এ একটা রুমালের আয়ু আর কতদিন ?

ঃ যে কয়দিন হয়, সে কয়দিন তো মনে থাকবে বোনের কথা।

ঃ তারপর ?

www.pathagar.com

ঃ তারপর আর অধিক আশা রাখিনে। প্রথম দিকে শক্ত ধাক্কা না লাগলে, পরে আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঃ প্রথম দিকে শক্ত ধাক্কা কেমন?

ঃ রূপসী বান্ধবী পেয়ে এক্ষণেই বোনকে ভুলে যাওয়ার ধাক্কা।

ঃ এক্ষণেই?

ঃ ভয়টা তো সেইটেই। এমনিতেই এদিকে আসার কথা মাঝে মাঝেই ভুল হয়। এরপর হঠাৎ করেই যদি সে ভুলটা স্থায়ী হয়ে যায়—

হো হো করে হেসে উঠলো আনোয়ার হোসেন। বললো—সাব্বাস্! এ না হলে নারী! গাছে না উঠতেই একধামা।

ঃ কি রকম?

ঃ নারী বুদ্ধি আর বলে কাকে? যার জন্মই হলো না, তার ভয়ে কাঁপ ধরেছে এখনই। কি যে কাণ্ডকারবার তোমাদের?

ঃ জন্মই হলো না কেমন?

ঃ বান্ধবী আমার কোত্থেকে এলো যে বোনকে ভুলে যাওয়ার প্রশ্ন উঠেছে এখনই।

আড়চোখে চেয়ে মালতী মিত্র বললো—বটে! বান্ধবী কোত্থেকে এলো?

ঃ হ্যাঁ, বান্ধবী কোথায় পেলে আমার যে তা নিয়ে ভেবেই সারা হচ্ছো? কোথায় দেখলে বান্ধবী?

ঃ কোথায়? ঐ খান মজলিস সাহেবের বাড়ীতে।

ঃ খান মজলিস সাহেবের বাড়ীতে! সেখানে কে আমার বান্ধবী?

ঃ কে আবার? নূরমহল। নূরমহল বেগম। না বোঝার ভান করছেন কেন?

ঃ সে কি! তিনি আমার বান্ধবী হতে যাবেন কেন?

ঃ না-ই বা যাবেন কেন? এর চেয়েও উত্তম বন্ধু আর কোথায় পাবে নূরমহল?

ঃ কি যে বলেন। বি. এ. ক্লাশে পড়া বড়লোকের মেয়ে তিনি। আমি একজন নিছকই পথের মানুষ। লেখাপড়ারও কোনো ডিগ্রী-সনদ নেই। আমার বান্ধবী তিনি হতে যাবেন কোন্ দুঃখে?

মৃদু হেসে মালতী মিত্র বললো—দাদা, আমি একজন মেয়েছেলে। মেয়ে মানুষের মন আমি বুঝি। যতই চেষ্টা করুন, ভাঁড়াতে আমাকে পারবেন না।

ঃ মালতী!

ঃ নূরমহলকে চিনি আমি। সেরেফ রূপসীই সে নয়, যথেষ্ট মেধাবী আর উন্নত রুচির মেয়ে। এতদিনে নিশ্চয়ই আপনাকে চিনে নিয়েছে সে। চিনে নেয়ার পর আপনার কদর সে বুঝবে না, এটা হতেই পারে না। ওদিকে আবার, এত কাছে পেয়েও আপনি তাকে চিনতে পারবেন না আর তার কদর দেবেন না, এটাও অসম্ভব।

ঃ বলো কি!

ঃ তার চেয়ে অধিক কাম্য মেয়ে আপনিও খুঁজে পাবেন না সহজে। আপনার চেয়ে অধিক কাম্যজন সেও খুঁজে পাবে না যতই চেষ্টা করুক।

ঃ এটা তোমার নিছকই কল্পনা মালতী। আপন খেয়ালে কল্পনার জাল বুনে চলেছো তুমি।

www.pathagar.com

ঃ কল্পনা ! এটা যদি সেরেফ কল্পনা হয়, বাস্তবতা এর মধ্যে কিছুই যদি না থাকে, তাহলে সেটা আপনাদের দু'জনেরই বড় দুর্ভাগ্য দাদা। এজন্যে দু'জনকেই চরম পস্তাতে হবে অবশেষে।

ঃ মালতী !

ঃ সত্যটা কেন এড়িয়ে যাচ্ছেন দাদা ? ওদের আবু মিয়ার কাছে শুনলাম, আপনাকে পেয়ে অবধি নূরমহল নাকি খুবই হাসি খুশীতে আছে। আপনি সেখানে যাওয়া মাত্রই খুশীতে তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। আপনাকে সহজে উঠতে দিতে চায় না, এটা কি মিথ্যা ?

ঃ একথাই বলেছে আবু মিয়া ?

ঃ কেন বলবে না ? সেও যে নূরমহলের ভালাই চায়। তাকে হাসিখুশীতে দেখলে সেও খুশী হয়। বলুন, তার কথা কি সত্যি নয় ?

ক্ষণিক নীরব থেকে আনোয়ার হোসেন নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললো—হ্যাঁ, কিছুটা সত্যি বটে। কিন্তু ওটা তো তার সেরেফ ভাবাবেগ। ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস। ওতে গুরুত্ব দিতে যাবো কেন আমি ?

ঃ ভাবাবেগ না হয় যদি তার আন্তরিক ব্যাপার হয়, তাহলেও কি তাতে গুরুত্ব দিতে রাজী নন আপনি ?

ঃ সাহস পাইনে। কারণ অসমান সম্পর্ক স্থায়ী কখনও হয় না।

মালতী মিত্র বললো—সেটা আপনার কথা হতে পারে, তার কথা অবশ্যই নয়। বললামই তো তাকে আমি চিনি। ও জাত জহুরী। যত মলিনই হোক, মুক্তা চিনতে ভুল সে করবে না আর মুক্তার কদর তার কাছে কম কখনো হবে না।

ঃ মালতী !

ঃ ভুল করবেন না দাদা। ভুল বুঝে তাকে উপেক্ষা করে গেলে, এ ক্ষতি জীবনেও পূরণ আপনার হবে না।

ঃ তাহলে কি করতে বলো ?

ঃ তার প্রতি উদাসীন না থেকে সহৃদয় হোন, তাহলে আর কিছুই বলতে হবে না আমাকে।

ঃ তুমি তাতে খুশী হবে ?

ক্ষণিক নীরব থেকে মালতী মিত্র স্মিতহাস্যে বললো—হবো না কেন দাদা ? ভাইয়ের জীবন ধন্য হোক, কোন্ বোন এটা চাইবে না ? আমিও যে বোন আপনার। আমাকেও তা চাইতেই হবে।

ঃ তোমাকে যদি ভুলে যাই, মানে বোনের কথা ?

রুমালের প্রতি ইংগিত করে মালতী মিত্র পুনরায় স্মিতহাস্যে বললো—সাথে ঐ পাহারাদার দিলাম, যে কয়দিন মনে রাখেন, ঐটুকুই লাভ আমার। এরবেশী আশা কিছু করিনে। তবু যদি কালেভদ্রে মনে করেন বোনের কথা, সেটা আমার উপরি পাওনা।

www.pathagar.com

মালতী মিত্রের মা এসে দুয়ারে পা দিলেন। এ প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে তারা অন্য প্রসঙ্গে গেল।

টিউশানীতে যেতে আনোয়ার হোসেনের আজও আবার দেরী হলো। এমনটি তার সচরাচর হয় না। নিতান্তই বেকায়দায় পড়লে দু' একবার হয়। এর জন্যে অধিক দায়ী মালতীদের আতিথেয়তা। আজকের জন্যে দায়ী অবশ্য মালতীরা নয়, স্কুলেরই এক সমস্যা। হেড মাষ্টার মহাশয়ের নির্দেশে সে সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সময়টা চলে গেল আনোয়ারের আয়ত্বের বাইরে। এ অসময়ে আর টিউশানীতে যাবে কিনা ভাবতে ভাবতে রওনা হলো শেষ পর্যন্ত। বেটার লেট্ দ্যান্ নেভার। মাগরিবের নামায সেখানেই আদায় করে আরো ঘন্টা খানেক পড়ালেই ঘাট্‌তিটা মেক্‌আপ্ হবে—এ তার চিন্তাভাবনা।

আজকের দেরীটা তার অনেকখানি বেশী। পড়ার জন্যে হারুনর রশিদ এতক্ষণ অপেক্ষা করে থাকবে কিনা, এ নিয়ে যথেষ্ট সংশয় ছিল আনোয়ারের। হয়তো গিয়ে দেখবে, ঢন ঢন করছে ড্রয়ীয়রুম তাদের। কিন্তু ধারণা তার পাল্টে গেল বিলকুলই। সেখানে গিয়ে দেখলো, এলাহী কারবার। গম গম করছে ড্রয়িং রুম। ড্রয়ীং রুমে হারুনর রশিদ তো আছেই, আরো আছে নূরমহল, তাদের আব্বা খান মজলিস সাহেব, কাপড়ের গাঁইট নিয়ে এক কাপড় ওয়ালা, খাতা-ফিতে হাতে এক দরজী, দরজার এক পাশে আবু মিয়া।

আনোয়ার এসে হাজির হতেই উল্লাসে আওয়াজ দিয়ে উঠলো নূরমহল বেগম। বললো—এই যে এসে গেছেন—এসে গেছেন। বললাম না, এ লোকের কর্তব্যজ্ঞানের তুলনা নেই ? ঝড়-বাদল কোনো কিছুই আটকাতে পারে না তাঁকে। আমার কথা সত্যি কিনা দেখুন—

পিতাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলে গেল নূরমহল। তার পিতা খান মজলিস সাহেব খুশী হয়ে বললেন—তাইতো দেখছি ! এসো আনোয়ার হোসেন, এসো-এসো। আমরা তোমার অপেক্ষাতেই বসে আছি।

সালাম বিনিময় অন্তে আনোয়ার হোসেন বিস্মিত কণ্ঠে বললো—আমার অপেক্ষাতে ?

খান মজলিস সাহেব বললেন—হ্যাঁ। তুমি আসছো না দেখে অনেকখানি হতাশ হয়েই গিয়েছিলাম। কিন্তু নূরমহলের বিশ্বাস, তুমি আসবেই।

আনোয়ার হোসেন লজ্জিত কণ্ঠে বললো—আমি দুঃখিত জনাব। হঠাৎ করে স্কুলে আজ এমন একটা ফ্যাসাদ পয়দা হয়ে গেল যে, বেরুতেই পারলাম না। হেড মাষ্টার মহাশয় চাইলেন, আমিই এর সমাধানে যাই। আমি ছাড়া এর সামাধান অন্য কারো দ্বারা সম্ভবপর হবে না।

খান মজলিস সাহেব আরো খুশী হয়ে বললেন—থ্যাংক্‌স্। হেড মাষ্টার মহাশয়ের এ অনুভূতি তোমার অসাধারণ মেরিট আর এবিলিটিরই সার্টিফিকেট। সবাইকে উত্তরোত্তর তাজ্জবই করে চলেছো তুমি।

www.pathagar.com

ঃ জনাব।

ঃ হ্যাঁ, যে জন্য তোমার অপেক্ষায় আছি। এসো তো এদিকে। এ কাপড়গুলো থেকে আগে কাপড় পসন্দ করো। পায়জামা পাঞ্জাবীর কাপড় নূরমহল পসন্দ করে রেখেছে। জামা প্যান্টের কাপড় তুমি পসন্দ করো।

কিছু বুঝতে না পেরে আনোয়ার হোসেন থতমত করে বললো—সেকি ! আমি পছন্দ করবো মানে ?

ঃ তোমার পোশাক তুমি পসন্দ করবে না ? কি রকম ছিট তোমার পসন্দ, সূতী প্যান্ট সাদা না রঙীন কাপড়ের হবে, তুমি সেটা বেছে নাও।

আনোয়ার হোসেন বাধা দিয়ে বললো—না-না, আমার ওসব লাগবে না। আদৌ লাগবে না। আর তা ছাড়া—

ঃ তাছাড়া বলে কোনো কথা নেই। আমাদের সবারই কাপড় পসন্দ করা আর মাপ দেয়া হয়ে গেছে। তোমারটা হয়ে গেলেই এঁরা চলে যেতে পারেন। সেই কখন থেকে তোমার অপেক্ষায় বসে আছেন এঁরা !

আনোয়ার হোসেনের সংশয় কাটলো না। বললো—কিন্তু হঠাৎ এভাবে—

ঃ আরে বাবা, সামনে ঈদ। নতুন জামা কাপড় আমরাও নেবো, তোমাকেও দেবো। হঠাৎ আবার কি ? নাও-নাও, দেরী করো না।

আনোয়ার হোসেন তবুও আপত্তি তুলে বললো—আমাকে দেবেন, ব্যাপারটা তো বুঝলাম না। আমার প্রয়োজন হলে—

কথা শেষ করতে না দিয়ে খান মজলিস সাহেব বললেন—প্রয়োজন তোমার জিয়াদাই আছে। বিলকুল সাদামাটা পোশাকে সবসময়ই থাকো তুমি। এ ঈদের সময়ও তাই থাকবে, ওটি হবে না।

ঃ জনাব।

ঃ বড় কথা, তোমাকে একটা ভাল রকমের প্রেজেন্টেশান দেয়া আমাদের ফরয হয়ে দাঁড়িয়েছে। ত্রয়োমাসিক ষান্মাসিক-উভয় পরীক্ষাতেই ফার্ষ্ট হয়েছে হারুন। এ কৃতিত্ব সবই তোমার, অর্থাৎ তোমার পড়ানোর। কি দেবো ভাবতেই নূরমহল বললো —অন্য কিছু দেয়ার চিন্তা না করে কাপড় জামা দিন আব্বা। সামনে ঈদ, কাপড় জামা প্রেজেন্ট করাই ঠিক হবে। ওদিকে আবার বেচারার ভাল কাপড় চোপড়ও নেই।

আনোয়ার হোসেন নূরমহলের মুখের দিকে তাকালো। মুখ টিপে হেসে নূরমহল বললো—দান নয় সাহেব, পুরস্কার। কাজের পুরস্কার। পুরস্কার গ্রহণ কোনো অগৌরবের কিছু নয়।

বলেই সে গাঁইট থেকে কিছু কাপড় তুলে নিয়ে বললো—পায়জামা পাঞ্জাবীর জন্যে আমি এ কাপড়ই পসন্দ করেছি। প্যান্ট-শার্ট কোন্ কাপড়ের নেবেন, নিজে দেখে নিন।

আনোয়ার হোসেনকে তবুও নিষ্ক্রীয় দেখে নূরমহল উষ্মার সাথে বললো—এসব লোক নিয়ে এ হলো বিপদ। কিছু যে দেবেন, তা কি সহজে দেয়ার উপায় আছে ? নিজে পসন্দ করবেন, না জামা-প্যান্টও আমাকেই পসন্দ করে দিতে হবে ?

www.pathagar.com

এর জবাবে আনোয়ার হোসেন বললো—প্যান্ট তো আমি সচরাচর পরিনে, কালেভদ্রে পরি। একটা বানিয়ে নিয়েছি আর সেটা অমনি অমনি পড়ে আছে।

ঃ পড়ে আছে ?

ঃ জি। আবার বানালে এটাও পড়ে থাকবে।

ঃ ও আচ্ছা। সেই কথাই আব্বাকে আমি বললাম। বললাম, এ লোক একেবারেই জাত বাঙ্গাল। সাহেব সাজতে চাইবে না। তাহলে প্যান্টের প্রশ্ন থাক। প্যান্টের বদলে আর একটা পায়জামাই হোক। এবার জামার ছিট দেখুন।

ঃ জামা ?

ঃ জি জামা। জামা বাঙ্গালেরাও পরে। জামা পরলে কেউ সাহেব হয়ে যায় না।

নূরমহল হাসতে লাগলো। আনোয়ার হোসেন অগত্যা বললো—তা যদি একান্তই না ছাড়েন, তাহলে এ ছিটটা পসন্দ আমার।

—একটা ছিট কাপড়ে হাত দিলো আনোয়ার হোসেন। তা দেখে খান মজলিস সাহেব সশব্দে বলে উঠলেন—কি তাজ্জব-কি তাজ্জব ! নূরমহলও ওটার কথাই বলেছিল। বলেছিল, এইটেই তার পসন্দ হবে আর এইটেতেই মানাবে তাকে ভাল।

আনোয়ার আর না হেসে পারলো না। সে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো। নূরমহল বেগম বললো-আর পায়জামা পাঞ্জাবী ঐ কাপড়ে চলবে তো ? উপরেরটা পাঞ্জাবী আর নিচেরটা পায়জামা।

একইভাবে হাসতে হাসতে আনোয়ার হোসেন বললো—আমাকে পসন্দ করতে বললে, আমি ওগুলোই পসন্দ করতাম।

খান মজলিস সাহেব পুনরায় খোশ কণ্ঠে বললেন—সাব্বাস্।

অতপর তিনি দরজীর উদ্দেশ্যে বললেন—নিন, অনেক দেরী হয়ে গেল আপনাদের। আনোয়ার হোসেনের মাপটা নিয়ে নিন আর কাপড়গুলোও মেপে নিন।

ফিতে ধরে আনোয়ারের মাপ নিয়ে আর কাপড় চোপড় গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল দরজী। কাপড়ের দাম বুঝে নিয়ে তার পিছে পিছে বেরিয়ে গেল কাপড় ওয়ালাও। ঘর ফাঁকা হলে খান মজলিস সাহেব আনোয়ারকে বললেন—বসো। ছাত্র পড়ানো থাক আজ। তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।

পাশের আসনে বসতে বসতে আনোয়ার হোসেন উৎসুক কণ্ঠে বললো-জ্বি ?

ঃ বলছি-বলছি—

বলেই তিনি চাকর আবু মিয়াকে বললেন—আবু মিয়া, আনোয়ার হোসেনের জন্যে তুমি চা-পানির ব্যবস্থা দেখো আর হারুন তুমি ভেতরে গিয়ে পড়াশুনা করোগে। তোমার স্যার আজ আর তোমাকে পড়াবেন না।

হারুন ও আবু মিয়া চলে গেল। নূরমহল নড়েচড়ে উঠতেই তিনি বললেন—তুমি বসো। তুমি না থাকলে হবে কি করে ?

এরপর আনোয়ারের দিকে ঘুরে বসলেন খান মজলিস সাহেব। মুহূর্তখানেক নীরব থেকে বললেন-আজ তোমাকে আমি একটা গুরুত্ব পূর্ণ কথা বলবো আনোয়ার। তোমার আচরণ আর পাণ্ডিত্যে যারপর নেই খুশী আমি। তাই বেশ কিছুদিন থেকেই একটা কথা তোমাকে বলবো বলবো করছি, কিন্তু সংকোচ কাটিয়ে উঠতে না পারায় এ যাবত বলা হয়নি।

আনোয়ার হোসেন জিজ্ঞাসু নেত্রে বললো—কি কথা জনাব ?

www.pathagar.com

খান মজলিস সাহেব বললেন—ভূমিকায় না গিয়ে কথাটা আমি সরাসরিই বলতে চাই। আর সে কথাটা হলো—তুমি আমার বাড়ীতে পার হও। মেস্-হোটেল ছেড়ে দিয়ে আমার বাড়ীতে চলে আসো আর এখানেই থাকো।

হক চকিয়ে গিয়ে আনোয়ার হোসেন বললো—আপনার এখানে ?

ঃ হ্যাঁ। বাইরের দিকের ঘরটা ফাঁকা পড়ে আছে। খুবই সুন্দর ঘর। অঢেল আলো বাতাস। আমার বড় ছেলে পিয়ার আলী বেঁচে থাকলে আজ সে ওখানেই থাকতো। তার সে অভাবটা পূরণ করো তুমি।

খান মজলিস সাহেবের দৃষ্টি কিছুটা উদাস হলো। হতবুদ্ধি আনোয়ার হোসেন প্রশ্ন করলো—আমিই ? আমি তাঁর স্থান পূরণ করবো ?

ঃ সেই কথাই বলছি। ছেলেটা আমার বেঁচে থাকলে ঠিক তোমার মতোই হতো। তাই তোমাকে পোষ্য নিয়ে তার স্থান আমি পূরণ করতে চাই।

ঃ সেকি জনাব ! একি বলছেন ?

ঃ সেরেফ ছেলের স্মৃতিতেই নয়, এখানে আমার স্বার্থও আছে অনেকখানি। আমার শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না ইদানিং। হঠাৎ যদি কোনো কিছু ঘটে যায়, আমার এ দু' ছেলে মেয়ে একদম এতিম হয়ে যাবে। এখানে কোনো আত্মীয়স্বজন নেই আমার। এদের আগ্‌লাবার মতো কোনো কেউই থাকবে না। তাই ভেবে দেখলাম, পোষ্যপুত্র, মানে রাখা-ছেলে হিসাবে তোমাকে পেলে আমার তামাম চিন্তা দূর হয়। আল্লাহর রহমে আছে আমার অনেক। তোমাকে যা দিয়ে যাবো, তাতে চলতে তোমার কোনোই অসুবিধে হবে না। একটু হিসেব করে চললে পরম সুখে দিন কাটাতে পারবে।

প্রস্তাব শুনে সমানে ঘামতে লাগলো আনোয়ার হোসেন। খান মজলিস সাহেব একটু থামলে, আনোয়ার হোসেন ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠলো—না-না, তা কি করে হয়। এটা মোটেই সম্ভব নয় জনাব।

হুঁশে এলেন মুরুব্বী। বললেন—সম্ভব নয় ?

ঃ ত্রুটি নেবেন না জনাব। এটা আমি কল্পনা করতেও পারিনে। পোষ্য হিসাবে থাকবো এখানে আমি, এটা কি কোনো কথা ?

ঃ আনোয়ার !

ঃ তাছাড়া, দেশে আমার বিষয় আশয় অনেকখানি আছে। আমি ছাড়া আব্বার আর কোনো সন্তান নেই। তাঁর অভাবে ওগুলোও দেখার কেউ থাকবে না। শূন্য হাতে বাড়ী ছাড়তে হলেও, সবকিছুর ওয়ারিশ তো একমাত্র আমিই।

হাল ছাড়লেন না খান মজলিস সাহেব। বললেন—তাতে অসুবিধে কি ? ওগুলো আছে ওখানেই থাকুক। এক সময় গিয়ে ওগুলোর একটা ব্যবস্থা করে আসবে। চিরকাল গাঁয়ে পড়ে থাকবে, এতো হতে পারে না ?

ঃ তা না থাকলেও, কোথাও বাঁধা পড়ার চিন্তা আমি করতে পারিনে জনাব। কথা দিয়ে পরে আমি কথা রাখতে পারবো না। অল্পদিনেই হাঁপিয়ে উঠবো আর যে কোনো সময় পালিয়ে যাবো

www.pathagar.com

ঃ আনোয়ার !

ঃ জনাবের ইচ্ছেটা বড়ই মহৎ আর আমার প্রতি করুণাও তাঁর অপরিসীম। এসবের মর্যাদা দিতে পারছিনে বলে আমি বড়ই দুঃখিত জনাব। যা সম্ভব নয় তা ভেবে কোনো লাভ নেই।

ঃ সম্ভব নয় ?

ঃ জি না জনাব। জনাব আমার আশাতীত উপকার করেছেন। তাঁর কথার অন্যথা করা আমার জন্যে গুনাহ্। তবু আমি নিতান্তই অপারগ।

আনোয়ার হোসেন মাথা নীচু করলো। খান মজলিস সাহেব হতাশ কণ্ঠে বললেন—ও।

কথা ধরলো নূরমহল বেগম। বললো—যা হবার নয়, তা নিয়ে কেন টানাটানি করছেন আব্বা ? আমি জানতাম, এতটাতে রাজী উনি কিছুতেই হবেন না। আপনাকে যেটুকু বলতে বললাম, সেইটুকুই বলুন না ?

খান মজলিস সাহেব ফের মুখ তুলে বললেন—ও আচ্ছা। তা আনোয়ার, এতটা যদি না পারো, আর একটা প্রস্তাব আছে আমার। অবশ্য এ প্রস্তাবটা আমার চেয়ে নূরমহলের দিক থেকেই এসেছে বেশী।

আনোয়ার হোসেনও মুখ তুলে বললো—জনাব !

ঃ নূরমহল তোমার সাথে একই স্কুলে পড়েছে তো কিছুদিন, তাই তোমার প্রতি তার একটা আলাদা দরদ আছে। মেধাবী ছেলে তুমি। তুমি বড় হও, উন্নত জীবন হোক তোমার, এটা তার জব্বোর আকাঙ্ক্ষা।

আনোয়ার হোসেন আবার সবিস্ময়ে চেয়ে রইলো। খান মজলিস সাহেব বলেই চললেন—তাই অধিক দিন না পারো, অন্ততঃ কয়েকটা বছর এখানে এসে থাকো তুমি। এখানে এসে ফের পড়াশুনা শুরু করো আর ফাঁকে ফাঁকে পরীক্ষা দিয়ে অন্ততঃ বি. এ.টা পাশ করো।

ঃ জনাব।

ঃ এখানে এসে ঐ ঘরেই উঠো তুমি। বড়ই নিরিবিলি জায়গা। মেস্-হোটেলের হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে পড়াশুনা করা মোটেই সম্ভব নয়। তাই নূরমহল চায় আর আমিও বলছি, স্কুলের ঐ কাজটুকু অন্তেই তুমি ঘরে ফিরে এসে পড়াশুনা শুরু করে দাও। অধিক খাটতে যে হবে না, তা আমরা জানি। পরীক্ষা দিলেই পাশ। শুধু পাশ নয়, সবাইকে চমকিয়ে দেয়ার মতো ফলাফল। দরকার শুধু তোমার একটু সদেচ্ছা।

নূরমহলের প্রতি ইংগিত করে আনোয়ার হোসেন বললো—তা কথা হলো, আমি তো উনাকে বলেছিই—এখন আমাদের দুর্দিন যাচ্ছে, মানে রাজনৈতিক দিক দিয়ে। সুদিন এলেই আমি সে কথা ভাববো।

খান মজলিস সাহেব এবারও এ জবাবে খুশী হতে পারলেন না। অনেকটা বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—সুদিন-দুর্দিন নিয়ে তোমার ভাবনা কি ? লেখাপড়া করে উপযুক্ত হবে, সুদিন এলে যোগ্য স্থানে উঠে যাবে—এইতো নূরমহলের কথা। কোনো

www.pathagar.com

সার্টিফিকেটই যদি তোমার না থাকে, সুদিন এলেই বা তোমার তাতে কি? মুখ দেখেইতো কেউ তোমাকে জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট বানিয়ে দেবে না?

ঃ না, বলছিলাম—

ঃ তা যা-ই তুমি বলো, নূরমহলের এ সদেচ্ছার মূল্য দিতে না পারাটা তোমার জন্যে মোটেই কল্যাণকর নয়। শুধু ঐ ডিগ্রীটুকু বাদে সর্বগুণে গুণান্বিত তুমি। তাই, বাপ হয়েই বলছি, নূরমহল তোমাকে নিয়ে অনেক স্বপন দেখে। সে স্বপন বাস্তবায়িত না হলে, নূরমহলের কিছুই এসে যাবে না। তোমাকেই ঘুরতে হবে পথে পথে।

উঠে দাঁড়ালেন খান মসজলিস সাহেব। ব্যতিব্যস্তকণ্ঠে আনোয়ার হোসেন বললো—জনাব, তা কথা হলো—

ঘুরে দাঁড়িয়ে খান মজলিস সাহেব শান্তকণ্ঠে বললেন—ভেবে চিন্তে দেখোগে বাপজান। তোমার প্রতি আমারও একটা আন্তরিক টান পয়দা হয়েছে। দরদ জমে উঠেছে। নূরমহলের সাথে বসে সুস্থিরভাবে ভেবেচিন্তে দেখো, কি করা তোমার উচিত।

ঃ জি-জি। বলছিলাম কি—

ঃ আমাকে নয়, যা বলার ঐ নূরমহলকে বলো। বড় আদরের মেয়ে আমার। সে যা বলবে, তার বাইরে আমি কখনো যাবো না। সেই সাথে তোমাকেও আশ্বাস দিয়ে রাখি, তোমার রাজী গররাজী—কোনো কিছুতেই তোমার প্রতি স্নেহ আমার কিছু কমবেশী হবে না। তুমি খোলাখুলিভাবে মনোভাব ব্যক্ত করতে পারো।

বেরিয়ে গেলেন খান মজলিস সাহেব। নূরমহল আনোয়ারকে প্রশ্ন করলো—এরপরও কি দ্বিমতের কথা কিছু থাকতে পারে?

আনোয়ার হোসেন বললো—আমার মাথাটা কেবল ঘুরছে। কোনো কিছুই আমি স্থির করতে পারছিনে।

ঃ তবুও স্থির করতে পারছেন না। আমার আব্বাজানের ইংগিতটাও কি তাহলে মাথায় আপনার ঢুকেনি?

ঃ নূরমহল!

ঃ না ঢুকলে আর আমিও কিছু বলবো না। অনর্থক ছাইয়ের দড়ি আমিও আর পাকাবো না।

আনোয়ার হোসেন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো। নূরমহল ফের বললো—এতদিন জানতাম, আপনি একজন প্রচণ্ড জ্ঞানী লোক। এখন দেখছি, নিরেট নির্বোধ আপনি। মূর্খ, একেবারেই অকাট মূর্খ।

নূরমহলও উঠে দাঁড়ালো। আনোয়ার হোসেন সকাতরে বললো—না-না, আপনিও আমাকে ভুল বুঝবেন না, না বুঝেই নাখোশ—নারাজ হবেন না। আমার কথাটা শুনুন—

ঃ আর শুনাশুনির কিছু নেই। হয় "হ্যাঁ" নয় "না" বলবেন, ব্যস্। আমি বুঝে উঠতে পারছিনে, আমাদের এ নিখাদ ভালবাসা আর অবারিত প্রেমপ্রীতি আপনি কবুল করতে পারছেন না কেন? অন্তরায়টা কি? বাধাটা কোথায়? সবচেয়ে বেশী তাজ্জব হচ্ছি, আমার অন্তরটাও আপনার কাছে স্বচ্ছ হয়ে উঠছে না কি কারণে?

www.pathagar.com

এ কথায় যারপরনেই চমকে উঠলো আনোয়ার হোসেন। বোবার মতো কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলো—উঠেছে নূরমহল, উঠেছে। আর কোনো অস্পষ্টতা নেই। তবে—

নূরমহল বললো—তাহলে ঐ তবে কিন্তু থাক। এবার এক কথায় জবাব দিন—আপনি রাজী, না নারাজ?

ঃ রাজী-রাজী, আমি রাজী।

নূরমহলের চোখ মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। খোশকণ্ঠে বললো—সুন্দর। একথাটাই তো আপনার মুখ থেকে শুনতে চাচ্ছি আমি। তাহলে ডিগ্রী অর্জনের ইচ্ছেটা মযবুত তো?

ঃ জি-জি, মযবুত।

ঃ আমাদের বাড়ীতে চলে আসছেন তো?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, আসবো। কিন্তু আমাকে কিছুদিন সময় দিতে হবে। মাত্তর মাস কয়েক।

নূরমহল হাসিমুখে বললো—মঞ্জুর।

দূরবর্তী মসজিদে মাগরিবের আযান শুরু হলো।

১০

দি গ্রেট পান্থশালার বুনিয়াদি দুঃখ জ্বালা হঠাৎ করেই আবার তালা লাগালো কানে। ঝালাপালা করে তুললো পরিবেশ। শালা-সম্বন্ধী জাতীয় গোপন সম্ভাষণ বিচ্ছুরিত হতে লাগলো অতিথিদের মুখে। শ্রেষ্ঠাংশে এবারও লালাবাউল আর আলাবক্‌শ। কিছু বোর্ডারেরও কালা-মক্কর কম নয়। থালাবাটী বাজিয়ে তারাও তাল দিচ্ছে আলাবক্‌শের সাথে।

স্থান এবার আঙ্গিনা নয়, মেস্ ঘরের বারান্দা। দু' তিনটে ডাইনিং টেবিল এক লাইনে লাগালাগি সাদা চাদরে ঢাকা। টেবিলের উপর ফুলসমেত কয়েকটা ফুলদানী, লম্বা থালার সারি, কয়েকটা জগ-গ্লাস আর ধুমায়িত এ্যাট্রে। টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে পান্থশালার পুণ্যাত্মারা।

আনযামটা টী-পার্টির। পার্টি দিচ্ছে জালালউদ্দীন জালাল মিয়া। কাগজের অফিসে তার পদোন্নতি ঘটেছে। সাহিত্য সম্পাদকের অন্যতম সহকারী হয়েছে। উঠে এসেছে শ্রীমতি লাবণ্যময়ীর সম পর্যায়ে। চেয়ার পেয়েছে তার পাশেই। আলা বক্‌শের ভাষায়, এটা চেয়ার পাওয়ার উৎসব। তার জ্ঞানদাতা লালাবাউল। পদোন্নতির সাথে মাইনেও বেড়েছে জালাল মিয়ার। তাই বোর্ডারদের আবদারে পার্টি দিচ্ছে সে। তাৎক্ষণিক পার্টি। সঙ্গে সঙ্গে আনযাম। নাস্তা-পানি-চা সব তৈরী হচ্ছে বাইরে। পার্শ্ববর্তী রেষ্টুরেন্টে। রেষ্টুরেন্টের বয়-বাবুর্চিই পরিবেশনকারী আজ। মেসের বয় বাবুর্চি সকলেই ফ্রি।

নাস্তা পানি পৌছতে কিছু বিলম্ব আছে এখনো। জালাল মিয়া নিজেই সে তদবিরে রেষ্টুরেন্টে আছে। আনোয়ার হোসেন সহ দু' তিনজন বোর্ডারও বাইরে আছে এখনও।

www.pathagar.com

নিজ নিজ ডিউটি সেরে মেসে ফিরে আসেনি। অপেক্ষারত বোর্ডারেরা এ ফাঁকে লিপ্ত হয়েছে বিনোদনে। উচ্ছ্বাসে উল্লাসে। বাবুর্চি লালাবাউল গান পাগল ছেলে। কলের গান আর সিনেমার গান হরওয়াক্ত লেগে থাকে মুখে তার। নামেই সে বাউল। উদাস-বাউলের গান সে কদাচিৎ গায়। বোর্ডারদের ফরমায়েশে গান ধরেছে লালাবাউল ঃ

"আমি বন ফুল গো,
ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে আমি বন ফুল গো।
বনের পাখী আমার সনে
খেলতে আসে কুঞ্জ বনে
বাসন্তিকার কণ্ঠে আমি মালিকা দুল্ দুল্ গো।"

একটা শেষ হতেই হুকুম হলো আর একটার। লালাবাউল ফের গান ধরলো ঃ

"আয় বাঁদী তুই বেগম হবি, খোয়াব দেখেছি।
------ আমি বাদশাহ বনেছি,
আমি বেগম হয়েছি। ----
আয় বাঁদী তুই বেগম হবি, খোয়াব দেখেছি।"

গেয়ে চলেছে লালাবাউল। থালা বাজিয়ে তাল দিচ্ছে আলাবক্শ। থালার সাথে তালি বাজিয়ে তাল দিচ্ছে বোর্ডারেরা। দু'জন ছ্যাব্লা গোছের বোর্ডার কোমরে হাত দিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছে। সপ্তমার্গে উঠে গেছে উচ্ছ্বাস। অট্টহাসি হট্টগোল গরুর হাট।

নাস্তার সাথে জালালউদ্দীন ফিরে আসতেই থেমে গেল নাচগান। সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ উঠলো—থ্রি চিয়ার্স ফর জালাল ভাই-হিপ্ হিপ্ হুররে। মুহুর্মুহু আওয়াজ।

আনোয়ার হোসেন ফিরে এলো এ সময়। সকাল থেকে সারাদিন সে বাইরে আজ। মেসে কি হচ্ছে, কিছুই সে জানে না। মেসের কাছে আসতেই তার কানে এলো ভেতরের ঐ উৎকট ধ্বনী আওয়াজ। থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে ঘটনাটা অনুধাবন করার চেষ্টা করলো। হঠাৎ তার সামনে পড়লো আলাবক্শ। কি এক কাজে সে বাইরের দিকে ছুটছে। আনোয়ার হোসেন আলাবক্শকে আটকালো। তখনও থেকে থেকে আওয়াজ উঠছে, থ্রি চিয়ার্স ফর জালাল ভাই"।

আনোয়ার তাকে প্রশ্ন করলো—ব্যাপারটা কি ?

আধ্ পাগলা আলাবক্শ ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—চেয়ার-চেয়ার।

আনোয়ার হোসেন সবিস্ময়ে বললো—চেয়ার ! সে আবার কি ?

ঃ কেন ? ঐযে শব্দ হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছেন না সাব্ ?

ঃ শব্দ ! ও, এ থ্রি চিয়ার্স্ ?

ঃ জি-জি, থ্রি চিয়ার। এতক্ষণ ব্যাপারটা এক চেয়ারেরই ছিল। হঠাৎ করে তা আবার তিন চেয়ারের হয়ে গেল কি করে—

ঃ আলাবক্শ !

ঃ জালাল সাব্ চেয়ার পেয়েছেন, মস্তবড় চেয়ার। তারই তো ঐ উচ্ছব হচ্ছে। কিন্তু থ্রি মানে তো তিন। সবাই থ্রি থ্রি করছেন কেন, এটাই মাথায় আমার খেলছে না।

ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে আনোয়ার হোসেন ধমক দিয়ে উঠলো। বললো—শাটআপ ! ইডিয়েট্ কাঁহাকার।

www.pathagar.com

ঃ সাব্ !

ঃ দূর হও, দূর হও আমার সামনে থেকে—

হুঁশে এসেই আলাবক্‌শ নিজের কাজে ছুটলো। আনোয়ার হোসেন বিস্মিতভাবে ভেতরে চলে এলো। সে ভেতরে আসতেই অনেকে সশব্দে বলে উঠলো—ঐ যে এসে গেছেন, আনোয়ার সাহেব এসে গেছেন।

তাকে দেখামাত্র ছুটে এলো জালালউদ্দীন। আনোয়ারের হাত ধরে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—এসো দোস্ত্, এসো-এসো। উঃ ! কি যে দুশ্চিন্তায় ছিলাম ! সবাই এসে গেল, কেবল দোস্তের খবর নেই। এসো-এসো—

জালালউদ্দীন টানতে লাগলো। আনোয়ার হোসেন হতবাক। জালালউদ্দীনের ব্যস্ততা আর এ আনযাম আয়োজন দেখে আনোয়ার হোসেন বিপুল বিস্ময়ে প্রশ্ন করলো—কি ব্যাপার। ঘটনা কি ?

সকলেই ইতিমধ্যে খাওয়া শুরু করেছিল। জালালউদ্দীন একই রকম ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—এসো-এসো, আগে এসো। খেতে খেতে বলছি সব।

আনোয়ারকে টেবিলের কাছে টেনে এনে জালালউদ্দীন নাস্তার প্লেট এগিয়ে দিল। নিজেও আর একটা প্লেট টেনে নিয়ে ঘটনাটা দু'চার কথায় ব্যক্ত করলো।

শেষ হলো চা-নাস্তা। ঝুট ঝামেলা শেষ করে ঘরে ফিরলো জালাল মিয়া। আনোয়ার হোসেন আগেই ঘরে এসে বসেছিল। আনোয়ারের পাশে বসে ঘটনাটা এবার সবিস্তারে বর্ণনা করলো জালালউদ্দীন। এরপর অপরাধীর কণ্ঠে বললো—কসুর নিও না দোস্ত্। তোমার সমর্থন নেয়ার কোনো সময়ই পেলাম না। হঠাৎ করে দিতে হলো পার্টিটা।

আনোয়ার হোসেন বললো—হঠাৎ করেই ?

ঃ জি-জি, হঠাৎ করেই। অফিস থেকে এসে কথাটা ব্যক্ত করতেই হৈ হৈ করে চারদিক থেকে ছুটে এলো সবাই। আমাকে একদম শূন্যে তুলে নিয়ে এমন উল্লাস আর চাপ সৃষ্টি করলো যে, পার্টিটা আর না দিয়ে পারলাম না।

ঃ বেশ করলে। ঝোঁকের মাথায় বেশ কিছু পয়সা খামাখা নামিয়ে দিলে, এ আর কি।

ঃ হ্যাঁ দোস্ত্, মাইনেটা যা বেড়েছে, দুই মাসের সেই বাড়তি মাইনেটা অগ্রিম খরচ হয়ে গেল। কিন্তু কি করবো, সকলের এ উল্লাস-আকাঙ্ক্ষা—

জালালউদ্দীন ইতস্ততঃ করতে লাগলো। আনোয়ার হোসেন সায় দিয়ে বললো—না-না, ঠিক আছে। তোমার তো আর খুবই ঠেকা এখন নেই। সবদিকই দেখতে হয়।

জালালউদ্দীন খুশী হয়ে বললো—সেই কথাই দোস্ত্, সেই কথাই।

ঃ এবার বলোতো শুনি, হঠাৎ এ কিস্‌মতটা তোমার ছাপ্‌পড় ফেঁড়ে এলো কি করে ?

ঃ ঠিক ছাপ্‌পড় ফেড়েও নয়। কথাটা উপর মহলে কিছুদিন থেকেই চলছিল। লাবণ্যময়ীর কৃতিত্বটা যে সেরেফ লাবণ্যময়ীর নয়, এটা ইতিমধ্যেই অনেকখানি ফাঁশ হয়ে গিয়েছিল। এতে করে সাহিত্য সম্পাদক মহাশয় লাবণ্যময়ীর পাশাপাশি কিছু

www.pathagar.com

লেখা সরাসরি আমার কাছে পাঠাতে লাগলেন। প্রায় মাস খানেক এ প্রক্রিয়া চললো। সাহিত্য সম্পাদক সহ উপরের অনেকেই কাজে আমার যারপরনেই প্রীত হলেন আর আমার এ পদোন্নতি ঘটলো।

ঃ তাঁদের তাহলে মোবারকবাদ জানাতেই হয়। বিজাতী-বলে তোমার যোগ্যতাকে তাঁরা যে উপেক্ষা করেননি, এটা মস্তবড় কথা।

ঃ তা বটে। তবে ঘটনাটা ঠিক তাঁদের বদান্যতাই নয়। এখানে কাগজের স্বার্থও নিহিত আছে। কাগজের সুনাম বৃদ্ধি হোক, এটা তাঁরা উপেক্ষা করবেন কি করে?

ঃ ঠিক ঠিক। স্বার্থের প্রশ্নে সবই জায়েয। তা তোমার লাবণ্যময়ীর দশাটা এখন কি হবে? বেচারীর ভাত তো চাউল হওয়ার দশা এখন।

ঃ চাউল হবে কেন? ভাতকে পোলাও করে নিতে তার কতক্ষণ? মিষ্টি হাসির কদর সর্বযুগে সবার কাছেই উঙ্ক। ব্যতিক্রমের সংখ্যাতো বেশী নয়।

আনোয়ার হোসেন বললো—সেরেফ ঐ হাসি দেখলেই কি কাগজের সুনাম রাখতে পারবেন তাঁরা? তার ঐ অদক্ষতার দরুন যে ঝামেলা পয়দা হবে—

ঃ কিছুই হবে না। যেমন দক্ষ ছিলেন, তেমন দক্ষই থাকবেন। এ অধম তো আর তার পাশ থেকে অন্তর্ধান হচ্ছে না। বরং আরো হাতের কাছে এসে গেছে। চিন্তা কি?

ঃ তা সেই অধমই বা তার আর বেগার খাটতে যাবে কেন? অধমের উপরওয়ালী আর তো সে থাকছে না?

ঃ আরে তাতে কি? উপরওয়ালীর ক্ষমতার চেয়ে বংকিম নয়নের চাহনি কি কম শানদার? আদর-আপ্যায়ন আর মিষ্টি হাসির মাত্রাটা বাড়িয়ে দিলে উত্তম অধম সবাই কাত্।

জালালউদ্দীন হাসতে লাগলো। আনোয়ার হোসেন বললো—সাব্বাস্! বরফ তাহলে ইতিমধ্যেই গলতে শুরু করেছে?

ঃ তাপের মতো তাপ লাগলে লোহা পর্যন্ত গলে যায়, বরফ তো কোন্ ছার। তা থাক সে কথা। এবার যা বলি তাই শুনো। তুমি এবার লেখালেখি শুরু করো।

ঃ লেখালেখি!

ঃ লেখালেখি মানে সাহিত্য চর্চা। অনেকদিন থেকেই কথাটা ভাবছি। কিন্তু সুযোগ হাতে না থাকায় বলিনি। সুযোগ এখন এসে গেছে। তুমি ফের সাহিত্য চর্চায় হাত দাও।

ঃ সুযোগ কি রকম?

ঃ আরে নাদান, ছাপা হওয়ার মওকা না থাকলে শুধু শুধু লিখে ফায়দা কিছু হয় না। সেরেফ উইয়ের খোরাক হয়। ছাপা হলে তবেই দশজনের চোখে পড়ে আর ক্রমেই তা মূল্যবান হয়ে উঠে। আমি সাহিত্য বিভাগে এসেছি। তুমি এখন লিখতে থাকো আর আমি আমাদের কাগজে তা ছাপাতে থাকি।

ঃ তাতে লাভ?

ঃ লাভ বহুমুখী। আশু লাভ, প্রত্যেক লেখার জন্যে তুমি ভাল সম্মানী পাবে আর তোমার এক্সট্রা ইনকাম হবে।

www.pathagar.com

ঃ আমি লিখবো আর তা তুমি তোমাদের কাগজে ছাপাবে। এর পরেও নকরী তোমার থাকবে ?

ঃ কেন, থাকবে না কেন ?

ঃ পয়লা কথা, তোমার ঐ দাদা বাবুদের কাগজে আমার লেখা ছাপা কখনো হবে না। ইসলামের নামগন্ধ পাওয়া মাত্র তোমার উপরওয়ালারা রাম রাম বলে ডাষ্টবিনে ছুড়ে দেবেন সেটা।

ঃ হ্যাঁ, বেশী ইসলাম ফলাতে গেলে সে সম্ভাবনা জিয়াদাই আছে। প্রথম প্রথম সেদিকে তুমি যাবে না। তাদের আপত্তি করার বিশেষ কিছু না থাকে—এ রকম লেখাই কিছু প্রথম দিকে লেখো আর লিখে লিখে হাত পাকাও। লেখক হিসেবে পরিচিতি বাজারে এলে অনেক ইসলামী পত্র পত্রিকা পাবে। তখন দীন-তমুদ্দুন নিয়ে যতখুশী লিখো।

ঃ দোস্ত !

ঃ বাজারে তোমার পরিচিতি আসুক আর সেই সাথে কিছু বাড়তি আয়ও হোক তোমার।

ঃ বটে। তোমাদের কাগজে আমার লেখা ছাপিয়ে আয় বাড়াবে আমার ? আয় বাড়িয়ে দেয়ার লোক আর বুঝি খুঁজে পাচ্ছেন না তোমাদের কাগজওয়ালারা ?

ঃ না, পাচ্ছেন না। যে যা ছাইভস্ম লিখবে, তাইতো আর কাগজে ছাপানো যায় না। ভাল লেখা চাই। আর ভাল লেখা যোগাড় করার দায়টা পুরোই সাহিত্য সম্পাদকের তথা আমাদের ঘাড়ে। ভাল লেখা পাওয়ার জন্যে হাপিত্তেস্ করতে হয় সবাইকে। তোমার লেখা লুফে নেবেন সবাই।

ঃ তার অর্থ এ দাঁড়াচ্ছে যে, আমার লেখা ভাল লেখা ?

ঃ অত্যন্ত ভাল লেখা। তোমার যেসব লেখা আমি পড়েছি, অর্থাৎ তোমার কলেজ-ভার্সিটির ম্যাগাজিনে, সেগুলো ভালই শুধু নয়, ঐ রকম উন্নতমানের লেখা কদাচিৎ হাতে আসে আমাদের। একটু মনোযোগ দিয়ে লিখলে তোমার লেখা পাওয়ার জন্যে আমাদের কাগজওয়ালারা উদগ্রীব থাকবেন সবসময়।

ঃ তবে আর কি ? কোন্‌টা ভাল লেখা কোন্‌টা মন্দ লেখা—এতই যখন বোঝো, তাহলে আর আমাকে বলছো কেন ? ও কাজটা তুমিই শুরু করো। যেভাবে লিখলে লেখা উন্নতমানের হয়, সেভাবে লিখে ফেলো।

কপালে করাঘাত করে জালালউদ্দীন বললো—হায়রে নসীব ! সে হাতই যদি থাকবে আমার তাহলে কি আর এতদিন বসে থাকি ? অনেক আগেই শুরু করতাম।

ঃ কি রকম ! ভাল মন্দ বোঝো আর লেখার হাত নেই ?

ঃ না নেই। ভাল মন্দ বুঝতে পারলেই লেখক হওয়া যায় না। খানা ভাল হয়েছে না মন্দ হয়েছে, খেয়ে তো সবাই বুঝতে পারে। কিন্তু তা বুঝতে পারলেই সবাই পাকা রাধুনী হতে পারে না। সেজন্যে বিশেষ হাত প্রয়োজন।

দু' চোখ বিস্ফারিত করে আনোয়ার হোসেন বললো—যা-ব্বা ! উদাহরণটা তো দিয়েছো একদম অকাট্য।

www.pathagar.com

ঃ তোমাকে লিখতে বলায় পেছনেও আমার যুক্তি আছে অকাট্য। হাত আছে তোমার, তাই লিখতে তোমাকে হবেই। শুধু তোমাকেই নয়, আমাদের মুসলমানদের মধ্যে যাদের হাত আছে, তাদের জন্যে কলম ধরা এখন ফরয হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঃ দোস্ত !

ঃ সাহিত্য সংস্কৃতিতে আমাদের ব্যাপক পদচারণার বিকল্প নেই। এদিক দিয়ে করুণভাবে পিছিয়ে আছি আমরা। এখানে এত পিছিয়ে থাকলে, অন্যদিকে যতই উন্নতি করিনে কেন, এগুতে আমরা পারবো না। রাজনৈতিক অঙ্গনের জয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা পরিপুষ্ট না হলে, ও জয় শেষ পর্যন্ত পরাজয়েই পর্যবসিত হবে। তাই এখানে জোরদারভাবে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের। দীন ও কওমের কল্যাণের জন্য আমাদের মাঝে ভাল ভাল কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব একান্তই প্রয়োজন।

ঃ কথাটা তো বড় মূল্যবানই বলেছো দোস্ত। তবে—

ঃ তবের কোনো স্থান এখানে নেই। আমি তোমার সেদিনের সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করতে চাই। কালচ্যারাল কংকোয়েষ্ট, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বিজয় বড় মারাত্মক বিজয়। বিধর্মীরা, বিশেষ করে এদেশের হিন্দুরা, আমাদের সেদিক দিয়ে পুরোপুরি জয় করে নিয়েছে। সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে তাদের ধর্ম আর কৃষ্টির প্লাবণ তারা এমনভাবে বইয়ে দিয়েছে যে, তার আবর্তে আমাদের দীনী চেতনা আর ইসলামের সুবাস বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাতো বটেই।

ঃ এই যেমন তুমিও সেদিন উপমা দিতে গিয়ে যে কবিতা আবৃত্তি করলে, তাতে তাদেরই কৃষ্টি কাল্চার তুলে ধরলে। বললে, আমাদের কৃষ্টি কালচারের কথা তো আমরা তেমন পড়িনি, তাই আমাদেরটা মুখে আমাদের আসে না।

ঃ ঠিকই বলেছি। না স্কুলে কলেজে, না সাহিত্য সংস্কৃতিতে, আমাদের কথা তো পাই নে কিছু তেমন। ছিটে ফোঁটা যা একটু আছে, তারও প্রচার প্রসার নেই।

ঃ সেই কথাই বলছি। বিজাতীয় সিলেবাসের পাঠ নিয়ে আর বিজাতীয় ও ইসলাম বিরোধী লেখাপড়া আমাদের প্রজন্ম ক্রমেই তাদের ভাবে ভাবাপন্ন হয়ে যাচ্ছে। শয়নে স্বপনে বিজাতীয় সংস্কৃতিই তাদের মন-মানসিকতা আচ্ছন্ন করে রাখছে। ইসলামের প্রতি কোনো দরদ-আগ্রহই তাদের মধ্যে থাকছে না।

ঃ দোস্ত !

ঃ মুসলমানদের জন্যে ভিন্ন রাষ্ট্র পেলেই বা হবে কি ? লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন হয়েই বা লাভ কি ? চিন্তায়-মননে সত্যিকারের মুসলমানই যদি দেশে না থাকে, তাহলে সে রাষ্ট্র আবার বিধর্মীর রাষ্ট্রেই পরিণত হবে।

ঃ হতেই হবে। সুদূর অতীত থেকে বিধর্মীরা সাহিত্য সংস্কৃতির মাধ্যমে সুকৌশলে আর সমানে তাদের নিজ নিজ ধর্মের প্রচার প্রসার ঘটিয়ে চলেছে। আর আমরা করছি কি ? সেদিকে নজর না দিয়ে আমরা একমাত্র চৌদ্দশো বছর আগের পদ্ধতিতে ইসলাম নিয়ে গলা ফাটিয়ে মরছি। সাহিত্য সংস্কৃতিও যে একটা মস্তবড় মাধ্যম, এ জ্ঞানই আমাদের হচ্ছে না। বরং কেউ কেউ আবার এটাকে কুফরী বলে গালি গালাজও করছেন। নিজ ধর্মের গৌরব গাঁথা গাওয়ার সাথে ইসলামকে হেয়

www.pathagar.com

করতে রবীন্দ্র বংকিম ও তাঁদের উত্তরসূরীরা আজও যে ভীষণভাবে তৎপর, এটা আমাদের সনাতন পন্থীরা চেয়েও দেখছে না। তোমার সাথে আমি একমত দোস্ত, এ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সংস্কৃতির মাধ্যমেই প্রতিরোধ না করলে, সেরেফ ঐ গলা ফাটিয় কোনো লাভ নেই।

ঃ হ্যাঁ–হ্যাঁ, সেই কথাইতো বলছি দোস্ত। যতই বারণ করো না কেন, আমাদের ছেলেমেয়েরা গল্প উপন্যাস কবিতা-এসব পড়বেই। গান গীত শুনবেই আর সিনেমা নাটক দেখবেই। এইটেই চাইল্ড সাইকোলোজী। শিশুদের সহজাত ধর্ম আর শিশুমনের অবিচ্ছেদ্য চাহিদা।

ঃ রাইট–রাইট।

ঃ এর সাথে আবার গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো পরিবেশও তপ্ত। আমাদের চারপাশে সবই এগুলো উছলে পড়ছে প্রস্রবণের ধারায়। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির যুগ। রোধ করার উপায় নেই। আমাদের কৃষ্টি কালচার ধর্মীয় উপাদান আর সুবাস মিশ্রিত করে সেই গল্প-উপন্যাস-কবিতা, গানগীত আর সিনেমা-নাটক আমরা যদি তৈয়ার না করি, ইসলামের সাথে প্রাথমিক পরিচিতিটা আধুনিক যুগের ছেলেমেয়েদের ঘটবে কি করে আর ইসলামের প্রতি তাদের আকর্ষণ-আগ্রহ পয়দা হবে কোত্থেকে ? বিজাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির প্রভাবে ইসলাম থেকে তারা দূরে সরে যাবেই। ইসলামী জ্ঞান নেবো বলে আজকের এ কালচার্যাল আগ্রাসনের বলয় থেকে ক'টা ছেলেমেয়ে অম্নি অম্নি ইসলামের দিকে ছুটে যায় ? তারা তো বিজাতীয় কাল্চার্যাল আগ্রাসনের করুণতম শিকার।

ঃ বিলকুল।

ঃ সুতরাং কালচার্যাল আগ্রাসনকে কালচার দিয়েই ঠেকাতে হবে।

ঃ হাণ্ডেড পারসেন্ট ঠিক।

ঃ আমাদের ছেলেমেয়েরা বিপথে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অনেক বড়রাও তাই, এই বলে তো তাদের কেবল দোষারোপ করলেই চলবে না, সৎ কিছু দিতে হবে তাদের। সৎ পথে চলার উৎসাহ আকর্ষণ থাকতে হবে তাদের সামনে। সবকিছুই যদি বিপথের দিকে টানে তাদের বিপথে তারা যাবেই। এক ঘেঁয়ে শুকনো নসিহত করে ফল কিছুই হবে না।

ঃ অবশ্য–অবশ্যই। এ ব্যাপারে নিজেই আমি জব্দ হয়েছি একদিন। এক মুসলমান ছেলেকে একখানা বিজাতীয় খারাপ উপন্যাস পড়তে দেখে তিরস্কার করায় সে আমাকে বোবা বানিয়ে দিলো। মুখের উপর বললো—"আপনারা আমাদের কি দিয়েছেন যে তাই পড়বো ? আগে ভালো কিছু বাজারে ছাড়ুন, তারপর কথা বলতে আসুন। আমরা কি গল্প উপন্যাস পড়বো না ?" বললাম, "কেন, মুসলমান লেখকের লেখা কি কিছু নেই ?" জবাবে সে বললো, "আছে। কিন্তু সে আর ক'খানা আর কতটুকু ? খুঁজেই পাওয়া যায় না। আমরা তো আরো বেশী পড়তে চাই। ভাল হোক মন্দ হোক, হাতের কাছে যা পাই, তাই আমরা পড়ি।

www.pathagar.com

ঃ ঠিক-ঠিক, বিলকুল ঠিক বলেছে সে। এজন্যেই বলছি, সাহিত্য সংস্কৃতির মাধ্যমে পরিবেশটা সবসময়ই ইসলামের অনুকূলে উষ্ণ রাখার বিকল্প নেই। নিশ্চয়ই তুমি জ্ঞাত আছো যে, এ কাজটিই করার প্রয়াস পেয়েছেন মুনশী মেহেরুল্লাহ্ সাহেব। রচনা করে রেখে গেছেন এ প্রক্রিয়ার ভিত্। সাহিত্যের হামলা সাহিত্যের মাধ্যমেই প্রতিহত করার পথ দেখিয়ে গেছেন ইসমাঈল হোসেন শিরাজী। ইসলামের ধ্বনী চতুর্দিকে প্রতিধ্বনীত করে তুলেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। গেয়েছেন "দাড়ি মুখে সারিগান লা শারিক আল্লাহ্।" এ প্রয়োজন তো কেবল আমরাই অনুভব করছিনে ? এ চাহিদা দীর্ঘ দিনের।

আনোয়ার হোসেন নীরব হয়ে গেল। বড়ই গুরুত্বপূর্ণ কথা। ভাবতে লাগলো, এখন তো সামনে তবু কিছু দিশে ইশারা আছে। আছেন কিছু দিশারী। এমন দিন ছিল যখন এদেশে ইসলামের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। একেবারেই দিশেহারা হয়ে পড়েছিল মুসলমান জাতি। ইসলামী চেতনা ও জীবনবোধ সৃষ্টি করার আর মুসলমানদের আত্মসচেতন করে তোলার কোনো মাধ্যম বা পথই মুসলিম চিন্তাবিদরা হাতড়িয়ে পাচ্ছিলেন না। এদেশে ইংরেজ শাসন কায়েম হওয়ার ফলে মুসলমানগণ সর্বদিক দিয়েই চরম দুরবস্থায় নিপতিত হলো। অন্যান্য দিকের সাথে ইসলামী শিক্ষা লুপ্ত হওয়ায় আর পাশ্চাত্য শিক্ষা পরিহার করায়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়েও তারা দেউলিয়া হয়ে গেল। হারিয়ে যেতে বসলো তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। কলিকাতা কেন্দ্রিক সংস্কৃতিতে মুসলিম প্রভাব উহ্য হয়ে গেল। শিক্ষা ও ধর্ম প্রচার ব্যাপারে অব্যবস্থার ফলে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করলো নানা কুসংস্কার ও শিরক্-বেদআতী। একদিকে দীন বা জীবন বিধান ব্যবহারিক জীবনে অনুপস্থিত, অপরদিকে সীমাহীন জুলুম ও উৎপীড়ন। এ অবস্থায় অশিক্ষিত মুসলমানগণ কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না।

এ সময় যে ক'জন চিন্তাশীল মনীষী ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সবল হাতে হাল তুলে নিলেন তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ শামসুদ্দীন্ সিদ্দিকী, গোলাম হোসেন, শেখ আজিমুদ্দীন, মীর মোশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, ইসমাঈল হোসেন শিরাজী, মুন্শী মেহেরুল্লাহ্, শেখ ফজলুল করিম, কাজী ইমদাদুল হক, শেখ আবদুর রহিম, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মুন্শী রিয়াজউদ্দীন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ মনীষীদের চেষ্টাতেই ইসলামী রেনেসাঁর গোড়া পত্তন হয় আর ইসলামী সাহিত্য ও জীবন ভিত্তিক দর্শনের উন্মেষ ঘটে। মুন্শী মেহেরুল্লাহ্, শেখ ফজলুল করিম, ইসমাঈল হোসেন শিরাজী, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ মনীষীরাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের পথিকৃৎ। বলতে গেলে, এ পথিকৃৎদের পথিকৃৎ আবার মুন্শী মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭)।

মুন্শী মেহেরুল্লাহ ঈসায়ী ১৮৬১ সনে জন্মগ্রহণ করেন ঠিক সেই বছর যে বছর জন্মগ্রহণ করেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পেশায় একজন সাধারণ দর্জি ও মোল্লা মানুষ ছিলেন মুনশী মেহেরুল্লাহ সাহেব। খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকদের সাথে সংঘর্ষে এসেই জেগে উঠে তাঁর সুপ্ত প্রতিভা। সংঘর্ষেই যে মানুষের বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, দ্বন্দ্বই যে সাহিত্য

www.pathagar.com

রচনার সহায়ক, মুনশী মেহেরুল্লাহই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে হিন্দুদের দেখাদেখি বাংলাদেশের কিছু দিশেহারা মুসলমানও খৃষ্টান হয়ে যেতে থাকে। অশিক্ষা, আপন ধর্মে বিশ্বাসের শিথিলতা এবং আর্থিক ও সাংসারিক মোহই তাদের স্বধর্ম ত্যাগে প্ররোচিত করে। হিন্দুদের মতো মুসলিম সমাজেও খৃষ্টান হওয়ার ঢেউ যখন লাগে, তখন যাঁরা ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষা করার জন্যে এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে মুনশী মেহেরুল্লাহর নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। জেলায় জেলায় বক্তৃতা দিয়ে খৃষ্টান ধর্মের অসারতা প্রমাণ করতঃ খৃষ্টধর্মের কবল থেকে মুসলমানদের তথা মুসলমান তরুণদের রক্ষা করেন। পাশাপাশি শক্ত হাতে কলম ধরেন মুনশী মেহেরুল্লাহ। সাহিত্যের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী চেতনা উজ্জীবিত করার কাজে নিয়োজিত হন। জন জমিরউদ্দীন নামে মুনশী মোহাম্মদ জমিরউদ্দীন এমনই একজন মুসলমান খৃষ্টান। মুনশী মেহেরুল্লাহর লেখনীর মাধ্যমে জমিরউদ্দীনের মিথ্যা মোহ কেটে যায়। পুনরায় তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মুনশী মেহেরুল্লাহর প্রধান সহকারী রূপে ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারে কোমর বেঁধে লেগে যান। খৃষ্টান ধর্ম থেকে ইসলামে ফিরে আসে এমনই আরো কিছু মুসলমান খৃষ্টান। তাঁর বক্তৃতা ও সাহিত্য যাদুর মতো প্রভাব ফেলে ভ্রান্তদের মনের উপর।

মুনশী মেহেরুল্লাহকে এ কাজে সবচেয়ে অধিক সহায়তা করে 'সুধাকর' দল নামক একদল মুসলমান মনীষী। খৃষ্টান ধর্মের খপ্পর থেকে মুসলমানদের বাঁচানোর একমাত্র পথ যে ইসলামের ঐতিহ্য ও নিজেদের জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে মুসলমানদের সচেতন করে তোলা, এটা তাঁরাও অনুভব করেন। মুনশী মেহেরুল্লাহর মতো সুধাকর দলও তাই ইসলামী জীবনবোধে উজ্জীবিত সাহিত্য সৃষ্টির কাজে হাত দেন। সংবাদপত্র ও বক্তৃতার মাধ্যমে তার প্রচারে লিপ্ত হন। সুধাকর দলের সহায়তায় মুনশী মেহেরুল্লাহ ইসলামের তত্ত্বকথা সংক্রান্ত কতকগুলো বই রচনা করেন এবং ইসলামী চেতনায় সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ বাংলা সাহিত্য রচনা করতে থাকেন। একই সাথে সেকালের 'দিকদর্শন', 'বঙ্গ দর্শন', 'হিতকরী', 'তত্ত্ববোধিনী' প্রভৃতি হিন্দু পত্রিকায় ইসলাম বিরোধী ও মুসলমানদের প্রতি অবজ্ঞামূলক যেসব লেখা বের হতো, তারও তাঁরা সমুচিত জবাব দিতে থাকেন। এঁদের সাহিত্য কর্মে একদিকে ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যবোধ, অন্যদিকে স্বজাতি-স্বদেশ চেতনা ফুটে উঠে। অনুপ্রাণিত করে সদ্য ইংরেজী শিক্ষায় প্রবিষ্ট তরুণদের। বাঙ্গালী মুসলিম জীবনের ঘোর দুর্দিনে এঁরাই জাতিকে নিজেদের চিনতে আর ঘরমুখো করতে সাহায্য করে।

বলা বাহুল্য, ইসলামী সাহিত্য সৃজনে এঁদের মধ্যে সর্বাধিক অগ্রণী ব্যক্তি মুনশী মেহেরুল্লাহ। সাহিত্যের মাধ্যমে বাঙালী মুসলমানদের জীবন, ধর্ম ও ঐতিহ্যবোধে উজ্জীবিত করার পথটি তিনিই বেছে নেন আর এ কাজে বিপুল সাফল্য অর্জন করেন। প্রমাণ করেন মুসলমানদের মনে ইসলামী চেতনার উন্মেষ ঘটানোর সাহিত্যই অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম।

এরপরেই আসে মুসলিম রেনেসাঁর কবি সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন শিরাজীর কথা। সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন শিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) এ ক্ষেত্রে আর এক দিকপাল।

www.pathagar.com

১৮৮০ সালে পাবনার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন তিনি এবং সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে স্বধর্ম, স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি মুসলমানদের উজ্জীবিত করে তোলেন। "অনল প্রবাহ" থেকে শুরু করে এ সাধন কবি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রচনা করেন অসংখ্য কবিতা, উপন্যাস ও সঙ্গীত। একই সাথে তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। আঠারো ও উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের শূন্যতা ও ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে উনিশ শতকের শেষার্ধে যে পুনর্জাগরণ প্রক্রিয়া সূচিত হয় সে ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেন সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন শিরাজী। বাংলা ১৩০৬ সনে তাঁর প্রথম ও সাড়া জাগানো কাব্য গ্রন্থ "অনল প্রবাহ" প্রকাশ পাওয়ার সাথে তাঁর সৃষ্টির দুয়ার খুলে যায় আর অজস্র ধারায় রচনা করেন কবিতা, প্রবন্ধ, সঙ্গীত, উপন্যাস ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি। শিরাজী উপন্যাস রচনার পক্ষপাতি না হলেও, কর্তব্যের তাড়নায় উপন্যাসে হাত দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিম বিদ্বেষী উপন্যাস 'দুর্গেশ নন্দিনীর" বিরুদ্ধে "রায়নন্দিনী" উপন্যাস লিখে তার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ছিল কাল্পনিক আর শিরাজীরটি ছিল ইতিহাস ভিত্তিক। কল্পনার জবাব বাস্তব ঘটনা তুলে ধরে ছুড়ে মারেন শিরাজী।

এছাড়া, বিভিন্ন মাসিক, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকার সম্পাদক ও সহসম্পাদক ছিলেন তিনি আর বিভিন্ন মুসলিম পত্র পত্রিকায় নিরন্তর লিখতেন। ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জাগানোর প্রয়াসে "অনল প্রবাহ" লিখে বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। এতদ্ব্যতীত, বাংলা সাহিত্যে আযাদীর বাণী প্রচার করতে গিয়ে আরো আটাশবার তিনি কারাবরণ করেন। সাহিত্যই যে ধর্মীয় ও জাতীয় চেতনাবোধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম, সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন শিরাজীও তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এরই সূত্র ধরে বিখ্যাত কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও অন্যান্যেরা সাহিত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে মুসলমানগণকে আত্মসচেতন করে তোলার অপরিহার্য কাজটি করে গেছেন ও করে যাচ্ছেন।

আনোয়ার হোসেন নীরব হয়ে ভাবছে। ভাবছে, আজ মুসলমান জাতির সামনে সাহিত্য ও সংস্কৃতির এ অপরিহার্য কাজের যাকিছু নমুনা বিদ্যমান, তা এঁদেরই অবদান। দীন ও কওমের কল্যাণে এ ধারাকে ধরে রাখার আর একে আরো বেগবান করার সত্যিই বিকল্প নেই। আনোয়ারের মানসপটে এক মুহূর্তের মধ্যেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো অতীত ও বর্তমানের তামাম এ জগত।

আনোয়ারকে নীরব দেখে জালালউদ্দীন তাকিদ দিয়ে বললো—কি, একদম নীরব হয়ে গেলে যে ? এরপরেও কি তোমার লেখালেখি শুরু করার ব্যাপারে আরো আলোচনার প্রয়োজন আছে ?

আনোয়ার হোসেন চিন্তিত কণ্ঠে বললো—না দোস্ত, তা আর নেই।

ঃ গুড্। তাহলে কবে পাচ্ছি তোমার লেখা ?

ঃ কিছু সময় দিতে হবে দোস্ত। এ নিয়ে এতটা তো আগে কখনও ভাবিনি ? কি লিখবো আর কোথায় থেকে শুরু করবো, এটা স্থির করতে কিছুটা সময় লাগবে।

www.pathagar.com

ঃ সময় লাগবে। অধিক সময় কি দরকার ? গল্প কবিতা একটা কিছু যা হয় লিখতে শুরু করো। শুরু করলেই সারা হবে।

ঃ ঐ শুরু করতেও কিছু সময় লাগে ইয়ার। লাফ দিয়ে কোনো কিছু হয় না।

জালালউদ্দীন হাসিমুখে বললো—ও. কে.। বেটার লেট্ দ্যান নেভার।

১১

আজ ঈদ। ঈদুল আযহা। ঈদের নামায শুরু হবে কিছুক্ষণ পরেই। সকাল থেকেই মুসলমানদের ঘরে ঘরে ধুম পড়ে গেছে। বিশেষ বিশেষ স্থান ছাড়া গরু কুরবানী চলে না। ঈদের নামায শেষ হলেই ছাগলাদি কুরবানী আছে অনেকের। তাই সকাল সকাল ঈদের নামায। বেশীর ভাগই খোলা মাঠে। নামাযের মাঠে যাওয়া নিয়ে শহরের সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সাজ সাজ রব উঠেছে ঘরে ঘরে। রব উঠেছে পান্থশালা মেসেও। সকাল থেকেই বোর্ডারেরা গোছলাদি সেরে ফিটফাট পোশাকে সুসজ্জিত হচ্ছে। সুসজ্জিত হচ্ছে আনোয়ার হোসেন আর জালালউদ্দীনও। জালালউদ্দীনের পোশাকাদি নতুন নয়। দায়ে পড়ে টীপার্টি দিলেও, জালালউদ্দীন মিতব্যয়ী লোক। ছ' গজে বছর চালানো মানুষ। দুই সেটে বারো গজে দুই বছর চালায়। পুরাতন পোশাকই সে লোণ্ড্রিতে দিয়ে ইস্ত্রি করে এনেছে। আনোয়ার হোসেনের ব্যাপার এবার আলাদা। হাই হাই কারবার। পোশাক তার নতুনই কেবল নয়, যেমনই মূল্যবান তেমনই জৌলুশদার।

বাক্সো খুলে দু'জনই বের করেছে জামা কাপড়। নিজ নিজ বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে দু'জনই জামা কাপড় পরছে। পায়জামা পরার পর পাঞ্জাবীটা মাথা দিয়ে গলিয়েই জালালউদ্দীন ঘুরে দাঁড়ালো আনোয়ারের দিকে। তার দিকে তাকিয়েই জালালউদ্দীনের দুই চক্ষু স্থির। হতবাক ও বেহুঁশ। নিমেষখানেক চেয়ে থাকার পরেই জালালউদ্দীন চীৎকার করে বলে উঠলো—সোবহান আল্লাহ। সেকি ! একি কাণ্ড !

আনোয়ার হোসেন তৈয়ার ছিল এজন্যে। বিলক্ষণ সে জানতো, এমনটিই হবে। আগে থেকেই তাই সে মুচকি মুচকি হাসছিল। কোনো কথা না বলে আড়চোখে একটুখানি তাকালো। এরপর ঐভাবে হাসতে হাসতে কাপড় জামা পরতে লাগলো আনোয়ার হোসেন। বিস্ময়ে আচ্ছন্ন জালালউদ্দীন ফের বললো—কি তাজ্জব ! এযে একদম নওশার সাজ। নবাব বাদশাহর কারবার। কোথা থেকে এলো এসব ?

আনোয়ার হোসেন নিশ্চুপ। জালালউদ্দীন ধমক দিয়ে বললো—কথা বলছো না কেন ? কোথায় ছিল এসব ?

আনোয়ার হোসেন মুখ খুললো এবার। স্মিতহাস্যে বললো—আমার ঐ বাক্সের মধ্যে।

ঃ ঐ বাক্সের মধ্যে এলো কি করে ?

ঃ গত পরশু আমি নিজে এনে রেখেছি।

ঃ তুমি নিজে এনে রেখেছো ?

ঃ নইলে আসবে কি করে ? জামা কাপড়ের কি পাখা আছে ?

www.pathagar.com

ঃ তাহলে সে কথা আজও চেপে আছো যে ? একটা কথাও বলোনি কেন ?

ঃ ভয়ে। তুমি এ রকমই করবে সেই ভয়ে।

ঃ তাজ্জব। এত পয়সা খরচ করে ঈদের পোশাক বানিয়েছো ?

ঃ কি বললে ? এত পয়সা নাকি ?

ঃ জি। এযে বহুত পয়সার ব্যাপার। বড়লোকের ছেলেরা একমাত্র শাদির জন্যেই এমন পোশাক বানায়। এত জৌলুশদার পোশাক তো কম পয়সায় হয়নি ? জরুর অনেক পয়সা লেগেছে।

ঃ তা ঠিক, জিয়াদা পয়সাই লেগেছে।

ঃ বটে ! তা হঠাৎ এমন খেয়াল হলো কেন তোমার ? এমন নওশা সাজার পুলক জাগলো কি কারণে ? মনে রং লেগেছে বুঝি ?

ঃ তা যা বলো।

ঃ আমি বলবো কি ? তুমিই এবার বলো, হঠাৎ করে এত পয়সার মালিক হলে কিভাবে ? পড়ে পেলে, না পকেট মারলে ?

ঃ দোস্ত্ !

ঃ যতই রং মনে লাগুক, পয়সার গরম না থাকলে তো এভাবে সে রং মেটানো যায় না ? প্রচুর পয়সা জমেছে বুঝি পকেটে তোমার ?

ঃ না দোস্ত্, পকেট যে ঢনঢন সেই ঢনঢনই আছে। খেয়ে পরে দিন কাটছে—এই যা।

ঃ তাহলে এত পয়সা খরচ করে এসব বানাতে গেলে কেন ? পুরানো পোশাকে কি চলতো না ?

ঃ আমি বানাবো কেন দোস্ত্ ? চলার মতো কিছু পয়সা হাতে আমার থাকলেও, হঠাৎ করে এত পয়সা খরচ করতে আমি যাবো কেন ? আমি কি হিসেব করে চলিনে?

ঃ তাহলে এগুলো কি ছাপ্পড় ফেঁড়ে এলো ?

আনোয়ার হোসেন হেসে বললো—ঠিকই ধরেছো দোস্ত্। আল্লাহ যাকে দেয় তাকে ছাপ্পড় ফেঁড়েই দেয়।

জালালউদ্দীন রুষ্ট কণ্ঠে বললো—হেঁয়ালী রাখো। আসল ঘটনাটা কি, তাহলে সেইটেই বলো ?

ঃ সেরেফ এ পায়জামা পাঞ্জাবীই নয়, এর সাথে আর এক সেট্ জামা পায়জামাও আছে দোস্ত্। এগুলো সবই উপহার পেয়েছি। উপহার দিয়েছেন মিঃ এ. আর. খান মজলিস। ঈদের প্রেজেন্টেশান।

আর এক দফা বিস্ময় ! জালালউদ্দীন থতমত করে বললো—মিঃ এ. আর. খান মজলিস ! দাঁড়াও-দাড়াও, মিঃ এ. আর. খান মজলিস মানে, তোমার সেই শুভাকাঙ্ক্ষী ভদ্রলোক ? যিনি তোমাকে নকরী জুটিয়ে দিয়েছেন আর যাঁর ছেলেকে তুমি পড়াও ?

ঃ জি-জি।

থপ্ করে বিছানার উপর বসে পড়লো জালালউদ্দীন। মাথায় হাত দিয়ে বললো—কম্ম কাবার ! তিনি তোমাকে এ জামাইয়ের পোশাক প্রেজেন্ট্ করলেন। ঈদ উপলক্ষ্যে জামাইকে দেয়ার মতো তোমাকে এ উপহার দিলেন ?

www.pathagar.com

ঃ ঠিক উপহারও নয়, পুরস্কার দিলেন তাঁরা আমাকে। আমার পড়ানোর জন্যে ছেলে তাঁর পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে কিনা?

ঃ আরে রাখো তোমার বাহানা। ছেলেকে তুমি পড়াও তার জন্যে তুমি মাইনে পাও। ছেলে ফার্স্ট হয়েছে সেজন্যে দু' পয়সা মাইনে তোমার বাড়তে পারে। ঘটা করে এ জামাই তোষণ কেন? ঘটনা কি, তাই বলো?

আনোয়ার হোসেন ঝুটমুট বললো—যা ঘটনা তাই বললাম। ঘটনা আর কি থাকবে?

ঃ আছে–আছে। আরে বিয়ে করিনি বলে কি বরযাত্রীও হইনি? প্রেম করিনি বলে কি প্রেমের ব্যাপার স্যাপারটাও বুঝিনে?

ঃ প্রেমের ব্যাপার স্যাপার!

ঃ আলবত সেই রকমই কিছু। ঐ পেজেন্টেশান তোমাকে কি সেরেফ খান মজলিস সাহেবই দিলেন? এর সাথে আর কারো কি কোনো সম্পৃক্ততা নেই? মানে খান সাহেবের সেই তরুণী কন্যার?

ঃ কি রকম?

ঃ রকম রাখো। সত্যি করে বলোতো, তোমাকে এ প্রেজেন্টেশান দেয়ার ব্যাপারটা ঐ তরুণীটি কি কিছুই জানেন না? মিথ্যা বলবে না কিন্তু?

আনোয়ার হোসেন নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো—জানবেন না কেন? বাপ-বেটি দু'জন পরামর্শ করেই দিলেন।

ঃ তার মানে সেই তরুণী—কি যেন নাম বললে সেদিন?

ঃ নূরমহল।

ঃ হ্যাঁ–হ্যাঁ, নূরমহল। সেই নূরমহলও তাহলে এর সাথে জড়িত ছিলেন?

ঃ ছিলেন। পুরোপুরিই ছিলেন। কাপড়গুলো পসন্দও ঐ নূরমহল বেগম নিজেই করেছেন। বেছে দিয়েছেন নিজেই। আর কি সত্যি কথা জানতে চাও? আর কি জানার আছে তোমার?

ঃ ধন্যবাদ। এ সত্য কথাটা বলার জন্যে তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। আর আমার জানার কিছু নেই। এবার আমার কাছে জেনে নাও, এ উপহার খান মজলিস সাহেবের তরফ থেকে যতটা না এসেছে, তার চেয়ে শতগুণ অধিক এসেছে তাঁর কন্যা নূরমহল সাহেবার তরফ থেকে। শালা, আমাকে কি গাঁড়োল পেয়েছো? ঐ বাড়ীর প্রতি এইযে তোমার একনিষ্ঠ টান—এটা কি কিছুই বুঝিনে আমি? ছাত্র পড়ানোর দায় আর অন্তরের টান কখনো এক জিনিস নয়। ব্যাপারটা গুরুতর!

ঃ তার অর্থ?

ঃ তুমি ডুবেছো। আর তোমাকে উদ্ধার করা গেল না। ইষ্টিশান থেকে ধরে এনে যখন তোমাকে চাকুরী পাইয়ে দিলেন ঐ কলেজ পড়া তরুণী আর এর পরে পরেই যখন আবার ঐ বাড়ীতেই পড়ানো শুরু করলে, তখনই আমি বুঝে নিয়েছিলাম, এমনই একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আমার ইনটুইশন, মানে অনুমান, মিথ্যা প্রায়ই হয় না। এবারও হলো না। অকালেই মারা পড়লে তুমি।

www.pathagar.com

ঃ তারপর ?

ঃ সাধু সাবধান। চাল নেই, চুলো নেই, এখনই এভাবে বেঘোরে ডুবে মরো না। ডুবতেই যদি হয়, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পরে গিয়ে ডুবে মরো। এখনও হয়তো কিছু সময় আছে। ও বাড়ী শিগ্গির শিগ্গির ছাড়ো।

ঃ আহারে কি আমার এ্যাষ্ট্রোলোজার ! সেরেফ অনুমানের উপর—

ঃ অনুমান নয়, অনুমান নয়। সময় থাকতে ও বাড়ী না ছাড়লে, অচিরেই এমন শক্ত বাঁধনে পড়ে যাবে যে, এ পোশাকেই তোমাকে নওশা সাজতে হবে।

ঃ থামো। যতসব আজগুবী খোয়াব।

ঃ থামবো কি। আমি যে তোমার ভবিষ্যত গণনা করে ফেলেছি। যত দেরী করবে, বাঁধন তত শক্ত হবে। হুঁশে এসে পরে এ বাঁধন কাটতে চাইলে দু' চোখে কেবলই পানি ঝরবে তোমার।

ঃ বটে ! তারপর ?

ঃ তারপর ? তারপর কাঁদবে আর বলবে—"তোমার বাঁধন খুলতে বেদন লাগে কি যে"—

আলাবক্‌শ ছুটে এসে বললো—কি হলো সাব্ ? আপনারা কি নামাযে যাবেন না? সবাই চলে যাচ্ছেন আর আপনারা বেরুচ্ছেন না কেন ?

শোরগোল করে তখন বেরিয়ে যাচ্ছে মেসের বোর্ডারেরা। সে শব্দ কানে আসতেই চমকে উঠলো দু'জনই। আনোয়ার হোসেন বিরক্তি ভরে বললো—এইরে ! নামাযটাই তো আজ শেষ করলে গণক ঠাকুর। চলো-চলো, শিগ্গির চলো—

ব্যস্তহাতে পোশাকাদি ঠিকঠাক করে নিয়ে ত্রস্তপদে বেরিয়ে পড়লো দু'জন।

শিক্ষক কামরুজ্জামান সাহেবের সাথে আনোয়ার হোসেনের আবার দেখা। সদ্য সমাপ্ত সিম্‌লা বৈঠক থেকে ফিরে এসেছেন তিনি। বড় কোনো নেতা নন, কিন্তু মুসলিম লীগের বড় একজন কর্মী ও সমর্থক। জাতি ও ধর্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর ভাবনার অন্ত নেই। সুযোগ করতে পারলেই যেখানে যে সভা বৈঠক হয়, সেখানেই তিনি ছুটে যান। দূরত্ব ও খরচের প্রশ্নে কাতর কখনো হন না। বড় বড় নেতারাও সম্মান করেন তাঁকে। আদবের সাথে কথা বলেন তাঁর সাথে। কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার সাথে এবারও তিনি সিমলা বৈঠকে গিয়েছিলেন। কি হয় তা জানার আগ্রহ চেপে রাখতে পারেননি।

হিন্দু-মুসলিম বিরোধটাই স্বাধীনতার এখন প্রধান অন্তরায়। কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের মধ্যে সমঝোতা হয়ে গেলেই আর দুই দল একমঞ্চে এলেই, স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়। আর পাঁচজনের সাথে কামরুজ্জামান সাহেবও এ ব্যাপারে একমত। অতিশিগ্গির এ বিরোধিতা কেটে যাক, আর পাকিস্তান তথা লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হোক, এটা তাঁর ঐকান্তিক কামনা।

কিন্তু কামনাটা কামনাই থেকে যাচ্ছে। পুনঃপুনঃ আলাপ-আলোচনা সত্ত্বেও হিন্দু মুসলিম সমস্যার গিট্ কিছুতেই খুলছে না। সমস্যা নানাবিধ। স্বায়ত্ব শাসন বা

www.pathagar.com

স্বাধীনতা—যা-ই হোক, শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে একটা ইণ্টারিম গভ্‌মেণ্ট, অর্থাৎ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন প্রয়োজন। এ অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রশ্নে কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের মধ্যে কোনো সমঝোতাই হচ্ছে না। অন্য কথায়, মুসলিম লীগকে কংগ্রেস কোনো ছাড় দিতেই রাজী নয়। দ্বিতীয়তঃ, অখন্ড ভারতের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠনের গোঁ কংগ্রেস এখনও একবিন্দুও ছাড়ছে না। ওদিকে আবার, মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকার করতেও কংগ্রেস নারাজ। সারকথা, কংগ্রেসের একগুয়েমীর জন্যেই কোনো সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে না। শালীশ-বৈঠক-আলোচনা অনেকই হচ্ছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই ঐ লাল বলদটা তাদের থাকা চাই।

সি. আর. ফরমূলার প্রসঙ্গে গান্ধীজী পাকিস্তান তথা লাহোর প্রস্তাবের দাবী নীতিগতভাবে স্বীকার করে নিলেও, কাজের বেলায় তিনি উল্টাপাল্টা বলছেন। কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা নীতিগত অনীতিগত কোনোভাবেই তা মানতে আগ্রহী নন। বিগত ১৯৪৪ সনের সেপ্টেম্বরে বোম্বাইতে জিন্নাহ-গান্ধীর মধ্যে তিন সপ্তাহ ব্যাপী আলোচনা হলো, কিন্তু তাঁরা কোনো মীমাংসায় আসতে পারলেন না। এরপর তেজ বাহাদুর সপ্রু আর একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন। কিন্তু ওখানেও ঐ একই কথা—লাল বলদটা থাকতে হবে তাদের। অর্থাৎ, অখণ্ড ভারতের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র হবে। কিন্তু মুসলিম লীগের দাবী পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র। অখণ্ড ভারতে থাকতে তাঁরা রাজী নন। স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম লীগ সভাপতি মিঃ জিন্নাহ তা গ্রহণ করতে পারলেন না। ১৯৪৫ সনের জানুয়ারীতে কংগ্রেস নেতা ভুলাভাই দেশাই ও লীগ সদস্য লিয়াকত আলী খান অন্তর্বর্তী সরকার গঠন সম্বন্ধে একটি চুক্তি করলেন। স্থির হলো, অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সমান সমান আসন পাবে। শুনামাত্র চমকে উঠলো কংগ্রেস। বলে কি ! এটা কোনো দলগত কথা নয় বলে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সরাসরি তা অস্বীকার করে বসলেন।

দু'দলের এ দড়ি টানাটানি দেখে এ ব্যাপারে এগিয়ে এলেন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল। অন্তর্বর্তী সরকারের একটি পরিকল্পনা নিজে তিনি রচনা করলেন। বৃটিশ সরকারও এটা অনুমোদন করলো। এ পরিকল্পনার উপর উভয় দলের সাথে আলোচনা করার জন্যে ১৯৪৫ সনের ২৫শে জনু তারিখে সিমলায় একটি বৈঠক আহ্বান করলেন বড়লাট। বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্যে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দিলেন জেল থেকে। বড়লাট ওয়াভেলের এ আন্তরিকতায় দেশের সচেতন জনগণ আশান্বিত হয়ে উঠলেন। গিট্ খোলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিলো।

সদ্য সমাপ্ত এ সিমলা বৈঠক থেকেই ফিরে এসেছেন আনোয়ার হোসেনের বাল্যকালের শিক্ষক সেই কামরুজ্জামান সাহেব। অকস্মাৎ তাঁর সাথে আনোয়ার হোসেনের আবার দেখা। রাস্তার ধারে ছোট একটা টীষ্টল। টীষ্টলের বাইরে খান দুইয়েক চেয়ার পাতা। তার একটাতে বসে কামরুজ্জামান সাহেব একাকী চা পান করছিলেন। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার কালে তাঁর উপর নজর পড়লো আনোয়ারের। ছুটে এসে আনোয়ার তাঁর সামনে দাঁড়ালো আর সালাম দিয়ে বললো—একি স্যার, আপনি এখানে ?

www.pathagar.com

সালামের জবাব দিয়ে কামরুজ্জামান সাহেব বললেন—আরে আনোয়ার যে ! এসো–এসো, বসো।

সামনের চেয়ারের দিকে ইংগিত করলেন কামরুজ্জামান সাহেব। সসংকোচে বসতে বসতে আনোয়ার হোসেন বললো—আপনি আবার এ কলিকাতায় কবে এলেন স্যার ?

ঃ আজ সকালে। ব্যবসার কাজেই এসেছিলাম। এর সাথে অন্য একটু কাজও ছিল। এখন ফিরে যাচ্ছি।

আনোয়ার হোসেন ইতস্ততঃ করে বললো—আপনি স্যার আমার মেসে একবারও এলেন না। এইতো এ রাস্তা বরাবর সোজা এদিকে গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিলেই পান্থশালা মেস। ঐ মেসেই আমি থাকি। খুবই পরিচিত মেস। যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে।

কামরুজ্জামান সাহেব হাসি মুখে বললেন—যাবো–যাবো। তোমার সব খবরই রাখি। হয়তো অল্প দিনের মধ্যেই গিয়ে হাজির হবো। সে সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে। আমি আবার এ কলিকাতাতেই সপরিবার ফিরে আসার চিন্তাভাবনা করছি। যদি তাড়াতাড়ি তা হয়ে 'উঠে', তাহলে তোমার মেসে জরুর আমি যাবো।

আনোয়ার হোসেন খুশী হয়ে বললো—স্যার !

ঃ শুধু যাবোই না, মেস থেকে তোমাকে আমার বাসায় পার করে নেবো। তারপর দেখি, তোমার কোনো ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। কতদিন আর এভাবে পঁচে মরবে তুমি ? ও–হ্যাঁ, চা খাও—

বলেই তিনি টীষ্টলের বয়কে উদ্দেশ করে বললেন—বয়, আর এক কাপ চা দাও এখানে।

আনোয়ার হোসেন মৃদু আপত্তি তুলতেই ফের তিনি বললেন—আরে এক পেয়ালা চা বইতো নয় ? ভাল কিছু এ ষ্টলে নেই। এক পেয়ালা চা খেতে আপত্তি কি ?

বয় এসে চা দিয়ে গেল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আনোয়ার হোসেন বললো—অন্য আর কি কাজ ছিল স্যার এখানে ?

ঃ সেটা পার্টির কাজ। একটু লীগ অফিসে গিয়েছিলাম।

আনোয়ার হোসেন উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। বললো—লীগ অফিসের ? তা স্যার, সিমলাতে যে বৈঠকটা হয়ে গেল সেদিন, তার ফলাফল কি কিছু জানেন স্যার ?

ঃ কেন ? কাগজে কিছু পড়োনি ?

ঃ কাগজে তো স্পষ্ট কিছু পেলাম না স্যার ? এখানকার বড় বড় কাগজগুলো কেবল নিজেদের গীত গাওয়া আর মুসলিম লীগকে দোষারোপ করা ছাড়া, আসল কথা স্পষ্ট করে বলে না !

কামরুজ্জামান সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—হুঁউ !

ঃ লীগ অফিসে গিয়েছিলেন, সেখানে কি কিছু শুনলেন স্যার ?

ক্লীষ্ট হেসে কামরুজ্জামান সাহেব বললেন—লীগ অফিসে শুনবো কেন ? আমি নিজেই তো হাজির ছিলাম সিমলা বৈঠকে। নিজেই সব জানি।

www.pathagar.com

ঃ এ্যাঁ, তাই নাকি ? কি হলো স্যার সে বৈঠকে ?

ঃ কি হবে বলে আশা করো তোমরা ?

ঃ ফায়সালা একটা কিছু হবে, এ আশাই তো আমাদের অনেকের স্যার। অন্ততঃ এ বৈঠকটা একেবারেই বিফলে যাবে না, এ ধারণাই আমাদের। কিছু কি হয়নি স্যার?

ফের ম্লান হাসি হেসে কামরুজ্জামান সাহেব বললেন—হবে না কেন ? বরাবর যা হয় এবারও তাই হয়েছে। মস্ত একটা অশ্বডিম্ব প্রসব করেছে। সিমলার এ বৈঠকও।

ঃ সেকি স্যার।

ঃ কংগ্রেস যদি একেবারেই অনমনীয় হয়, তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখো, কোনো বৈঠকেই কোনো কিছু হবে না আর স্বাধীনতা আসবে না। দুই দলে কামড়া কামড়ি লাগিয়ে দিয়ে আবার জেঁকে বসবে ইংরেজেরা।

আনোয়ার হোসেন হতাশ কণ্ঠে বললো—বলেন কি স্যার ?

ঃ ধারণা ছিল, হয়তো অল্পদিনেই সুদিনের মুখ দেখতে পাবো আমরা। কিন্তু সেটা বোধহয় সুদূর পরাহতই হয়ে গেল।

ঃ স্যার।

ঃ সেজন্যেই তো বলছি, আশায় আশায় বসে থেকে এভাবে আর পঁচে মরবে কতদিন ? বড়র আশায় না থেকে ছোটখাটো একটা কিছু ব্যবস্থা তোমার করতেই হয় অচিরে। কয়েজন লীগ নেতার সাথে তোমার ব্যাপারে আলাপও কিছু করেছি। পরে আবার করবো।

ঃ কোনো আশাইকি তাহলে নেই স্যার ?

ঃ নেই এমনটি বলবো না। তবে অল্পদিনের মধ্যে সে সম্ভাবনা দেখছিনে। সিমলা বৈঠকও ভণ্ডুল হওয়ার ফলে মনে আর জোর তেমন পাচ্ছিনে।

ঃ ভণ্ডুল হলো কিভাবে স্যার ?

ঃ দাদা বাবুদের জন্যে। ইংরেজেরা যদি আরো একশো বছর এ দেশে থাকে থাকুক, আমরা সুখে থাকবো, এটা তাদের সইবে না।

ঃ তাজ্জব। বড়লাটও কিছুই তাহলে করলেন না স্যার ?

ঃ বড়লাটের সদেচ্ছা অনেকখানিই ছিল। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ব্যাপারে যে প্রস্তাব তিনি দিলেন, তাকে মন্দ বলা যায় না। কিন্তু একদল যদি কেবলই গোঁ ধরে বসে থাকে, তাহলে বড়লাট আর করবেন কি ?

ঃ স্যার।

ঃ বড়লাট ওয়াভেল প্রস্তাব করলেন, বড়লাটের কর্মপরিষদই অন্তর্বর্তী সরকারে পরিণত হবে আর বড়লাট ও প্রধান সেনাপতি ছাড়া বাদ-বাঁকী তামাম সদস্য ভারতীয়দের মধ্যে থেকে নেয়া হবে। জাপানী যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর এ দেশকে কি ধরনের শাসন ক্ষমতা দেয়া হবে সেটা স্থির না হওয়া পর্যন্ত, এ অন্তর্বর্তী সরকার শাসন দায়িত্ব পালন করবে।

ঃ তারপর স্যার ?

ঃ সেই সাথে তিনি বললেন, অন্তর্বর্তী সরকারে হিন্দু মুসলমান সদস্যদের সংখ্যা সমান সমান হবে। ব্যস্ ! সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো গোলমাল।

www.pathagar.com

ঃ কেন স্যার, ঐ সমান সমান হওয়ার জন্যে কি ?

ঃ সেতো বটেই। এছাড়াও আরো কথা আছে। জিন্নাহ সাহেব দাবী করলেন, মুসলিম লীগ এদেশের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল। অন্তর্বর্তী সরকারের ৫জন মুসলিম সদস্যের সকলকেই মুসলিম লীগ মনোনীত করবে। গোলমালটা শুরু হলো এখানে আরো বেশী। কংগ্রেস এ ন্যায্য দাবী কিছুতেই মেনে নিলো না।

ঃ কেন স্যার ?

ঃ মুসলিম লীগ মনোনীত করলে, ঐ পাঁচজনই হবেন শক্ত মুসলমান। কংগ্রেস পক্ষ সমর্থনকারী মুসলমান হবেন না। এতে করে ভবিষ্যতে ঐ পাঁচজনই পৃথক রাষ্ট্রের দাবী তুলেবেন আর সেই দিকে ভোট দিবেন। অখণ্ড ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হওয়ার পথ বানচাল হবে। তাই কংগ্রেস নেতারা বললেন, একমাত্র কংগ্রেসই ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। মুসলিম লীগ কোনো সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে না। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার একমাত্র কংগ্রেসেরই আছে। হিন্দু মুসলিম সকল সদস্যকে কংগ্রেসই মনোনীত করবে।

ঃ তারপর ?

ঃ বৈঠক পণ্ড হয়ে গেল। কংগ্রেস ও লীগের এ প্রতিনিধিত্ব করার দাবী পরীক্ষা করে দেখার উপর সবকিছু ঝুলে রইলো। ফায়সালা কিছুই হলো না।

ছাত্র শিক্ষক দু'জনই নীরব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর কামরুজ্জামান সাহেব নড়েচড়ে উঠে বললেন—ওহো, আমার অসময় হয়ে যাচ্ছে আনোয়ার। এখন আমি উঠি। আবার এলে আমি নিজেই তোমার সাথে দেখা করার চেষ্টা করবো—

চায়ের দাম চুকিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন কামরুজ্জামান সাহেব।

নূরমহলদের বাড়ীতে এলেই আনোয়ার হোসেনকে প্রতিদিন নাস্তা খেতে হয়। নাস্তার সাথে চা। হাত এড়াতে না পারায় এটা ধরাবাঁধা রুটিনে পরিণত হয়েছে। নূরমহলই সেধে যেচে খাওয়ায়। ইতিপূর্বে ভার ছিল আবু মিয়ার উপর। হাতের কাছে উপস্থিত যা পেতো তাই এনে পরিবেশন করতো। বেশ কিছুদিন হলো এ দায়িত্ব নূরমহল নিজের উপর নিয়েছে। কোন্‌দিন কোন্ কোন্ আইটেম খাওয়াবে, আগেই সে স্থির করে ফেলে আর সেই মোতাবেক অন্দর মহলে নির্দেশ দিয়ে রাখে। বয়ে আনে আবু মিয়া, পরিবেশন করে নূরমহল নিজে। পাশে বসে তাকিদ দিয়ে দিয়ে খাওয়ায়। আনোয়ারকে খাইয়ে সে আনন্দ পায়। তৃপ্তিবোধ করে।

নূরমহলের এ তৃপ্তি-আনন্দ সময় সময় মাটি করে দেয় আনোয়ার। 'না—না আজ নাস্তা লাগবে না, আজ খাওয়ার উপায় নেই, পেটে আর জায়গা নেই'—এমনই আপত্তি তুলে কোনো কোনো দিন সে নিরাশ করে নূরমহলকে। তার আনযাম আগ্রহ নষ্ট করে। আগে এমনটি কালেভদ্রে হতো। এখন এমন মাঝে মাঝেই হয়।

এক সপ্তাহের মধ্যে দু' দুবার আপত্তি তোলায় শেষবারে ধরে বসলো নূরমহল। বিস্মিত কণ্ঠে আনোয়ারকে প্রশ্ন করলো—ব্যাপারটা কি বলনুতো ? আমাদের বাড়ীর চা-নাস্তা কি খুবই বিস্বাদ লাগে আপনার ?

www.pathagar.com

হকচকিয়ে গিয়ে আনোয়ার হোসেন বললো—সেকি ! তা লাগবে কেন ?

ঃ তা না হলে ইদানিং প্রায়ই হোটেল-রেষ্টুরেন্ট থেকে নাস্তা করে আসেন কেন ?

আনোয়ার হোসেন সবিস্ময়ে বললো—কৈ, নাতো ! হোটেল-রেষ্টুরেন্ট থেকে তো নাস্তা করে আসিনে !

ঃ তবে কি মেসে গিয়ে খেয়ে আসেন ?

আনোয়ার হোসেন হেসে বললো—কি যে বলেন ! সে সময় আমার কোথায় ? স্কুলের কাজ সেরে এখানে আসতেই অসময় হয়ে যায়, মেসে যাবো কখন ?

ঃ তাজ্জব ! এখন কি তাহলে প্রায়দিনই স্কুলেই নাস্তার আনযাম হয় ?

ঃ না–না, তা হবে কেন ? কালেভদ্রে হয়।

ঃ তাহলে কোথা থেকে নাস্তা করে আসেন ? রাস্তায় লোকজন কি তাড়িয়ে ধরে আপনাকে চা-নাস্তা খাইয়ে দেয় ?

ঃ জি ?

ঃ ইদানিং প্রায়ই বলেন, চা-নাস্তা সেরেই এসেছি। পেট একদম ভরা। দু'তিন দিন আগেও এ বাহানা তুলে নাস্তা এখানে খেলেন না। আজও সেই কথাই বলছেন। এর মাহাত্ম্যটা কি ? এ বাড়ীতে নাস্তা খাওয়া ছেড়ে দেবেন বলেই কি এ রকম শুরু করেছেন ?

ঃ আরে বাবা ! এসব কি বলছেন ?

ঃ তাহলে নাস্তা করতে আপত্তি করছেন কেন ?

ঃ নাস্তা যে এখনই করে এলাম। ক'বার করবো ?

ঃ সেই করে এলেন কোথা থেকে, সেইটেই তো জানতে চাচ্ছি।

ঃ আমার এক সহকর্মীর বাড়ী থেকে। এক সাথে শিক্ষকতা করি। একটা ছোটখাটো অনুষ্ঠান ছিল তাঁর বাড়ীতে, তাই ডেকে নিয়ে গেলেন।

ঃ আচ্ছা। তা এর দু'তিন দিন আগে কোথা থেকে নাস্তা করে এসেছিলেন ?

সলজ্জ হাসি মুখে আনোয়ার হোসেন বললো—ঐ উনার বাড়ী থেকেই।

ঃ কি রকম ? দু'তিন দিন আগেই যিনি নাস্তা খাওয়ালেন আপনাকে, দু'তিন দিন পরেই আবার তিনিই নাস্তা খাওয়ালেন ডেকে নিয়ে ? প্রতিদিনই তাঁর বাড়ীতে অনুষ্ঠান থাকে নাকি ?

ঃ জিনা–জিনা, অনুষ্ঠান আজ ছিল। দিন তিনেক আগে আমাকে নাস্তা করতে হয়েছিল তাঁর মা-বোনের চাপে পড়ে।

ঃ তাঁর মা-বোনের চাপে পড়ে ? বলেন কি ? তাহলে কে আপনার সেই সহকর্মী ? নাম কি তাঁর ?

ঃ তাঁর নাম রসিক চাঁদ মিত্র।

সচকিত হয়ে উঠে নূরমহল বললো—রসিক চাঁদ মিত্র ! কোন্ রসিক চাঁদ মিত্র ?

ঃ এইতো আপনাদের বাড়ীর এদিকেই তাঁর বাড়ী। এ রাস্তার খানিকটা ওদিকেই।

ঃ সেকি ! ঐ মিত্তির বাড়ীর রসিক চাঁদ ? তাঁর বোনের নাম কি মালতী ?

www.pathagar.com

ঃ জি-জি। এইতো ঠিক ধরেছেন। আপনি তো এককালে তার ক্লাশ ফ্রেণ্ডই ছিলেন।

লহমাখানেক স্থির নেত্রে চেয়ে থাকার পর নূরমহল প্রশ্ন করলো—কে বলেছে সে কথা ?

ঃ ঐ মালতীই বলেছে।

ঃ তার সাথে আপনার কথা হয় ?

ঃ জি, হয়ইতো। কোনো কোনোদিন অনেকক্ষণ যাবত কথা হয়।

নূরমহল নীরব হলো। একটু পরে ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠে বললো—এ মালতী আর তার মায়ের চাপে পড়ে আগের দিন নাস্তা করেছেন ওখানে ?

ঃ জ্বি, ওঁদের চাপে পড়েই।

ঃ এর আগেও যে মাঝে মাঝে নাস্তা করে আসতেন, তাকি ওদের ওখান থেকেই।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওঁদের ওখান থেকেই। দু' একদিন স্কুল থেকেও খেয়ে এসেছি, তবে অধিকদিন ওঁদের ওখান থেকেই।

ঃ ওদের ওখানে তাহলে ঘনঘনই যান আপনি ?

ঃ ঠিক ঘন ঘন না হলেও, মাঝে মাঝে যাই-ই তো। না গেলে যে ছাড়ে না।

ঃ কে ছাড়ে না। ?

ঃ রসিক বাবুর মা-বোন দু'জনই। তবে তাঁর বোনের জিদটাই খুববেশী।

নূরমহল উদাস কণ্ঠে বললো—ঘন ঘন গেলে তো জিদ তার বাড়বেই।

ঃ ওরে বাপ্‌রে। না গিয়ে উপায় আছে। দেরী হলেই গাল ফুলায়।

ঃ কে, ঐ মালতী মিত্র ?

ঃ জি। আপনাদের এখানে আসার পথ তো ওঁদের বাড়ীর সামনে দিয়েই। যেতে কিছুদিন দেরী হলেই আর রক্ষে নেই। বিলকুল পাকড়াও। রাস্তায় এসে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে।

আনোয়ার হোসেন হাসতে লাগলো। বিস্ময়ের মাত্রা বাড়তে লাগলো নূরমহলের। বললো—গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে ?

ঃ একদম এ্যারেষ্ট। রাস্তায় এসে রাস্তা ছেঁদে দাঁড়াবে। পালাবেন কি করে, বলুন ?

ঃ বলেন কি ! এত টান আপনার উপর ?

ঃ এতটাই-এতটাই। বড় অদ্ভুত মেয়ে বুঝলেন ? বড় সুন্দর তার মনটা।

বক্র নয়নে চেয়ে নূরমহল বললো-চেহারাটাও সুন্দর, নাকি বলেন ?

ঃ তা যা বলেছেন। একটু শ্যামলা হলেও, খাশা চেহারা। বড় আকর্ষণীয় ফেস্-কাটিং। মনে হয় একদম খোদাই করা।

ঃ বটে !

ঃ আপনি তো তাকে একান্তভাবেই জানেন। কথাটা আমার বেঠিক কি ?

ঃ না-না, বেঠিক হবে কেন ? চেহারা তো তার মন টলানো চেহারাই।

আনোয়ার হোসেন আপন খেয়ালে বললো—তাই ভাবি, হিন্দুর ঘরের মেয়ে বলেই পড়ে আছে আজও। মুসলমান ঘরের হলে, কবে তাকে লুফে নিতো মুসলমান ছেলেরা। অনেক আগেই তার শাদি হয়ে যেতো।

www.pathagar.com

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ চেহারা দেখে মন টললেও, খালি হাতে শাদি করে না কোনো হিন্দু ছেলে। মোটা যৌতুক চাই। ওরা গরীব। মোটা অংকের যৌতুক যোগাড় করতে পারছে না আর তাই শাদিটা তার আজও হোচ্ছে না। যদিও আজকাল যৌতুকের ব্যাপারটা মুসলমানদের ঘরেও কিছুটা ঢুকেছে, তবু যৌতুকের পরোয়া মুসলমানেরা সবাই করে না। চেহারা চরিত্র সুন্দর হলে, বিনে যৌতুকেই শাদি করে অনেকে।

ঃ করে নাকি ?

ঃ করেই তো। এ মেয়েটা দেখতেও যেমন সুন্দর, স্বভাব-চরিত্রও তেমনই প্রশংসনীয়। জ্ঞান-বুদ্ধি-আচরণ সবই উমদা। একমাত্র গরীব হিন্দুর মেয়ে বলেই পচে মরছে আজও। বেচারীর জন্যে বড় মায়া হয়।

নূরমহল ফের নীরব হলো। এরপর বিষণ্ন কণ্ঠে বললো—তাহলে আর ঐ শুকনো মায়া দেখিয়ে লাভ কি ? মালতীকে মুসলমান হতে পরামর্শ দিন আর তার সদগতি করার চেষ্টা করুন।

নূরমহলের চোখে মুখে নাখোশের অভিব্যক্তি প্রকট হয়ে উঠলো। সে দিকে না চেয়ে আনোয়ার হোসেন ফের হাসি মুখে বললো—তা করলেও খুব একটা অন্যায় করা হবে না। আসলেই মেয়েটা দাগ কেটেছে দীলে আমার। এমন চেহারা-চরিত্রের মেয়ের জীবন বরবাদ হয়ে গেছে শুনলে, সত্যিই বড় কষ্ট পাবো।

নূরমহল উঠে দাঁড়ালো। আনোয়ার হোসেন প্রশ্ন করলো—উঠছেন ?

নূরমহল নীরস কণ্ঠে বললো—খামাখা সময় নষ্ট হচ্ছে। হামিদকে ডেকে দিই, তাকে পড়ান—

এই বলেই বেরিয়ে গেল নূরমহল।

কলিকাতার সর্বত্র হৈচৈ পড়ে গেছে। কাজকাম সব স্থবির হয়ে গেছে। সবার মুখে এক কথা—বিশ্বযুদ্ধে জয় হয়েছে ইংরেজ পক্ষের। জাপানীরা বৃটিশ বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। নিরঙ্কুশভাবে জয়ী হয়েছে ইংরেজেরা।

এতে করে দেখা দিয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। ইংরেজ মহলে বান ডেকেছে আনন্দের। তোপধ্বনী হচ্ছে, বাজী-পোট্‌কা ফুটছে, হরেক রকম বাদ্য-বাজনা বাজছে। সেই সাথে ধুম পড়েছে উৎসব আর অনুষ্ঠানের। অপরপক্ষে, ইংরেজদের এ জয়ে থমকে গেছে কংগ্রেস ও তার সমর্থকেরা। ইংরেজদের বেকায়দায় ফেলে স্বাধীনতা আদায় করার চিন্তা-ভাবনায় ছিলেন যাঁরা, তাঁদের মাঝে নেমে এসেছে হতাশা। সুভাষ বোসের আযাদ হিন্দ ফৌজের সমর্থকরাও হতাশ। দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় সবাই তারা বিমর্ষ। সাধারণ মানুষের মধ্যে এ নিয়ে আনন্দ বা গ্লানী প্রকটভাবে পরিলক্ষিত না হলেও, তারাও নীরব নেই। তাদেরও মুখে মুখে ফিরছে এ জয় পরাজয়ের খবর। মন্তব্যে আর আলোচনায় লিপ্ত হয়েছে তারাও। অফিসে-আদালতে, দোকানে-টলে সর্বত্রই জটলা করে এসব আলাপই চলছে।

আনোয়ার হোসেন এ খবর স্কুলে এসেই পেয়েছে। নানাজনের মুখে সেই থেকেই নানাকথা শুনছে। কাজের চাপে বিস্তারিত জানার কোনো সুযোগ তার ঘটেনি।

www.pathagar.com

বাইরের কাজ সেরে বাদ মাগরিব সে ছুটে এলো মেসে। লক্ষ্য তার জালালউদ্দীনের কাগজ আর জালালউদ্দীন স্বয়ং।

জালালউদ্দীনও ফিরে এসেছে ইতিমধ্যেই। বিছানার উপর কাগজ বিছিয়ে কাগজ পড়ছে একা-একা। আনোয়ার হোসেন ঘরে ঢুকতেই লাফিয়ে উঠলো জালালউদ্দীন। বললো—খবর আছে দোস্ত্. দুরমার খবর। আজকের কাগজ দারুণ খবরে ভরা।

পাশে এসে বসতে বসতে আনোয়ার হোসেন সাগ্রহে বললো—হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেইটেই আমি জানতে চাই। খবরটা কি বলোতো ?

জালালউদ্দীন বললো—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ। জয়ী হয়েছে ইংরেজ আর তাদের পক্ষ শক্তি। জাপান আর তার পক্ষশক্তি একদম কুপোকাত।

ঃ দোস্ত্ !

ঃ পূর্ব রণাঙ্গনে জাপানীরা বৃটিশ বাহিনীর কাছে এমন মার খেয়েছে যে, বিনাশর্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে তারা।

ঃ বিনা শর্তে ?

ঃ একদম বিনা শর্তে। এইযে এ কাগজেই আছে। জাপানীরা ব্রহ্মদেশ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অধিকৃত স্থান থেকে সমূলে বিতাড়িত হয়েছে। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া স্বদেশেও আর তাদের বাঁচার উপায় ছিল না।

ঃ বলো কি ! তাহলে সুভাষ বোস আর তার I. N. A. অর্থাৎ, আযাদ হিন্দ ফৌজের কি সংবাদ ? সিঙ্গাপুরে তিনি যে স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার খবর কি ?

ঃ সবই ধূলিস্মাৎ। সবারই ইয়া নফ্‌সী অবস্থা। জাপানীরা আত্মসমর্পণ করায় নিরুপায় হয়ে আযাদ হিন্দ ফৌজও ইংরেজ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

ঃ তারাও আত্মসমর্পণ করেছে ? তাহলে তাদের পরিণাম ? তাদের দশা কি হবে ইংরেজদের হাতে ?

ঃ সাধারণ সৈন্যদের কি হবে তা জানা যায়নি। তবে বড় বড় সামরিক অফিসারদের বিচার হবে রাজদ্রোহের অপরাধে। সেই কথাই কাগজে পাওয়া যাচ্ছে। আযাদ হিন্দ ফৌজের মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ ও আরো কয়েকজন কমাণ্ডার-জেনারেলকে সেই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুভাষ বোসের কোনো খবরই পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি যুদ্ধেই মারা গেছেন।

ঃ আচ্ছা। এ দশাই যে হবে তাঁর আর তাদের, এ ধারণা তখনই আমার হয়েছিল। গোটা দেশজুড়ে ইংরেজ তাড়ানো সংগ্রাম শুরু করলো মুসলমানেরা। তখন তোমরা সহযোগিতায় না এসে উল্টা আরো ইংরেজদের পক্ষ নিলে। এখন গেছো দেশের বাইরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে ! হুঁঃ ! তা বিচারের ফলাফল কেমন হবে বলে তুমি ধারণা করছো দোস্ত্ ?

ঃ স্বাভাবিক অবস্থায় ফাঁসি দ্বীপান্তরই হওয়ার কথা। তবে এখন তো ট্রানজিশান পিরিয়ড চলছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন্ দিকে মোড় নেয়—তার উপর অনেকখানি নির্ভর করছে।

www.pathagar.com

ঃ ও-হ্যাঁ, সেই রাজনৈতিক পরিস্থিতিরই বা ভবিষ্যৎ কি ? তোমার কাগজের পরিমণ্ডল কি মনে করছে ? এ এত বড় বিজয়ের পর ইংরেজেরা কি আর রাজনৈতিক চাপের মুখে নমনীয় হবে ?

ঃ সেটাও অনিশ্চিত। অন্যের কথা জানিনে, তবে আমি মনে করি, জয় পেলেও, এ যুদ্ধে ইংরেজদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সামরিক আর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারাও নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। দেশের রাজনৈতিক তৎপরতা জোরদার থাকলে, কোনো বড় রকমের গোঁ ধরে থাকবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া, পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধের সময় যে বহু ভারতীয় সৈন্য বৃটিশ বাহিনী ত্যাগ করে সুভাষ বোসের আযাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেছিল, সে নজীর তাদের সামনে আছে। ক্ষমতার জোর অধিক দেখাতে গেলে ১৮৫৭ সালের মতো আর একটা স্বাধীনতা যুদ্ধ আর সেই সাথে অযোধ্যার গণবিদ্রোহের মতো এবার দেশ ব্যাপী গণবিদ্রোহ পয়দা হওয়ার আশংকা তাদের দীলে থাকবে না, এতবড় নির্বোধ তাদের মনে করিনে আমি। প্রয়োজন, কোনো রকম দুর্বলতা না দেখিয়ে রাজনৈতিক তৎপরতা সমানে চালিয়ে যাওয়া।

ঃ ওরে বাপ্‌রে! এত গভীরে চলে গেছো তুমি ?

ঃ এ আমার ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতই বলবে।

ঃ হ্যাঁ, সে তো বটেই। তবে তোমার চিন্তা ভাবনাটাও মোটেই অমূলক নয়। খুবই সঙ্গত চিন্তাভাবনা। কাগজের লোকতো তুমি।

ঃ এখন দেখা যাক কি হয়। ওয়েট্‌ এ্যাণ্ড সী।

একটু নীরব থাকার পর জালালউদ্দীন ফের বললো—ও হ্যাঁ, আর একটা কথা। কাগজের কথা বলায় মনে পড়লো। তোমার ব্যাপারে আজকেই আমার আলাপ হয়েছে সাহিত্য সম্পাদকের সাথে। তোমার লেখার খবর কদ্দূর ?

ঃ লেখার ?

ঃ হ্যাঁ, আমার কথা শুনার পর সাহিত্য সম্পাদক খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। অচিরেই তোমার লেখা পেতে চান। শুরু করেছো লেখা ?

আনোয়ার হোসেন কাঁচুমাচু করে বললো—না দোস্ত্‌, এখনও শুরু করতে পারিনি।

ঃ কি তাজ্জব ! তাহলে শুরু করবে কবে ? এমন সুযোগ আসার পরও যদি এ পথে না আসো, তাহলে জাতি তোমার কাছ থেকে পাবে কি ? সাহিত্য সংস্কৃতির এ আকালের দিনে তোমার হাত থেকে ভাল সাহিত্য আসুক। এটাই তো কামনা করে আমাদের জাতি। যেহেতু হাত আছে তোমার।

ঃ তা কথা হলো, কি নিয়ে আর কি ধরনের লেখা শুরু করবো—এইটেই এখনও স্থির করতে পারছিনে দোস্ত্‌।

ঃ আরে বাবা, বললামই তো সেদিন, গল্প কবিতা যা হয় একটা কিছু লিখতে শুরু করো। শুরু করলেই হবে। প্রথম দিকে এত চিন্তাভাবনার দরকার কি ? যা হয় একটা কিছু লিখতে থাকো। লিখে লিখে হাত পাকাও। হাত পাকানোর পরে চিন্তা-ভাবনা করে লিখো। মোদ্দাকথা, একজন জনপ্রিয় সাহিত্যিক হতেই হবে তোমাকে।

www.pathagar.com

ঃ জনপ্রিয় সাহিত্যিক ?

ঃ হ্যাঁ, জনপ্রিয় সাহিত্যিক। ভাল সাহিত্য তোমার হাত থেকে আসবেই আর জনপ্রিয় সাহিত্যিকও তুমি হবেই। প্রয়োজন কেবল তোমার সদেচ্ছা।

ক্লীষ্ট হাসি হেসে আনোয়ার হোসেন বললো—তুমি ভুল করছো দোস্ত্। দু'টো এক সাথে হবে না।

ঃ কেমন ?

ঃ রুচিকর ভাল সাহিত্যও চাইবে আবার জনপ্রিয়তাও চাইবে, দু'টো এক সাথে হয় না। চিন্তাভাবনা করে কল্যাণকর সৎ সাহিত্য করলে জাতির জন্যে কিছুটা কল্যাণকর হবে ঠিকই, কিন্তু জনপ্রিয়তা আসবে না।

ঃ আসবে না ?

ঃ না। ইসলামী ধাঁচ কিছু থাক আর না থাক, মুসলমান লেখকের লেখা হিন্দুরা খুব কমই পড়ে। জাতি আর ধর্মের কল্যাণে ভারী সাহিত্য করলে, শতকরা পঁচানব্বইজন মুসলমান পাঠকও তা পড়বে না। সার পদার্থহীন হাল্‌কা সাহিত্য চাই তাদের। সস্তা প্রেম, যৌন কাল্‌চার আর সেকুলার সাহিত্য চাই। নৈতিকতা নিয়ে মাথা ঘামালেই মরেছো।

ঃ একি বলছো তুমি ?

ঃ ঠিকই বলছি। এদেশের মুসলমান অমুসলমান অধিকাংশ পাঠকই ইসলাম বিরোধী, নৈতিকতাহীন সেকুল্যার আর হাল্‌কা সাহিত্য পড়ে পড়ে এমন ধাতস্থ হয়ে গেছে যে, ইসলামী ভাবধারার কথা তো দূরের কথা, নৈতিকতা সম্পন্ন কোনো লেখা পড়তে গেলেই তাদের মাথা ধরে।

ঃ দোস্ত্ !

ঃ ভেজাল খেয়ে খেয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেলে খাঁটি কিছু আর পেটে সয় না। ভাল সিনেমা চলে না। হিন্দি প্রেমের বোম্বাই নাচ শুরু হলেই আর লোক ধরে না সিনেমা হলে। আসলে মানুষের রুচিটাই বদলে গেছে দোস্ত্।

ঃ তা অবশ্য ঠিক কথা। কিন্তু—

ঃ হিন্দুরা তাদের লেখকের লেখা বই পুস্তক পড়ে। মুসলমানেরা বলতে গেলে কোনো কিছু পড়েই না। যাকিছু লোক পড়ে তার মধ্যে দানাদার পাঠকের সংখ্যা খুবই কম। হালকা আর সেকুলার সাহিত্যের বাইরে অন্যকিছু স্পর্শ করতেও নারাজ বাদবাঁকী মুসলমান পাঠকেরা, বিশেষ করে তরুণ তরুণীরা। অথচ বই পড়ে তারাই বেশী আর আজকাল তারাই লেখককে সর্বাধিক জনপ্রিয় বানায়। অধিক লোক না পড়লে জনপ্রিয়তা আসবে কোত্থেকে ? সে জন্যে টিন্‌-এজার্স্‌দের সুড়সুড়ি দেয়া সাহিত্য চাই।

ঃ তা কথা হলো—

ঃ কথা ঐ একটাই, ভাল সাহিত্য চাও, না জনপ্রিয়তা চাও—তাই বলো ? জনপ্রিয়তা চাইলে ঐ সুড়সুড়ি দেয়া লেখাই শুরু করি।

www.pathagar.com

জালালউদ্দীন বিব্রত কণ্ঠে বললো—কি মুস্কিল ! সুড়সুড়ি-মুড়মুড়ি যা ইচ্ছে তাই তুমি লেখো, তবু লেখা শুরু করো।

ঃ তাই লিখবো ?

ঃ হ্যাঁ, লিখো। একেবারে কুরুচিপূর্ণ না হলেই হলো।

ঃ দোস্ত !

ঃ পরে তুমিই ঠিক করতে পারবে, কি ধরনের লেখা তুমি লিখবে।

এ সময় কয়েকটা উড়োজাহাজের বিকট শব্দ শুনা গেল। যুদ্ধজয়ী ফিরতি জাহাজ বলেই মনে হয়। কলিকাতায় পৌঁছে জাহাজগুলো নীচে নেমে এসেছে আর পান্থশালা মেসের উপর দিয়েই যাচ্ছে। ফলে, শব্দটা বিকটতর হয়েছে। এ শব্দ শোনামাত্র লালাবাউল আর আলাবক্‌শ আবার থালা-বাজিয়ে গান ধরলো—"ব্যোম্ ধ্বনীতে সোন্যর তরী আহা উইড়া যাইছে আহাশে (আকাশে)—এহেএ-এহেএ-এহেএ—"

জাহাজের শব্দ একটু পরেই মিলিয়ে গেল। চলতেই লাগলো লালাবাউল আর আলাবক্‌শের থালাপেটা কোরাস্।

১২

মালতী মিত্রের প্রসঙ্গে সেদিনের ঐ আলাপের পর নূরমহল কয়েক দিন ফাঁকে ফাঁকে রইলো। ড্রয়িং রুমে এলো না বা আনোয়ার হোসেনের সাথে কোনো কথাবার্তা বললো না। এরপরে আবার একটু একটু করে আসা শুরু করলো আর কথাবার্তাও বলতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে হয়তো এভাবেই আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতো আর আনোয়ার হোসেনের সাথে সম্পর্ক তার আগের মতোই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতো। কিন্তু বিঘ্ন ঘটলো আবার।

শেষের দিন হারুনকে পড়ানোর পর আবু মিয়া নাস্তা আনলে, নূরমহল আবার সেটা নিজের হাতে পরিবেশন করলো আর প্রসন্ন দীলে গল্প আলাপ জুড়ে দিলো। নাস্তা শেষে আনোয়ার হোসেন পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে লাগলে, সে রুমাল নূরমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো আর এতেই ঘটলো বিপত্তি ! রুমালের চাকচিক্য দেখে নূরমহল আকৃষ্ট হয়ে বললো—ওমা ! কি চমৎকার রুমাল। দেখি-দেখি, বাজার থেকে কিনেছেন, না বাসায় তৈরী ? এত সুন্দর হাতের কাজ !

নূরমহল হাত বাড়ালো। আনোয়ার হোসেন হাসিমুখে সে রুমাল তার হাতে দিলে নূরমহল তা মেলে ধরে দেখতে লাগলো আর কলকণ্ঠে রুমালের কারুকার্যের তারিফ করতে লাগলো। এরপরে রুমালের একপ্রান্তে সমুজ্জ্বল নামটা চোখে পড়তেই চমকে উঠলো নূরমহল। মুখের কথা আটকে গেল মুখে। মুহূর্তেই চোখ মুখ তার বিবর্ণ হয়ে গেল। নিমেষখানেক স্থবির হয়ে চেয়ে থাকার পর নূরমহল বিষণ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলো—এ মালতী মিত্র কোন্ মালতী মিত্র। রসিক মিত্রের ঐ বোন কি ?

আনোয়ার হোসেন সায় দিয়ে বললো—জি-জি, সেই মালতী।

নূরমহল আবার একটু থামলো। পরে ফের প্রশ্ন করলো—তাহলে এ রুমাল আপনার পকেটে কেন ?

www.pathagar.com

ঃ মালতী আমাকে উপহার দিয়েছে যে।

ঃ আপনাকে উপহার দিয়েছে মালতী? প্রীতি উপহার?

ঃ জি-জি, সেটাই আর কি?

ঃ তাই মালতীর প্রীতির স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছেন সর্বক্ষণ? অহরহঃ সাথে সাথে রাখছেন?

ঃ না-না, সখ করে দিয়েছে, তাই নিয়েছি। সর্বক্ষণ এটাই কেবল ব্যবহার করিনে। আমার আরো রুমাল আছে। আজকেই বের করেছি এটা।

ঃ ঐ এক কথাই হলো। আপনার কাছেই তো আছে। ঘরে বা বাক্সে।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, বাক্সেই ছিল। অন্যগুলো ধুয়ে দিয়েছি, তাই এটা বের করেছি।

গোপনে নিঃশ্বাস চেপে নূরমহল বললো—ভাল। তা এতো সুন্দর কারুকাজে তো অনেক ধর্য্যের প্রয়োজন হয়েছে। আপনার জন্যে এত ধৈর্য ধরে কাজ করার উৎসাহ সে পেলো? এতে তো কম সময় আর কম অধ্যবসায় লাগেনি?

আনোয়ার হোসেন স্মিতহাস্যে বললো—জি, অনেক সময় আর চরম একাগ্রতার প্রয়োজন হয়েছে। তবু সে বলে, কোনো ক্লান্তিবোধই করেনি এতে। খুবই দরদ দিয়ে রুমালটা বানিয়েছে তো?

ঃ আপনার প্রতি দরদ তো তার খুবই গভীর দেখছি?

ঃ তা যা বলেছেন। সেখানে আমি গেলে আর উঠতেই দেয় না। কচি বাচ্চার মতো আবদার অভিমান তার।

ঃ আপনারও তো একই সমান দরদ আছে তার উপর, না কি বলেন?

ঃ সে তো বটেই। আমি তাকে দরদ করি—এটা বুঝতে পেরেই তো তার দরদ আকর্ষণ আরো বেড়ে চলেছে দিন দিন।

আনোয়ার হোসেন হাসতে লাগলো। নারাজ নজর তুলে নূরমহল বললো—তা এসব কথা দিব্যি তো চেপে আছেন এতদিন?

আনোয়ার হোসেন ব্যস্তকণ্ঠে বললো—না-না, চেপে নেই-চেপে নেই। চেপে থাকবো কেন? এ আলাপ একদিন তো কিছু কিছু হয়েছেও। তারপরে আর প্রসঙ্গ উঠেনি বলেই বলা হয়নি।

ঃ বটে! প্রসঙ্গ উঠেনি বলেই একথাটাও বলছেন না নাকি যে, এ বাড়ীতে পার হওয়ার কথাটা একটা কেবল কথার কথাই ছিল আপনার?

ঃ সেকি! তা হবে কেন? সময় সুযোগের অভাবেই পার হতে পারছিনে। এজন্যে তো সময় চেয়েছি আপনার কাছে।

ঃ ফের মিথ্যে কথা বলছেন?

ঃ মিথ্যে কথা!

ঃ দেখতে দেখতে অনেক দিনই তো গেল। তবু এ ব্যাপারে কোনো 'রা' 'শব্দ' নেই আপনার মুখে। সময়টা আর হবে আপনার কবে?

ঃ হবেই একদিন দেখে নেবেন। এতবড় কাজটা করতে চাইলেই কি হুট্ করে করা যায়?

www.pathagar.com

ঃ করতে আপনি কোনোদিনই পারবেন না। ওসব ফালতু কথা বলে কোনো লাভ নেই।

আনোয়ার হোসেন বিস্মিত কণ্ঠে বললো—আপনার কি হয়েছে বলুন তো ? আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন ?

মাথার উড়না টেনেটুনে ঠিক করতে করতে নূরমহল উপেক্ষা ভরে বললো—কিভাবে কথা বলতে হবে, সেটা আর না-ইবা শিখলাম আপনার কাছে। আমি উঠি। ভেতরে আমার কাজ আছে।

আনোয়ার ফের সবিস্ময়ে বললো—কি তাজ্জব ! এত তাড়া কিসের ? কি এত কাজ করেন ভেতরে যে, আজকাল এদিকে আর আসতেই পারেন না ? হঠাৎ এলেও একদণ্ডবই থাকেন না। আগে তো এ রকম হয়নি ?

ঃ সবসময়ই কি সমান যায় মানুষের ? গরজও সবসময় একই রকম থাকে না।

ঃ জি ?

ঃ আমার ভাই হারুন পড়ে আপনার কাছে। আমিতো পড়িনে। আমাকে আপনার কাছে সবসময়ই আসতে হবে, এমন কোনো কথা নেই—

বলতে বলতে বেরিয়ে গেল নূরমহল। কোনো খেই ধরতে না পেরে চিন্তিত ভাবে চেয়ে রইলো আনোয়ার হোসেন।

বেরিয়ে এসেই রেহাই পেলো না নূরমহল। যে ঘূণ পোকা তার মাথার মধ্যে ঢুকে গেল, সেই পোকাই তাকে অনুক্ষণ কুড়ে কুড়ে খেতে লাগলো। নিদারুণ অস্বস্তিতে সারারাত গেল। ঘুম ভাঙ্গার পরেই আবার শুরু হলো ঘূণ পোকার দংশন। সীমাহীন অশান্তি। বলা যায় না, সহ্য হয় না—এমনই এক অশান্তি। আনোয়ার হোসেন একান্তভাবেই তার ভেবে যে আত্মপ্রাসাদ ভোগ করলো সে এতদিন, সেটা এমন আত্মগ্লানী আর আত্মপ্রবঞ্চনার রূপ নেয়ায় মুষড়ে পড়লো নূরমহল। নূরমহলগত প্রাণ বলে সে যে আনোয়ারের খোয়াবে বিভোর ছিল, সেই আনোয়ারের একি দ্বিধাবিভক্ত প্রাণ। মধু সন্ধানী অলির মতো কুসুম থেকে কুসুমান্তরে একি তার বিচরণ ! এমন সোনায় এত খাদ ! এমন ফুলে এত কীট !

ক্ষোভে দুঃখে নাজেহালভাবে দুপুর তক্ তার কাটলো। এরপরেই ক্ষোভ তার রূপান্তরিত হতে লাগলে দ্বন্দ্বে। ভাবতে লাগলো, আসলেই কি আনোয়ার হোসেন এতটা প্রবঞ্চক ? একজনের কাছে মন রেখে এসে অন্য মনের সাথে এতখানি অন্তরঙ্গ হওয়াটা কি আসলেই সম্ভব ? নাকি ভুল করছে সে ? বরাবরই নিঃস্বার্থ আর নির্লোভ এ লোকটি। আদব-আখলাক আচরণ, সবই সুমধুর। কর্তব্যপরায়ন, নিষ্ঠাবান। সেই লোকের এ দ্বিমুখী আচরণ—একি বিস্ময়কর ব্যাপার ফের ভাবতে লাগলো। প্রেমের বাজারে হয়তো সবই সম্ভব !

এহেন দ্বন্দ্বে সে যখন দিশেহারা, ঠিক তখনই এসে নওকর আবু মিয়া কাঁচু মাচু করে বললো—আমার একটা ভুল হয়ে গেছে আম্মা। ঐ মিত্তির বাড়ীর মালতী মিত্র আমাকে একটা খবর দিতে বলেছিল, আমি তা ভুলেই বসে আছি।

উৎকর্ণ হয়ে নূরমহল বেগম প্রশ্ন করলো—মালতী মিত্র খবর দিতে বলেছে ? কাকে খবর দিতে বলেছে ?

www.pathagar.com

ঃ ঐ আনোয়ার স্যারকে।

ঃ আনোয়ারকে!

ঃ জি আম্মা। বেশ কিছু দিন হলো আনোয়ার হোসেন স্যার ওদের ওখানে যাননি। তাঁর সাথে নাকি কি যেন জরুরী কথা আছে মালতী আম্মার। খুবই গোপন কথা। গোপনে আনোয়ার স্যারকে এ খবরটা দিতে হবে, আমি তা ভুলেই গেছি বিলকুল।

ঃ তাই নাকি? সে কথা মালতী কখন বললো তোমাকে?

ঃ গতকাল সাঁঝের আগে। আনোয়ার স্যার এখানে ছিলেন তখন। ফিরে এসেই কথাটা তাঁকে বলবো মনে করেছিলাম। কিন্তু কি দিয়ে কি হয়ে গেল, বিলকুল ভুলে গেলাম। নাস্তা পানি সবই স্যারকে এনে দিলাম, খবরটাই কেবল দেয়া হলো না তাঁকে।

ঃ বলো কি, এ ব্যাপার?

ঃ জি আম্মা! আজতো আবার আসবেন উনি আসর ওয়াক্তে। যে ভোলা মন আমার, আবার হয়তো ভুলে যাবো। আপনি আজ খবরটা তাঁকে দেবেন তো আম্মা। না হয়, আমাকে মনে করিয়ে দেবেন। খবরটা আমি দিলেই ভাল হবে। গোপন ব্যাপার তো?

ঃ আবু মিয়া!

ঃ আজও যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে আর মালতী আম্মাকে মুখ দেখাতে পারবো না।

নূরমহলের মাথার মধ্যে ঘুণ পোকার কামড় এবার তীব্রতম হলো। ঘুরে উঠলো মাথা। একি কারবার চলছে তাদের তলে তলে? এতদূর গড়িয়েছে? ব্যাপারটা তো যাঁচাই করে না দেখলেই আর নয়। মালতী মিত্রের কাছে গেলেই বোঝা যাবে সবকিছু। আবু মিয়াকে বিদায় করে দিয়ে নূরমহল রওনা হলো মিত্তির বাড়ীর উদ্দেশ্যে।

মিত্তির বাড়ীর দরজায় পা দিতেই তাকে দেখতে পেলো মালতী মিত্র। সে এদিকেই ছিলো। দেখতে পেয়েই ছুটে এসে সোল্লাসে বললো—ওমা সেকি! গরীবের বাড়ীতে হাতীর পাঁড়া। কি আমার ভাগ্যি! এসো ভাই, এসো-এসো।

নূরমহলকে সমাদরে ডেকে নিয়ে এসে উভয়ে বসার ঘরে বসলো আর বসতে বসতে মালতী হাসি মুখে বললো—সূর্যটা যে আজ কোন্ দিকে উঠেছিল কে জানে? বিলকুল যে ভুলেই গেলে আমাকে? এদিকে আর আসোই না যে?

নূরমহল নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললো—কি করবো বলো? সময় করতে মোটেই আর পারিনে।

ঃ বলোকি! সময়ের এতই অভাব তোমার? বাড়ীতে সারাদিন করো কি?

ঃ সকালের দিকে কলেজে যাই। ফিরে এসে সংসারের খুঁটিনাটি দেখতে হয়। এ করতেই সন্ধ্যা নামে।

ঃ এখনও কলেজে যাও? পড়াশুনা শেষ হলো না তোমার?

ঃ এতদিন হয়ে যেতো। কিন্তু নানা কারণে গ্যাপ্ পড়লো কয়েকবার। এতে করেই পিছিয়ে গেলাম।

www.pathagar.com

ঃ তা এখনও পড়াশুনায় মন বসে ?

ঃ বসবে না কেন ? বসে বসে করবো কি ? বসাতেই হবে ভাই।

নূরমহলের মুখে ক্লিষ্টহাসি। আড়চোখে চেয়ে মালতী মিত্র বললো—না, বলছি-বেলাটা তো কম হলো না মেঘে মেঘে। বয়সটা বেড়েই চলেছে দিন দিন। আর পড়াশুনা কেন ? বুড়িয়ে গেলে দাম থাকবে কিছু ? দেখে শুনে এবার সঙ্গী সাথী জুটিয়ে নাও কাউকে ! আখের গুছিয়ে নাও।

মালতী মিত্র ঠোঁট টিপে হাসতে লাগলো। নূরমহল ঠেশ্ দিয়ে বললো—সে উপদেশ আমাকে দিচ্ছো কেন ? তার আগে নিজের দিকে তাকাও। নিজে কি তুমি কচি খুকীই আছো এখনও ?

[illegible] থামিয়ে মালতী মিত্র বললো—আমার কথা আলাদা ভাই। আমার কপাল কি তোমার মতো এতটা জৌলুশদার। কোনো দিক দিয়েই কোনো অসুবিধে নেই তোমার। রাহা তোমাদের খোলা। আমাদের ধাপে ধাপে বাধা। আরো কতদিন যে কচি খুকী সেজেই থাকতে হবে আমাকে, তা কে বলতে পারে ? গরীব হিন্দুর মেয়ে।

ঃ তাতে কি হয়েছে ? চেহারাটাতো আর গরীব নয় তোমার ? মন ভোলানো চেহারা। কাউকে পটিয়ে ফেলো।

ঃ সেটা তোমাদের ঘরেই সম্ভব ভাই। হিন্দুর ঘরে পটাতে চাইলেও খালি হাতে কেউ পটে না।

মালতী ফের হাসতে লাগলো। নূরমহল বক্র কণ্ঠে বললো—তা নিয়ে চিন্তা কি ? যেখানে খালি হাতে পটে সেদিকে হাত বাড়াও-

ঃ আমার হাত খুব ছোট ভাই। বাড়ালেও এ হাত অধিক দূরে পৌঁছে না। তা এসব কথা থাক। হঠাৎ এদিকে কি মনে করে বলো ?

ঃ ঘুরতে ঘুরতে এলাম। এদিকেই এসেছিলাম, তাই ভাবলাম, পুরানো বান্ধবীর সাথে সাক্ষাতটা একবার করেই যাই।

ঃ তাই নাকি ? তবু ভাল আমার প্রতি টানটা তোমার এখনও আছে !

ঃ আমার তা ঠিকই আছে। কিন্তু তোমার তো তা দেখিনে। সেই যে কবে একদিন গেলে, এরপরে আর ওদেকি পা বাড়াওনি ভুলেও। পায়ে বেড়ি পড়লো নাকি?

ঃ হ্যাঁ, ভাই। তা বেড়িই বলতে পারো। গরীব সংসার, দিনরাত খাটতে হয়। আগের মতো আর সময় করতে পারিনে এখন। ঐ তোমার মতোই অবস্থা।

ঃ ও হ্যাঁ, এখন নাকি তোমাদের সেই পুরানো কারবার আবার শুরু করেছো তোমরা ?

ঃ হ্যাঁ-হ্যা, সেই জন্যেই ঘরে আরো বেশী আটকে গেছি। সকাল-বিকেল সন্ধ্যো—সবসময় ঐ নিয়েই থাকতে হয়।

ঃ হঠাৎ করে এ উৎসাহ পেলে তোমরা কোথায় ? রসিক বাবুকে তো জানতাম, সংসারের প্রতি কোনো মনোযোগই নেই তাঁর ?

www.pathagar.com

মালতী মিত্র উৎসাহ ভরে বললো—হয়েছে-হয়েছে, মনোযোগী হয়েছে। সংসারের প্রতি দাদা এখন অসম্ভব রকমের মনোযোগী হয়েছে। পরশ পাথরের স্পর্শ লাগলে লোহা কি আর লোহা থাকে? সঙ্গে সঙ্গে সোনা বনে যায়।

ঃ পরশ পাথর!

ঃ সৎ উপদেশ, সৎ সঙ্গ। সৎ ব্যক্তির সৎ উপদেশ পরশ পাথরের মতোই কাজ করেছে এবার।

ঃ আচ্ছা। তা সেই সৎ ব্যক্তিটি কে? কে ঐ পরশ পাথর?

মালতী মিত্র সপুলকে বললো—তোমার খুবই চেনাজন। অত্যন্ত কাছের মানুষ।

ঃ মালতী।

ঃ আনোয়ার হোসেন সাহেব। দাদার সহকর্মী মিঃ আনোয়ার হোসেন। তাঁর উপদেশই হুঁশ ফিরেছে দাদার।

ঃ বটে। তিনি তাহলে তোমাদের এখানে আসেন?

ঃ আসেন বৈকি! কোনো কোনো সময় বেশ ঘন ঘনই আসেন আবার কোনো কোনো সময় টান মারেন। অনেকদিন আর নেই। পরে আবার হঠাৎ এসে হাজির হন। বড্ড খেয়ালী লোক।

ঃ হুঁউ! তা তোমার দাদাকে বারবার ঐ সৎ উপদেশ দিতেইকি আসেন তিনি এখানে?

ঃ না-না, সৎ উপদেশ কি দৈনিকই দিতে হয়? ঠিকমতো বোঝাতে পারলে একবারেই কাজ।

ঃ তাহলে বারবার তিনি কি জন্যে আসেন?

ঃ আমরা ছাড়িনে যে! এতবড় উপকারী লোককে কি ভুলে থাকা যায়? নিজেও তিনি আসেন, আমরাও ছেঁদে বেঁধে আনি। এমন লোকের সঙ্গ সর্বদাই কাম্য।

ঃ তাই নাকি? তা লোকটাকে কেমন মনে হয় তোমার?

ঃ কেমন মানে?

ঃ মানে, চেহারা চরিত্র। বাইরে বাইরে সৎ হলেই তো হয় না।

ঃ দেবতুল্য ভাই, একেবারেই দেবতুল্য। যেমন চেহারা, তেমনই অন্তর। ভেতর বাহির সমান। উঃ! হাজারে কোন্ কথা, এমন লোক লাখেও একটা পাওয়া ভার। ভাগ্য বটে তোমাদের ভাই। আমাদের ঘরের এমনজন একটাও যদি পেতাম—

ঃ তাহলে ঝুলে পড়তে গলা ধরে?

ঃ তা কি আর বলতে?

মালতী মিত্র কৌতুকের হাসি হাসতে লাগলো। নূরমহল প্রশ্ন করলো—বলো কি? তাকে তোমার এত পসন্দ?

ঃ খবু পসন্দ। এমন মানুষকে পসন্দ হবে নাতো তো হবে কাকে?

ঃ তাঁকে কি আপন করে পেতে ইচ্ছে হয়?

মালতী মিত্র এবার অলক্ষ্যে চমকে উঠলো। এরপরে নিজেকে সামলে নিয়ে রসিকতা করে বললো—শুধুই পেতে ইচ্ছে? এমন লোককে পাওয়ার জন্যে প্রাণপাত করলেও প্রাণটা ধন্য হয়।

www.pathagar.com

নূরমহলের চোখের দৃষ্টি স্থির হলো। বললো—বলো কি।

ঃ তুমিও যদি তা করো, তাহলে তোমার প্রাণটাও ধন্য হবে।

ঃ আমার কথা থাক। আমি তোমার কথা জানতে চাই।

ঃ আমার কথা তো বললামই। আর কি বলবো?

মালতীর মুখে মৃদু হাসি। নূরমহলের দৃষ্টি উদাস। সে তখন দিশেহারা। দিশেহারা কণ্ঠে ফের প্রশ্ন করলো—আনোয়ার সাহেব কি তোমার এ মনের কথা জানেন?

ঃ তাঁকে জিজ্ঞেস করে সেটা তুমিই জেনে নিও। আমার ও নিয়ে মাথা ব্যথা নেই।

ঃ মাথা ব্যথা নেই?

ঃ থাকবে কেন? আমি কি এতই বুদ্ধিহীনা? কোনো কিছুই কি বুঝিনে?

ঃ বোঝো?

ফের আড়চোখে চেয়ে মালতী মিত্র বললো—বুঝি-বুঝি, সব বুঝি। আমি কি চোখ কান বন্ধ করে আছি? তা এসব কথা থাক। আমার একটা উপকার করবে ভাই। তাঁকে একটু আসতে বলবে এখানে?

ঃ আসতে বলবো তাঁকে?

ঃ হ্যাঁ ভাই। তোমার ওখানে গেলে তো আর কিছুই খেয়াল থাকে না তাঁর। তোমার মধ্যেই বিভোর হয়ে থাকেন। গোটা দুনিয়া একদিকে আর তুমি একদিকে। কিযে দেখেছেন তোমার মধ্যে।

মালতীর ঠোঁটে গোপন হাসি। নূরমহলের মুখে কাঠিন্য। সে রুষ্ট কণ্ঠে বললো—মালতী!

ঃ আচ্ছা ভাই, অনধিকার চর্চা আর করবো না। কিন্তু আমার এ উপকারটুকু করতেই হবে তোমাকে। সেই যে কতদিন আগে একবার এসেছিলেন এখানে, আর পাত্তা নেই। পথ চেয়ে থেকে আমি হয়রান।

ঃ এজন্যেই খবর পাঠিয়েছিলে আমাদের আবু মিয়ার মারফত?

ঃ ওমা সেকি! সেটা তুমি জানলে কি করে?

ঃ পাঠিয়ে ছিলে কিনা তাই বল?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, পাঠিয়েছিলাম। আবু মিয়া তাহলে একথা তোমাকে বলেছে?

ঃ হ্যাঁ, বলেছে।

ঃ তাজ্জব!

ঃ বলেছে, আনোয়ার সাহেবকে গোপনে খরবটা দিতে হবে। কি যেন একটা জরুরী আর গোপন কথা আছে তাঁর সাথে তোমার। কথাটা কি ঠিক?

ঃ কি কাণ্ড! আবু মিয়া একথাও তোমাকে বলেছে? আচ্ছা বোকা লোক তো!

ঃ বোকা বলেই তো জানতে পারলাম। বলেছিলে একথা তাকে?

লজ্জা জড়িত কণ্ঠে মালতী মিত্র বললো—হ্যাঁ ভাই, বলেছিলাম।

ঃ তাহলে আনোয়ার সাহেবের সাথে কি তোমার সেই গোপন কথা, সেটা কি জানতে পারি?

www.pathagar.com

মালতী মিত্রের চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো। জবাব না দিয়ে সে মাথা নীচু করলো। নূরমহল তাকিদ দিয়ে বললো—কি হলো, কথা বলছো না যে? কি সে গোপন কথা?

লজ্জাবনত মুখে মালতী মিত্র বললো—সে কথা বলা যাবে না ভাই!

ঃ বলা যাবে না! আমাকেও বলা যাবে না?

ঃ না ভাই, কাউকেই বলা যাবে না।

ঃ আশ্চর্য! প্রসঙ্গটা কি অর্থনৈতিক, না অন্য কিছু? কি নিয়ে কথা?

মালতী মিত্র পূর্ববৎ ইতস্ততঃ করতে লাগলো। নূরমহল ফের জোর দিয়ে বললো—কি অসম্ভব! সেই ইংগিতটুকুও দেয়া যাবে না?

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে মালতী মিত্র বললো—অর্থনৈতিক নয়, কথাটা আমার ভবিষ্যত নিয়ে। কতদিন আর এভাবে থাকবো আমি, বলো? দাদার হাতে এমন টাকা নেই যে, কোনো ব্যবস্থা তিনি করতে পারবেন আমার আজীবন হয়তো আইবুড়ো হয়েই পড়ে থাকতে হবে। তাই—

ঃ মালতী!

ঃ এরবেশী আর জানতে চেয়ো না নূর। চাইলে জবাব দিতে পারবো না।

ঃ বটে!

ঃ আনোয়ার সাহেব যদি রাজী হন, আর আমার বিশ্বাস রাজী তিনি হবেনই, তাহলে সবই পরে জানতে পারবে।

ঝট্‌কা মেরে উঠে দাঁড়ালো নূরমহল। রোষভরে বললো—আমার জানার কোনো গরজ নেই? তলে তলে এত!

নূরমহল দ্রুতপদে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। মালতী মিত্র চমকে উঠে বললো—সেকি! একি করছো? রাগ করলে ভাই? রাগ করে চলে যাচ্ছো?

ঃ সেটা আমার খুশী—

হন হন করে রওনা হলো নূরমহল। বাড়ীর বাইরে না আসতেই দেখতে পেলো, আনোয়ার হোসেন এসে এ বাড়ীতে ঢুকছে। সামনা সামনি হতেই নূরমহল তার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলো। আনোয়ার হোসেন সানন্দে আর সবিস্ময়ে বলতে লাগলো—আরে আপনি! কি বিস্ময়, আপনি কখন এলেন? শুনুন-শুনুন—

আনোয়ার হোসেনের ডাক হাঁকে কান না দিয়ে নূরমহল সরাসরি পথে এসে নামলো আর একটানা পথ বেয়ে চলে গেল।

মালতীদের বাড়ী থেকে ফিরে এসেই নূরমহল সোজা তার শোয়ার ঘরে চলে এলো। ঘরে এসেই টান হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। বিকার গ্রস্ত অবস্থা তার তখন। দশদিক অন্ধকার। আশা ভঙ্গের নির্মম যাতনায় কেবলই সে এপাশ ওপাশ করতে লাগলো আর সেই সাথে আকাশ পাতাল ভেবে ভেবে হয়রান হতে লাগলো।

হৃদয়ের মাধুরী ঢেলে দিনে দিনে গড়ে তোলা স্বর্ণ সৌধ তার হঠাৎ করেই এভাবে ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে, এজন্যে সে মোটেই তৈরী ছিলো না। এভাবে একেবারেই নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার কথা কখনো সে ভাবেনি। এমনটি ভাবার কোনো কারণও ছিল না। বাল্যকালের আনোয়ার বাল্যকালেই প্রবেশ করে অন্তরে তার। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে

www.pathagar.com

প্রভাবটা দুর্বল হয়ে গেলেও, অন্তর থেকে হারিয়ে যায়নি আনোয়ার। চুপচাপ সে ঘুমিয়ে ছিল সেখানে। ইষ্টিশানে হঠাৎ আবার সাক্ষাত হওয়া মাত্রই ঘুমিয়ে থাকা আনোয়ার হোসেন জেগে উঠে স্বমাধুর্যে। স্বমাহাত্মে উঠে বসে অন্তরের আসনে। সেই থেকেই দিনে দিনে অন্তরটা তার গোটাই দখল করে বসে। অন্য কারো জন্যে তিল পরিমাণ স্থান সেখানে রাখে না।

হারানিধি ফিরে পাওয়ার মতোই বাল্য স্মৃতি ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় নূরমহল। বাল্যজনকে ফিরে পেয়ে বর্তে যায় তার জনহীন চিরশূন্য অন্তর। শূন্য অন্তর ভরে উঠে কানায় কানায়। ঐজনকে ঘিরেই জীবনের সাধ স্বপ্ন তামামই সে রচনা করে দিনান্তর দিন। অন্তরের মাধুর্য উজাড় করে তুলে দেয় সেই বাঞ্ছিতজনের হাতে। দিতে দিতে আজ সে রিক্ত হস্ত। নিজের অজান্তে কখন যে নিঃস্ব হয়ে গেছে তা টেরও পায়নি। অকস্মাৎ এ প্রচণ্ড ধাক্কায় হুঁশে এসে দেখছে, ভাণ্ডার তার শূন্য। ভবিষ্যতের সঞ্চয় সে কানাকড়িও রাখেনি। উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে অপাত্রে।

এ আঘাত নূরমহল সহ্য করতে পারছে না। শুয়ে শুয়ে কেবলই কাত্রাচ্ছে। কাত্রাচ্ছে আর এপাশ ওপাশ করছে। এভাবে অনেকক্ষণ গেল। কাত্রাতে কাত্রাতে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ শেষে অপরিসীম ঘৃণায় রূপান্তরীত হলো। পয়দা হলো ক্রোধ। জেগে উঠলো প্রতি হিংসা। দুর্বার হয়ে উঠলো ঢিলের বদলে পাটকেল না হোক, অন্ততঃ ঢিল মারার আকাঙ্ক্ষা। আর সে বরদাস্ত করতে চায় না। ভাগাড় থেকে তুলে আনা বিষাক্ত জীবকে ভাগাড়েই সে ছুড়ে দেবে এবার। দুধ কলা দিয়ে ঘরে আর পুষবে না। মনস্থির করে সে পড়ে রইলো বিছানায়।

সাঁঝের আগেই আজ বাড়ীতে ফিরে এলেন মিঃ এ. আর. খান মজলিস। নূরমহলকে না দেখে কিছুক্ষণ পরে বিবিকে প্রশ্ন করলেন—নূরমহল কোথায় জোবেদা? তাকে তো কোথাও দেখছিনে?

নূরমহলের আম্মার নাম জোবেদা খাতুন। বাতে আক্রান্ত মানুষ। অধিক নড়াচড়া করতে পারেন না। দরজার সামনে বসে তিনি কাপড় জামা গুছাচ্ছিলেন। স্বামীর কথায় মুখ ফিরিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন—এ্যাঁ? কি যেন বললেন আপনি?

ঃ বলছি, নূরমহল কোথায়? ড্রয়ীং রুমের ওদিকেও তো দেখলাম না? বাইরে গেছে নাকি?

বাপের আদুরে মেয়ে নুরমহলের প্রতি আম্মা জোবেদা খাতুন তেমন প্রসন্ন নন। শাদির বয়স গড়িয়ে যাচ্ছে মেয়ের। শাদির ব্যবস্থা না করে আজও তাকে কলেজে পড়ানো না-পসন্দ মায়ের। অপ্রসন্ন কণ্ঠে তাই তিনি বললেন—বাইরে থেকেই তো ফিরে এলো কিছুক্ষণ আগে। আর কত বাইরে বাইরে রাখবেন?

এ জবাবের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না খান মজলিস সাহেব। বললেন—বাইরে বাইরেই রাখলাম মানে?

ঃ সকাল থেকেই সাজ সাজ রব, কলেজে যাবে। ফিরে আসবে সেই বিকেলে বা সাঁঝের আগে। সারাদিন তো বাইরেই রাখলেন মেয়েকে। ঘরমুখো করার কথা কোনোদিন ভাবলেন না।

www.pathagar.com

জোবেদা খাতুনের এ অভিযোগ দীর্ঘদিনের। খান মজলিস সাহেব তাই স্মিতহাস্যে বললেন—ও, একথা ? ভাবছি–ভাবছি, কেবল ভাবছিনে ? তা বাইরে থেকে এসে ফের গেল কোথায় ? পড়ার ঘরেও তো নেই।

ঃ যাবে আবার কোথায় ? বাইরে থেকে এসে শোয়ার ঘরে ঢুকলো দেখলাম। শুয়ে পড়েছে বোধহয়।

ঃ শুয়ে পড়েছে ! এ অসময়ে ?

ঃ কি জানি ! আপনার কলেজ পড়া মেয়ের কখন কি মেজাজ মর্জি, আমার মতো সেকেলে মানুষ তার খেই করবে কি করে ?

কথা আর না বাড়িয়ে খান মজলিস সাহেব ধীরে ধীরে চলে গেলেন সেখান থেকে। একটু পরে এক পা দু' পা করে মেয়ের ঘরে এলেন। অসময়ে শুয়ে পড়লো কেন, এটা না জেনে চুপ থাকতে পারলেন না তিনি।

জানান দিয়ে মেয়ের ঘরে ঢুকেই দেখলেন, সত্যি সত্যিই শুয়ে আছে নূরমহল। শুয়ে থাকার ধরনটা এলোমেলো। বালিশটা মাথার তলে নেই। আব্বার গলা শুনেই উঠে বসলো নূরমহল। চোখ মুখ তার উদাস। তা লক্ষ্য করেই আব্বা বললেন—কিরে, কি হয়েছে ? এ অবেলায় শুয়ে আছিস্ যে ?

নূরমহল বিষণ্ন কণ্ঠে বললো—না কিছু হয়নি। এ এমনি একটু—

ঃ এমনি একটু কি রকম ? এ অবেলায় কেউ অম্নি অম্নি শোয় ?

ঃ আব্বা !

ঃ চোখ মুখ এত শুকনো কেন ? মনে হচ্ছে কোনো একটা অস্বস্তিতে আছিস্ ? মাথা ধরেছে নাকি ?

ঃ হ্যাঁ, অল্প একটু ধরেছে।

ঃ তাই বল্। খুব রোদে রোদে ঘুরেছিস্ বুঝি ?

ঃ না, তা নয়। অন্য একটা ব্যাপারে মন খুব খারাপ, তাই।

ঃ মন খারাপ ! কেন, মন খারাপ হলো কেন ?

সোজা হয়ে বসে নূরমহল বললো—সেই কথাই আপনাকে আজ বলবো বলে ভাবছি আব্বা। আমরা সাধু ভেবে চোরকে নিয়ে মাতামাতি করছি।

সচকিত হয়ে খান মজলিস সাহেব বললেন—কি রকম ? চোরকে নিয়ে মানে ?

ঃ মানে, একজন ভণ্ডকে সাধুর আসনে বসিয়ে আমরা তাকে সাধুর মতো আদর সম্মান করছি।

ঃ সেকি ! কার কথা বলছিস্ তুই ?

ঃ কে আবার ? ঐ আনোয়ার হোসেনের কথা। হারুনকে আর তার কাছে পড়তে দেয়া যাবে না।

বিপুল বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হলেন খান মজলিস সাহেব। বললেন—কি ব্যাপার ! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে ?

ঃ বুঝার কিছু নেই আব্বা। একজন প্রতারক আর খারাপ চরিত্রের মানুষ এ বাড়ীতে আসুক আর হারুন তার কাছে পড়াশুনা করুক, এটা আমি চাইনে।

ঃ এ তুই কি বলছিস্ পাগলের মতো ? মাথা খারাপ হলো নাকি তোর ?

www.pathagar.com

ঃ মাথা খারাপ হয়নি। মাথা আমার ঠিকই আছে। ভদ্রবেশে সে একজন নীচ প্রবৃত্তির মানুষ। ভদ্র সমাজে উঠা বসার অযোগ্য।

ঃ কে, আনোয়ার হোসেন? আনোয়ার হোসেন নীচ প্রবৃত্তির মানুষ?

ঃ হ্যাঁ, ঐ আনোয়ার হোসেন। নৈতিক চরিত্র মোটেই তার উন্নত নয়। সে একজন বিপথগামী লোক।

খান মজলিস সাহেব এবার নাখোশ কণ্ঠে বললেন—নূরমহল! ঝোঁকের মাথায় কি বলছো এসব? আনোয়ারের মতো ছেলে—

ঃ ঝোঁকের মাথায় নয় আব্বা, অনুমানের উপরও নয়। ভাল করে খোঁজ নেয়ার পর তবেই আমি বলছি। অন্য আর যতদিকে যতগুণই থাক তার, চরিত্রের দিক দিয়ে মোটেই সে নির্মল নয়। সে একজন বয়ে যাওয়া ছেলে।

হতবুদ্ধিভাবে খান মজলিস সাহেব ফের বললেন—এসব তুই কি বলছিস্? কিছুই যে মাথায় আমার ঢুকছে না!

ঃ আর কেমন করে বললে কথাটা মাথায় আপনার ঢুকবে আব্বা? স্বজাতি বিজাতী বলে কোনো বাছবিচার নেই। সকল জাতির মেয়েদের পেছনে সে ঘুরে আর বন্ধুত্ব করে বেড়ায়। বিজাতীয় বান্ধবীও আছে তার। তাদের নিয়েই মেতে থাকে সর্বক্ষণ। নাস্তাপানি, খাওয়া দাওয়া ধৈ-ধুম!

ঃ তাজ্জব! এটাবে ভাবতেই আমি পারছিনে। এ কি করে সম্ভব! তার মতো নীতিবান ছেলে—

ঃ ভাবতে আমিও প্রথমে পারিনি আব্বা। সন্দেহও হয়নি। খোঁজ নিয়ে তবেই সব জানতে পারলাম।

ঃ অসম্ভব কথা! আমার জানাটা তাহলে ভুল হলো সবই? তোমার বুঝার মধ্যে ভুল নেই তো কিছু?

ঃ একবিন্দুও না। তার এক বিজাতীয়া বান্ধবী যে আমার খুবই চেনাজন! তার সেই বান্ধবীই আমাকে জানিয়েছে, অচিরেই সে মুসলমান হয়ে শাদি করবে আনোয়ারকে। আনোয়ারও যে তাকে শাদি করতে অত্যন্ত আগ্রহী, সেটাও আমি আনোয়ারের কাছেই জেনেছি। কথায় কথায় সে কথা বের করে নিয়েছি।

ঃ নূরমহল!

ঃ ঐ মেয়েকে নিয়েই মজে আছে আনোয়ার। আমাদের কোনো নামগন্ধও দীলে তার নেই। যা আমাদের দেখায়, সবই তা মেকী। লোক দেখানো আচরণ। আয় উপায়ের পথটা ঠিক রাখতে হবে তো?

ঃ কি আশ্চর্য! আমার অভিজ্ঞতাটা তাহলে ব্যর্থ হয়েই গেল!

ঃ এমনই হয় আব্বা! বাইরের চাকচিক্য থেকেই সকলের ভেতরের সব খবর পাওয়া যায় না। অনেক সুন্দর সুন্দর ফুলের ভেতরে কীট থাকে অনেক। ও একজন কীট দষ্ট কুসুম।

খান মজলিস সাহেব নীরব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ দম ধরে বসে থাকার পর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—তাহলে কি করতে বলছিস্?

www.pathagar.com

নূরমহল বিজ্ঞের মতো বললো—প্রথম কথা, ঐ হীনমতি মানুষকে নিজের বাড়ীতে পার করে নেয়ার যে খোয়াব আমরা এতদিন দেখেছি, সে খোয়াব দেখা বিলকুলই বাদ দিতে হবে। সেই সাথে হারুনকে পড়ানোর জন্যে ভিন্ন শিক্ষক দেখতে হবে। হারুনের ভবিষ্যত চিন্তা করেই এমন নীতিভ্রষ্ট মানুষের কাছে হারুনকে পড়তে দেয়া যাবে না।

খান মজলিস সাহেব চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—তা তুই যদি চাস্, তাহলে তাই হবে। তোর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনোদিন কিছু করিনি, এখনও করবো না।

ঃ আজকেই তাকে জবাব দিয়ে দিন। হারুনকে পড়াতে আর যেন সে না আসে। সাফ সাফ জবাব। কোনো দুর্বলতা দেখাবেন না। বড়জোর, তার পাওনাটা হিসেব করে দিয়ে দিতে পারেন।

হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলেন খান মজলিস সাহেব। নূরমহল ফের বললো—এ কাজটা আমিই করতে পারতাম। কিন্তু তার সামনে যেতে রুচিতে আমার বাধছে। আপনিই কাজটা করুন আব্বা।

খান মজলিস সাহেব এবার বাধা দিয়ে বললেন—না-না, তা কি করে হবে? তা কি করে হয়?

ঃ হয় না?

ঃ না। তার প্রবৃত্তি যতই হীন হোক, ঐ একই রকম হীনতার পরিচয় আমরাও দিতে পারিনে। ভদ্রতা বোধ একেবারেই ত্যাগ করতে পারিনে। যদি না-ই ছাড়িস্, সময় নিয়ে শান্তভাবে বিদায় করা হবে তাকে। হুট্ করেই "যাও" বলা যায় না।

ঃ আব্বা!

ঃ তাছাড়া হারুনের বার্ষিক পরীক্ষা সামনে। এ সময় হঠাৎ করে শিক্ষক বদল করলে তার যথেষ্ট ক্ষতি হবে। চরিত্র তার যে রকমই হোক, পড়ানোটা তো মোটেই নিম্নমানের নয়। একেবারেই অতুলনীয়। এমন শিক্ষক চাইলেই পাবো কোথায় চাওয়া মাত্র?

ঃ কিন্তু—.

ঃ কিন্তুর কোনো ফাঁক নেই। ক্রোধটা যতবড়ই হোক, ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠা ভদ্রজনে শোভা পায় না। ভেবেচিন্তে সবকিছু করতে হয়।

নূরমহল দ্বিধায় পড়ে গেল। দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে ফের বললো—তাহলে—

ঃ তাকে বাড়ীতে পার করে নেয়ায় তোমার আপত্তি আছে, সেটা আর নেয়া হবে না। কিন্তু পড়ানোটা ছাড়ানো যাবে না এখনই। সবকিছু আমার উপর ছেড়েদে। যেভাবে যা করতে হয় আমিই সব করবো।

ঃ ঠিক আছে। আপনি যখন বলছেন—

ঃ হ্যাঁ বলছি। হারুনকে তার আরো কিছুদিন পড়ানোর প্রয়োজন আছে। তুই যেন আবার হুট করে বলতে যাস্নে তাকে কিছু। সবকিছুরই মাত্রা আছে একটা।

মেয়েকে নসিহত করে বেরিয়ে এলেন খান মজলিস সাহেব। অসহায়ভাবে চেয়ে রইলো নূরমহল।

www.pathagar.com

এ ঘটনার পর খান মজলিস সাহেব মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেন অনেকখানি। আনোয়ার হোসেনকে নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা ছিল তাঁর। আনোয়ারের প্রতি নূরমহলের অত্যধিক আকর্ষণের কারণেই মেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে আর কিছু ভাবতে যাননি তিনি। আনোয়ার হোসেন তাঁরও খুবই পসন্দের ছেলে। তাই নূরমহলের ভবিষ্যত তার উপর ছেড়ে দিয়ে এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন খান মজলিস সাহেব। নূরমহলের আজকের এ মনোভাব তাঁর পরিকল্পনা তামামই উলট পালট হয়ে গেল। যদিও নূরমহলের সব কথায় আস্থা স্থাপন করতে তিনি পারলেন না, তবু তাঁর আর করার কিছুই রইলো না এখানে। যে নূরমহলকে খুশী করার জন্যেই আনোয়ারকে বেছে নিলেন, সেই নূরমহলই যদি আনোয়ারের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে, তাহলে আর কি বা করার থাকে তাঁর?

অতপর ভাবতে লাগলেন খান মজলিস সাহেব। নূরমহলের ভবিষ্যত চিন্তা আবার তাঁকে আঁকড়ে ধরলো সবলে। বয়স হয়েছে মেয়ের। আনোয়ারের প্রসঙ্গ বাতিল হয়ে যাওয়ায়, মেয়ের শাদির ব্যাপারটা নতুন করে আবার ভাবিয়ে তুললো তাঁকে।

কয়েকদিন একা একাই ভাবলেন। এরপর একদিন বিবির পাশে বসে এ প্রসঙ্গ টানলেন। একটু ইতস্তত করে বললেন—তা বলছিলাম কি জোবেদা, এভাবে তো আর নিশ্চিন্তে বসে থাকা যায় না। নূরমহলের কথাটা একটু জোর দিয়েই ভাবতে হয়।

বুঝতে না পেরে জোবেদা খাতুন বললেন—নূরমহলের কথা!

ঃ মানে তার শাদির কথা।

জোবেদা খাতুন বিস্মিত হলেন। বললেন—শাদির কথা কি রকম? শাদিতো তার ঠিক করেই রেখেছেন। ফের শাদির কথা কেন?

অপরাধীর কণ্ঠে খান মজলিস সাহেব বললেন—এ শাদি তার হচ্ছে না।

ঃ হচ্ছে না! সেকি! তার অর্থ?

ঃ নূরমহল তাকে পসন্দ করছে না।

ঃ পসন্দ করছে না মানে? হারুনের ঐ প্রাইভেট মাষ্টার নাকি খুবই তার পসন্দ?

ঃ তাইতো ছিল। কিন্তু এখন আর পসন্দ করছে না।

জোবেদা খাতুন গম্ভীর হলেন। বিরূপ কণ্ঠে বললেন—এই হলো কলেজ-পড়া মেয়ের মতিগতি। কখন কোন খেয়াল উদয় হচ্ছে দীলে তার, সে হিসেব কষে কে? এ বেলা পসন্দ, ঐ বেলা না-পসন্দ্। এত খেয়াল খুশী দেখতে গেলে চলবে কেন?

ঃ কি করা যাবে বলো? সে-ই যদি নারাজ থাকে, তাহলে আর ধরে বেঁধে সেখানে—

ঃ কেন, নারাজ হলো কি কারণে?

ঃ সেটা বুঝে উঠা ভার। তবে ভিনদেশী নঙ্গরহীন ছেলে। তার মতিগতি আর চাল চলনে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি দেখতে পেয়েছে বোধহয়।

বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে জোবেদা খাতুন বললেন—হুঁউ! এ চিন্তা আগেই আমি করেছি। এমনটিই যে শেষ পর্যন্ত হবে, সেটা আমার জানা।

www.pathagar.com

ঃ জোবেদা।

ঃ চাল নেই, চুলো নেই, লেখাপড়া তেমন কিছু করেনি। এ একটা আধা-শিক্ষিত ছেলেকে নিয়ে বাপ-বেটী দু'জনই আপনারা ক্ষেপে গেলেন। বাড়ীতে এনে বুড়ো বয়সে ওকে আবার পড়াবেন, মেয়ের উপযুক্ত করে তুলবেন—কি সব আজগুবী আর অবাস্তব চিন্তাভাবনা।

ঃ না, ঠিক অবাস্তবও ছিল না—

ঃ বিলকুল অবাস্তব। "আনো খুরি, ধোবো ঠুঁট, তবে খাবো করলার বুঁট।" একি কখনও হয়, আমি জানতাম এ ধাঁধা একদিন কেটে যাবে আপনাদের।

ঃ হ্যাঁ, যে কারণেই হোক, তাইতো গেল দেখছি।

ঃ এত করে বললাম, একটা তৈরী ছেলের সন্ধান করুন। শ' লাগুক, হাজার লাগুক, একটা তৈরী ছেলে যোগাড় করে আনুন। কিসের আমাদের অভাব ? অর্থের তো তেমন কোনো ঠেকা নেই। ঐ একটি মাত্র মেয়ে। অনেক কামিয়েছেন। অর্থটা কি শেষ পর্যন্ত কবরে নিয়ে যাবেন ?

ঃ তাতো বুঝলাম। কিন্তু পসন্দ মতো ছেলে আর পেলাম কৈ ?

ঃ কেন, আমার ফুফাতো বোনের ভাশুর পুত নাপসন্দ হলো কিসে ? একদম তৈরী ছেলে। বি. এ. পাশ করে ফের আইন পাশ করেছে। চেহারাটাও যে খুবই খারাপ, তা বলা যায় না।

অন্য মনস্কভাবে খান মজলিস সাহেব বললেন—এ্যাঁ ?

জোবেদা খাতুন যুক্তি টেনে বললেন—নাইবা থাকলো আপনাদের ঐ প্রাইভেট মাষ্টারের মতো বাইরের চাকচিক্য। পুরুষ মানুষের রূপের কি দরকার ? গুণটাই বড় কথায় বলে, টুকটুকে মাকাল ফলের চেয়ে রসালো কালোজামের কদর অনেক বেশী।

ঃ তা বটে।

ঃ তার কথা কতবার বললাম আপনাকে, আপনি কানেই তুললেন না। এমন ছেলে ফেল্না হলো কিসে ?

ঃ কে ? ঐ তরিক আলী, না কি যেন নাম ?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তরিক আলী। ঐ তো সেবার এসে বেশ কয়েকদিন এখানে থেকে গেল। আপনিও কথা বলেছেন তার সাথে।

ঃ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তা চেহারাটা বাদ দিলেও তো সে লেখাপড়াতেও তেমন শক্ত নয়। কোনোমতে পাশ করেছে শুনেছি।

ঃ যেভাবেই হোক, পাশতো করেছে। আপনাদের ঐ এইট না নাইন পড়া মাষ্টারের চেয়ে সে কম্‌তা হলো কিসে ?

ঃ জোবেদা !

ঃ তাছাড়া, আয় উপায়ের পথটাও তার খোলা। ওকালতিতে একবার লেগে গেলে তার ভাত খায় কে ?

ঃ লেগে গেলে মানে ? ওকালতিতে এখনও লাগেনি ?

ঃ লাগবে কি ? গাঁয়ে গঞ্জে কি কোর্ট-আদালত আছে ? পাশ করে বসে আছে।

www.pathagar.com

আপনি তাকে এনে আপনার চেনাজানা কোনো একটা ভাল উকিলের সেরেস্তায় ঢুকিয়ে দিন, দেখবেন, তর তর করে উঠে যাচ্ছে তরিক আলী। যা তার মুখ জোর!

ঃ হুঁউ!

ঃ এইটেই করুন। এবার আমার কথা রাখুন। সবদিক দিয়ে ভাল হবে এতে। চেনাজানা ঘর বর। আত্মীয়ের মধ্যে কারবার। অন্য কোথাও থেকে কোনো অচেনা ছেলে ধরে আনলে, পরিণাম কি হয় কে বলতে পারে?

খান মজলিস সাহেব ভাবতে লাগলেন। জোবেদা খাতুন তাকিদ দিয়ে বললেন—এত ভাবছেন কি? আপনি তার বাপ হলেও আমি তো তার মা। মেয়ের ভালাই হবে কিসে, সে ভাবনা কি আপনার একার? সে চিন্তা কি আমার নেই? সব ভেবে চিন্তে দেখেই আমি তরিক আলীর কথা বলছি।

ঃ তাতো বুঝলাম, কিন্তু মেয়ের আবার পসন্দ হলে তো?

জোবেদা খাতুন খোশ কণ্ঠে বললেন—পসন্দ-পসন্দ, জরুর পসন্দ। তরিক আলী সেবার এসে যে কয়দিন এখানে ছিল, দুইয়ের মধ্যে খুবই মিল-মুহব্বত দেখতে পেয়েছি আমি। সবসময়ই দু'জন হাসি খুশীতে গল্প-আলাপ করতো। একবার তাকে এনেই দেখুন, মেয়ে আপনার কিছুতেই অপসন্দ করবে না। লেচি ফেচি তো নয়, ডাঁট্ না কি যেন বলেন আপনারা, তরিক আলী তেমনই ডাঁটের ছেলে। যেমনই বেশ ভূষায়, তেমনই কথাবার্তায়। কলেজে পড়া মেয়ের আপনার পসন্দ না হয়েই যাবে না।

খান মজলিস সাহেব চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—জোবেদা।

নাছোড়া পিণ্ডে হয়ে জোবেদা খাতুন বললেন—আপনি রাজী হলেই আমি তাকে খবর দিয়ে আনতে পারি। আপনি একজন উকিলের সাথে তাকে লাগিয়ে দেবেন ব্যস, আপনি খালাস। এরপর যা করার আমিই সব করবো।

ঃ তা কথা হলো—

ঃ কথার কিছু নেই। এযাবত একাই আপনি দেখলেন, ফল কিছু হলো না। এবার মেয়ের ভাবনা আমার উপর ছেড়ে দিয়ে দেখুন, আমি কি করি।

কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকার পর খান মজলিস সাহেব ম্লানকণ্ঠে বললেন—করো, যা ভাল বোঝো।

১৩

আনোয়ার আর জালালউদ্দীন দুই বন্ধু অনেকদিন পরে আজ এক সাথে শহরে বেরুলো। বেরুলো ভোট দেখতে। সারাদেশে আজ সাধারণ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে। শুরু হয়েছে কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্ব করার দাবী পরীক্ষা করে দেখার সেই নির্বাচন। সিমলা বৈঠকে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ দাবী করলেন, মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল, অন্তর্বর্তী সরকারে সকল মুসলমান সদস্যদের মুসলিম লীগ মনোনয়ন দেবে। বাধ সাধলো কংগ্রেস। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দাবী তুললেন, মুসলিম লীগ কোনো সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে না। একমাত্র কংগ্রেসই ভারতের হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব

www.pathagar.com

করে আর সে কারণে হিন্দু-মুসলিম সকল সদস্যকে একমাত্র কংগ্রেসই মনোনীত করবে। শুরু হলো গোলমাল। পরস্পর বিরোধী এ দুই দাবীর কোনো সুরাহা না হওয়ায় পণ্ড হলো সিমলা বৈঠক। কে কার প্রতিনিধিত্ব করে তা পরীক্ষা করে দেখার উপর ঝুলে রইলো সবকিছু।

১৯৪৫ সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ইংলণ্ডে ক্লিমেন্ট্‌ এট্‌লীর শ্রমিক দল মন্ত্রিসভা গঠন করলো। বিশ্বযুদ্ধে সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি, ইংরেজ বাহিনীর ভারতীয় সৈন্যদের মতিগতি আর ভারতবাসীদের লাগাতার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এট্‌লীর নতুন শ্রমিক সরকার বুঝতে পারলো, ইংরেজদের পক্ষে আর বেশীদিন সম্মানজনকভাবে ভারত শাসন করা সম্ভবপর হবে না। ভারতবাসীদের হাতে যথা সত্বর ক্ষমতা হস্তান্তর করার বিকল্প নেই। এ উদ্দেশ্যে এট্‌লি সরকার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের এ প্রতিনিধিত্ব করার দাবী পরীক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করলো। বড়লাট ওয়াভেল ভারতের সমস্যা নিয়ে এট্‌লী সরকারের সাথে আলোচনা করার জন্যে ১৯৪৫ সনের অগাষ্ট মাসে লণ্ডনে গেলেন এবং ফিরে এসে সত্বর এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দিলেন।

সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ। কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের আদর্শে আর মুসলিম লীগ পৃথক রাষ্ট্র দাবীর ভিত্তিতে নির্বাচন করছে। মুসলিম লীগের পাশাপাশি মোমিন, আহরার, জমিয়াতুল উলামায়ে হিন্দ, মুসলিম মজলিস, লালকোর্তা—প্রভৃতি দলও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবী করে। এসব দল সবগুলোই অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী। এসব দলও প্রত্যেককেই নিজেকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী দল বলে প্রমাণিত করার জন্যে নির্বাচনে নেমেছে। মুসলিম লীগও নেমেছে ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি স্থানীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করার জন্যে। এ মর্মে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ সকল মুসলমানদের মুসলিম লীগের পতাকাতলে একত্রিত হওয়ার ব্যাপক আহ্বান জানিয়েছে।

কাজেই, মুসলিম লীগ ও মুসলমানদের ইতিহাসে এ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ নির্বাচনের ফলাফলের উপরই মুসলিম লীগের পৃথক রাষ্ট্র দাবী করার শক্তি বিপুলাংশে নির্ভরশীল। তাই, কি হয়—কি হয় চিন্তায় অধিকাংশ মুসলমানই উদ্বিগ্ন। উদ্বিগ্ন আনোয়ার হোসেন ও জালালউদ্দীন সহ পান্থশালা মেসের অন্যান্য সকলেই। ভোটের গতি দেখার জন্যে অনেকেই শহরের বিভিন্ন দিকে বেরিয়ে গেছে। বেরিয়ে এলো আনোয়ার হোসেন আর জালালউদ্দীনও।

ভোটের জন্য আনোয়ারের ইস্কুল আজ বন্ধ। প্রাইভেট পড়াতেও আজ তার যাওয়া নেই। জালালউদ্দীনেরও আজ সাপ্তাহিক ছুটির দিন। কাগজের অফিসে যাওয়া নেই। দুই বন্ধুই আজ ড্যামৃক্রি। ড্যাম্‌ কেয়ার হয়ে তারা সারা শহর গা মেলে বেড়াচ্ছে আর একটা থেকে আর একটা ভোট কেন্দ্রে যাচ্ছে। নিরপেক্ষ পাবলিক হিসাবে তারা মুসলমান ভোটারদের সাথে কথাবার্তা বলছে আর তাদের মনোভাব পরীক্ষা করে দেখছে। প্রত্যেকটি কেন্দ্রেই মুসলিম লীগের প্রতি বিপুল সংখ্যক মুসলমানদের একচেটিয়া টান দেখে দুই বন্ধুই উৎফুল্ল হয়ে উঠছে আর পুলকিত অন্তরে কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রান্তরে ছুটছে।

www.pathagar.com

দীর্ঘক্ষণ যাবত এভাবে ছুটোছুটি করার পর দুই দোস্তই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লো এবং চা পান করার জন্যে এসে একটা চায়ের দোকানে ঢুকলো। শেষবারে তারা যে কেন্দ্রে এলো, সে কেন্দ্রের সামনেই একটা প্রশস্ত খোলামাঠ। সেই মাঠে কিছু কিছু খুচরো দোকান ও একাধিক অস্থায়ী চায়ের দোকান বসেছে। বড় বড় সামিয়ানার নীচে টেবিল চেয়ার সাজিয়ে প্রশস্ত ও উন্মুক্ত টীষ্টল খুলেছে সন্ধানী দোকানীরা। ভোটারেরা ভিড় করে চা নাস্তা খাচ্ছে। নারী পুরুষ একাকার। পুরুষ ও মহিলাদের বুথ্ অবশ্য আলাদা। মুসলমান মেয়েরা প্রায় সকলেই যথাসম্ভব আব্রু করে এসে ভোট দিয়ে চলে যাচ্ছে। হিন্দু মেয়েরা অধিকাংশই ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে মেলার স্বাদ গ্রহণ করছে। দল বেঁধে কলরবে চারপাশে ঘুরছে, বন্ধু-বান্ধবী ও পরিচিতজনের সাথে সহাস্যে গল্প আলাপ করছে, আর ভিড় জমাচ্ছে টীষ্টলে এসে। এতে করে, ভোটের বুথ পৃথক পৃথক হলেও, প্রত্যেকটি টীষ্টল নারী পুরুষ উভয় জাতির সার্বজনীন টীষ্টলে পরিণত হয়েছে। আলোচনা-সমালোচনা গল্প-আলাপ আর হাসি-ঠাট্টা-টিপ্পনীতে এক একটা টীষ্টল এক একটা মেছো বাজার।

এমনই একটি সার্বজনীন টীষ্টলে চলে এলো দুই দোস্ত। সামিয়ানার একান্তই এক প্রান্তে একখানা টেবিল ঘিরে কয়েকখানা চেয়ার। কোনো চা-পিয়াসী এক্ষণে এখানে নেই দেখে দুই দোস্ত এসে এ ফাঁকা টেবিলে বসলো আর চায়ের অর্ডার দিলো। গল্প গুজবের মধ্যে দিয়ে চা পান শেষ করে উঠি উঠি করতেই তারা চমকে উঠলো এক উচ্ছ্বাসের ঝংকারে। ঘাড় ফিরিয়েই দেখে দুই দুইজন যুবতী এসে তাদের পেছনে দাঁড়িয়েছে। "ওমা সেকি!" বলে এক সাথে আওয়াজ দেয়ার পর দুই যুবতীর একজন সবিস্ময়ে বলছে—"সেকি! দাদা যে!" অপরজন উল্লাস ভরে বলছে "কি ভাগ্যি! আপনি, মানে আপনারা এখানে? কখন এলেন?"

প্রথমজন মালতী মিত্র। তার নজর আনোয়ারের দিকে। অপরজন লাবণ্যময়ী দাসগুপ্তা। তার নজর উভয়ের দিকে।

দেখেই দুই বন্ধু উঠে দাঁড়াতে গেল। লাবণ্যময়ী বাধা দিয়ে বললো—আরে উঠছেন কেন, বসুন—বসুন। বসে কথা বলি।

বলেই মালতীকে টেনে নিয়ে এসে সামনের দুই চেয়ারে দু'জন বসলো এবং বসতে বসতে বললো—কি কাণ্ড! আপনারাও এ কেন্দ্রের ভোটার?

অগত্যা বসতেই হলো এ দু'জনকে। পুনরায় বসে জালালউদ্দীন বললো—না, আমরা এখানকার ভোটার নই। আপনারা ভোটার বুঝি?

লাবণ্যময়ী সপুলকে বললো—আমরা দু'জনই এ কেন্দ্রের ভোটার। ভোট দিতে এসেছি। আপনারা তাহলে এখানে যে?

ঃ আমরা ভোট দেখতে এসেছি।

বিগলিত কণ্ঠে লাবণ্যময়ী বললো—ভোট দেখতে এসেছেন? বেশ করেছেন-বেশ করেছেন! তবেই না সাক্ষাত পেলাম আপনাদের! সাধ্যি সাধনা করেও তো বাইরে কখনো আপনাদের দেখা সাক্ষাত মেলে না।

ঃ চা খেতে এসেছেন বুঝি?

ঃ চা খেয়েই বেরুচ্ছি। তা ইনি? মানে ইনি আপনার সাথে? পরিচয় আছে নাকি?

www.pathagar.com

লাবণ্যময়ী আনোয়ারের প্রতি ইংগিত করলো। জালালউদ্দীন হেসে বললো—আছেই তো। এ ইনার কথাই সেদিন আপনাদের বললাম। এঁর লেখার কথা।

ঃ ওমা সেকি ! ইনিই সেই লেখক ?

ঃ না, লেখক এখনও হননি। লিখলেই হবেন।

ঃ বলেন কি ! সেটা আবার কি রকম ?

ঃ রকমটা রকমারী। ঐযে কথায় বলে, "থেকে গরু বয়না হাল, তার দুঃখ চিরকাল।" অসম্ভব হাত আছে এর লেখার। তবু লিখাতে কিছুতেই পারছিনে।

ঃ পারছেন না ?

ঃ কৈ আর পারলাম ? লিখবো লিখবো দৈনিকই বলে, কিন্তু লেখাটা আজ পর্যন্ত পাচ্ছিনে। তবে আশা আমি এখনও ছাড়িনি। দেখা যাক কবে শিকে ছিঁড়ে।

ঃ তাজ্জব। তা ইনার সাথে আপনার পরিচয় হলো কোথায় ?

জালালউদ্দীন ফের স্মিতহাস্যে বললো—ঘরে। একই ঘরে থাকি আমরা। দুজনই আমরা একই মেসের বাসিন্দা।

লাবণ্যময়ীকে সামলানো দায় হলো। সে উল্লাসে নেচে উঠে বললো—ওমা সেকি! একথা বলেননি কেন এতদিনে ? একদিনও কেন তাহলে আমাদের কাগজের অফিসে বেড়াতে আনেননি এঁকে ?

জালালউদ্দীন কৌতুক করে বললো—আপনি একে চেনেন ?

ঃ চিনি-চিনি, খুব চিনি। বেশ কিছুদিন আগে একদিন যে পরিচয় হয়েছে আমার!

ঃ সেই থেকেই মনে আছে একে আপনার ?

প্রশ্নটা করার পরেই জালালউদ্দীন বুঝতে পারলো, এ প্রশ্নটা না করাই ভাল ছিল। জবাবে লাবণ্যময়ী কলরব করে বলে উঠলো—থাকবে না মানে ? এ চেহারা কি ভুলে যাওয়ার চেহারা ? রূপ কথার রাজকুমার তো এঁর কাছে ছার ! ইশ্ কি মারাত্মক!

জালালউদ্দীন চেয়ে রইলো। বলেই চললো লাবণ্যময়ী—এ চেহারা কোনো নারী একবার দেখলে তার কি আর রক্ষে আছে ? সে তখনই শেষ। শয়নে স্বপনে এমন পুরুষের ধ্যান সর্বক্ষণ করতেই হবে সে হতভাগীকে। না কি বলিস্‌রে মালতী ?

মালতীকে কটাক্ষ করে লাবণ্যময়ী হেসে কুটি কুটি হতে লাগলো। মালতী মিত্র শরমে এতটুকু হয়ে গেল। সেই সাথে সে লক্ষ্য করলো, ষ্টলের চা-পায়ীরা অনেকেই ঝুঁকে পড়েছে এদিকে। চা খাওয়া বন্ধ রেখে হা করে চেয়ে আছে তাদের দিকে। বিরক্তির সাথে মালতী মিত্র চাপা কণ্ঠে বললো—আপনি থামুন তো দিদি ! এসব কি শুরু করলেন।

লাবণ্যময়ী ডোন্টোকেয়ার মেয়ে। কোনো কিছুই গায়ে না মেখে সে পুনরায় সরবে বললো—থামবো কি লো ? আমি কি মিথ্যা বলছি ? নিজের কথাই ভেবে দেখ্‌না একবার।

ঃ দিদি !

ঃ তা দিদিই বলো আর ননদীই বলো, তোর খবর কি জানিনে আমি কিছু ? সত্যি কথা বলতে লাবণ্যময়ী সংকোচ করে না কখনো।

www.pathagar.com

মালতী মিত্র মরিয়া হয়ে বললো—ছিঃ! আপনি থামবেন ? চারপাশের লোকজন কি ভাবছে তা কি কিছুই খেয়াল করবেন না ?

ঃ তা যে যা ভাবে ভাবুকগে। আমার কথা সত্যি কিনা তাই বল্ ? মিথ্যা বললে কিছুতেই আমি মানবো না।

লজ্জায় নূয়ে পড়লো মালতী মিত্র। ফের খিলখিল করে হেসে উঠে লাবণ্যময়ী বললো—ওরে লজ্জাবতী, এতই যদি লজ্জা-শরম-ভয়, তাহলে সবাইকে লাপাত্তা করে নিজেই ওঁকে আগলে রেখেছিস্ কেন ? এ চেহারা পাগল করা চেহারাই যদি না হবে, তাহলে তুই এতটা ক্ষেপে উঠেছিস্ কি কারণে ? সত্যটা সমর্থন করতেও চাস্‌নে হতচ্ছারী ?

মালতী মিত্রের লজ্জার কথা পড়ে মরুক, লজ্জায় এবার আনোয়ার হোসেন আর জালালউদ্দীনেরও মাথা কাটা যেতে লাগলো। বিরক্তির সাথে আনোয়ার হোসেন জালালউদ্দীনকে বললো—চলো দোস্ত্ এবার উঠা যাক।

জালালউদ্দীনও সায় দিয়ে বললো—হ্যাঁ, সেই ভাল।

এরপর এক পলক লাবণ্যময়ীর মুখের দিকে চেয়ে জালালউদ্দীন দায়সারা কণ্ঠে বললো—আমরা চলি। আমাদের কাজ আছে।

উভয়ে উঠে দাঁড়ালো। এ অবস্থার মধ্যে মালতী মিত্র আনোয়ারকে কোনোমতে বললো—দাদা, আপনি একবার সত্বর আমাদের বাড়ীতে আসবেন। আপনাকে খুবই প্রয়োজন।

আনোয়ার হোসেন সংক্ষেপে জবাব দিলো—ও আচ্ছা। যাবোক্ষণ।

জালালউদ্দীন আনোয়ারকে প্রশ্ন করলো—কে ইনি ? তোমার খুবই পরিচিতজন বলে মনে হচ্ছে ?

জবাব দিলো লাবণ্যময়ী। বললো—শুধুই পরিচিতজন ? এতক্ষণ তাহলে আর বললাম কি ? একান্তই অন্তরঙ্গ জন। নাকি বলেন সাহেব ?

আনোয়ারের দিকে বক্র নয়নে চেয়ে নির্লজ্জ হাসি হাসতে লাগলো লাবণ্যময়ী। সেদিকে না চেয়ে আনোয়ার হোসেন জালালউদ্দীনকে বললো—ও আমার এক সহকর্মীর বোন। ওর কথা পরে বলবো। এখন চলো দেখি—

দুই বন্ধু রওনা হলো। মালতী মিত্র দাঁত পিষে লাবণ্যময়ীকে বললো—ছিঃ! আপনি এতবেশী বেয়াড়া জানলে আপনার সাথে বাইরে কখনও আসতাম না।

পথ চলতে চলতে আনোয়ার হোসেন জালালউদ্দীনকে বললো—খুবই সাবধানে থেকো দোস্ত্। এ রকম বেশরম-বেলেহাজ মেয়েকে নিয়ে এক সাথে কাজ করা মোটেই নিরাপদ নয়। কখন যে কার বারোটা বাজাবে, তার কিন্তু নিশ্চয়তা নেই।

মালতী মিত্রের আজকের এ আহ্বান মামুলী ছিল না। মালতীদের বাড়ীতে যেতেই হবে আনোয়ারকে। সত্যি সত্যিই যাওয়াটা তার প্রয়োজন। সেই যে সেবার নূরমহল বেগম ক্রোধভরে বেরিয়ে এলো মালতীদের বাড়ী থেকে, আনোয়ার হোসেনের

www.pathagar.com

ডাক-হাঁকের পরোয়াই করলো না—এটি সেই ঘটনার জের। নূরমহল একটানা চলে গেল রাস্তা বেয়ে। হতবুদ্ধি আনোয়ার কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকার পর মালতীদের দেউটির দিকে এগুলো। মালতী তাদের বসার ঘরের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। ডাক দিয়ে বললো—এদিকে আসুন দাদা, বসার ঘরে বসি।

যন্ত্রচালিতের মতো এগিয়ে এলো আনোয়ার হোসেন। মালতী মিত্রের সাথে তাদের বসার ঘরে ঢুকলো। বসতে বসতে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো—ঘটনাটা কি ? নূরমহল ওভাবে চলে গেল কেন ? মনে হলো, ভয়ংকর রেগে আছে ?

মালতী মিত্র বিষণ্ন কণ্ঠে বললো—আমি আর তার কি বলবো দাদা ! এদের মেজাজ মর্জি বুঝে উঠা কঠিন।

ঃ তার সাথে তোমার কোনো ঝগড়া-টগ্‌ড়া হয়েছে নাকি ? কোনো কথা কাটাকাটি ?

মালতী ফের চিন্তিত কণ্ঠে বললো—না দাদা, তাও তো কিছু হয়নি। আমি বরং হেসে হেসেই কথা বলেছি ওর সাথে। তবে এখানে আসা থেকেই ওকে তেমন প্রফুল্ল দেখিনি।

ঃ খুবই মন খারাপ ?

ঃ তাইতো মনে হলো। বেশ রাগ রাগ ভাব।

ঃ তবু কিছু অনুমান করতে পারলেন না ?

ঃ তেমন আর পারলাম কৈ ? মনে হয় কোথাও কোনো ভুল বোঝার কারণ ঘটেছে তাঁর।

ঃ আমারও সেইটেই মনে হয়। মনে হয়, কি একটা ব্যাপার যেন গুলিয়ে ফেলছে সে। হয়তোবা আমি-তুমিই তার মধ্যে আছি। তোমাদের এখানে আমার এ যাতায়াত না-পসন্দ তার।

ঃ তাও হতে পারে দাদা। এমনটি খুবই স্বাভাবিক। বড়লোকেরা বড়ই স্বার্থপর কিনা ? কোনো কিছুর এতটুকু ভাগ এরা দিতে পারে না কাউকে। ভাবে, এই বুঝি সব ফুরিয়ে গেল।

ঃ মালতী !

ঃ বড়লোকের রূপসী মেয়েরা প্রায় সবাই ঐ রকমই হয়ে থাকে। এদের মেজাজ মর্জি ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। এদের সামাল দেয়া ভার।

আনোয়ার হোসেন এবার ঠেশ্‌ দিয়ে বললো—তাহলেই বোঝো, আমার অবস্থাটা কি আর অবস্থান কোথায় ?

মালতী মিত্র হেসে বললো—না দাদা, এখানে আপনার ঘাব্‌ড়ানোর কিছু নেই। আমি মেয়েছেলে। মেয়েছেলে মেয়েছেলের মন বুঝে। ওর হারাই-হারাই ভাবটাই জরুর তামাম গোল পাকাচ্ছে।

ঃ আরে রাখো তোমার আজগুবী কল্পনা। বোকার স্বর্গে বাস করিনে আমি। ঐ রকম পায়াভারী আর খেয়ালী মেয়ের মন-মানসিকতা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথাই নেই আমার।

www.pathagar.com

ঃ বেশ বাবা, না থাকে না থাক। আকাশে চাঁদ উঠলে দশ লোক দেখবে।

আনোয়ার হোসেন রুষ্ট কণ্ঠে বললো—মালতী!

থমকে গিয়ে মালতী মিত্র বললো—আমার ঘাট হয়েছে দাদা। ও প্রসঙ্গ থাক। আমি আমার কথা বলি। আমার খবর পেয়েই তো আপনি আজ এখানে এসেছেন, নাকি বলেন?

ঃ তোমার খবর! কৈ নাতো, তোমার কোনো খবর তো আমি পাইনি।

ঃ পাননি? ওদের আবু মিয়া কিছুই আপনাকে বলেনি?

ঃ আবু মিয়া!

ঃ হ্যাঁ। আবু মিয়াকেই বলেছিলাম আপনাকে খবর দিতে। বলেছিলাম, গোপনে খবরটা দিও। বলো, কিছু গোপন আর জরুরী কথা আছে আমার। আবু মিয়া বলেনি সে কথা?

ঃ কৈ না, আবু মিয়া কোনো কিছুই বলেনি।

ঃ তাহলে কি গতকাল দেখাই হয়নি তার সাথে আপনার?

ঃ হ্যাঁ হয়েছে। ও-ই তো আমাকে নাস্তাপানি এনে দিলো।

ঃ আজব! এত করে বললাম তবু আপনাকেই সে খবরটা দিলো না? বড় অবিশ্বাসী লোক তো!

ঃ ভুলেও যেতে পারে। সে যাক, কি সে তোমার জরুরী কথা?

মালতী মিত্র ইতস্ততঃ করে বললো—কথাটা খুবই জরুরী দাদা আর খুবই গোপন কথা।

ঃ গোপন কথা!

ঃ জি, এত গোপন যে, আপনাকে ছাড়া একথা অন্য কাউকে বলা যাবে না আগেই।

ঃ কি রকম! কি সে গোপন কথা?

মালতী মিত্রের মাথাটা মেঝের দিকে ঝুঁকে পড়লো। বললো—বলতে আমার খুবই লজ্জা করছে দাদা।

আনোয়ার হোসেন শংকিত হয়ে উঠলো। বললো—কি ব্যাপার বলো তো? বলতেও চাইবে আবার লজ্জাও করবে, তাহলে হবে কি করে? লজ্জা করলে আর বলতে চাইছো কেন?

অল্প একটু মাথা তুলে মালতী মিত্র বললো—আমার একটা উপকার করতে হবে দাদা। বলুন, করবেন সে উপকার।

ঃ আরে! কি উপকার করতে হবে তা না জেনে বলি কি করে?

ঃ একজনকে একটা চাকুরী পাইয়ে দিতে হবে।

ঃ চাকুরী পাইয়ে দিতে হবে! কোথায়?

ঃ আপনাদের স্কুলে। একজন আই. এ. পাশ শিক্ষক নেয়া হচ্ছে আপনাদের স্কুলে, তা তো জানেন?

ঃ হ্যাঁ, জানি। কিছুদিন পরে তা নেয়া হবে।

www.pathagar.com

ঃ তা যখনই হোক, ঐ শিক্ষকের পদটা পাইয়ে দিতে হবে।

ঃ আমি পাইয়ে দেবো মানে ? আমার কি সাধ্যি ?

ঃ অনেক সাধ্যি আছে আপনার দাদা। শুনেছি, হেড মাষ্টার মহাশয় আপনার কথায় খুবই গুরুত্ব দেন। কোনো কথা ফেলেন না। আপনি একটু সুপারিশ করলে চাকুরীটা তার হবেই।

ঃ সেকি ! আমি তা করতে যাবো কেন ? না জেনে না চিনে যার তার জন্যে সুপারিশ করতে যাবো আমি ? যোগ্য লোক না হলে আমার মাথা কাটা যাবে না ? হেড মাষ্টার সাহেব তো বাজিয়ে তাকে দেখবেন ?

ঃ যোগ্য লোক দাদা, যোগ্য লোক। ফার্ষ্ট ডিভিশনে আই. এ. পাশ করেছে। আই. এ. পাশ করার পর বি. এ. ক্লাশেও বছর দেড়েক পড়েছে। অর্থাভাবে শেষ কয়টা মাস পড়ে পরীক্ষা দিতে পারেনি।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ আপনি নিজে আগে বাজিয়ে দেখুন। আপনার যদি মন মতো না হয়, তাহলে সুপারিশ করবেন না। আমার জন্যে মুখ খোয়াবেন আপনি, এটা আমি চাইনে।

ঃ তোমার জন্যে ! এখানে তোমার স্বার্থ কি ? তোমাদের কোনো আত্মীয় বুঝি ?

মালতীর মাথা নুয়ে পড়লো। মৃদু কণ্ঠে বললো—আজ্ঞে না। কোনো আত্মীয় নয়।

ঃ তবে ? তোমার কি গরজ তাহলে ?

আরো অধিক ক্ষীণ কণ্ঠে মালতী এবার বললো—গরজ তো আমার আছেই দাদা। কতদিন আর আইবুড়ো হয়ে থাকবো ?

আনোয়ার হোসেনের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো—এ্যা ! তাই নাকি ?

ঃ হাতে আমাদের পয়সা নেই। মোটা যৌতুক দেয়ার সাধ্য নেই। আগ্রহ করে আমার দিকে কেউ এগিয়েও এলো না। তা এলে তো জাত-বিজাত কিছু দেখতমা না। সেটা যখন হবার নয়—

মালতীর মুখে আটকে গেল কথা। অলক্ষ্যে চমকে উঠলো আনোয়ার হোসেন। বললো—মালতী !

ঃ হাতী পেলাম না বলে ঘোড়াটা নেবো না কেন দাদা ? ঐ ঘোড়াই আমার হাতী।

ঃ তুমি কি বলছো মালতী। কি বলতে চাইছো ?

দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে উঠে মালতী মিত্র স্বচ্ছ কণ্ঠে বললো—কিছুই নয় দাদা। আপনাকে আমি দাদা রূপে পেয়েছি, এইতো আমার পরম সৌভাগ্য। এতখানি পাবো, এটা তো আমি আশা করতেও পারিনে।

ঃ মালতী।

ঃ আপনার কাছে যা পাওয়ার তা ষোলআনাই পেয়েছি দাদা। আর কিছু চাওয়ার নেই আমার। কিন্তু আপনার মতো এমন আর একজন পাবো কোথায় আমি যে সেই আশাতে থাকবো ?

www.pathagar.com

আনোয়ার হোসেন গুম্ হয়ে গেল। ম্লান হলো মুখমণ্ডল। কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে থাকার পর নিঃশ্বাস ফেলে বললো—এমন মানসিকতা তোমার কাছে আমি আশা করিনে মালতী।

মালতী মিত্র ব্যস্তকণ্ঠে বললো—নেই দাদা, এ মানসিকতার লেশমাত্রও আর আমার মধ্যে নেই। যা কিছু ছিল তা ঐ প্রাথমিক অবস্থাতেই। আপনার ছোট বোন হতে পেরেছি—এরচেয়ে বড় পাওনা আর আমার কি আছে ?

ঃ মালতী।

ঃ আজ যাকে পেতে চাচ্ছি, তাকে পেলেও আমি এ একই রকম ধন্য হবো দাদা। আমার সব লোকসান পুষিয়ে যাবে। মোটেই আফসোসের কিছু থাকবে না।

আবার মনোযোগী হলো আনোয়ার। বললো—তাই নাকি ?

ঃ হ্যাঁ দাদা। এখন দরকার শুধু আপনার সাহায্য। আপনার সহায়তাটা পেলেই আমার সব আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে ষোলকলায়।

ঃ বলো কি !

মালতী মিত্র আবদার তুলে বললো—এখানে আপনি 'না' করলে, মানবো না দাদা। বুঝবো, নামেই আপনার বোন আমি। আমার প্রতি কোনো দরদই নেই আপনার।

আনোয়ার হোসেন হাসিমুখে বললো—আচ্ছা-আচ্ছা, আমার সাধ্যমতো করার চেষ্টা করবো আমি। এখন বলোতো, সে লোকটি কে ? বাড়ী কোথায় তার ?

ঃ বাড়ী আমাদের পাড়াতেই। ভেতরের দিকে কয়েকটা বাড়ী পরেই।

ঃ তোমাদের পাড়াতেই ? নাম ?

ঃ প্রভাকর। প্রভাকর মিত্র।

ঃ সে তোমাকে বিয়ে করতে রাজী ?

ঃ জি। মনে মনে এমন একটা আগ্রহ তার ছিলই। নানা কারণে এতদিন গুরুত্ব পায়নি সেটা। এখন ঐ চাকুরীটা পেয়ে গেলে আর কোনো বাধা বিঘ্ন থাকে না।

ঃ বলো কি ! মনে মনে এ আগ্রহ ছিলই তার ?

ঃ থাকবে না কেন ? ছোটকালে এক সাথেই যে মানুষ হয়েছি আমরা ? এক সাথে উঠেছি, বসেছি, খেলাধূলা করেছি। একটা টানতো পয়দা হওয়াই স্বাভাবিক।

ঃ তাহলে সে টান আবার ঢিলে হয়ে গেল কি করে ?

ঃ বড় হয়ে আর কোনো দেখা শোনাও নেই, সম্পর্কও নেই। সে তার মামার বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া করেছে আর ওখানেই একটা চাকুরী নিয়ে ছিল, মাস অন্তর টাকা পাঠাতো বাড়ীতে। সে চাকুরী তার আর নেই। এখন তাই ফিরে এসেছে বাড়ীতে আর বাড়ীতেই থাকছে।

ঃ এখন আবার দেখা সাক্ষাত হয় তোমাদের ?

লজ্জা জড়িত কণ্ঠে মালতী মিত্র বললো—হুঁউ, হয়ই তো।

ঃ কথাবার্তা ?

ঃ তাও হয়।

ঃ তার সেই আগের আগ্রহ তাহলে ফিরে এসেছে আবার, নাকি বলো ?

www.pathagar.com

মালতী মিত্র ঈষৎ হেসে বললো—নইলে কি আর অমনি অমনি বলছি?

ঃ তাহলে আর বাধাটা কি? তার পিতামাতা নারাজ?

ঃ পিতা নেই। বৃদ্ধা মা ছাড়া সংসারে আর তাদের কেউ নেই। তার মাও রাজী। আমাকে তাঁর খুবই পসন্দ।

ঃ তবে আর ঠেকা কোথায়?

ঃ ঠেকা তো আছেই। সংসারটা সচ্ছল নয়। বেকার মানুষ বিয়ে করে বউকে খাওয়াবে কি? কাজ একটা পাইয়ে দিলেই আর বাধা কিছু থাকে না। ধরুন, ঐটেই যৌতুক।

ঃ আচ্ছা।

ঃ এছাড়া, কাজটা এখানেই চাই। তার মায়ের শরীর খুব খারাপ। এখন তখন অবস্থা। মায়ের অভাবে আজীবন তাকে বাড়ীতেই থাকতে হবে ঘর সংসার সামলানোর জন্যে। এ কারণেই ঐ শিক্ষকতার পদটা তার জন্যে এতবেশী লোভনীয়।

ঃ হুঁউ! এবার বুঝলাম।

ঃ শুধু বুঝলেই হবে না দাদা। আমার অনুরোধটা রাখছেন কিনা, তাই বলুন।

ঃ জরুর-জরুর। রাখার মতো হলে অবশ্যই রাখবো।

ঃ দাদা!

ঃ তোমার সেই-কি যেন নাম? ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, প্রভাকর-প্রভাকর। তোমার সেই প্রভাকর বাবুকে একটু নেড়েচেড়ে দেখি। প্রতিভার প্রভাটা তার গ্রহণযোগ্য হলে, অবশ্যই তার কথা হেড মাষ্টার বাবুকে বলবো।

ঃ তাকে কি তাহলে ডেকে দেবো দাদা?

ঃ এখনই? ওরে না-না। এত অধৈর্য হলে চলবে কেন? বেলা শেষ হয়ে এসেছে। আমাকে এখন ও বাড়ীতে পড়াতে যেতে হবে। দেখলেই তো কেমন রেগে বেগে চলে গেল। পড়াতে যেতে দেরী হলে আবার যে কি কাণ্ড করে বসবে, কে জানে?

আনোয়ার হোসেন হাসতে লাগলো। মালতী মিত্র প্রশ্ন করলো—কে, নূরমহল?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, নূরমহল নাম্নী ঐ পায়াভারী মেয়েটা।

ঃ তাহলে?

ঃ আবার যখন সুযোগ হবে আসবো, তখন প্রভাকর বাবুকে ডেকে দিও। ধীরে সুস্থে আলাপ করবো তাঁর সাথে।

এরপর আনোয়ার হোসেন পর পর কয়েকবার মালতীদের বাড়ীতে আবার এলো আর কয়েকবারই কথা বললো প্রভাকর মিত্রের সাথে। কথা বলে তাজ্জব হলো আনোয়ার হোসেন। তামা নয়, বিলকুল ইস্পাতের টুকরো। দারিদ্র্যই পঙ্গু করে রেখেছে এ প্রভাকর মিত্রকে। সচ্ছলভাবে পড়াশুনা করতে পারলে সাফল্যের শীর্ষে উঠে যেতো সে। আনোয়ারদের মতো এদের তো বড়পদে যেতে কোনো বাধা নেই। রীতিমতো শীর্ষস্থানে বিরাজ করতো সে আজ। আনোয়ার ফের ভাবলো, মালতী মিত্রের দিক দিয়ে এ বরং বিপরীতে হিতই হয়েছে। তেমনটি হলে তো মালতী আজ আর তার নাগাল ধরতেই পারতো না।

www.pathagar.com

কয়েকদিন পরে প্রভাকর প্রসঙ্গে হেড মাষ্টারের সাথে কথা বললো আনোয়ার হোসেন। হেড মাষ্টার মহাশয় বললেন—হ্যাঁ, কিছুদিন দেরীতে হলেও লোক যখন নিতেই হবে একজন, এখনই তা বেছে রাখা ভাল।

আনোয়ার হোসেন বললো—জি স্যার, সেই কথাই বলছি। বেছে রাখতে গেলে এ লোকটাকে একটু দেখতে পারেন।

হেড মাষ্টার মহাশয় হেসে বললেন—আরে, তা আর দেখবো কি ? তোমার চেয়ে আমি কি কিছু খুব একটা বড় জহুরী ? নিজে তুমি রিকোমেণ্ড করলে, বাছাবাছির প্রয়োজনটা কোথায় ?

ঃ স্যার !

ঃ তোমাকে আমি চিনি। নিশ্চিতভাবে না জেনে কোনো কারো জন্যেই যে রিকোমেণ্ড তুমি করবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে। তাকে দরখাস্ত করতে বলো। সিলেক্ট করে রাখবো। জয়েন করতে হবে তাকে সামনের এ নতুন সেশনে।

ঃ তবু স্যার আপনি একটু বাজিয়ে দেখবেন। বুঝতে আমার তো ভুলও হতে পারে !

হেড মাষ্টার সাহেব ফের হেসে বললেন—এতবড় ভুল তোমার কখনো হবে না, তা জানি। তবু যখন বলছো, পাঠিয়ে দিও দরখাস্ত সহ।

দরখাস্ত নিয়ে প্রভাকর মিত্র হাজির হলো। হেড মাষ্টার সাহেব তাকে যথাযথই বাজিয়ে দেখলেন। এরপরে প্রভাকরকে বললেন—দরখাস্ত রেখে যাও। ফলাফল আনোয়ার হোসেনের মুখ থেকেই জানতে পারবে।

সেই থেকে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে প্রভাকর মিত্র। উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে মালতী আর তার মা। মালতীর মা পর্যন্ত এ ঘটনা গড়িয়েছে। এর বাইরে যায়নি। প্রভাকরের চাকুরীর ব্যাপারটা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি মুখ খুলতে পারছেন না। আনোয়ার হোসেন আর না আসায় ফলাফলটা জানতেও পারছেন না। আশা নিরাশার মাঝে দোল্ খাচ্ছেন কেবলই। আনোয়ারের অনুপস্থিতি ভাবিয়ে তুলেছে সবাইকে। এ কারণেই ভোট কেন্দ্রে মালতী মিত্র আনোয়ারকে জোর দিয়ে বললো তাদের বাড়ীতে যাওয়ার জন্যে।

যাওয়ার প্রয়োজনটা আনোয়ারও যথাযথই উপলব্ধি করলো। উপলব্ধি করলো, এর আগেই সেখানে যাওয়াটা তার উচিত ছিল। অবশ্য হেড মাষ্টার সাহেব ব্যস্ত থাকায় তাঁর সাথে কথা বলতেও দেরী হয়েছে আনোয়ারের। মাত্র কয়েকদিন আগে কথাবার্তা হলো। হেড মাষ্টার মহাশয়ের অবসর মতো এসে এ প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন—আনোয়ার, তোমার প্রতি আমার যে এত বিশ্বাস, সে কি অম্‌নি অম্‌নি ? এ কারণেই। যে মুহূর্তে নিজে তুমি তার কথা বলেছো, তখনই আমি বুঝেছি—এ ক্যান্ডিডেট উপযুক্ত না হয়েই যায় না। আমার আর দেখার কিছু নেই। তবু তুমি বললে বলেই আমিও একটু দেখলাম।

আনোয়ার হোসেন স্মিতহাস্যে বললো—কেমন বুঝলেন স্যার ?

ঃ অপূর্ব ! হি ইজ এ জুয়েল, অল্‌মোষ্ট এ জুয়েল।

www.pathagar.com

ঃ স্যার।

ঃ তোমার মতো এত নিখুঁত না হলেও, সেও একটা ছোটখাটো রত্ন। এমন একজন লোকই মনে মনে তালাশ করছিলাম আমি। আমাদের সব সার্টিফিকেট সর্বস্ব গ্র্যাজুয়েটদের দ্বারা গতানুগতিকের বেশী কিছু হবে না। ছাত্রদের পড়াশুনা আর রেজাল্ট মনোগ্রাহী করে তোলার জন্যে তোমাদের মতো এ রকম কিছু সার্টিফিকেটের দৌরাত্মহীন পণ্ডিত মানুষ দরকার আমার।

ঃ স্যার।

ঃ ছেলেটিকে আমার পসন্দ হয়েছে খুব। ইচ্ছে হয়, এখনই তাকে যোগদান করতে বলি। কিন্তু কমিটির অনুমোদন আছে আগামী সেশনের জন্যে। এখন তাকে নিয়োগ করলে নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়। কি করবো তাই কেবল ভাবছি।

ঃ না-না, নিয়মের ব্যতিক্রম করবেন কেন স্যার ? আগামী সেশন তো দূরে নয়। আপনি যদি দয়া করে ওকে সিলেক্ট্ করে রাখেন, তাহলে ও সানন্দে অপেক্ষা করে থাকবে।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেই ভাল। তার দরখাস্ত আমি মঞ্জুর করে রেখেছি। তাকে বলো, যথাসময়ে নিয়োগপত্র তার হাতে গিয়ে পৌঁছবে। এর কিছুমাত্র নড়চড় হবে না। এ সময়টা অপেক্ষা করে থাকুক।

হেড মাস্টারের সাথে আনোয়ারের এ কথাবার্তা হয়েছে দিন তিনেক আগে। এর মধ্যে আনোয়ার হোসেন মালতীদের বাড়ীতে যাওয়ার সময় করতে পারেনি। এ ভোট কেন্দ্রে এসে মালতীর আহ্বানে আনোয়ার হোসেন সজাগ হয়ে উঠলো। পরের দিনই সে মালতীদের বাড়ীতে এসে হাজির হলো এবং সবকিছু সবিস্তারে বর্ণনা করে সবাইকে খুশী ও নিশ্চিন্ত করে রেখে এলো।

কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচনের বিস্তারিত ফলাফল পাওয়া গেল। মুসলিম লীগ ও মুসলমানদের জন্যে ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক হয়েছে। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা শক্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং স্বতন্ত্র আবাস ভূমি দাবীর প্রতি মুসলমানদের দৃঢ় সমর্থন প্রমাণিত হয়েছে। সর্ব ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের মুসলমানদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। বাংলাদেশের মুসলমানগণ নির্বাচনে অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের অপেক্ষা বেশী মুসলিম লীগের শক্তির পরিচয় দিয়েছে। তারা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের শক্তির প্রধান উৎস আর ভারতীয় মুসলমানদের মুক্তি আন্দোলনের দুর্ভেদ্য দুর্গ। মুসলিম লীগ প্রায় একচেটিয়াভাবে মুসলমান আসনগুলো দখল করেছে এবং ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করেছে। কংগ্রেসের সে দাবী দুর্বল আর মিথ্যা হয়ে গেছে। এর ফলে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলীর শ্রমিক সরকার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দাবীর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করার পথ ও প্রয়াস ফিরে পেয়েছে। নির্বাচনের ফলাফলে মুসলমানেরা খুশী।

www.pathagar.com

এসব খবর সংগ্রহ করা নিয়েই আনোয়ার হোসেন গত দু'দিন ব্যস্ত ছিল। পর পর দু'দিন মিঃ এ. আর. খান মজলিসের বাসায় প্রাইভেট পড়াতে যায়নি। প্রাইভেট পড়াতে যাওয়ার আগের মতো সেই বাধ্যবাধকতাও আর নেই। এ কাজ ছেড়েই দিতে চেয়েছিল সে। কিন্তু ছেড়ে দিতে চেয়েও ছেড়ে দিতে পারেনি। ছেড়ে দিতে পারেনি একমাত্র মিঃ এ. আর. খান মজলিসের জন্যেই।

মালতীদের বাড়ী থেকে সেইযে ক্রোধভরে চলে এলো নূরমহল, সেই থেকেই নূরমহলের উপেক্ষা আর অবহেলা আনোয়ারের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠে। সেই থেকেই নূরমহল আনোয়ারের পড়ানোর সময় ড্রয়ীং রুমে সে আর আসেই না, সামনে পড়লেও কথা না বলে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। ভাবখানা, আনোয়ারকে সে যেন চিনেও না আর গণ্যের মধ্যে আনার লোকও সে নয়।

প্রথম প্রথম কয়েকদিন এ অবস্থা দেখার পর আনোয়ার হোসেন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। স্থির করলো, আর নয়। এ পাট এখনই চুকিয়ে ফেলা প্রয়োজন। দু'টো বাড়তি উপায়ের ধাঁধায়, এতবড় অপমান হজম করা অসম্ভব। তাই শেষে একদিন হারুনকে বললো—হারুন, তোমার আব্বাকে অন্য শিক্ষক দেখতে বলো। আগামীকাল থেকে আর তোমাকে পড়াতে আমি আসবো না।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে হারুনর রশিদ বললো—কেন স্যার ?

আনোয়ার হোসেন বললো—অনেক দিনই তো পড়ালাম, আর কত ?

ঃ সেকি স্যার ! সামনে আমার এ্যানুয়্যাল পরীক্ষা। এ সময় আপনি চলে গেলে আমার দশা কি হবে স্যার ?

ঃ কিছুই হবে না। অন্য স্যার এলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঃ না স্যার–না স্যার। আপনি ছাড়া আমি আর কারো কাছে পড়বো না। আপনি যাবেন কেন স্যার ?

ঃ যেতেই হবে হারুন। বাইরে আমার অনেক কাজ। দৈনিক আর এখানে আসা সম্ভব নয়।

ঃ দৈনিক না আসেন, মাঝে মাঝে আসবেন স্যার। আপনি না থাকলে আমি আর ফার্ষ্ট হতে পারবো না। আপনার মতো এমন করে কেউ পড়াতে পারবে না।

ঃ হারুন !

ঃ আগেও তো অনেক স্যারের কাছেই পড়েছি স্যার। কিন্তু কিছু আমার হয়নি, কিছুই বুঝিনি। আপনাকে ছাড়বো না স্যার, কিছুতেই না।

ঃ ছেলে মানুষী করো না হারুন। চিরকাল কেউ কাউকে পড়ায় না। যদি একান্তই নাছোড়, ছুটির পর মাঝে মাঝে স্কুলেই তোমাকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেবো। এভাবে প্রাইভেট পড়ানো আর সম্ভব হবে না।

হারুনর রশিদ অসহায় কণ্ঠে বললো—স্যার !

আনোয়ার হোসেন বললো—তোমার আব্বাকে খবরটা জানাও। অবাধ্য হয়ো না। যা সম্ভব নয় তা নিয়ে টানাটানি করে লাভ নেই।

হারুনর রশিদ থেমে গেল। নিঃশ্বাস ফেলে বললো—তাহলে আপনি একটু বসুন স্যার। আব্বা বাড়ীতেই আছেন, আব্বাকে ডেকে আনি। যা বলার আপনিই তাঁকে বলুন।

www.pathagar.com

হারুনর রশিদ দৌড়ের উপর অন্দর মহলে গেল। বসে রইলো আনোয়ার। একটু পরে দৌড়ের উপরই চলে এলেন মিঃ এ. আর খান মজলিস। ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—সেকি-সেকি! একি কথা শুনছি? তুমি নাকি আর হারুনকে পড়াতে চাও না?

আনোয়ার হোসেন নতমস্তকে বললো—জি স্যার। আমার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না।

ঃ সম্ভব হচ্ছে না! কেন বলো তো?

ঃ বাইরে আমি বেশ একটু ঝামেলায় আছি। এ ঝামেলা শেষ হতে সময় লাগবে। তাই—

ঃ সময় লাগবে কি রকম? কতদিন সময় লাগবে?

ঃ তা স্যার ছয় মাস বা এক বছরও লাগতে পারে।

ঃ কি সে ঝামেলা তোমার বলোতো শুনি, যার জন্যে এ বাড়ীর সাথে সম্পর্ক ছেড়ে দিতে চাও?

আনোয়ার হোসেন আমতা আমতা করে বললো—মানে নানা রকম ঝামেলা। এছাড়া, একটু লেখালেখির কাজে হাত দিতে চাই।

ঃ লেখালেখি!

ঃ জি স্যার। আগে থেকেই একটু একটু সে অভ্যাস আমার আছে। এক্ষণে পত্র পত্রিকার অফিস থেকেও চাপ আসছে খুব।

ঃ এর জন্যেই পড়াতে আসার সময় হবে না তোমার?

ঃ জি-জি।

ঃ বেশ তো, রেগুলার না পারো, মাঝে মাঝে আসবে?

ফের মাথা নীচু করে আনোয়ার হোসেন বললো—না স্যার, আসা আর মোটেই সম্ভবপর হবে না।

খান মজলিস সাহেব কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। পরে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—আনোয়ার হোসেন, কেন যে সম্ভবপর হবে না, তা আমি বুঝি। এটা আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাই বলে তো এতটা হতে পারে না কিছুতেই।

অলক্ষ্যে চমকে উঠে আনোয়ার হোসেন বললো—জি?

খান মজলিস সাহেব ম্লান কণ্ঠে বললেন—নূরমহলের পাগ্‌লামীতে নিজে আমি তুষ্ট নই। তুমিও যে তুষ্ট থাকতে পারো না, সেটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ একটা অস্থির মেয়ের দিকটাই কেবল দেখলে, আমার দিকটা দেখলে না?

ঃ স্যার!

ঃ আমি যে তোমাকে পুত্রের মতো গণ্য করি আনোয়ার। ঐ একটা খেয়ালী মেয়ের কারণে আমাকেও একেবারেই ত্যাগ করবে তুমি? করতে তা পারবে?

বিচলিত হয়ে উঠে আনোয়ার হোসেন বললো—না-না, ত্যাগ করবো কেন স্যার?

ঃ পড়াতে আর না আসার অর্থ তাই-ই নয়?

ঃ স্যার!

ঃ যেদিন তুমি প্রথম এ বাড়ীতে এলে, সেদিনই নিজের অজান্তেই আমি আমার মরহুম পুত্র পিয়ার আলীর স্থানে বসিয়েছি তোমাকে। এরপর থেকে দিনে দিনে

www.pathagar.com

তোমাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছি। একটা দুর্ভাগ্য এসে উঁকি দেয়ার সাথে সাথে সব তুমি চুরমার করে দিতে চাও ?

আনোয়ার হোসেন কম্পিত কণ্ঠে বললো—না-না, তা নয়। কিন্তু—

খান মজলিস সাহেব সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—ওয়েট এ্যাণ্ড সি মাই বয়। নূরমহলের একটা মস্তবড় বিভ্রান্তি ঘটেছে। কি সব ফালতু চিন্তা করে নিজের আগুনে নিজেই জ্বলে পুড়ে মরছে। এ বিভ্রান্তি কেটে তার যাবেই। যে অবস্থার সম্মুখীন সে হতে যাচ্ছে, তাতে কেটে যেতে বাধ্য। সে সময়টা দেবে তো ?

আনোয়ার হোসেন বাধা দিয়ে বললো—না স্যার, না। তাঁকে এর মধ্যে টানবেন না। ও নিয়ে আমার ভারী-পাত্‌লা হওয়ার কিছু নেই।

ঃ এক্‌জ্যাক্টলী। নূরমহল যদি তার নিজের খেয়ালে তার নিজের পথে চলে, চলুক। আমার তোমার সম্পর্ক তা নিয়ে বিপন্ন হবে কেন ? আমার প্রতি সে কারণে অবিচার করবে কেন ?

ঃ না-না, তা আমি কখনো করবো না স্যার। করতে আমি পারিনে। আমার চরম দুর্দিনে রাস্তা থেকে তুলে এনে আপনি আমাকে ভদ্র পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আপনার এ উপকার—

ঃ সেরেফ ঐ উপকারটুকুই দেখলে আনোয়ার ? আমার স্নেহ মমতার দিকটা—

ঃ আমাকে শরমিন্দা করবেন না স্যার। আপনার স্নেহ মমতা কোনোদিনই ভোলার মতো নয়, ভুলবোও না কখনও।

ঃ তাই যদি হয়, তাহলে তুমিই এখন ঠিক করো কি তুমি করবে।

ঃ স্যার।

ঃ হারুনকে তুমি পড়াও, এটাও আমার একটা আকাঙ্ক্ষা বটে। কিন্তু বড় আকাঙ্ক্ষা—হারুনকে না পড়ালেও, সময় পেলেই তুমি এখানে আসবে, আমার খোঁজ খবর নেবে আর দেখা-সাক্ষাত করবে। অন্ততঃ আমার এ আকাঙ্ক্ষাটুকু মিস্‌মার করে দিও না।

ভারাক্রান্ত মনে উঠে দাঁড়ালেন খান মজলিস সাহেব। আনোয়ার হোসেন ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—পড়াবো স্যার, হারুনকেও পড়াবো। পারতপক্ষে এ ব্যাপারেও না করবো না কখনো আর।

সেই থেকে হারুনকে এখনও পড়াতে আসে আনোয়ার। মাঝে মধ্যে দু' একদিন বাদ পড়ে গেলেও, আসা তার বন্ধ হয়ে যায়নি। যথাসময়ে যথানিয়মে প্রতিদিনই চলে আসে পড়াতে।

আজও তাই এলো। খানিকক্ষণ পড়াতেই সাদা পোশাকের উপর কালো গাউন পরে সস্তা ফ্রেমের রঙিন চশমা আঁটা এক কালো লোক ভারিক্কী চালে ড্রয়ীং রুমে প্রবেশ করলো। অতপর আনোয়ারের দিকে চেয়ে তাচ্ছিল্যের সাথে বললো—এই যে, আপনিই হারুনের সেই মাষ্টার ? কেলাশ এইট পড়া পণ্ডিত ?

আনোয়ার হোসেন থতমত করে বললো—জি-জি। তা আপনি ?

www.pathagar.com

আগন্তুক ষ্টাইল করে টেনেটেনে বললো—মিঃ টেরিকালী, বি.-এ.-বি.-এল্.।

আনোয়ার হোসেন বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো—কি বললেন ? মিঃ টেরিকালী না কি যেন ?

ঃ ইয়েস। আমার নাম মিষ্টার টেরিকালী, প্লীডার অফ দা জ্বা-জ কোর্‌ট্।

ঃ তাজ্জব। এ কেমন নাম ?

ঃ হোয়াট ?

ঃ মানে, শ্যামাকালী, ভদ্র কালী, জয়কালী, রক্ষেকালী—এ রকম অনেক কালীর কথা শুনেছি। টেরিকালী বলে কোনো কালী আছে, তাতো কখনো শুনিনি।

মিঃ টেরিকালী কট্‌মট্ করে তাকাতেই হারুনর রশিদ ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—টেরিকালী নয় স্যার, উনার নাম তরিক আলী। আমাদের মেহ্‌মান।

লোকটার কথা শুনেই আনোয়ার হোসেন তার ওজনটা বুঝে নিয়েছিল। এবার হা করে তার চেহারাটা দেখতে লাগলো।

এ সময় সেজেগুজে নূরমহল এসে ড্রয়ীং রুমে ঢুকলো। আনোয়ারকে দেখেও না দেখার ভান করে সে তরিক আলীকে বললো—এই যে, এখানে কি করছেন ? আপনি যাবেন, না আমি চলে যাবো ?

উল্লসিত কণ্ঠে তারিক আলী বললো—ও সিওর-সিওর। আলবত্ যাবো। আপনাকে স্বর্ণকারের দোকানে পৌছে দিয়ে তবেই আমি আমাদের কোর্টের ক্লাবে যাবো। ইট ইজ মাই পিজ্যান্ ডিউটি।

ঃ তাহলে আর এখানে এসেছেন কেন ?

ঃ এসেছি দেখতে। আপনাদের এ সুন্দর চিড়িয়াটা দেখার বড় সখ ছিল আমার, তাই দেখতে এলাম।

ঃ দেখা এখনও হয়নি ?

ঃ হয়েছে-হয়েছে। তা এ একটা এইট পাশ চিড়িয়া দিয়ে হারুনের লাইফটা ইস্পয়েল করছেন কেন ? একে বিদায় করে দিন। এখন থেকে হারুনকে আমি টিচ্ করবো। টিচারীতেও আমার খুব সুনাম আছে। একজন তরতাজা গ্রাজুয়েট ছাড়া চলে? শিগ্গির শিগ্গির বিদায় করুন একে।

ঃ তা আমি করবো কি করে ? বিদায় করার মালিক কি আমি ?

ঃ তাহলে ? আমি পড়াবো কেমন করে ?

ঃ পড়াতে চান, সারাদিন পড়ে আছে, অন্য সময় পড়াবেন।

ঃ রাইট-রাইট। তাহলে তাই করবো। আমি পড়াতে শুরু করলে হারুনের ফিচার, মানে ভবিষ্যত—

ঃ ভবিষ্যত রাখুন তো। আমার অসময় হয়ে যাচ্ছে। আপনি যাবেন কিনা, তাই বলুন ?

ঃ ও ইয়েস। চলুন মাই ডার্লিং, চলুন—

দুই হাত প্রসারিত করে নূরমহলকে ছুঁই-ছুঁই অবস্থায় উল্লাস ভরে বেরিয়ে গেল তরিক আলী। আনোয়ার হোসেন লক্ষ্য করলো, নূরমহলের মুখমণ্ডলে এতে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়াই প্রতিফলিত হলো না।

www.pathagar.com

তারা বেরিয়ে গেলে হারুনর রশিদ আনোয়ারকে বিষণ্ন কণ্ঠে বললো—উনি আমার দুলাহ্ ভাই হবেন স্যার।

আনোয়ার হোসেন সবিস্ময়ে বললো—দুলাহ্ ভাই! দুলাহ্ ভাই কি রকম?

ঃ আপার যে শাদি হবে ওঁর সাথে।

ঃ আপার মানে? নূরমহলের? নূরমহলের শাদি হবে ঐ তরিক আলীর সাথে?

ঃ জি স্যার।

ঃ তুমি তা কি করে জানলে?

ঃ জানবো না কেন? এ আলোচনা আমাদের বাড়ীতে যে প্রায়ই এখন হয়।

ঃ তোমার নূরমহল আপা তা জানে?

ঃ খুব জানে। তার সামনেই তো অনেক সময় হয়।

ঃ তোমার আপা এতে আপত্তি করে না?

ঃ কই, কিছু বলতে তো শুনিনি। আপা তো চুপ করেই থাকে। আপত্তি থাকলে কি কেউ চুপ করে থাকে, বলুন?

ঃ তা বটে!

ঃ কিন্তু স্যার, আমার বড়ই আপত্তি। এ একটা বিদঘুটে লোক আমার দুলাহ্ ভাই হবে, এটা ভাবতেও খারাপ লাগছে আমার।

ঃ হারুন!

ঃ আপাটাও যেন কি! সবকিছুতেই এত তর্ক করে সবসময়, আর এখানে একদম চুপ।

ঃ তাই?

ঃ ঐ একটা না-পসন্দ মানুষকে বর বলে মেনে নিচ্ছে কোন আক্কেলে, এটা বুঝিনে।

আনোয়ার হোসেনের বুঝতে কিছু অসুবিধে হলো না। আনোয়ার হোসেন বুঝতে পারলো, ঐ না-পসন্দ মানুষের কাছে নিজেকে এভাবে কুরবান করে দিয়ে আনোয়ারকে জব্দ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নূরমহল। তার আচরণে আর অভিব্যক্তিতে এ ইংগিতই পাওয়া যাচ্ছে। আগের চেয়ে বেশ খানিকটা বেয়াড়া হয়ে উঠেছে সে। আব্রু আবরণ অনেকখানি ঢিলে হয়ে গেছে। আনোয়ারকে দেখানোর জন্যেই এমনটি যেন সে আরো জোর করে করছে। শুধু অবহেলা করার জন্যেই নয়, রাগ দেখানোর জন্যেও নূরমহল এখন অনেকটা সেধেই আনোয়ারের মুখোমুখি হয় আর অত্যন্ত ক্রোধভরে পাশকেটে চলে যায়। কিছু বলতে গেলে তার নীরব মুখমণ্ডলে আগুন জ্বলে উঠে।

অথচ এ ক্রোধ তার সবই অর্থহীন। আনোয়ারের দোষ এখানে কোথায়? মালতীর প্রসঙ্গই নূরমহলের এ ক্রোধের কারণ, আনোয়ারের কাছে এখন তা পরিষ্কার। কিন্তু তাতেই বা হয়েছে কি? মালতীদের বাড়ীতে আনোয়ারের যাওয়া আসা, মালতীর সাথে উঠাবসা তার কিছুটা না-পসন্দ হতে পারে। তাই বলে এতে এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠার আর কি আছে? মানুষ মানুষের সাথে উঠা বসা করবে না? প্রয়োজনে বা কারণে সে অন্য কোনো মেয়েছেলের সংস্পর্শে আসবে না? আর এলেই তাকে শাদি করার প্রশ্ন জাগবে কেন? নূরমহলের মনে যদি সেই প্রশ্নই জেগে থাকে আর

www.pathagar.com

নিসন্দেহে তাই তার জেগেছে, তাহলে জাগুক। এতটুকু বিশ্বাস আর সহ্য জ্ঞান নেই যার, তাকে নিয়ে খোয়াব দেখার আর তাকেই জীবনের সাথে জড়ানোর কোনো আগ্রহ আনোয়ারের নেই। কারো কোনো খেয়াল খুশীর দাস হয়ে থাকতে চায় না আনোয়ার।

রাগ হয় আনোয়ারেরও। কিন্তু এতেই সব চুকেবুকে যায় না। তবু তার কথা আনোয়ার হোসেন এখন অহরহঃই ভাবে। ভাবে আর দুঃখ পায়। বেদনাবোধ করে। ভাবে, এ ফালতু কারণে শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতির পথটাই বেছে নিলো নূরমহল? একবারও স্থির চিত্তে ভাবলো না? সঠিক ঘটনাটা বুঝার চেষ্টা করলো না? বুঝানোর মওকাটাও দিলো না সে কাউকেই? মুহূর্তেই ভুলে গেল সুদীর্ঘ অতীত? আজীবন তো জ্বলে পুড়ে মরবে সে? আহা বেচারী!

১৪

সেদিনও খবরের কাগজ হাতে উল্লাসভরে ঘরে ঢুকলো জালালউদ্দীন। রাত তখন আটটার উপরে। হারুনকে পড়িয়ে এসে আনোয়ার হোসেন একাকী ঘরের মধ্যে শুয়েছিল। নূরমহলের কথাসহ এলোমেলো নানা কথা ভাবছিল। এ সময় জালালউদ্দীন ঘরে ঢুকে কলকণ্ঠে বলে উঠলো—এইযে ইয়ার, বলিনি, নির্বাচনে মুসলিম লীগের এ বিজয় বিফলে যাবে না? এই দেখো তার প্রমাণ।

জালালউদ্দীন প্রায় নাচানাচি শুরু করলো। আনোয়ার হোসেন উঠে বসে বললো —প্রমাণ মানে? কি হয়েছে?

আনোয়ার হোসেনের পাশে বসে কাগজ মেলে ধরতে ধরতে জালালউদ্দীন বললো—টনক নড়েছে। এটলীর শ্রমিক সরকারের চোখের ঠুলি খসে পড়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে, মুসলিম লীগকে উপেক্ষা করার আর কোনো ফাঁক নেই। সম্ভবও আর নয়।

ঃ দোস্ত!

ঃ মুসলিম লীগকে উপেক্ষা করে একমাত্র কংগ্রেসের কথামতো চললেই ভারতের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না। শাসনতান্ত্রিক জটিলতার নিরসন করতে হলে দুই দলকে একই সাথে গুরুত্ব দিতে হবে। হুঁ-হুঁ বাবা! এরই নাম জনতার রায়।

ঃ তাতো বুঝলাম। কি করেছে বা করছে তারা, তাই বলো না?

ঃ এ কাগজেই আছে তা পড়লেই সব জানতে পারবে।

ঃ আরে দুত্তোর! পড়ে তো দেখবোই। আগে মুখে বলো না, শুনি?

আবেগ কিছু খাটো করে জালালউদ্দীন বললো—প্রধানমন্ত্রী এটলী নতুন করে আবার একটা মিশন পাঠাচ্ছেন। মন্ত্রী মিশন বা ক্যাবিনেট মিশন। ভারতবাসীদের কাছে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করার উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের একটা খসড়া সহ মন্ত্রীসভার তিনজন মন্ত্রীকে ভারতে পাঠাচ্ছেন।

ঃ তাঁরা এসে কি করবেন? মানে, তাদের আগমনের উদ্দেশ্য কি?

ঃ ভারতের সকল রাজনৈতিক নেতার সাথে শাসনতান্ত্রিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পদ্ধতি, সংবিধান সভা গঠন আর বড়লাটের শাসন

www.pathagar.com

পরিষদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য অন্তর্ভুক্তকরণ—এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ঃ আচ্ছা। তা কারা কারা আসছেন ?

ঃ ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স্, বাণিজ্য সচিব সেই স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্স্ আর বৃটিশ নৌ সচিব মিঃ এ. ভি. আলেকজাণ্ডার।

ঃ হুঁ। তা কবে নাগাদ আসবেন তাঁরা ?

ঃ এইতো সামনের এ মার্চ মাসে। ফেব্রুয়ারী তো এখন শেষ প্রায়। বেশী দেরী নেই। অচিরেই ফলকিছু পাওয়া যাচ্ছে দোস্ত্!

জালালউদ্দীনের চোখ মুখ ফের খুশীতে ভরে উঠলো। আনোয়ার হোসেন নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললো—ভাল। মন্দের ভাল। ছাই দেবে দাও, তবু দেয়ার অভ্যাস হোক।

আনোয়ার হোসেন ফের শুয়ে পড়লো। জালালউদ্দীন বিস্মিত কণ্ঠে বললো—শুয়ে পড়লে যে ?

ঃ তো কি করবো ? নাচবো ?

ঃ তার অর্থ ?

ঃ কি দেয় আগে দেখি। কংগ্রেস তো মুসলমানদের পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র দেবে না বলে পণ করে বসে আছে। কংগ্রেসকে নাখোশ করে কতখানি দিতে পারে আমাদের, তা দেখি। ভোজের ব্যাখ্যা ভোজনের পরে। আগেই কি দু' হাত তুলে নাচবো ?

জালালউদ্দীন ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললো—নাঃ ! তুমি বড় প্যাসিমিষ্ট। সবকিছুতেই তোমার হতাশা। বৃটিশ সরকার যে এ ব্যাপারে এ পদক্ষেপটা নিচ্ছে, এটা কি একটা খোশ খবর নয় ?

আনোয়ার ফের উঠে বসে বললো—অবশ্যই খোশ্ খবর। আশার সঞ্চারও হচ্ছে এতে। কিন্তু আমরা যে ঘরপোড়া গরু দোস্ত্। বারবারই তো এ রকম আশার সঞ্চার হলো। কিন্তু কংগ্রেসের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বড়লাট বা বৃটিশ দূতেরা জোর করে করতে পারলো কি ?

ঃ হবে-হবে। আমাদের কাগজের অফিসে আজ ঝড় উঠেছে এ নিয়ে। সবাই বলছে, সুফল এবার পাওয়াই যাবে একটা।

ঃ হ্যাঁ, তারা যে পেতে পারে, এটা প্রায় নিশ্চিত। আমি বলছি আমাদের কথা। আমাদের কথা কি তারা কিছু বলছে ?

ঃ বলছে। তবে আমরা যা চাই, সে কথা বলছে না। তারা বলছে তাদের মতো করে।

ঃ তবে ?

ঃ তারা না বলুক, আমি বুঝতে পারছি দোস্ত্, আমাদের জন্যেও ভাল ফল এবার আসবেই কিছু ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

ঃ আসুক, এ কামনাই করি। তবে, আমার নাচানাচি আগে নয়—

—বলেই কাগজখানা টেনে নিয়ে কাগজ পাঠে মন দিলো আনোয়ার।

দিন যাচ্ছে, দিন আসছে। যন্ত্র চালিতের মতো আনোয়ার হোসেন তার দৈনন্দিন কর্মসূচী পালন করে যাচ্ছে। কোনো উৎসাহ উদ্দীপনা মনে তার আর নেই। স্থবিরতা এসে জেঁকে বসেছে দীলে তার। ব্যক্তিগত জীবন তার পর্যুদস্ত। চাওয়া পাওয়ার সুখ পাখীটি পাখা মেলে উড়াল দেয়ার পথে। জলাশয়ের আশায় দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসে নিছক এক মরীচিকার সম্মুখীন সে এখন। তার গোষ্ঠী বা জাতীয় জীনবটাও আশা নিরাশার নাগর দোলায় দোল্ খাচ্ছে অহর্নিশা হবে হচ্ছে করেও কিছুই শেষে হচ্ছে না। সবকিছুই দীর্ঘ সূত্রিতার আগড়ে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। অমানিশার অন্ধকার ভেদ করে সুবেহ্ সাদিকের আলোটা কিছুতেই যেন বেরিয়ে আসতে পারছে না।

মন তার ভাল নেই। শরীরটাও আজ খারাপ। ম্যাজম্যাজ করছে সকাল থেকে। ছুটির পর হারুনকে স্কুলেই কিছুক্ষণ পড়িয়ে আনোয়ার হোসেন আজ সকাল সকাল মেসে ফিরে এলো। আলস্যে অবহেলায় পোশাক পরিচ্ছদ না খুলেই টান হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। ক্ষণকাল গেল। এরপরেই জানান দিয়ে ঘরে ঢুকলেন কামরুজ্জামান সাহেব। আনোয়ার হোসেনের সেই বাল্য শিক্ষক কামরুজ্জামান।

মুহূর্তেই তামাম জড়তা কেটে গেল আনোয়ারের। অবসন্ন মনটা ভরে উঠলো প্রফুল্লতায়। পরম আনন্দে লাফিয়ে উঠে সালাম জানালো আনোয়ার। ক্ষিপ্রহস্তে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিতে দিতে উচ্ছ্বাসের সাথে বলতে লাগলো—একি, স্যার যে! কি আমার খোশ নসীব, স্যার এসেছেন আমার ঘরে। ভাল আছেন স্যার?

সালামের জবাব দিয়ে কামরুজ্জামান সাহেব আসন গ্রহণ করলেন। এরপরে বললেন—হ্যাঁ, আল্লাহর রহমে শরীরস্বাস্থ্য ভালই আছে আমার। কিন্তু তোমার খবর কি? অসময়ে শুয়েছিলে যে? শরীর কি খারাপ যাচ্ছে?

আনোয়ার হোসেন ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—না স্যার, না-না, ও কিছু নয়। গা'টা একটু ম্যাজ্ম্যাজ্ করছিলো তাই। তা স্যার, আপনি হঠাৎ এখানে—

কামরুজ্জামান সাহেব এবার সহাস্যে বললেন—হঠাৎ হবে কেন? আমি তো সেবার বলেইছিলাম, নিজেই আমি এক সময় তোমার এখানে আসবো? তাই এলাম।

ঃ খুব ভাল করেছেন স্যার। এ আমার পরম সৌভাগ্য।

ঃ তবে যে উদ্দেশ্যে আমি এখানে আসতে চেয়েছিলাম, সে উদ্দেশ্যটা পুরোপুরি ঠিক রাখতে পারিনি। একটু গড়বড় হয়ে গেছে।

ঃ স্যার!

ঃ আমি এখানে বাসা নিয়ে সপরিবারে চলে আসবো আর তোমাকে সে বাসায় পার করে নেবো, এ ছিল আমার ইচ্ছে। কিন্তু নানা কারণে বাসা নেয়াটা আজও হয়ে উঠেনি। তবে তোমার জন্যে একটা বিকল্প ব্যবস্থা আমি অবশ্যই করে রেখেছি।

ঃ কি রকম স্যার?

ঃ আমার ব্যবসায়ের সুবিধার্থে এখানে একটা ছোটখাটো ব্যবসা কেন্দ্র খুলেছি। অনেকগুলো কামরা আছে সেখানে। আমার কর্মচারীদের স্থান সংকুলান হওয়ার পরও

www.pathagar.com

একটা কামরা খালি পড়ে আছে। বেশ একটু ফাঁকে নিরিবিলি কামরা। বাথরুম, পানির ব্যবস্থা সব পৃথক। তুমি ইচ্ছে করলে সেখানে গিয়ে উঠতে পারো। খাওয়া দাওয়াটা অবশ্য ঐ কর্মচারীদের সাথেই করতে হবে। এতে যদি অসুবিধে বোধ না করো—

ঃ না স্যার, তাতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু এখানে তো আমি বেশ আছি স্যার। অকারণেই হঠাৎ আবার ওখানে—

ঃ না-না, এখানে তোমার অসুবিধে না থাকলে যাবে কেন? এখানে থাকাটা খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার বলেই বলছি।

ঃ ওতে কোনো অসুবিধে আর নেই স্যার। এখন যা উপায় করি তাতে ভালভাবে চলেও কিছু পয়সা বেঁচে যায়।

ঃ আনোয়ার!

ঃ মোটামুটি আরামেই আছি স্যার। আপাততঃ কোনো অবুবিধে নেই। অসুবিধে দেখা দিলে তখন না হয়—

ঃ বেশ-বেশ। এখনই যেতে হবে তা তোমাকে বলছিনে। কখনো অসুবিধে দেখা দিলে তখন যাবে।

ঃ জি স্যার-জি স্যার। তাহলে অবশ্যই যাবো।

ঃ আমি আর একটা খবর তোমার জন্যে এনেছি। মানে, তোমার একটা চাকুরীর ব্যবস্থা মোটামুটি করে ফেলেছি।

আনোয়ার হোসেন সাগ্রহে প্রশ্ন করলো—তাই নাকি স্যার? কোথায়?

ঃ এখানের এক প্রাইভেট কলেজে। ডিগ্রী কলেজ। প্রচুর ছাত্রছাত্রী। প্রিন্সিপাল সাহেবের সাথে কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে গেছে।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ! তাই স্যার?

ঃ হ্যাঁ। ঐযে সেবার বলেছিলাম, মুসলিম লীগের এক প্রভাবশালী নেতার সাথে তোমার ব্যাপারে নিয়ে আলোচনা করেছি। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তাঁর বন্ধু মানুষ। তোমার আগাগোড়া ডিগ্রীর কথাশুনে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তাজ্জব বনে গেছেন আর তোমাকে নেয়ার জন্যে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

ঃ স্যার।

ঃ সেরেফ আগ্রহই নয়, তোমাকে নেয়ার ব্যাপারে পাকাপোক্ত কথা দিয়েছেন ভদ্রলোক। ওখানকার হিষ্ট্রি ডিপার্টমেন্টের এক অধ্যাপক সরকারী কলেজে চান্স পেয়ে চলে যাচ্ছেন। তিনি চলে গেলেই ঐ পদে নেয়া হবে তোমাকে। তুমি মানসিকভাবে রেডী থেকো।

ঃ খুব আনন্দের কথা স্যার। কিন্তু তা আমি জানবো কি করে?

ঃ যথাসময়েই জানানো হবে তোমাকে। আমি লোক নিয়োগ করে রেখেছি। ঐ লোক এসে তোমাকে একবার নিয়ে যাবে প্রিন্সিপ্যালের কাছে। গিয়ে তুমি এ্যাপ্লীকেশানটা সাবমিট করে চলে আসবে। ব্যস, আর কিছুই করতে হবে না তোমাকে। যথাসময়ে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার চলে আসবে তোমার কাছে।

ঃ বলেন কি স্যার!

www.pathagar.com

ঃ একেবারেই সেটেল্ড্ ব্যাপার। এর কোনো নড়চড়ই ইনশাআল্লাহ্ হবে না। বিদায়ী অধ্যাপক তাঁর পোষ্টিং এর ব্যাপারে একটু তদবিরে আছেন, তাই যা দেরী হচ্ছে।

বিগলিত কণ্ঠে আনোয়ার হোসেন বললো—আপনার ঋণ আমি কোনোদিনই শোধ দিতে পারবো না স্যার।

ঃ পারবে-পারবে। চাকুরীটা হয়ে গেলে একদিন ভরপেট খাইয়ে দিও, তাহলেই পারবে।

কামরুজ্জমান সাহেব হাসতে লাগলেন। সচকিত হয়ে উঠে আনোয়ার হোসেন ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—এক মিনিট স্যার। আমি এখনই আসছি—

বলেই আনোয়ার হোসেন ছুটে বাইরে গেল। একটু পরে ফিরে এলেই কামরুজ্জামান সাহেব ফের হাসিমুখে বললেন—কি ব্যাপার! ঋণটা আগেই শোধ করার চেষ্টা করছো নাকি?

আনোয়ার হোসেন বিনীত কণ্ঠে বললো—না স্যার, তা নয়। এখানে চট করে পাওয়াও যায় না কিছুই। এ একটু চায়ের কথা বলে এলাম।

ঃ তারই বা কি গরজ ছিল?

ঃ গরজ তো আছেই স্যার। আমিও বাইরে থেকে এসে চা-পানি কিছু খাইনি। এর উপর আপনি এসেছেন। এর চেয়ে বড় গরজ আর কি হতে পারে? কথায় বলে, পালে কি পরবে।

আনোয়ার হোসেন নতমস্তকে হাসতে লাগলো। সেই হাসিতে যোগ দিয়ে কামরুজ্জামান সাহেবও কিছুক্ষণ হাসলেন। পরে বললেন—সেরেফ সুখবরই আনিনি আনোয়ার, একটা খারাপ খবরও এনেছি কিন্তু। দেখো, সেটা শোনার পর আবার চায়ের অর্ডার ক্যানসেল করো না যেন?

ঃ স্যার।

কামরুজ্জামান সাহেব এবার গম্ভীর হলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—একটা মস্তবড় খারাপ খবর আছে আনোয়ার। আমরা, বাঙালী মুসলমানেরা, কি না কি কারণে যেন আল্লাহ্ তায়ালার কাছে বড়ই গুনাহগার হয়ে আছি। স্বাধীনতার সুখ স্বাধীনভাবে ভোগ করার নসীব আমাদের নয়।

শংকিত হয়ে উঠে আনোয়ার হোসেন প্রশ্ন করলো—সে কি স্যার? একি বলছেন?

ঃ বলছি, স্বাধীনতা পেলেও পরাধীনতার সূক্ষ্ম একটা ফাঁস আটকেই থাকবে গলায় আমাদের। মানে, অন্যের খবরদারীর আবছা একটা ছায়া বিরাজ করবে আমাদের মাথার উপর।

ঃ তার অর্থ? ব্যাপারটা কি স্যার?

ঃ ব্যাপারটা নসীব লিখন। বলারও নয়, আবার না বললেও নয়, এ রকম ব্যাপার আর কি।

ঃ সেকি! বৃটিশ সরকার তাহলে—

ঃ না-না, বৃটিশেরা কিছু করেনি। এটা আমাদের নিজেদের ব্যাপার। মুসলিম লীগের আভ্যন্তরীণ বিষয়। টপ্ অর্ডার নেতৃত্বের ব্যাপার।

www.pathagar.com

ঃ স্যার।

ঃ এ নেতৃত্বের ব্যাপারই লাহোর প্রস্তাবটা বানচাল করে দিল। ওটা পুরোপুরি বাস্তবায়ন হওয়ার পথ আর রইলো না।

চমকে উঠলো আনোয়ার হোসেন। হতবাক হয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো।

বিষয়টা আসলেই মুসলিম লীগের নেতৃত্বের। টপ্ অর্ডার নেতৃত্বের পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাবের কারণেই লাহোর প্রস্তাবের অপমৃত্যু ঘটলো। লাহোর প্রস্তাবের মূল কথা ঃ ভারতের পূর্বাঞ্চলে ও পশ্চিমাঞ্চলে দু'টি পৃথক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এ মূল কথার মূলটাই ছিঁড়ে গেল।

মুসলিম লীগের দাবী শক্তিশালী করার জন্যে ১৯৪৫ সনের মাঝামাঝি এইচ, এস, সোহরাবর্দী জিন্নাহ সাহেবের নিকট একপত্রে তাঁকে আইন সভাগুলোর সদস্যদের নিয়ে একটি কনভেনশন, অর্থাৎ সভা বা সম্মেলন আহ্বানের পরামর্শ দেন। ১৯৪৬ সনের মার্চ মাসে ক্যাবিনেট বা মন্ত্রী মিশন ভারতে আসার উপলক্ষ্যে জিন্নাহ সাহেব এরূপ একটি কনভেনশন বা সম্মেলন ডাকার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। এ উপলব্ধি অনুযায়ী ১৯৪৬ সনের ৭ই এপ্রিল দিল্লীতে এক কনভেনশন আহ্বান করেন।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলোর প্রায় পাঁচশত সদস্য যোগ দেন এ সভায়। বৈঠকের উদ্বোধনী বক্তৃতায় জিন্নাহ সাহেব পাকিস্তান দাবীর বিবরণ দেন এবং বলেন, "আমরা সাহস ও বিশ্বাসের বলে সাফল্য অর্জন করিব বলিয়া আশা করি।" ৮ই এপ্রিল বৈঠকে একটি 'বিষয় কমিটি' গঠিত হয়। প্রত্যেক প্রদেশের শতকরা ১০জন সদস্য নিয়ে 'বিষয় কমিটি' গঠন করা হয়। সোহরাবর্দী ও আবুল হাশিম বাংলাদেশের পক্ষে বিষয় কমিটির সভ্য হন। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এতে আসামের প্রতিনিধিত্ব করেন।

কনভেনশনের আগের দিন ৬ই এপ্রিল মুসলিম লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় নবাব ইসমাঈল খানকে সভাপতি এবং এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী, আবদুল মতিন চৌধুরী, আই. আই. চুন্দ্রীগড় ও খালিকুজ্জামানকে সদস্য করে একটি সাবকমিটি গঠিত হয়। কনভেনশনে উত্থাপনের জন্যে এ 'সাবকমিটি'কে প্রস্তাব রচনার দায়িত্ব দেয়া হয়।

খালিকুজ্জামান দাবী করেন যে, তিনি প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করেন। এ খসড়াসামান্য রদবদল করে 'সাবকমিটি' ও কার্যনির্বাহক কমিটিতে পাঁচ ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনা হয়। 'বিষয় কমিটি' খসড়া প্রস্তাবের কিছুটা সংশোধন করে। ৯ই এপ্রিল সোহরাবর্দী এ প্রস্তাব কনভেনশনের বৈঠকে উত্থাপন করেন এবং খালিকুজ্জামান, ফিরোজ খান নুন ও আরো কয়েকজন তা সমর্থন করেন।

সর্বনাশটা এখানেই ঘটে। এ প্রস্তাবে বলা হয়, "উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলাদেশ ও আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান পাকিস্তান অঞ্চল নামে অভিহিত। মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ এই এলাকাগুলি লইয়া একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে এবং অবিলম্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা রূপায়িত করার জন্যে দাবী করা হইতেছে।"

www.pathagar.com

অর্থাৎ, কনভেনশনের প্রস্তাবে উত্তর-পূর্ব ও উত্তর পশ্চিম ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলো নিয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রস্তাব করা হয়। কনভেনশান সমাপ্ত হওয়ার সময় সোহরাবর্দী বলেন, "পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান এখন দেশের একমাত্র সমস্যা। ইহার সমাধান হইলে পর পাকিস্তান রাষ্ট্র ইহার অন্তর্ভুক্ত ইউনিটগুলির মর্যাদা নির্দিষ্ট করিবে। যতদূর সম্ভব, ইউনিটগুলি কার্যক্ষম হইবে।"

প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর কনভেনশনের সকল প্রতিনিধিকে একটি প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর দিতে হয়। তাঁরা অঙ্গীকার করেন যে, পাকিস্তান আদায়ের জন্যে তাঁরা যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবেন। জিন্নাহ তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমরা স্পষ্ট, দৃঢ় ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছি যে, আমরা যে কোনো বিপদের মোকাবিলা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি। আমাদের জন্যে দ্বিতীয় কোনো পথ নাই।"

লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র (Independent States) প্রতিষ্ঠার দাবী করা হয়েছিল। কিন্তু কনভেনশনের প্রস্তাবে এ প্রদেশগুলো নিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের (a sovereign independent state) দাবী করা হয়। একাধিক রাষ্ট্রের (states) স্থলে একটি রাষ্ট্রের (states) উল্লেখ করা হয়।

এ states-এর স্থলে state উল্লেখ করায় 'বিষয় কমিটির' কোনো কোনো সদস্য মনে করেন যে, এতে মুসলিম লীগের কর্মসূচীতে মৌলিক পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। 'বিষয় কমিটির' সভায় আবুল হাশিম প্রস্তাবটির সমালোচনা করে বলেন যে, ১৯৪০ সন থেকে লাহোর প্রস্তাব মুসলিম লীগের আদর্শ বলে গৃহীত হয়েছে। মুসলিম লীগের প্রস্তাব সংশোধনের ক্ষমতা আর অধিকার এ কনভেনশনের নেই। তিনি আরো বলেন, মুসলিম সংখাগরিষ্ঠ পূর্বাঞ্চল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমাঞ্চল থেকে অপর একটি দেশের এক হাজার মাইল ভূভাগ দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকবে। এতে করে এ দু'টি দূরবর্তী অঞ্চল কখনও এক রাষ্ট্রে রূপ নিতে পারবে না। কিন্তু তাঁর কথা তেমন সমর্থন আর গুরুত্ব পায় না। বিষয় কমিটির সভাপতি হিসাবে জিন্নাহ মন্তব্য করেন যে, লাহোর প্রস্তাবের (states) শব্দটির সাথে যে "s" অক্ষরটি আছে, তা টাইপের ভুলে হয়েছে। কথাটা (states) নয় (state).

পরিহাসের বিষয়, যখন লীগের ১৯৪০ সন থেকে পরবর্তী বৎসরগুলোর প্রস্তাব ও কাগজ পত্র পরীক্ষা করা হয় তখন দেখা যায় যে, সর্বত্রই (states) শব্দট আছে 's' অক্ষরটি টাইপের ভুল নয়। এ প্রেক্ষিতে জিন্নাহ সাহেব গোঁজামিল দিয়ে বলেন, "শব্দের জন্যে কিছু আসে যায় না। উদ্দেশ্যই হলো লক্ষণীয় বিষয়।" এরপর জিন্নাহ সাহেব কাগজপত্রে (states) -এর স্থলে (state) করার নির্দেশ দেন।

খসড়া প্রস্তাব রচনা করেন খালিকুজ্জামান। তাঁর জবাবও দায়সারা গোছের। তিনি বলেন, তিনি যখন (states) এর স্থলে (state) শব্দটি ব্যবহার করেন, তখন তাঁর মনে কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। লাহোর প্রস্তাবটিতে হিন্দু সংবাদপত্র পাকিস্তান প্রস্তাব নাম দেয়। পাকিস্তান নাম মুসলমানদের মধ্যেও খুব পরিচিত হয়ে যায় আর পাকিস্তান নামটির মধ্যে একটি রাষ্ট্রের প্রস্তাব প্রকাশ পায়। অতপর তিনি বলেন,

www.pathagar.com

"সম্ভবতঃ এরূপও হইতে পারে যে, আমার মনও জনসাধারণের মতো পাকিস্তান নামটি একটি রাষ্ট্রের অর্থে গ্রহণ করিয়াছিল এবং এ রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র অথবা উপযুক্ত রাষ্ট্র হইতে পারে। এই পরিবর্তনের ব্যাপারে সাবকমিটিকে কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়নি।" এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী সাফাই গেয়ে বলেন যে, লাহোর প্রস্তাবে অস্পষ্টতা ছিল, কনভেনশনের প্রস্তাবে তা দূর করে প্রস্তাবটিকে সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

যদি মনে করা হয় যে, কনভেনশনের প্রস্তাবে লাহোর প্রস্তাবের মৌলিক পরিবর্তন করা হয়নি, শুধু শব্দের পরিবর্তন করা হয়েছে, তাহলেও প্রশ্ন উঠে, কনভেনশনের কি মুসলিম লীগের প্রস্তাব পরিবর্তন করার অধিকার বা ক্ষমতা ছিল? মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্রের মধ্যে কনভেনশনের কোনো স্থান নেই। সুতরাং লীগের কর্মসূচীর সংশোধন করার এর কোনো অধিকার নেই। একমাত্র মুসলিম লীগ পরিষদই লাহোর প্রস্তাব সংশোধনের অধিকারে অধিকারী আর সে ক্ষমতায় ক্ষমতাবান।

৯ই এপ্রিল কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করা হয়। অথচ তার পরের দিনই ১০ই এপ্রিল মুসলিম লীগ পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগ পরিষদের এ অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করা যেতো। কিন্তু কি বিচিত্র যে, এ বৈঠকে লাহোর প্রস্তাব বা কনভেনশনের প্রস্তাবটি সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ করাই হলো না। প্রস্তাবের সংশোধন সম্পর্কে দুর্বোধ্যভাবে মুসলিম লীগ পরিষদকে এড়িয়ে যাওয়া হলো।

একটানা বিবরণ দিয়ে শিক্ষক কামরুজ্জামান সাহেব একটু দম নিলেন। তৎপরেই বললেন—এই হলো ঘটনা। দেশ বিভাগ হলেও, আমরা বাঙালীরা আর পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র পাচ্ছিনে। স্বাধীনতা পেলেও পাকিস্তান নামক এ একরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েই থাকতে হবে আমাদের।

শ্বাস বন্ধ করে আনোয়ার হোসেন তামাম কথা শুনলো। এরপরে নিদারুণ আফসোসের সাথে বলে উঠলো—একি চাতুরী আর কারসাজী স্যার! এর জন্যে দায়ী কে?

ঃ কমবেশী অনেকেই। একেবারেই একজনকে দায়ী করা যায় না।

ঃ অনেকে হলেও এখানে তো দেখছি জিন্নাহ সাহেবের ভূমিকাই প্রধান?

ঃ সে তো বটেই।

ঃ কি তাজ্জব! জিন্নাহ সাহেবের মতো এতবড় লোক, মুসলমানদের স্বাধীনতার এমন একজন সিপাহ্ সালার আর শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, এমন সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিলেন, স্যার?

কামরুজ্জামান সাহেব ক্লিষ্ট হাসি হেসে বললেন—এরই নাম চাঁদের কলংক। মুসলিম লীগ আর মুসলমান জাতির জন্যে চরম ও একনিষ্ঠ শ্রম আছে তাঁর। কিন্তু এখানে এসে পূব-পশ্চিম উভয় এলাকার উপর নিজের আর নিজেদের নেতৃত্ব করার লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না।

ঃ বাংলাদেশের নেতারা তাহলে করলেন কি? তাঁরা কেন প্রবল প্রতিবাদ তুলতে পারলেন না?

www.pathagar.com

ঃ প্রথমত, সেটা কতকটা ষ্ট্যামিনার অভাব। তাঁদের উদাসীনতা আর অদূরদর্শিতা। তার চেয়েও হয়তো বড় কথা, চরম প্রতিবাদ তুলে নিজেদের মধ্যে কোন্দল আর বিভেদ পয়দা করলে, আম ছালা দুটোই হারানোর ভয়।

ঃ স্যার !

ঃ কংগ্রেস তো এমনিতেই মুসলমানদের পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র পাওয়ার ঘোর বিরোধী। এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হলে আর রক্ষে আছে ? লাহোর প্রস্তাবই বলো আর পাকিস্তান প্রস্তাবই বলো, এ সুযোগে সব বানচাল করে দিয়ে কংগ্রেস আখণ্ড ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কায়েম করে ফেলবে। অন্তর্দ্বন্দ্বে মুসলিম লীগ শক্তিহীন হয়ে পড়লে, কংগ্রেস-ঘেঁষা বৃটিশ সরকারও আর মুসলমানদের দাবীর উপর গুরুত্ব দেবে না। কংগ্রেসের ইচ্ছানুযায়ী শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে যাবে। সম্ভবতঃ এ চিন্তা করেই বাংলার মুসলমান নেতৃবৃন্দ প্রবল আপত্তিতে না গিয়ে চুপ থাকতে বাধ্য হয়েছে। এরচেয়ে তো বড় কারণ আর দেখিনে।

ঃ স্যার !

ঃ ব্যাপারটা অনেকটা ঐ সোলেমান বাদশাহর দরবারে এক বাচ্চা নিয়ে দুই মহিলার কলহের মতোও বলতে পারো। বাচ্চাকে দ্বিখণ্ডিত করে মেরে ফেলার চেয়ে বাচ্চার প্রকৃত মায়ের বাচ্চার দাবী পরিহার করার মতো। মুসলমানদের জন্যে পৃথক রাষ্ট্র পাওয়ার আওয়াজ আর আকাঙ্ক্ষা বাংলার মুসলমানদেরই যে দুর্বার।

ঃ তাই লাহোর প্রস্তাবের এভাবে অপমৃত্যু হলো ?

ঃ হোক আনোয়ার। যেভাবেই হোক, আমাদের স্বাধীনতা আসুক। নইলে যে এদেশে আমাদের ইজ্জতের সাথে বেঁচে থাকার উপায় নেই।

এ সময় চা-পানির আনযাম নিয়ে আলাবক্‌শ হাজির হলো। আনোয়ারের অনুরোধে চা-পানি গ্রহণ করে কামরুজ্জামান সাহেব বিদায় নিলেন। শিক্ষককে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে এসে পুনরায় টান হয়ে শুয়ে পড়লো আনোয়ার হোসেন।

কিছুক্ষণ পরে কাগজের অফিস থেকে ফিরে এলো জালালউদ্দীন জালাল। ঘরে ঢুকে বললো—অনেকদিন পরে আজ সকাল সকাল ছাড়া পেলাম দোস্ত্‌। এমনটি সাধারণত হয় না।

আনোয়ার হোসেন নিরুত্তর। অসময়ে আনোয়ারকে শুয়ে থাকতে দেখে জালালউদ্দীন বিস্মিত কণ্ঠে বললো—সেকি দোস্ত্‌ ! বাইরের জামা কাপড় কিছুই পাল্টাওনি, এভাবে এ সময়ে শুয়ে আছো যে ?

তড়াক করে উঠে বসে আনোয়ার হোসেন বললো—আনন্দে। বিপুল আনন্দে।

ঃ আনন্দে !

ঃ হ্যাঁ, মহানন্দে। ইচ্ছে হচ্ছে, জামা কাপড় খুলে সব মাথায় বাঁধি আর তোমার কোমর ধরে ধেই ধেই করে নাচি। শালা হুজুগে কাঁহাকার।

জালালউদ্দীন কিছুই বুঝতে পারলো না। থতমত করে বললো—যাঃ বাবা। আমি আবার কি করলাম যে এমন মারমুখো হয়ে উঠছো ? ঘটনা কি।

ঃ ঘটনা থাক। আগে আমার কথার জবাব দাও দেখি। বলো তো দেখি, আমি যদি 'আবদুল' বলি, তাহলে তা কাকে বোঝাবে ?

www.pathagar.com

ঃ রঙ্গো করছো ?

ঃ আহা, বলোই না ?

ঃ যে আবদুল তাকে বোঝাবে।

ঃ সেই আবদুলটা কে ?

ঃ যে কেউ। তার ঠিক আছে, আবদুল করিম, আবদুল মতিন, আবদুল গনি, আবদুল আলী—এসব নামের যে কেউ হতে পারে। নির্দিষ্ট কেউ নয়।

ঃ যদি 'শেখের পো' বলি, তাহলে কাকে বোঝাবে ?

ঃ যাদের পদবী শেখ, যাদের বাপ দাদারা শেখ, তাদের কাউকে।

ঃ নির্দিষ্ট কাউকে বোঝাবে না ?

জালালউদ্দীনের রাগ হলো। বললো—আরে দূর ! সেরেফ ও কথা বললে নির্দিষ্ট কাউকে বোঝাবে কেন ? দেশে শেখ পদবীর লোক কেবল একজন আছে নাকি ? পাগল কাঁহাকার।

ঃ পাগল ? আমি পাগল ? নিজে বদ্ধ পাগল হয়ে আমাকে বলছো পাগল ? গোঁজামিল জাসু কাঁহাকার।

ঃ তার মানে ?

ঃ কেন, 'আবদুল' বললে আবদুল লতিফ শেখকে আর 'শেখের পো' বললেও নাকি কেবল ঐ আবদুল লতিফ শেখকেই বোঝায় ? আর কাউকেই বোঝায় না ?

ঃ কে বললে সে কথা ?

ঃ তুমি বলেছো। গলায় জোর দিয়ে বলেছো।

ঃ আমি বলেছি ! কবে ?

ঃ ঐতো বেশ কিছুদিন আগে। পাকিস্তান প্রস্তাব বললেই নাকি একমাত্র লাহোর প্রস্তাবই বোঝায়, অন্যকিছুই বোঝায় না ? এর উদাহরণ দিতে গিয়েই তো বলেছিলে, 'আবদুল' বললেও আবদুল লতিফ শেখ 'শেখের পো' বললেও আবদুল লতিফ শেখ। অন্য কেউ আর নয়। বলেছিলে না ?

খেয়াল হতেই জালালউদ্দীন বললো—হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলেছিলাম। কেন, কি হয়েছে দোস্ত ?

ঃ আবদুল লতিফ হাওয়া। কেবল ঐ 'শেখের পো' টুকুই টিকে আছে। এর সাথে আবদুল লতিফের কোনো সংশ্রব নেই।

ঃ কেমন-কেমন ?

ঃ পাকিস্তান প্রস্তাব মানেই লাহোর প্রস্তাব নয়। মগজটা হুঁকোর পানি দিয়ে ধুয়ে, এ জ্ঞানটা এবার সেখানে ঢুকিয়ে নাও।

ঃ দোস্ত !

মুসলিম লীগের কনভেনশনের ঘটনাটা বর্ণনা করে আনোয়ার হোসেন বললো—লাহোর প্রস্তাবের চেহারা বিলকুল পাল্টে গেছে। আর তোমার ব্যাখ্যা শুনে এ সন্দেহ আমার আগেই হয়েছিল। ভয় হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তোমার ঐ মূল আবদুল লতিফ টুকুই হারিয়ে না যায়। গেলও শেষে তাই।

www.pathagar.com

জালালউদ্দীন বিপুল বিস্ময়ে বললো—সেকি দোস্ত্ ! এ ঘটনা ? তোমার সন্দেহটাই ফললো শেষে ?

ঃ জি, তাই ফললো। আমি প্যাসিমিষ্ট, সন্দেহ প্রবণ, তাই না ? যুক্তির অভাব দেখলেই সন্দেহ প্রবণ হই। তোমার মতো আগেই হুজুগে নাচিনে।

আনোয়ার হোসেন উঠে জামা কাপড় পাল্টাতে লাগলো। হতবাক হয়ে চেয়ে রইলো জালালউদ্দীন।

তরিক্ আলী ওরফে প্লীডার টেরিকালীর হঠাৎ করেই খুব নাম ফুটে গেছে। ওকালতিতে অকস্মাৎ তার প্রসার ঘটেছে বিশাল। বিস্তর নাম ডাক, প্রচুর আয় উপায়। মস্ত মস্ত উকিলেরা মাথা কুটে যে জামিন পায় না, ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জ্যাকসনের কোর্টে তরিক আলী হাজির হলে সঙ্গে সঙ্গে সে জামিন মঞ্জুর। অপরপক্ষে, যে জামিন হওয়ার কথা, তরিক আলীর চাইলেই সে জামিন ক্যান্‌সেল। এ সপ্তাহ দুইয়েকের মধ্যে হঠাৎ করেই তরিক আলীর কৃতিত্ব ফেটে পড়েছে বোমার মতো। দু' সপ্তাহ আগেও যে তরিক আলী এক কাপ চা খাওয়ার পয়সাটাও উপায় করতে পারেনি, থাকা খাওয়া তো বটেই, পোশাক পরিচ্ছদ, হাত খরচ, রাহা খরচ—সবকিছুই টানতে হয়েছে মিঃ খান মজলিসের ভাণ্ডার থেকে, সেই তরিক আলী এখন কোর্ট থেকে ফিরে আসে টাকার বাণ্ডিল হাতে নিয়ে। খান মজলিস পরিবারের সামনে সে বাণ্ডিল ছড়িয়ে দিয়ে বুক ফুলিয়ে হাসে। বেগম খান মজলিস জোবেদা খাতুন তা দেখে গড়িয়ে পড়েন আনন্দে। বলেন—বলিনি, তরিক আলী একবার ওকালতি শুরু করলে, তার ভাত খায় কে ?

হারুনকে পড়াতে এসে ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে আজ এ আলাপই হচ্ছিল। শিক্ষক আনোয়ার হোসেন হারুনকে প্রশ্ন করলো—কি ব্যাপার ? তোমাদের তরিক আলী সাহেব আলাদীনের চেরাগ টেরাগ পেলেন নাকি ? হঠাৎ এমন ব্যাপার ?

ছাত্র হারুনর রশিদ সায় দিয়ে বললো—তাই তো দেখছি স্যার। একটা লাইন ইংরেজী শুদ্ধ করে বলতে পারেন না উনি। গরু ঘাস খায়—এ ট্রানস্লেশানটাও করতে পারেননি কিছুতেই। 'একসপার্ট'কে বলেন 'এসৃপাট', 'ষ্টুপিডকে বল 'ইস্টপিড', 'বোগাস্'কে বলেন, 'ভোকাস্'। ভুল ধরলে বলেন, দু'টোই হয়। অন্য বিষয়েও তার মোটেই কোনো জ্ঞান নেই। কেবলই আলতু ফালতু বলেন। দেখেশুনে দু'দিনেই তাঁর কাছে পড়া আমি ছেড়ে দিয়েছি। সেই লোক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কথা বলেন কি করে আর বাঘা বাঘা উকিল মোক্তারকে হার মানায় কোন বিদ্যায়—মাথায় আমার ঢোকে না স্যার।

ঃ বলো কি ! তুমিও এসব বোঝো ?

ঃ বুঝবো না কেন স্যার ? একটা ক্লাশ থ্রি-ফোরের ছাত্রও তাঁর কাছে পড়তে গেলে হোঁচট খাবে বারবার। আমি বুঝবো না কেন ?

অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা করেও এর মাহাত্ম্য ছাত্র শিক্ষক কেউই উদ্ধার করতে পারলো না। এ মাহাত্ম্য উদ্ধার করতে অনেকেই পারেনি। না কোর্টের উকিল-

www.pathagar.com

মোক্তার, না বাদী-বিবাদী, না উমেদার-মক্কেল। চেনা-জানা সকলেই হতবুদ্ধি। বিজ্ঞজনেরা হতবাক।

আনোয়ার হোসেনও সেই থেকে এ ব্যাপারে হতবাক হয়েই আছে। এর কোনো উৎস খুঁজে পায়নি। প্রতিদিন পড়াতে যায় হারুনকে। এ প্রসঙ্গ উঠলে প্রতিদিনই আনোয়ার হোসেন উদগ্রীব হয়ে সবার কথা শুনে, মাঝে মাঝেই টেরিকালীর দম্ভ-দাপট দেখে, নূরমহলের উত্তাপ-ইংগিত লক্ষ্য করে। কিন্তু তরিক আলীর যাদুর বাক্সো আজ পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেনি। ব্যাপারটা দুর্বোধ্য বোধেই আনোয়ার হোসেন ছেড়ে দিয়েছেন এ নিয়ে চিন্তাভাবনা। প্রথম দিকে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠলেও এখন আর এ নিয়ে ভাবে না।

হারুনকে পড়িয়ে এসে আনোয়ার হোসেন ঘরের মধ্যে কিতাব খুলে বসেছে। সম্ভাব্য অধ্যাপনার চিন্তায় পুরানো বিদ্যা ঝালিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। জালালউদ্দীন এখনও এ খবর জানে না। কাগজের অফিস থেকে সে এখনও ফিরেনি। আনোয়ার হোসেন এ ফাঁকে ইতিহাসের কিতাব খুলে বসেছে। চাকুরী হলে বি. এ. ক্লাসে পড়াতে হবে। তাই, ফ্রেঞ্চ রিভোলিউশান, ওয়ার অফ এ্যামেরিকান ইণ্ডিপেন্‌ডেন্স্‌, নেপোলিয়নের কন্টিনেন্টাল সিস্‌টেম—ইত্যাদি প্রধান প্রধান চ্যাপ্টারগুলোর পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছে। কোনটা আগে থরোলী পড়বে, এটা এখনও স্থির করতে পারেনি। এ সময় তার ঘরে প্রবেশ করলো পান্থশালা মেসের অন্যতম পুরাতন বোর্ডার কাজী আহম্মদ হোসেন।

নানা পেশার লোক বাস করে এ মেসে। সকলেরই ছোট ছোট চাকুরী বা পেশা। কাজী আহম্মদ হোসেন আদালতের টাইপিষ্ট-কাম-কপিষ্ট। মেসে থেকে চাকুরী করে, বেতন পাঠায় দেশে। কাজী আহম্মদ হোসনকে ঘরে ঢুকতে দেখেই আনোয়ার হোসেন কিতাব বন্ধ করে হাসি মুখে বললো—কি ব্যাপার, কাজী সাহেব হঠাৎ যে? আসুন-আসুন।

জালালউদ্দীনের চেয়ারখানা টেনে দিলে আহমদ কাজী বসতে বসতে বললো—আপনাকে ডিষ্টার্ব করলাম বোধহয়?

ঃ না–না, ডিষ্টার্ব্‌ কি? বলুন, হঠাৎ কি মনে করে?

ঃ আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম।

ঃ বলুন—

ঃ আপনি শুনেছি, কোন্‌ এক খান মজলিস সাহেবের বাড়ীতে প্রাইভেট পড়াতে যান। তাঁর নাম কি মিঃ এ. আর. খান মজলিস?

ঃ হ্যাঁ–হ্যাঁ, ঠিক তাই।

ঃ তাঁর বাড়ীতে কি কোনো উকিল, মানে উকিলের সহকারী বা এ্যাপ্রেনৃটিস্‌ কেউ থাকেন?

ঃ হ্যাঁ–হ্যাঁ, থাকেন। কেন বলুনতো?

ঃ বলছি। তাঁর নাম কি তরিক আলী?

ঃ একজ্যাক্টলী। সে নিজে ষ্টাইল করে বলে টেরিকালী।

www.pathagar.com

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই বলে। তা ঐ খান মজলিস সাহেবের কি কোনো মেয়ে আছে? মানে, খুবই সুন্দরী আর যুবতী?

ঃ হ্যাঁ, আছেই তো! একটাই মেয়ে, নাম নূরমহল।

আহম্মদ কাজী বিস্মিত কণ্ঠে বললো—কি তাজ্জব! ঠিক ঠিক মিলে গেল দেখছি!

অপরিসীম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আনোয়ার হোসেন প্রশ্ন করলো—ব্যাপার কি বলুন তো? আপনি এসব কথা জানতে চাচ্ছেন কেন? রহস্য কি এর পেছনে?

ঃ আপনার সেই খান মজলিস সাহেবের মেয়ে নূরমহলের সামনে এখন মস্তবড় বিপদ। আগামীকাল সাঁঝের আগে চরম এক বিপদে পড়তে যাচ্ছেন উনি।

ঃ বলেন কি! বিপদ?

ঃ মহামুসিবত। পারলে, তাঁকে সাবধান করে দিন।

ঃ সেকি! একি বলছেন! ঘটনা কি কাজী সাহেব? সব খোলাসা করে বলুন তো?

ঃ আমি এখন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জ্যাক্সনের কোর্টের কপিষ্ট। তার কোর্টেই আমাকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। লোকটা ব্যাচেলার, পাঁড় মাতাল আর লম্পট। ইংরেজ অফিসারদের মধ্যে যে কজন জঘন্য চরিত্রের লোক আছে, এ জ্যাক্সন তাদেরই একজন।

ঃ তারপর?

ঃ ঐ জ্যাক্সনের হাতেই পড়তে যাচ্ছে আপনাদের সেই নূরমহল।

আনোয়ার হোসেন উদ্ভ্রান্তের মতো প্রশ্ন করতে লাগলো—কি করে? কিভাবে? আপনি এ খবর কোথায় পেলেন? শুনলেন কোথায়?

ঃ ঐ মিঃ জ্যাকসনের চেম্বারেই।

ঃ কাজী সাহেব!

ঃ পাশের কক্ষে বসে নথীপত্র গুছাচ্ছিলাম। হার্ডবোর্ডের পার্টিশান দেয়া কক্ষ। এমন সময় সাহেবের হুংকার শুনে ঐদিকে কান গেল আমার। মিঃ জ্যাকসন অডার্লীকে ডেকে হুংকার দিয়ে বললো—উও ছালে টেরিকালী কোঠাও? উও স্কাউণ্ড্রেলকো আভ্ভি বোলাও—

ঃ তারপর?

ঃ অডার্লী ছুটে গেল। কৌতূহল বশতঃ আমি কান পেতে রইলাম। আর হার্ড বোর্ডের ফুটোয় চোখ লাগালাম।

এরপর কাজী আহম্মদ হোসেন যে বিবরণ দিলো তা যেমনই চাঞ্চল্যকর, আনোয়ার হোসেনের জন্যে তা তেমনই আতংকজনক। নূরমহলের প্রতি দুর্বলতা তার তো একেবারেই নির্মূল হয়ে যায়নি। অডার্লী ছুটে গিয়ে ডেকে আনলো তরিক আলীকে। তরিক আলী হাকিম জ্যাক্সনের চেম্বারে ঢুকতেই ফেটে পড়লো জ্যাক্সন সাহেব। বললো—ইউ ব্লাডী টেরিকালী! হামার সাঠে টুমি চাটুরী করিয়াছে।

তরিক আলী সভয়ে বললো—চাতুরী! একি বলছেন স্যার? আপনার সাথে চাতুরী করবো আমি? তওবা-তওবা! এতবড় সাহস কি আমার হতে পারে স্যার?

www.pathagar.com

ঃ আলবট হোটে পারে। ছালে লোগ টুমি হামাকে মাল সাপ্লাই ডেবে, হামি টুমাকে সুবিঢা ডেবে। ব্লাডী নিগার ! সুবিঢা নেবে উমৃডা আওর মাল ডেবে থার্ড ক্লাশ ? উমৃডা মাল কাঁহা ?

ঃ কেন স্যার ? গতকালই তো একটা উমদা মাল পাঠালাম।

ঃ শাটআপ্ রাস্কেল ! উও টো বাজারকা মাল আছে। প্রষ্টিটিউশান কা আওরাট। ছালে আডমী, প্রষ্টিটিউশান মে যো আউরাট কী সাঠ তুমি ফুর্টি করে, উও আউরাট হামারা পাশ ভেজিয়াডিলে ? সো মাচ্ অডাসিটি !

ঃ তা-মানে-তা হবে কেন স্যার ?

ঃ ইউ ষ্টুপিড্ ! ফিন্ ঝুট বলিবে টো টুমার ঠ্যাং হামি ভাঙ্গিয়া ডিবে। উও আউরাট হরিডাসী হামাকে সব কঠা বলিয়া ডিয়াছে। টুমি লোগ টাহারই কাষ্টোমার আছে। মাঝে মাঝেই টুমি টাহার কাছে যায়, আওর টাহাকে লইয়া ফুর্টি করে। ইয়ে বাট্ ঠিক অর নেহি, বাটাও ?

ঃ তরিক আলী কাঁপতে কাঁপতে বললো—স্যার !

সাহেব ধমক দিয়ে বললো—বাটাও জল্‌ডি। ঝুট বলিবে টো হামি টুমার—

সাহেব হান্টারের দিকে হাত বাড়ালো। তরিক আলী আঁতকে উঠে বললো—হ্যাঁ স্যার, ঠিক-ঠিক।

ঃ টবে ছালে ? টুমি প্রষ্টিটিউশান যে যাইবে আওর প্রষ্টিটিউশানকা মাল আনিয়া হামারে ডেবে, এট্‌না হিম্মট্ টুমার ?

ঃ তা মানে—

ঃ উমডা মাল কাঁহা ? টুমি ওয়াডা করিয়াছে, বিউটি ফুল ইয়ং লেডী হামারে সাপ্লাই ডেবে। বিউটি ফুল নেটিভ্ গার্ল। ওহি মাল কাঁহা ?

ঃ তা-মানে, চেষ্টা তো করছি স্যার। কিন্তু ঠিক মতো হাতের কাছে পাচ্ছিনে।

সাহেব ফের গর্জে উঠে বললো—ইউ ব্লাডী লায়াল ! ফিন্ ঝুট বাট্ ?

ঃ ঝুট বাত্ !

ঃ বিলকুল ঝুট বাট্। সেডিন হামি ডেখিলো, টুমারা সাঠ এক ওয়াণ্ডারফুল লেডী শপিং সেন্টার মে ঘুরিয়া বেড়াইটেছে। টুমারা সাঠ ফ্রোজলী বাটচিট্ করিটেছে। প্যারাগান অব বিউটি। উও লেডী কৌন্ ?

ঃ কবে স্যার ? এ দু'তিন দিন আগে ?

ঃ হাঁ-হাঁ, লাষ্ট সান্‌ডে।

ঃ তা-কথা হলো, উনি খুব খানদানী ঘরের মেয়ে স্যার। ওদিকে হাত বাড়ানো যাবে না।

ঃ ড্যাম্ ইওর খানডানী। হামি উহারে চায়।

ঃ স্যার !

ঃ উও লেডী হামাকে ডিউয়ানা বনিয়া ডিয়াছে। উহারে সাপ্লাই ডেবে টো বহুট্ আচ্ছা। টুমারে হামি বহুট্ সুবিঢা ডেবে। নারাজ হোবে টো, ছালে লোগ্, টুমারে হামি ফাটকমে পুরিয়া ডেবে।

www.pathagar.com

ঃ দোহাই স্যার। ওটার কথা বাদ দিন। আমি অন্য আউরাত যোগাড় করে দেবো।

ঃ নো-নো, কভ্‌ভি নেহি। উহারে হামি চায়। নাম কিয়া উহার, বাটাও ?

ঃ নাম নূরমহল স্যার, নূরমহল বেগম। খুব বড় ঘরের মেয়ে। মিঃ এ. আর. খান মজলিস সমাজের একজন মস্তবড় লোক। তাঁর মেয়ে। ঐ এ. আর. খান মজলিসের মেয়েকে চাইলেও পাওয়া যাবে না স্যার।

ঃ আলবট যাইবে। টুমার সাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়। টুমি উহাকে হামারা পাস্‌ ভেজিয়া ডেবে—ব্যস্‌।

ঃ কিন্তু সে তো রাজী হবে না স্যার।

ঃ ভুলাইয়া আনিবে। হামার বাংলোটক্‌ আনিটে না পারিলে, হামাড়ের ক্লাবটক্‌ আনিয়া ডেবে। ক্লাবকো গাড়ী বারাণ্ডা মে হাজির করিয়া ডেবে। উস্‌কি বাড হামি সব করিবে।

ঃ কিন্তু স্যার—

ঃ ডোন্ট্‌ আর্গু। হামি যাহা বলিটেছে, টাহা করিবে।

ঃ বলছিলাম কি স্যার, ওর সাথে আমার শাদি হবে। ওর গার্জেনদের সাথে কথাবার্তা সব ঠিকঠাক। এমত অবস্থায়—

সাহেবের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। উল্লাসভরে বললো—ও বিউটিফুল। ভেরী নাইস্‌ ! টুমার উড্‌বি ওয়াইফ ? দেন নো প্রব্‌লেম। টুমার হবু বিবিকো টুমি হামার পাস্‌ ভেজিবে। হামি উহার সাঠে ফুর্টি করিয়া টুমাকে ফেরট ডেবে। উস্‌কি বাড টুমি শাডি করিবে। নো প্রবলেম।

ঃ তা মানে, তা কি করে হয় স্যার ?

ঃ হোয়াই নট ? হামি টো উহারে খাইয়া ফেলিবে না। ঠোরা টাইম ফুর্টি করিয়া টুমারে হামি ইনু টোটো ফেরট্‌ ডেবে। টখন উহারে লইয়া গিয়া শাডি করিবে।

ঃ তখন তো আর সে আমাকে শাদি করতে রাজী হবে না স্যার। আমি তার সাথে বেঈমানী করলে—

ঃ উও লেডী টুমার সাঠে বেঈমানী করিটে পারিবে না। হামি টাহাকে লইয়া ফুর্টি করিয়াছে—এহি বাট ফাঁশ করিয়া ডেবে বলিয়া ডর দেখাইবে—ব্যস্‌ বিলকুল ঠিক ঠাক। উও আউরাট সুড় সুড় করিয়া টুমাকে শাডি করিটে বাড্য হইবে। ইজ্জট বাঁচানোকে লিয়ে ডুসরা বাট বলিবে না।

ঃ কিন্তু—

ঃ ফিন্‌ কিন্টু। ছালে লোগ্‌, টুমি ফালটু খোয়াব ডেখিটেছে। বাড্য না হইলে উও লেডী কভ্‌ভি টুমাকে শাডি করিটে পারে না।

ঃ কেন স্যার ?

ঃ টুমি ছালে আগলি লোগ্‌। বহুট কুট্‌সিট্‌ আডমী। উও লেডী একঠো বিউটি কুইন। টুমাকে শাডি করিবে কেন ? গার্জেন রাজী হবে টো, উও লেডী কভভি রাজী না হোবে, হামি ইহাই থিংক্‌ করে। বাড্য করো, ব্যস্‌, নো প্রবলেম।

www.pathagar.com

কথাটা তরিক আলীর মনে ধরলো। খেয়াল করে দেখলো, তাইতো ! তার সাথে মিশলেও, নূরমহল ধরা দিচ্ছে না মোটেই। ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকছে সবসময়। ব্যাপারটা শেষে এমন হতেও পারে তো ! তরিক আলী তাই খোশকণ্ঠে বললো—রাইট স্যার রাইট। আপনি ঠিক কথা বলেছেন। সাথে থাকলেও পাত্তাই পাইনে তেমন। এখন তাহলে—

ঃ আওর কুয়ী বাট নেহি। টুমরো, আইমিন আগামীকাল জাষ্টবিফোর ইভনিং সাঁঝের কুচু আগারী, কাম করো। উহারে ভুলাইয়া ক্লাবকো গাড়ী বারাণ্ডা মে আনিয়া ডাও। ব্যস্ ওকালটিটে টুমারে হামি মজবুট করিয়া ডেবে। টুমি বাডশাহ বনিয়া যাইবে।

তরিক আলী গদ গদ কণ্ঠে বললো—সত্যি বলছেন স্যার ?

ঃ বিলকুল সাচ্। টুমরো কাম করিবে, ডে আফ্‌টার টুমরো ফায়ডা লুটিবে। রাইট?

ঃ ইয়েস্ স্যার, রাইট।

ঃ টুমরো বিফোর ইভ্‌নিং—খেয়াল ঠাকিবে ?

ঃ জরুর স্যার, জরুর থাকবে।

ঃ বেঈমানী করিবে টো জান ডিটে হোবে।

ঃ ইয়েস স্যার, রাইট স্যার, তা আর বলতে ?

ঃ অলরাইট। আভি বিডায় হও—

সালাম ঠুকতে ঠুকতে খোশদীলে বেরিয়ে এলো তরিক আলী।

এ পর্যন্ত বলে কাজী আহম্মদ হোসেন থামলে, আনোয়ার হোসেন বিপুল বিস্ময়ে বলে উঠলো—কি আশ্চর্য। এতটাও সম্ভব ?

আহম্মদ কাজী বললো—আমার একদম সামনা সামনি ঘটনা ভাই সাহেব। নিজের চোখ কানকে তো আর অবিশ্বাস করতে পারিনে ? নিজ চোখে দেখা আর নিজকানে শোনা ঘটনা।

ঃ তাজ্জব ব্যাপার ! এতবড় নোংরা আর বেহায়া আলাপ সাহেবটা তার চেম্বারে বসেই করতে পারলো ?

ঃ পারবে না কেন ? চেম্বারটা যদিও একটু আড়ালে, তা নাহলেও বা কি তার এসে যায় ? এসব ব্যাপারে ইংরেজদের কি কোনো লাজ শরম আছে, না তারা পরোয়া করে কাউকে ? একে তো এ অবৈধ কর্ম তাদের সমাজে বৈধ, তার উপর তাদের চোখে আমরা সবাই ব্লাডী নিগার। আমরা শুনলেই বা কি, না শুনলেই বা কি ?

ঃ তা বটে ! কিন্তু ঐ লোফারটা, মানে ঐ তরিক আলী এতটা নীচ। সাহেবের ঐ কুৎসিৎ প্রস্তাব খোশদীলে মেনে নিলো সে ?

ঃ কি যে বলেন ভাই সাহেব ! সেরেফ লোফারই নয়, প্রথম দিন দেখেই আমি বুঝেছি, এ টেরিকালী একটা আজব চিড়িয়া। রুচি লজ্জা বিবেক—কিছুই থাকতে পারে না এদের মধ্যে। স্বার্থের লোভে এদের মতো লোক সব করতে পারে।

ঃ ভাই সাহেব !

www.pathagar.com

ঃ বিবেকের তাড়ানাতেই এ প্রসঙ্গ নিয়ে আপনার কাছে এলাম। পারলে, ঐ মেয়েটার ইজ্জত রক্ষার ব্যবস্থা করুন ভাই সাহেব। ঐ পরিবারের সাথে একভাবে না একভাবে আপনি যখন জড়িত—

ঃ জি–জি, সেই কথাই ভাবছি।

অতপর আহম্মদ কাজী বিদায় নিলো। বসে বসে গভীরভাবে ভাবতে লাগলো আনোয়ার হোসেন। আগামীকাল সাঁঝের আগেই ঘটনা। হারুনকে পড়াতে গিয়ে একথা বলতে চাইলে তো সময়ই আর থাকবে না। আর তাছাড়া, বলবেই বা কাকে ? গায়ে পড়ে নূরমহলকে বললে সে বিশ্বাসই করবে না। চাই কি, এ হীন কথা বলতে গেলে, মান অপমানই করে বসবে সে। সে তো এখন হুঁশে নেই। মজলিস সাহেবকে বলাটা আরো বেশী বিপজ্জনক। ঘটনাচক্রে এমন কিছু যদি না ঘটে, তাঁর কাছে মুখ দেখাতেই আনোয়ার আর পারবে না। অনেক চিন্তাভাবনা করে আনোয়ার হোসেন দেখলো, বললে একমাত্র হারুনকেই বলা যায়, আর তা স্কুলে গিয়েই।

পরের দিন আনোয়ার হোসেন খুব সকাল সকাল স্কুলে চলে এলো। ছাত্র-শিক্ষক অনেকেই তখনও আসেনি। হারুনকে একপাশে ঘুরতে দেখেই আনোয়ার তাকে আড়ালে ডেকে বললো—একটা মস্তবড় খবর আছে হারুন। তুমি এখনই বাড়ীতে যাও।

উৎকর্ণ হয়ে হারুনর রশিদ প্রশ্ন করলো—কেন স্যার, কি খবর ?

ঃ তোমার আপা নূরমহলের সামনে আজ মস্তবড় মুসিবত। গিয়ে তাকে বলো, তরিক আলীর সাথে আজ যেন কিছুতেই বাইরে তিনি না যান।

ঃ স্যার।

ঃ শুধু আজই নয়, এরপর আর কোনোদিনই তরিক আলীর সাথে তাঁর বাইরে যাওয়া চলবে না।

ঃ কেন স্যার ?

ঃ মস্তবড় বিপদ আছে। বেইজ্জত হওয়ার চরম সম্ভাবনা আছে।

ঃ বেইজ্জত ?

ঃ তরিক আলীর সাথে আজ বাইরে গেলে মান ইজ্জত কিছুই থাকবে না। তাঁকে এক শয়তানের হাতে তুলে দেবে তরিক আলী। তোমার আপা নূরমহলের চরম সর্বনাশ হয়ে যাবে।

ঃ বলেন কি স্যার !

ঃ এরচেয়ে বেশী খোলাসা করে বলা আর সম্ভব নয়। শিগ্গির বাড়ীতে গিয়ে তোমার আপাকে একথা বলো। তাকে আটকাও।

ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠে হারুনর রশিদ বললো—আমি ? ওরে-ব্বাবা ! না স্যার, না–না, এটা আমি পারবো না। কিছুতেই না।

ঃ কেন–কেন ?

ঃ এসব কথা তাঁকে বলাইতো আমার কঠিন, তার উপর বললেও, আপা আদৌ বিশ্বাস করবেন না।

www.pathagar.com

ঃ বিশ্বাস করবেন না ?

ঃ এক বিন্দুও না। জানতে চাইবেন, একথা আমি কোথায় পেলাম। আপনার কথা বললেই আর রক্ষে নেই। অমনি আমাকে মারধোর শুরু করবেন।

ঃ কে, তোমার আপা ?

ঃ জি স্যার। আপনার কথা বললেই আপা আগুন হয়ে যাবেন। আপনার উপর উনি ভীষণ ক্যাপা। আপনার নাম শুনলেই ফুঁশে উঠেন। আপনি এ খবর দিয়েছেন শুনলে কি আর বিশ্বাস করতে পারেন ? ভাববেন, আপনি শত্রুতা করে এসব কথা বলছেন।

ঃ হারুন !

ঃ আপনার কাছে এখনও পড়ি বলে আমার উপরও আপার ভীষণ রাগ। ভাল করে কথাই বলেন না আমার সাথে।

ঃ কিন্তু তোমার আপার যে—

ঃ তাহলে আমার উপায় নেই স্যার। কাজতো কিছু হবেই না, বরং মার খেতে হবে আমাকে। হয় আপনি নিজে তাঁকে বলুন, নয় অন্য কাউকে দিয়ে এ খবর তাঁর কাছে পৌছান। আমাকে এ বিপদে ফেলবেন না স্যার।

হারুন কাতরকণ্ঠে অনুরোধ করতে লাগলো। আনোয়ার হোসেন হতাশ কণ্ঠে বললো—আমি গিয়ে বললেও তো বিশ্বাস তিনি করবেন না ?

ঃ তা অবশ্যই করবেন না। তার চেয়ে বরং অন্য কারো মারফত খবরটা পাঠান স্যার। আমাকে রেহাই দিন।

হতাশ হয়ে সরে এলো আনোয়ার হোসেন। আর অন্য কেউই হাতে তার নেই। থাকলেও যে কাজ কিছু হতো না, আনোয়ার তা বুঝতে পারলো। এ খবর যে-ই তাকে দিতে যাক, আনোয়ার হোসেনের নাম তাতে উঠবেই। আর তা উঠলে, সবই হবে অরণ্যে রোদন। কিশোর হারুনও একথা বোঝে।

ভাবতে লাগলো আনোয়ার। ভাবতে লাগলো, বেচারীর ইজ্জতটা তাহলে রক্ষে শেষে হবেই না। আনোয়ার নিজে তা জানার পরও সর্বস্ব খোয়াবে আজ নূরমহল ? আনোয়ারের কি করার আর কিছুই নেই ? না-না, অসম্ভব ! এ হতে পারে না। হতে দেয়া যায় না।

আনোয়ার হোসেন সোজা হয়ে দাঁড়ালো। নূরমহলের যত কসুরই থাক আর নিজের পায়ে যত কুড়োলই মারুক, সে যে তার পিয়ারবানু। পিয়ারবানুর চরম এ দুঃসময়ে পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে আনোয়ারকেই।

স্কুল থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এলো আনোয়ার হোসেন। মেসে এসে লালাবাউল আর আলাবক্‌শকে ডেকে বললো—এই যে মিয়া সাব্‌রা, কেবল হৈ হুল্লোড় করেই তো জীবনটা কাটালে ? বাজুতে হিম্মত কিছু আছে ?

আলাবক্‌শ সঙ্গে সঙ্গে বললো—বলেন কি সাব্‌ ? হিম্মত নেই মানে ? বলুন কি করতে হবে ?

ঃ মারামারি করতে হবে। পারবে ?

www.pathagar.com

ঃ আলবত পারবো। পারবো না কোন্ কথা ? চর দখল করতে গিয়ে তিন তিনবার কয়েকজনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছি। আজও লাঠি ধরলে, আমার সামনে দাঁড়ায় কে ?

ঃ লালাবাউল, তোমার কি খবর ?

জবাবে লালাবাউল বললো—হুকুম একবার করেই দেখুন না, আমার খবর কি, ছন্নছাড়া মানুষ আমি। পাঁচ ঘা খেয়ে আর পাঁচ ঘা দিয়ে টিকে আছি দুনিয়ায়। কাউকে কি ডরাই ?

ঃ বহুত আচ্ছা। তাহলে যে আমার জন্যে তোমাদের আজ সেই হাতটা একটু দেখাতে হয় ? বড়ই যে প্রয়োজন ?

ঃ আমরা তৈয়ার সাব্। আপনার মতো মানুষের উপকারে লাগবো, এতো আনন্দের কথা। না কি বলো আলা ভাই ?

আলাবক্শ লাফিয়ে উঠে বললো—জান কবুল। এ সাবের জন্যে জান দিতে পারাটাও মস্তবড় সোয়াবের কাজ। বলুন সাব, কি করতে হবে ?

আনোয়ার হোসেন ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করে বললো—ঐ মেয়েটাকে উদ্ধার করতে হবে।

ঃ আরে এ আবার কথা ? এক তুড়িতে ইনশাআল্লাহ উদ্ধার করে নিয়ে আসবো। হুকুম দিন। আমাদের একটা মেয়েছেলের ইজ্জত মারবে ঐ শ্বেত বান্দরের পোলা ? একথা শুনলে তো সবার মাথাতেই আগুন ধরবে। হুকুম দিন সাব।

ঃ হুকুম শুধু দেবো না, নিজেও আমি লাঠি ধরবো তোমাদের সাথে। তবে আর দু' একজনকে সাথে পেলে ভাল হতো।

ঃ আছে স্যার। পাশের ঐ রেষ্টুরেন্টে আর গুদামে আরো কয়েকজন মারকুটে লোক আছে। আমাদের পিরীতের মানুষ। যা বলবো, তাই শুনবে।

ঃ তাহলে খুব ভালো হয়। যদিও আল্লাহর রহমে আমরাই যথেষ্ট, তবু সাথে আরো কিছু লোক থাকা ভাল।

পরামর্শ ও পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে গেল। ছয় সাতজনের একদল নিয়ে যথাসময়ে বেরিয়ে পড়লো আনোয়ার হোসেন।

ক্লাব প্রাঙ্গনে এসে দেখলো, কোথাও কেউ নেই। গাড়ী বারান্দায় একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে কেবল, লোকজন কেউ নেই। চুপি চুপি এসে তারা গাড়ী বারান্দার নিকটেই এক দেয়ালের আড়ালে দাঁড়ালো আর ওঁৎ পেতে রইলো।

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, ঘটনা ঠিক। নূরমহলকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ী বারান্দায় চলে এলো তরিক আলী। এরপর নূরমহলকে বললো—আপনি এখানে একটু দাঁড়ান, আমি চট করে ভেতর থেকে আসি—

দ্রুতপদে তরিক আলী ক্লাব ঘরের ভেতরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর ভেতরে লুকিয়ে থাকা ড্রাইভার-চাপরাশী জাতীয় তিনজন লোক লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো গাড়ী থেকে আর ঘিরে ধরলো নূরমহলকে। নূরমহলকে টেনে তারা গাড়ীর দিকে

www.pathagar.com

নিতে লাগলো। আকস্মিক এ ঘটনায় নূরমহল ক্ষণিকের তরে বাক হারিয়ে ফেললো। এরপরেই "তরিক আলী—তরিক আলী, বাঁচাও-বাঁচাও" বলে চীৎকার করতে লাগলো।

কিন্তু কোথায় তরিক আলী? তার ছায়াটাও দেখা গেল না আর। তরিক আলীর বদলে এবার হাজির হলো আনোয়ারের দল। মার মার রবে ছুটে এসে ছয় সাতজন লোক ঘিরে ধরলো তিনজনকে। দমাদ্দম কয়েক ঘা লাঠি পিঠে পড়তেই "ওরে বাপ্‌রে, মলেম-মলেম", বলে নূরমহলকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালালো লোক তিনটি।

নূরমহল ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে তখন। আনোয়ার হোসেন কাছে এসে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—শিগ্গির চলে আসুন আমাদের সাথে। বেশী লোক এসে পড়লে আমরা আর এঁটে উঠতে পারবো না।

হুঁশে এসেই নূরমহল দ্রুত পদে ছুটতে লাগলো আনোয়ারদের সাথে। ক্লাব প্রাঙ্গনের অল্প দূরেই রাস্তা। রাস্তায় পৌঁছেই আনোয়ার একটা খালি ট্যাক্সী থামালো আর নূরমহলকে বললো—উঠুন।

এরপর আলাবক্‌শদের বললো—তোমরা এখন মেসে চলে যাও, আমি একে বাসায় পৌঁছে দিয়েই আসছি—

নূরমহলকে নিয়ে ট্যাক্সীতে উঠে বসলো আনোয়ার। ছুটতে লাগলো ট্যাক্সী। ছুটছে-ছুটছে। একটানা ছুটে ট্যাক্সী এসে নূরমহলদের বাড়ীর সামনে দাঁড়ালো। ভয়ে ও লজ্জায় নূরমহল বোবা। ক্রোধে ও অভিমানে আনোয়ার হোসেন গুম। ট্যাক্সীকে ইশারা করা ছাড়া আনোয়ার আর কোনো কথা বললো না। ট্যাক্সীতে তাই তাদের মধ্যে কোনো কথা হলো না। ট্যাক্সী এসে বাড়ীর সামনে থামলে, আনোয়ার হোসেন ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো—নামুন। এই তরিক আলীকে নিয়ে এত মাতামাতি করছেন? ধন্য আপনার রুচি!

নূরমহলের আড়ষ্ঠ কণ্ঠ থেকে এর জবাব কিছু বেরুলো না। কাঁপতে কাঁপতে ট্যাক্সী থেকে নেমে টলতে টলতে সে বাসায় চলে গেল।

নূরমহল সেদিন আর কাউকে কিছু বললো না। বাপকে এসব কথা বলারই তার উপায় নেই। তার এ খোলামেলা আচরণ বাপের খুবই না-পসন্দ। মায়ের চাপে পড়েই তিনি নীরব হয়ে আছেন। কিন্তু মনে মনে রুষ্ট হয়ে আছেন খুবই।

পরের দিন তরিক আলীকে সামনে পেয়েই নূরমহল ধরে বসলো তাকে। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে এ প্রসঙ্গ তুলতেই তরিক আলী চমকে উঠে শশব্যস্তে বললো—আমি এর কিছু জানিনে, বিশ্বাস করুন, আমি এর কিছু জানিনে।

নূরমহল চার্জ করে বললো—জানেন না তো বিপদের সময় ছিলেন কোথায়? চীৎকার করে ডেকেও তো আপনাকে পেলাম না?

তরিক আলী তার স্বরে বলতে লাগলো—আমাকেও বুঝলেন, আমাকেও আটকিয়ে দিয়েছিল। ক্লাবের ভেতরে যেই ঢুকেছি, অমনি দুজন অচেনা লোক এসে আটকিয়ে দিলো আমাকে। বুকে ছুরি ধরে বললো—বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করবি তো এখনই মরবি। চুপ করে বসে থাক এখানে। অনেক পরে আমি কায়দা করে পালিয়ে এলাম।

www.pathagar.com

ক্রোধে ও ক্ষোভে নূরমহল আর কিছু বললো না। সন্দেহের দোলায় সে কেবল দোল খেতে লাগলো। তরিক আলীর কথা সে বিশ্বাস করতেও পারলো না, অবিশ্বাস করতেও পারলো না।

কোর্টে জ্যাক্সন সাহেব চার্জ করলে, তরিক আলী দু হাত জোড় করে বললো— আমার কি কসুর স্যার ? আপনার লোকেরা তাকে ধরে নিতে না পারলে আমি কি করবো ? ওয়াদা মাফিক আমি তো ঠিকই তাকে গাড়ী বারান্দায় এনে দিলাম। কথার তো কোনো বরখেলাফ করিনি স্যার ?

এ কথায় মিঃ জ্যাকসনও লা-জবাব হয়ে গেল।

১৫

আনোয়ার হোসেনের অস্বস্তি দীর্ঘস্থায়ীই হচ্ছে শুধু। অস্বস্তির মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। লাঘব বা হাল্‌কা হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই সে দেখছে না। রাজনৈতিক দিক দিয়ে এদেশের মুসলমানগণ প্রায় সকলেই অস্বস্তিতে ভুগছেন। আনোয়ারের আবার এর সাথে যোগ হয়েছে মানসিক অস্বস্তি ও অশান্তি। তরিক আলীর এতবড় বেঈমানীর পর আনোয়ারের আশা ছিল, নূরমহলের ভ্রান্তি এবার কাটবে। হুঁশে ফিরে আসবে সে। কিন্তু যথা পূর্বং তথা পরং। কিছুটা সংযত হওয়া ছাড়া, নূরমহলের মধ্যে তেমন কোনো পরিবর্তনই লক্ষ্য করা গেল না। তরিক আলীকে ঘিরে যে অন্ধকারে ছিল সে, সেই অন্ধকারেই রয়ে গেল। অন্ধকার পেরিয়ে আলোতে আসতে পারলো না। কিছুটা কৃতজ্ঞভাব ব্যতীত আনোয়ারের প্রতি তার আচরণের মধ্যেও মৌলিক কোনো পরিবর্তন এলো না। উপেক্ষা অবজ্ঞাটা পূর্বের মতোই রইলো, ক্রোধের পরিমানটা একটুখানি হ্রাস পেল মাত্র। নূরমহলের ব্যাপারে যে ক্ষীণ একটা আশার উদয় হয়েছিল, আনোয়ারের সে আশা ফুঁৎকারেই নিভে গেল।

কলেজের চাকুরীটাও হবে হচ্ছে করে তার হচ্ছে না। বিদায়ী অধ্যাপক বিদায় হতে যেয়েও আজও বিদায় নিচ্ছে না। পোষ্টিং তাঁর কোনোটাই মনমতো না হওয়ায়, মনমতো করার তদবির চালিয়ে যাচ্ছেন দিনের পর দিন। আরো ক'মাস নেবেন, কে জানে।

রাজনৈতিক দিক দিয়েও আনোয়ারের আশা উদ্যম মার খাচ্ছে লাগাতার। অদূর ভবিষ্যতে সুদিন কিছু আসবে তাদের, এমন কোনো আশাই আর করতে পারছে না সে। মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময় ব্যাপী ক্যাবিনেট মন্ত্রী মিশনের লম্ফঝম্ফ মুসলমানদের জন্যে একটা মস্তবড় অশ্বডিম্ব বই কিছু প্রসব করলো না। গ্রহণযোগ্য যা কিছু বা করতে চেয়েছিল, শেষ পর্যায়ে বড়লাট ওয়াভেলের বেঈমানী তা তামামই বানচাল করে দিলো।

ক্যাবিনেট মিশন বা মন্ত্রী মিশন ১৯৪৬ সনের ২৩শে মার্চ করাচী হয়ে ২৪শে মার্চ দিল্লীতে এসে পৌছলো। মন্ত্রীরা রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা, প্রদেশগুলোর প্রধানমন্ত্রী, সংখ্যালঘুদের নেতা ও দেশীয় রাজ্যগুলোর রাজাদের সাথে আলাপ আলোচনা করলেন। করলেন মত বিনিময়। কংগ্রেসের সভাপতি মাওলানা আবুল

www.pathagar.com

কালাম আযাদ মন্ত্রী মিশনের সাথে সাক্ষাত করলেন ৩রা এপ্রিল তারিখে। তিনি মত প্রকাশ করলেন সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে। বললেন, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় ও যানবাহন থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, বাঁকী সব ছেড়ে দেয়া হবে প্রাদেশিক সরকারকে। অতপর গান্ধীজী আলাপ করলেন মন্ত্রী মিশনের সাথে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে হিন্দু মুসলমান সমস্যা সি. আর. ফর্মূলা অনুযায়ী সমাধান করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করলেন তিনি। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ মন্ত্রী মিশনের বৈঠকে যোগ দিলেন ৪ঠা এপ্রিল। মুসলমানদের জন্যে তিনি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র দাবী করলেন। উপযুক্ত যুক্তি প্রদর্শন করলেন তার দাবীর পক্ষে।

১৬ই এপ্রিল মন্ত্রি মিশন মিঃ জিন্নাহর সাথে আলাপ করলেন আবার। জিন্নাহকে তাঁরা একটি ক্ষুদ্র সার্বভৌম পাকিস্তান ও অসার্বভৌম একটি বৃহৎ পাকিস্তান—এ দু'টির একটি বেছে নিতে বললেন। মুসলিম লীগ যদি একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র দাবী করে, তাহলে অমুসলমান এলাকাগুলোর উপর সে দাবী গ্রহণ করা যাবে না বলে জানালেন তাঁরা। জিন্নাহ সাহেব বললেন, যদি নীতিগতভাবে পাকিস্তান দাবী মেনে নেয়া হয়, এলাকা সম্বন্ধে আলোচনা পরে হতে পারবে। মন্ত্রী মিশন এবার কংগ্রেসের কাছে উত্থাপন করলেন জিন্নাহর প্রস্তাব। কিন্তু গান্ধী, নেহরু প্রমুখ নেতাগণ জিন্নাহর প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হলেন না কিছুতেই।

ঘটনা এ পর্যন্ত গড়ানোর পর মন্ত্রী মিশন কাশ্মীরে বিশ্রাম নিলেন কয়েকদিন। এরপর ২৬শে এপ্রিল স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা নিয়ে মাওলানা আযাদ ও মিঃ জিন্নাহর সাথে আলাপ আলোচনা করলেন পৃথক পৃথকভাবে। এ আলোচনার ভিত্তিতে কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের মন্ত্রী মিশনের সাথে এক বৈঠকে আমন্ত্রণ করা হলো। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, লিয়াকত আলী, মুহম্মদ ইসমাঈল খান ও আবদুর রব নিশতার এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মাওলানা আযাদ, সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল, নেহরু ও আবদুল গাফফার খান যোগ দিলেন বৈঠকে। বৈঠক হলো সিমলায়। বৈঠকের আলোচনা চললো ১১ই মে পর্যন্ত। একটি আপোষমূলক পরিকল্পনা গ্রহণের প্রচেষ্টা চললো চরম। কিন্তু ব্যর্থ হলো সব। কারণ, লাল বলদটা থাকতেই হবে কংগ্রেসের।

অবশেষে ক্যাবিনেট বা মন্ত্রী মিশন নিজেদের রচিত পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন ১৬ই মে। তাঁরা পাকিস্তান দাবী অগ্রাহ্য করলেন। বললেন, সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হবে না এতে। পাকিস্তানের দুই অংশ একে অন্য থেকে দূরে থাকবে সাত আটশো মাইল। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব পরিকল্পনা দিলেন। এ পরিকল্পনায় বলা হলো—

১. বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলো নিয়ে একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হবে। বৈদেশিক নীতি, দেশ রক্ষা ও যানবাহন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পরিচালনা করবে।

২. বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলোকে ভাগ করা হবে তিনটি গ্রুপ্ বা অঞ্চলে। বাংলা ও আসাম নিয়ে গঠিত হবে 'গ' গ্রুপ। পাঞ্জাব উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ ও বেলুচিস্তান নিয়ে 'খ' গ্রুপ্ এবং বাঁকী ছয়টি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ নিয়ে (অর্থাৎ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে) গঠিত হবে 'ক' গ্রুপ্।

www.pathagar.com

৩. দেশের শাসনতন্ত্র রচনা করার জন্যে একটি গণ পরিষদ গঠিত হবে।

৪. নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন দলের নেতৃবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হবে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার।

মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনায় পাকিস্তানের দাবী প্রত্যক্ষভাবে স্বীকৃত না হলেও, নীতিগতভাবে তা স্বীকার করা হয়। কারণ, এর মধ্যে মুসলিম অধ্যুষিত গ্রুপগুলোকে স্বাধীন সরকার গঠন করার অধিকার দেয়া হয়েছিল। এ কারণেই, ৬ই জুন ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করলো মুসলিম লীগ। কিন্তু ফের বাদ সাধলো কংগ্রেস। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে কংগ্রেস অস্বীকৃতি জানালো।

এর আগে বড়লাট ওয়াভেল অঙ্গীকার করেছিলেন, যদি দুই দলের মধ্যে কোনো একটি দল এ মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তাহলেই কার্যকরী করা হবে উক্ত পরিকল্পনা। কিন্তু বেঈমানী করলেন বড়লাট ওয়াভেল। কংগ্রেস অন্তবর্তী সরকারে যোগ দিতে অস্বীকার করা মাত্র ওয়াভেল তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করলেন। মুসলিম লীগ মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা সত্ত্বেও মুসলিম লীগকে নিয়ে সাময়িক সরকার গঠন করলেন না ওয়াভেল।

সুতরাং, তদানিন্তন বড়লাট ওয়াভেলের এ বিশ্বাসঘাতকতা ও কংগ্রেসের একগুঁয়েমীর ফলে মন্ত্রী মিশন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হলেন জিন্নাহ সাহেব। পাকিস্তান স্থাপনের দৃঢ় সংকল্পের কথা নতুন করে ঘোষণা করলেন তিনি।

বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়ার চেয়েও লঘু হয়ে মিলিয়ে গেল ক্যাবিনেট মিশনের হৈ চৈ। মুসলমানদের জন্যে কোনোই উপকারে এলো না তা। রাজনীতির এসব জালিয়াতি দেখে দেখে আনোয়ার হোসেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। হারিয়ে ফেলতে বসেছে তার আত্মবিশ্বাস। অধিক সময় এখন সে গুম হয়ে বসে থাকে। বসে বসে ভাবে আর উদাস দৃষ্টি মেলে শূন্যের দিকে চেয়ে রয়।

এভাবেই কেটে যাচ্ছে দিন। দিনের পর দিন। রুটিন মাফিক আনোয়ার হোসেন ইস্কুলে যায়, হারুনকে পড়ায়, কাজ থাকলে কথা বলে, কাজ না থাকলে নিশ্চুপ। উদাস ও বোবা।

হারুনকে পড়ানো নেই মাসাধিককাল যাবত। গ্রীষ্মের ছুটির সাথে রাজনৈতিক কোলাহলে দীর্ঘকাল ব্যাপী স্কুল এখন বন্ধ। হারুন এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে কলিকাতার বাইরে। পড়ানো না থাকলেও, আনোয়ার হোসেন প্রায়ই হারুনদের বাড়ীতে এসে হাজির হয়। ঘুরতে ঘুরতে চলে আসে অভ্যাসের বশে। চলে আসে কখনো বা খেয়ালে, কখনো বা বেখেয়ালে। খান মজলিস সাহেবের খবর নেয়ার গরজটা যোগ হয় এর সাথে। খান মজলিস সাহেব এতে খুশী হন। ঘন ঘন আসার জন্যে তাকিদ দেন। আসতে বলেন সময় পেলেই।

স্কুল বন্ধ থাকায় অখণ্ড সময় এখন আনোয়ারের হাতে। আনোয়ার তাই চলে আসে প্রায়দিনই। অভ্যাস আর গরজ ছাড়াও, অদৃশ্য এক আকর্ষণ আনোয়ারকে টেনে আনে এ বাড়ীতে। খান মজলিস সাহেব বাড়ীতে থাকলে তাঁর সাথে গল্প হয়। না থাকলে সন্ধ্যাতক বসে থাকে আনোয়ার। উদাসভাবে চেয়ে থেকে কি যেন আর কাকে

www.pathagar.com

যেন খুঁজে বেড়ায়। এ কাজ করে আনোয়ারের অবচেতন মন। আনোয়ার এর সবটুকু জানে না।

আজও এসে আনোয়ার হোসেন বসে আছে ড্রয়িং রুমের দুয়ারে। মৌন আর মনমরা। দৃষ্টি তার উদাস। নূরমহলের দৃষ্টি এটা এড়ায় না। ঘুরতে ফিরতে আনোয়ারকে এ অবস্থায় প্রায়ই সে দেখে। দেখে তার ক্রোধ হয়। মালতীদের বাড়ী হয়েই এখানে এসেছে—এ কথা ভাবতেই বিতৃষ্ণা জাগে। কোনো কোনো সময় আবার মায়াও হয় অকস্মাৎ। এ সময় কথা বলারও ইচ্ছে হয়। কিন্তু দ্বিধাদ্বন্দ্ব এসে সরিয়ে নেয় নূরমহলকে।

আনোয়ার হোসেনের চেহারা অনেকখানি বিবর্ণ হয়ে গেছে। তার চোখের দৃষ্টিতে ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উদাস ও মনমরা আনোয়ারকে দেখে নূরমহল আজ শেষ পর্যন্ত সরে যেতে পারলো না। এক পা দু'পা করে চলে এলো কাছে। কাছে এসে বললো—কাজ কাম, পড়াশুনা কোনো কিছুই এখন আর নেই নাকি ?

নজর না তুলে আনোয়ার হোসেন নির্জীব কণ্ঠে জবাব দিলো—ভাল লাগে না।।

ঃ হারুন আজ দীর্ঘদিন বাড়ীতে নেই, তা কি জানেন না ?

ঃ জানি।

ঃ আব্বাও প্রায়ই এ সময় বাড়ীতে থাকেন না—এটাও তো জানেন ?

ঃ জি।

ঃ তাহলে আর প্রতিদিন আসেন কেন এখানে ?

চোখ তুলতে চেয়েও আনোয়ার হোসেন চোখ তুলতে পারলো না। ম্লান কণ্ঠে বললো—এ অমনি অমনি আর কি।

ঃ সেরেফ অমনি অমনি ? এটা কি কখনো হতে পারে ? সত্যিকথা বলছেন না কেন ?

ঃ সত্যি কথা ?

ঃ আপনি আমার খোঁজে আসেন। আমার ধাঁধায়। আমার প্রতি ফালতু মোহ এখনও আপনার কাটেনি।

আনোয়ার হোসেন নিশ্চুপ। গলায় জোর দিয়ে নূরমহল বললো—কথাটা কি ঠিক নয় ?

নত মাথা দুলিয়ে আনোয়ার হোসেন মৃদুকণ্ঠে বললো—হ্যাঁ, ঠিক।

ঃ বটে ! আমার কাছে আর কিসের জন্যে আসেন আপনি ?

আনোয়ার হোসেন নিশ্চুপ। নূরমহল ফের বললো—আমার তো সব খবরই জানেন। আমি এখন অন্যজনের। না হলেও হতে যাচ্ছি। আপনাকে নিয়ে আমার কোনো উৎসাহ নেই। ছিলও না কখনো। আমার কাছে আপনার তাই আশা করার কিছুই নেই। তবু কেন আসেন ?

আস্তে আস্তে চোখ তুললো আনোয়ার হোসেন। ক্ষণকাল নীরব থেকে করুণ কণ্ঠে বললো—না, অন্য কোনো আশায় নয়।

ঃ তাহলে কিসের আশায় ?

ঃ আপনার যদি কোনো উপকারে আসতে পারি তাই।

www.pathagar.com

চমকে উঠলো নূরমহল। কম্পিত কণ্ঠে বললো—এজন্যে আসেন আপনি? এ আশায়?

ঃ জি। অন্ততঃ আর একবার আপনার কোনো উপকারে আসতে পারি যদি, এ আশায়।

একদৃষ্টে চেয়ে রইলো আনোয়ার। থর থর করে কেঁপে উঠে ছুটে পালালো নূরমহল।

আনোয়ারের স্কুল এখনও খুলেনি। নূরমহলের সাথে ভারাক্রান্ত ঐ ক'টি কথাবার্তার পরে সেখানেও আর যায় না। আনোয়ার হোসেন এখন মেসেই থাকে অধিক সময়। বাইরে বেরোয় কম। শুয়ে বসে থাকে, বই পুস্তক খাতাপত্র নাড়াচাড়া করে আর মেসের আশেপাশেই ঘুরে বেড়ায়। সময় কাটানো অনেকটা দায় হয়ে উঠেছে তার এখন। তা দেখে জালালউদ্দীন অবশেষে ক্ষোভের সাথে বললো—একেই বলে, আল্সের ভাত নেই, চিন্তারোগের ওষুধ নেই। সাব্বাস্ তোমার আক্কেল যা—হোক।

আনোয়ার হোসেন নজর তুলে বললো—কেন দোস্ত্, একথা বলছো কেন?

ঃ বলেই বা আর হবে কি? বলা তো কম হলো না? সব কথাই যার এ কান দিয়ে ঢুকে ও কান দিয়ে বেরিয়ে যায়, তাকে আসলে কিছুই বলা ঠিক নয়।

ঃ কি ব্যাপার! তেতে আছো মনে হচ্ছে?

ঃ থাকাই তো স্বাভাবিক। আমার কোনো কথাই শুনবে না, গুরুত্ব দেবে না কিছুতেই, এরপরও কি তোমার সাথে কথা বলা উচিত আমার?

ঃ আরে বা! তোমার কোনো কথাই শুনলাম না কি রকম?

ঃ কৈ আর শুনলে। স্কুল তোমার বন্ধ এখন। পড়াতে যাওয়ার গরজটাও দেখছিনে। হয়তো বা ল্যাং খাওয়ার কারণে এমনটি ঘটেছে। সে যাহোক, এখন তোমার অনন্ত অবসর। শুয়ে বসে থাকো, এ ফাঁকে কলমটা একটু ধরলে কি জাত যায়?

ঃ দোস্ত্!

ঃ ইদানিং বইপুস্তক নিয়েও নাড়াচাড়া করছো, দেখি। পণ্ডিত পণ্ডিত ভাব। অথচ আমার কথাটা রাখতেই যত গাফিলতি তোমার। মুখটা আমার এভাবেই পোড়ালে?

আনোয়ার হোসেন হাসিমুখে বললো—তুমি কি সেই লেখার কথা বলছো?

ঃ জি। বলতে তো ইচ্ছেই আর হয় না। কিন্তু আমার সাহিত্য সম্পাদকের জ্বালায় না বলেও আর পারিনে। কি কুক্ষণেই যে তাঁকে আমি তোমার কথা বলেছিলাম। তিনি এখন এ নিয়ে রীতিমতো উপহাস করা শুরু করেছেন। ভাল লেখার আকাল তো সব সময়ই থাকে!

ঃ তাই নাকি? তা সে কথা বলবে তো?

ঃ বলেই বা হবে কি? তুমি কি কথাটা আমার রাখলে কখনো?

ঃ কে বললে রাখলাম না? মাল তো রেডী। এ ব্যাপারে তুমি আর কিছু বলছো না বলেই আমি চুপ করে আছি।

www.pathagar.com

জালালউদ্দীন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো —রেডী না কি বললে? হাত দিয়েছো লেখায়?

ঃ লেখা কম্‌প্লীট্‌। তুমি চাইলেই দিতে পারি।

ঃ ফের ইয়ার্কি শুরু করলে?

ঃ না দোস্ত্‌। আসলেই এ কয়দিনে লিখে ফেলেছি একটা কিছু।

জালালউদ্দীন খুশী হয়ে বললো—সাব্বাস্‌-সাব্বাস্‌! ফ্রেশ্‌ করে ফেলেছো নাকি?

ঃ বললামই তো একদম কম্‌প্লীট্‌।

জালালউদ্দীন এবার একটু হতাশ কণ্ঠে বললো—একেবারেই কম্‌প্লীট করে ফেলেছো? আমার কোনো সাজেশান না নিয়েই?

ঃ তোমার সাজেশান!

ঃ মানে, হিন্দু পত্রিকা তো? তাই, লেখার ধাঁচ্‌-ধরন, শব্দ প্রয়োগ—এসব ফ্রেশ করার আগেই একটু ঠিকঠাক করে নিলে ভাল হতো।

ঃ দোস্ত্‌!

ঃ ইসলামী শব্দ বা দর্শন কিছু থাকলে তো চলবে না। লেখার অভ্যাসটা গড়ে তোলার খাতিরেই এখন লেখা তোমার যতটা সম্ভব হিন্দু লেখকের মতোই করতে হবে। তা ঠিক আছে। আগে কি লেখেছো দেখাও। সংশোধন করে পরে আবার ফ্রেশ করবে। একটু বাড়তি খাটুনী হবে, এ আর কি!

ঃ আরে ওসব নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না। যা নিয়ে আর যেভাবে লিখেছি, তাতে হিন্দু লেখকের ছাড়া কোনো মুসলমানের লেখা বলে কেউ কোনো ধারণাই করতে পারবে না। চলন্তি ধারার সাথে তাল রেখেই লিখেছি।

দু চোখ বিস্ফারিত করে জালালউদ্দীন উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো—তাই নাকি দোস্ত্‌? এয়সা কারবার? বাহবা-বাহবা!

ঃ তবে ত্রুটি একটু হয়েছেই দোস্ত্‌। লেখাটা খুব বড় হয়ে গেছে।

ঃ তা হোক-তা হোক। লেখা যদি পাঠককে টানে তাহলে কোনো অসুবিধেই নেই। একদিনে ছাপানো না গেলে ধারাবাহিকভাবে একাধিক দিন ছাপানো যাবে। কি লিখেছো? গল্প-কবিতা, না প্রবন্ধ?

ঃ কবিতা দোস্ত্‌। সেজন্যে ভাবছি, এতবড় কবিতা—

ঃ একদিনে ছাপানো যাবে না?

ঃ তা অবশ্যই যাবে। তোমাদের সাহিত্য পাতার সিকি অংশও লাগবে না।

ঃ তবে আর কথা কি? দেখাও দেখি কবিতা। আমার তর সইছে না।

আনোয়ার হোসেন বইপুস্তকের তলে থেকে লেখাটা বের করে আনলো। লেখা হাতে নিতে নিতে জালালউদ্দীন একটু ইতস্ততঃ করে বললো—আর একটা কথা আছে দোস্ত্‌। সম্পাদক সাহেব চান, তুমি ছদ্মনামে লিখো। তোমার মুসলমান নামটা ব্যবহার করতে তারা আগ্রহী নন। এতে তুমি আবার কি মনে করো—

www.pathagar.com

আনোয়ার হোসেন হেসে বললো—না-না, মনে করার কিছুই নেই। ওটা অনুমান করেই আমি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছি।

ঃ তাই নাকি ! ওহ্ দোস্ত্, তুমি একটা জিনিয়াস্।

—বলেই জালালউদ্দীন তিন চারশিট্ কাগজের কবিতাটা মেলে ধরলো। শিরোনাম অর্থাৎ কবিতার নামটা চোখে পড়তেই খুশীতে আর এক দফা লাফিয়ে উঠলো জালালউদ্দীন। বললো—এ্যাঁ ! "কুমারীর মন" ? কবিতার নাম "কুমারীর মন"? ফার্স্টক্লাশ-ফাস্টক্লাশ ! এ রকম নারীঘটিত লেখাই তো চাই। মানে, প্রেম-পিরীত, রোমান্স, সখী আমায় ধরো-ধরো, এসবের চাহিদাই এখন অধিক।

এরপর লেখকের নামের উপর নজর পড়তেই জালালউদ্দীন ফের সবিস্ময়ে বললো—একি ! "হারাধন বৈরাগ্য ? মানে ? ইনি আবার কে ?

ঃ উনিই লেখক। এ কবিতার রচয়িত।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ অর্থাৎ, শ্রীমান আনোয়ার হোসেন। ঐ ছদ্ম নামই গ্রহণ করেছি আমি, আমার আসল নাম ঠিকানা একদম শেষে দিয়ে রেখেছি তোমাদের রেকর্ডে রাখার জন্যে।

জালালউদ্দীনের উল্লাস আর দেখেকে ? সে প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলো—মার ছক্কা ! শালা, তুমি কেবল ব্রিলিয়ান্ট্ই নও, ফাদার অব দি ব্রিলিয়ান্ট্স্।

ঃ দোস্ত্ !

ঃ তোমার দূরদর্শিতা এত প্রখর ? এরপর আর কোন ব্যাটা বলে, এটা মুসলমানের লেখা।

জালালউদ্দীন খুশীতে দুলতে লাগলো। আনোয়ার হোসেন বললো—আরে বাবা, এখনই এত ফুলে উঠছো কেন ? লেখাটা আগে পড়েই দেখো না, চলবে কিনা। ভেতরের মাল যদি রদ্দিমাল হয়, তাহলে উপরে এটুকুতেই কি কাজ হবে কিছু ?

ঃ হতেই পারে না। তোমাকে কি আমি চিনিনে ? তোমার কলম দিয়ে রদ্দিমাল বেরুবে, এ আমাকে বুঝতে হবে নাকি ?

বলতে বলতে কবিতাটি মেলে ধরে পড়তে লাগলো জালালউদ্দীন জালাল ঃ

॥ কুমারীর মন ॥

রচয়িতা—হারাধন বৈরাগ্য

চুপি চুপি অতি
প্রভাতের পূর্বভাগে চলিছে শ্রীমতি।
সলজ্জ মধুর হাসি দুরু দুরু হিয়া
শিহরি শিহরি উঠে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
আশা-নিরাশার মাঝে আনন্দ আবেগ,
যৌবনের বেগ।।

প্রতি পায়ে পায়ে
রিণিকি ঝিনিকি বাজে চরণের ঘায়ে

www.pathagar.com

পায়ের পায়েল আর হাতের বলয়,
তালে তালে তাল দেয় দখিনা মলয়
আবেগে আবেগে ভয়ে কাঁপে অনুক্ষণ
কুমারীর মন।।

এ মধু লগনে
বিহ্বল বিচকিত বঁধুর স্বপনে
নাহি চাহি কোনোদিক আগে কিবা পাছে
তরুণী থামিল আসি তটিনীর কাছে।
ওপাড়ে দাঁড়ায়ে বঁধু এপাড়ে সুন্দরী,
নাই খেয়াতরী।।

মাঝে ভরা নদী
হাতছানি দিয়ে বঁধু ডাকে নিরবধি–
"রজনী পোহায়ে যায় এসো তাড়াতাড়ি
আঁধারে পালাতে হবে লোকালয় ছাড়ি।"
তরুণী ভাবিয়া সারা না জানে সাঁতার,
কিসে হবে পার।।

ঠিক সেই ক্ষণে–
কোথা হতে কি করিয়া কেহ নাহি জানে,
তরী বেয়ে কাছে তার হলো উপনীত
চির পরিচিত তবু চির উপপেক্ষিত
আবালের সহচর যদিও আপন,
পায়নিকো মন।।

বহু গুণে গুণী
দিয়ে তবু মন তারে দেয়নি তরুণী।
অলিক বিলাস কিম্বা বচন কলায়
নবীনা কুমারী মন যে ভোলে ভোলায়
হয়তো সেরূপ কিছু চাতুরী বাহার
ছিল না তাহার।।।

অথবা সে মন
যারে দেবে বলে আজ দেখিছে স্বপন
যার লাগি হবে সদা আকুল হৃদয়

www.pathagar.com

অন্যদিকে চাহিবার রবে না সময়,
সেজন এ নয়, ঐ দাঁড়ায়ে ওপাড়ে
ডাকে বারে বারে।।

ভাবিছে নবীনা—
এইক্ষণে এই নায়ে তারে নেবে কিনা।
উপেক্ষিত বারবার হয়েছে যেজন
এত উপকারে তার আসিবে কি মন?
হেনকালে গুণী তারে ডেকে কয় ধীরে–
"যাবে ওই তীরে?"

"অতি তাড়াতাড়ি",
আনন্দে অধীর হয়ে কহিল কুমারী।
বসার আসন এক পেতে দিলো গুণী
কুমারী বসিল উঠি, ভাসিল তরণী।
গুণী বসি টানে দাঁড় মাথা করি নীচু
কথা নেই কিছু।।

কয়দণ্ড পরে
এপাড়ের তরীখানি ভিড়িল ওপাড়ে।
নিকটে দাঁড়ায়ে বঁধু পুলকিত হিয়া
তরুণী তরণী থেকে আসিল নামিয়া
শরমে ঢাকিছে আঁখি বুকভরা আশা,
মুখে নাই ভাষা।।

মধুর প্রভাত
পোহায়ে গিয়াছে সেই প্রতিক্ষার রাত
উভয়ের মোহে হয়ে উভয়ে মগন
কেহ খোঁজে দেহ আর কেহ খোঁজে মন
হরিষে আবেগে অতি হয়ে আত্মহারা
চলে গেল তারা।।

সেই নদী তীরে
যে ছিল নীরবে বসি সে গেল না ফিরে।
আপন খেয়ালে করে নদী পারাপার
দিনে দিনে উড়ে গেল সোনার সংসার

www.pathagar.com

কিছুতেই মন নেই, দুঃখ নেই কিছু
চায় নাকো পিছু।।

* * * * * * * *

বহুদিনে পরে
দেহ মন বেচাকেনা সব শেষ করে
একদিন কোথা হতে সহসা সে নারী
সর্বস্ব হারায়ে একা ফিরে চলে বাড়ী।
সম্মুখে সে নদী পুনঃ, ভাবিছে আবার
কিসে হবে পার !!

নাই সেই জ্যোতিঃ
নূপুরের ছন্দ নাই, নাই সেই গতি,
নাই সে মধুর হাসি ভীরু ভীরু চোখ,
দুরু দুরু মন নাই, নাই সে পুলক,
অশেষ সম্ভার নিয়ে করি বিকিকিনি–
হলো ভিখারিণী।।

দেহ আর মন
বুঝিতে পারে না কে যে কি চায় কখন।
সেজন যা চেয়েছিল নিয়েছে তাহাই
গুণ মন–ওসবের না ছিল বালাই
দেহের লাবণ্য শেষে তাই অবহেলে
দিলো তারে ফেলে।।

আজো এসে তীরে
তেমনি ভাবিছে নারীর অতীতেরে ঘিরে।
আজ তার নাই বঁধু, নাই সেই তাড়া
ভাবিতে ভাবিতে কিছু ছিল দিশাহারা
হেনকালে তরী এনে গুণী কয় তারে—
"যাবে কি ওপারে ?"

থতমত খেয়ে
সেদিনের মতো দেখে সম্মুখে চেয়ে—
তেমনি অমল মুখে সেই চেনাজনে
তেমনি বিনত আঁখি, বিমল বচনে
আবার আনিয়া তরী ডাকিতেছে ধীরে—
"যাবে ওই তীরে ?"

www.pathagar.com

লোক মুখে মুখে
গিয়াছিল এ কাহিনী নানা দিকে দিকে—
পুথি আদি কাজ কাম সব ফেলে দিয়ে
নানাগুণে গুণী এক থাকে খেয়া নিয়ে।
গিয়াছিল এ কাহিনী নানা খানে খানে,
এ নারীরও কানে।।

•

ব্যাথিতা রমণী
ক্ষণিক নীরব থাকি কহিল তখনি—
"পুথি আদি পড়াশুনা কায় কারবার
কি কারণে সব ছাড়ি করো খেয়া পার ?"
তুলি নত আঁখি গুণী শান্ত অবয়বে
রহিল নীরবে।।

পুনঃ কহে নারী—
"অশেষ সম্ভার নিয়ে গ্রাম যবে ছাড়ি
সেদিন পাওনি কিছু, পাও নাই কভু
বিলায়ে দিয়াছি সব জানিয়াছো তবু
খেয়াঘাটে বসে থাকো ফেরোনা বাসায়
কিসের আশায় ?"

গুণী তুলি চোখ
রমণীর দিকে রাখি দৃষ্টি অপলক,
করুণ বদনে কয় দাঁড় রাখি পাশে—
"খেয়াঘাটে পড়ে থাকি শুধু এ আশে—
আমার তরীতে চড়ি অন্ততঃ আবার
যদি হও পার।।"

একটানা কবিতাটি পাঠ করার পর জালালউদ্দীন বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলো—উঃ! কি দারুণ। অপূর্ব-অপূর্ব। একি তোমার অনুপম সৃষ্টি দোস্ত্!

আনোয়ার হোসেন হাসিমুখে প্রশ্ন করলো—ভাল হয়েছে ?

ঃ হয়েছে কি ? অনবদ্য, একদম অনবদ্য। কি তাজ্জব এক অনুভূতি ফুটিয়ে তুলেছো দোস্ত্। ভালবাসার একি গভীরতা!

ঃ দোস্ত্!

ঃ ঐটুকু পেলেই বর্তে যায় যে মুহব্বত, সে মুহব্বতের জুটি নেই, সে প্রেমের তুলনা নেই। একেই বলে উৎসর্গিত প্রেম!

ঃ আচ্ছা!

ঃ এ অনুভূতি তুমি পেলে কোথায় ইয়ার ? কোথা থেকে এলো তোমার এ উপলব্ধি ? ভুক্তভোগী না হলে তো এমন ভাব ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয় ?

www.pathagar.com

কিঞ্চিৎ আনমনা হয়ে আনোয়ার হোসেন বললো—দোস্ত্‌।

জালালউদ্দীন কটাক্ষ করে প্রশ্ন করলো—ঘটনা কি ? হৃদয় উজার করে দেয়ার পর ইতিমধ্যেই কোথাও কি চোট্‌ খেয়েছো মস্তবড় ?

সজাগ হয়ে আনোয়ার হোসেন শশব্যস্তে বললো—আরে-আরে, এসব কি বলছো ? কবির কল্পনার মধ্যে বাস্তবতা খুঁজে বেড়াচ্ছো কেন ?

ঃ এ্যাঁ ! কবির কল্পনা ?

ঃ কল্পনা বই কি ? কল্পনার বিশাল ভূবনে ঘুরে বেড়ায় বলেই তো কবিরা অনবদ্য কিছু সৃষ্টি করতে পারে। সৃষ্টি যখন অনবদ্য হয় তখনই তা বাস্তবের আদল পায়।

ঃ ইয়ার।

ঃ তুমি যতই বলো না কেন, আমারটা মোটেই কিছু অনবদ্য নয়। তবে কিছুটা হয়তো ভাল হয়েছে বলেই তুমি এমন আন্দাজ করছো।

জালালউদ্দীন চিন্তিত কণ্ঠে বললো—হ্যাঁ, হয়তো বা হবেও তা। তবে—

ঃ ঐসব ফালতু চিন্তা রাখো। আগে নিয়ে গিয়ে তোমার সম্পাদককে দেখাও। তিনি আবার পসন্দ করেন কিনা, সেটা দেখো। তোমার মতো এত পাত্‌লা আবেগ তাঁর তো নাও থাকতে পারে ?

পরের দিনই জালালউদ্দীন লেখাটা তার কাগজের অফিসে নিয়ে গেল। এর দিন দুই পরেই খবরের কাগজ হাতে ঝড়ের বেগে ছুটে এলো জালালউদ্দীন। আনোয়ারের উপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে সোল্লাসে বলে উঠলো—কামাল কর্‌ দিয়া দোস্ত, তুনে কামাল কর্‌ দিয়া। এক ঘায়েই কেল্লা ফতে। হাতী ঘোড়া লোক লস্কর সব কাত্‌।

আনোয়ার হোসেন বললো—আরে-আরে, ফের ক্ষেপে গেলে কেন ? কি হয়েছে?

ঃ দিউয়ানা বনে গেছে। তোমার লেখা পড়ে আমাদের কাগজের অফিসের সবাই মোহিত হয়ে গেছে। ধন্য ধন্য রব উঠেছে সকলের মুখে।

ঃ সেকি ! সবাই পড়লো মানে ? ছাপা হয়েছে কবিতা ?

ঃ তবে আর বলছি কি ? এ রকম লেখা ছাপা না হয়ে যায় ? এই দেখো—

জালালউদ্দীন কাগজটা মেলে ধরলো। লেখার দিকে চোখ পড়তেই আনোয়ার হোসেন খোশ কণ্ঠে বললো—আরে সত্যিই তো ! এত শিগ্গির ছাপা হলো ?

ঃ হবেই তো। এ রকম লেখা কি হামেশাই পাওয়া যায় ?

ঃ আচ্ছা। তা তোমার কাগজের লোকজনের পসন্দ হয়েছে লেখা ?

ঃ আরে বলে কি ? খৈ ফুটছে সবার মুখে। ঝড় উঠছে বিলকুল। কেউ বলছেন, ঠিক অমুক কবির মতো, কেউ বলছেন তমুক কবির মতো, রবীন্দ্রনাথের কথাও বাদ দেননি কেউ কেউ। সাবাস্‌ সাবাস্‌ আওয়াজ দিচ্ছেন যে পড়ছেন, তিনিই।

জালালউদ্দীন আবেগভরে আরো অনেক কথা বলতে লাগলো। সেদিকে কান না দিয়ে আনোয়ার হোসেন নীরবে পড়তে লাগলো তার সদ্য ছাপা কবিতাটি।

আনোয়ারের কবিতা নিয়ে যতটা না ঝড় উঠলো কাগজের অফিসে, তার চেয়ে অনেক বেশী ঝড় উঠলো নূরমহলের দীলে। নানা ধরনের কাগজ আসে জনাব খান মজলিসের বাসায়। আনমনে বসে পাতা উল্টাতে উল্টাতে আনোয়ারের কবিতাটা

www.pathagar.com

হঠাৎ করেই চোখে পড়লো নূরমহলের। 'কুমারীর মন" এ শিরোনামটি দেখেই আকৃষ্ট হলো নূরমহল। পড়তে শুরু করেই আটকে গেল মন তার। প্রথমদিকে স্বাভাবিক মন নিয়েই সে পড়া শুরু করলো। যতই এগুতে লাগলো ততই মন তার চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগলো। কিসের কি এক গন্ধে দুরু দুরু করতে লাগলো বুক, মৃদু মৃদু কাঁপ ধরলো অন্তরে। শেষ অংশটুকু পাঠ করা মাত্রই যারপরনেই চমকে উঠলো নূরমহল। কেবল অন্তরই নয়, এবার থর থর করে কেঁপে উঠলো সর্বাঙ্গ তার।

কি তাজ্জব ! এযে আনোয়ারের কথা ! আনোয়ার হোসেন আর তার নিজেকে নিয়েই তো এ কবিতা লেখা ! আনোয়ারই তো তার আবাল্যের সহচর। তারই তো সে বাল্যকালের পিয়ারবানু ! আনোয়ার তো আসলেই একজন বহু গুণে গুণী লোক। তাকেই মন দিয়ে তো দেয়নি শেষে নূরমহল ! কবিতার শেষ অংশের কথাগুলো বিলকুল তাদেরই কথা। তার কাছে আনোয়ারের আর আশা করার কিছু নেই, কিসের আশায় আনোয়ার তবু তাদের এখানে আসে—এ প্রশ্নই তো সে আনোয়ারকে করেছিল ! জবাবে আনোয়ারও বলেছিলো, "অন্ততঃ আর একবার আপনার কোনো উপকারে আসতে পারি যদি, এ আশায়।" এ কবিতার শেষ কথাও তো ঠিক আনোয়ারের ঐ শেষ কথার মতোই। এ কবিতার নারীটাও বাদ ছাদ দিয়ে অনেকটা নূরমহলেরই প্রতিচ্ছবি ! একি করে হলো ? একি করে সম্ভব ?

লেখকের নামটা বারবার পাতা উল্টিয়ে দেখতে লাগলো নূরমহল। লেখক আনোয়ার হোসেন নয়, লেখক হারাধন বৈরাগ্য। তাহলে ? তাদের কথা হারাধন বৈরাগ্যের কাছে গেল কেমন করে—এ প্রশ্ন নূরমহলের অন্তরে লুটোপুটি খেতে লাগলো। আনোয়ার কি তাঁর কাছে তাদের কথা বলেছে, না সেরেফ কল্পনার বশেই হারাধন বৈরাগ্য বাবু লিখেছেন এ কবিতা ? সেরেফ কল্পনাই যদি হয়, তাহলে তাদের প্রসঙ্গ এতটা মূর্ত হয়ে উঠতে পারে কি করে ? বিশেষ করে, তার ঐ শেষ প্রশ্ন আর আনোয়ারের ঐ শেষ উত্তর ?

তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগলো নূরমহল। ভাবতে লাগলো, আনোয়ারের নিশ্চয়ই কোনো সংশ্রব আছে এ কবিতার সাথে। আর তা যদি থেকে থাকে, তাহলে ব্যাপারটা তো আরো সাংঘাতিক। আনোয়ার কি তাকে নিয়ে এতটাই কাতর ? এতটাই কাতর হয়ে থাকে যদি, তাহলে তো আনোয়ারের মধ্যে কোনো গলদ থাকতে পারে না ! দীলে তার আর কারো স্থান থাকতে পারে না ? অকারণেই বেচারাকে দুঃখ দেয়ার ব্যাপার হয় !

ভেবে ভেবে ক্লান্ত হয়ে নূর মহল ফের ভাবে, না-না, এ কবিতার কথা তাদের কথা নয়। কবিতার ঐ গুণী আনোয়ার হোসেন নয়। আনোয়ার হোসেন প্রতারক। মালতীকে শাদি করতে যে আনোয়ার উদগ্রীব, সে আনোয়ার কবিতার ঐ গুণী হতে পারে না। আসলেই কবির কল্পনা এটা। হারাধন বৈরাগ্য নামক কবিটির নিজস্ব কল্পনা প্রসূত ব্যাপার। কিছুটা সামঞ্জস্য থাকলেও, এটা তাদের ব্যাপার নয়।

জোর করেই এসব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে নূরমহল। ফালতু চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়। কিন্তু পারে না। মনে তার তবু ভেসে বেড়াতে থাকে আনোয়ারের

www.pathagar.com

ঐ শেষ কথা—"অন্ততঃ আর একবার আপনার কোন উপকারে আসতে পারি যদি, এই আশায়"।

মালতীর হবুবর প্রভাকর মিত্রের চাকুরীটা হয়ে গেছে। সে অনেক আগেই যোগ দিয়েছে স্কুলে। কিন্তু বিয়েটা তাদের আজও হয়নি। হয়েই যেতো এতদিন। মাঝখানে হঠাৎই একটা বিঘ্ন পয়দা হলো। প্রভাকর মিত্রের বৃদ্ধা ও রুগ্না মাতার অকস্মাৎ মৃত্যুতে অশৌচ পড়ে গেল। সনাতন পন্থী হিন্দু পরিবার। অশৌচের মেয়াদ তাদের লম্বা। আজও তাই আটকে আছে বিয়েটা।

এটাও মাস কয়েক আগের ঘটনা। অশৌচকাল এতদিন শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। বিয়ের খবর কি, আনোয়ার তা জানে না। বেশ কিছুদিন হলো আনোয়ার হোসেন মালতীদের বাড়ীতেও আর যায়নি। নূরমহলদের বাড়ীতে যাওয়ার ঐ পথ আর মাড়ায়নি। স্কুল বন্ধ থাকায় রসিক চাঁদ মিত্রের সাথেও সাক্ষাত নেই। তাই, ব্যাপারটা কতদূর গড়ালো, সে খবর করার জন্যে আনোয়ার হোসেন চলে এলো মালতীদের বাড়ীতে।

সবার সাথে সাক্ষাত আর কুশলাদি আদান প্রদান করার পর আনোয়ার হোসেন মালতীকে নিয়ে একান্তে বসলো। কারণ, মালতীই পাত্রী আবার মালতীই ঘটক। প্রভাকরের সুবিধে অসুবিধে আর ভেতরের নিগূঢ় তথ্যাদি অন্যের চেয়ে মালতীরই বেশী জানা। আনোয়ার হোসেন আসার পর থেকেই কি যেন কি বলার জন্যে মালতীকে খুবই উদগ্রীব মনে হচ্ছিল। একান্তে বসে আনোয়ার হোসেন তাদের শাদির কথা তুলতেই মালতী মিত্র বাধা দিয়ে হাসি মুখে বললো—ও প্রসঙ্গ থাক দাদা। ও নিয়ে কোনো অসুবিধে নেই। আগে হারাধন বৈরাগ্য বাবুর ব্যাপারটা শুনি।

তড়িৎ বেগে মুখ তুলে আনোয়ার হোসেন বললো—হারাধন বৈরাগ্য বাবু!

ঃ আজ্ঞে। মা বৌদি সামনে থাকায় কথাটা আমি চেপে রেখেছি কোনো মতে। ঘটনাটা জানতে পারার পর থেকেই অধীর আগ্রহে আপনার পথ চেয়ে আছি। ব্যাপারটা কি, বলুন তো?

আঁচ করতে পেরেও আনোয়ার হোসেন প্রশ্ন করলো—কোন্ ব্যাপার?ঃ

ঃ হারাধন বৈরাগ্য বাবুর ব্যাপার।

ঃ কে সে হারাধন বৈরাগ্য বাবু?

ঃ এইতো আমার সামনে বসে। অনর্থক টাল বাহানা করছেন কেন?

ঃ মালতী!

ঃ এমন কবিতা লিখলেন কেন দাদা? এর মধ্যে যে মস্তবড় দুর্ঘটনার গন্ধ পাচ্ছি।

ঃ তুমি পড়েছ সে কবিতা?

ঃ শুধুই পড়েছি? পড়ে পড়ে মুখস্ত করে ফেলেছি।

ঃ বলো কি! তা ঐ হারাধন বৈরাগ্য যে আমি, তা জানলে কি করে?

ঃ জানার আমার পথ কি একটা? একাধিক। একমনে কবিতাটি পড়ছি দেখে প্রথমে আমার দাদা আমাকে এ রকমই ইংগিত একটা দিলেন। বললেন, "এটা একটা ছদ্মনাম। এ কবিতার লেখক আসলে অন্য লোক।" লোকটা তাহলে কে, এ প্রশ্ন

www.pathagar.com

করায় দাদা বললেন, "তা সঠিক জানিনে। আমাদের আনোয়ার হোসেন সাহেবের কাছে জানলাম, এটি একটি ছদ্মনাম। লোকটি কে, তা তিনি বলেননি।"

ঃ তারপর ?

ঃ প্রথমে কবিতাটি পড়েই মনটা আমার ভারী হয়। সহানুভূতি জাগে ঐ বেচারা গুণীর প্রতি। এরপর আপনার প্রসঙ্গ উঠামাত্রই আগ্রহ আমার দশগুণে বেড়ে গেল। নামটা ছদ্মনাম তা আপনি জানলেন কি করে, এর সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা—এসব জানার জন্যে অধীর হয়ে গেলাম। এরপরেই হঠাৎ সেদিন লাবণ্যময়ী দিদির সাথে সাক্ষাত। ঐ পত্রিকার সাহিত্য পাতার খোদ সহকারিণী। তিনি ফাঁশ করলেন ব্যাপারটা। বললেন, এ হারাধন বৈরাগ্য কোনো হিন্দু লোক নন, মুসলমান। আর সে মুসলমান ঐ আনোয়ার হোসেন। তোমাদের খাতিরের আনোয়ার হোসেন।

ঃ মালতী।

ঃ ঘটনা কি দাদা ? আপনার দীলে হঠাৎ এ করুণ অনুভূতি কেন ? ভুক্তভোগী না হলে তো এতটা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয় ? কে সে নারী, যার প্রতি আপনার এত আকর্ষণ আর যার উদ্দেশ্যে আপনার এমন আত্মনিবেদন ?

আনোয়ার নীরব। মালতী ফের বললো—আপনার নিজের না হয়ে কাহিনীটা আপনার শুনা কাহিনীও হতে পারে। কিন্তু শুনা কাহিনী হলে তো লেখকের মধ্যে এত দরদ আসতে পারে না ? এত করুণ হয়ে উঠে না ? নির্ঘাত এখানে নিজে আপনি জড়িত। এ কাহিনী আপনার নিজের কাহিনী।

আনোয়ার হোসেন তবু নীরব হয়ে রইলো। মালতী মিত্র তাকিদ দিয়ে বললো—চুপ্ করে রইলেন কেন ? আমি যে এর মধ্যে একটা ভয়ানক অঘটন দেখতে পাচ্ছি। এ নারী কি নূরমহল ? নূরমহলই কি আপনার এ বেদনার কারণ ?

জবাবে আনোয়ার হোসেন নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললো—কেন আবার এসব নিয়ে টানাটানি করছো ?

ঃ কেন, সেটা পরে দাদা। আগে বলুন, আমার অনুমানটা ঠিক কিনা ?

আনোয়ার হোনে নিঃশ্বাস ফেলে বললো—হ্যাঁ, তাহলেও হতে পারে।

ঃ হলেও হতে পারে নয় দাদা। আমি এখন নিশ্চিত, এ ঘটনা আপনার নিজের ঘটনা আর এ নারী ঐ নূরমহলই। কারণ, নূরমহল ছাড়া আর অন্য কোনো মেয়ের স্থান যে আপনার অন্তরে নেই, ছিলও না কোনোদিন, এটা আমার চেয়ে বেশী আর কেউই জানে না।

ঃ মালতী !

ঃ আপনিই তো একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, বাল্যকালে নূরমহল আর আপনি একই স্কুলে পড়েছিলেন বেশ কিছুদিন ? দুইয়ের মধ্যে পরিচয় ছিল খুব ?

ঃ হ্যাঁ, তাতো ছিলই।

ঃ তবে ? নূরমহল সেই থেকে স্থান করে রেখেছে দীলে আপনার। আর কোনো মেয়ে কি ভিড়তে পারে ওখানে ?

ঃ মালতী।

ঃ এমন একটা আলামত আমি সেই দিনই দেখতে পেয়েছিলাম, ঐ যেদিন

www.pathagar.com

নূরমহল আমাদের বাড়ী থেকে রাগ করে চলে গেল, আপনাকে দেখেও দেখলো না। ব্যাপারটার কি আরো অবনতি ঘটেছে?

আনোয়ার হোসেন উদাসকণ্ঠে বললো—আমি জানিনে।

ঃ এড়িয়ে গেলে চলবে না দাদা। আমাকে ব্যাপারটা জানতে হবে। আমাকে নিয়ে নূরমহলের একটা বিভ্রান্তি ঘটেছে, এটা আমি সেদিনই আঁচ করতে পেরেছি, আর আপনিও তা বলেছিলেন। আমার ধারণা ছিল, এমন ভুলভ্রান্তি আর মান অভিমান বেশীদিন টিকবে না। আপ্‌ছে আপ্‌ কেটে যাবে। যায়নি তাহলে?

আনোয়ার হোসেন এবার স্বচ্ছকণ্ঠে বললো—না, যায়নি। বরং সম্পর্কটা বিলকুল ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

ঃ ছাড়াছাড়ি! একি বলছেন?

ঃ তার অন্য জায়গায় শাদি হচ্ছে আর অল্প দিনেই তা হবে।

মালতী মিত্র চমকে উঠে বললো—সেকি! একি কথা? নূরমহল তাতে মত দিয়েছে?

ঃ সে নিজে আগ্রহী হয়ে এ শাদি করছে। যাকে শাদি করছে, সে লোক তাদের বাড়ীতেই এখন বিরাজমান।

ঃ না–না, অসম্ভব! এ হতে পারে না।

ঃ শাদিটা হয়েও যেতো এতদিন। তার মায়ের আর তার নিজের যা আগ্রহ তাতে আটকে মোটেই থাকতো না। কিন্তু তার বাপ খান মজলিস সাহেবের তেমন কোনো উৎসাহ না থাকায় সামান্য একটু বিলম্ব হচ্ছে, এই যা।

ঃ অসম্ভব! এ হতে পারে না। হতে আমি দেবো না। আমি নিজে তাহলে যাবো দাদা। নূর মহলের মারাত্মক এ বিভ্রান্তি ঘুচাতে আগামীকালই যাবো আমি তাদের বাড়ীতে। তার এ ভুল ভাঙ্গাতেই হবে আমাকে।

মালতী মিত্র চঞ্চল হয়ে উঠলো। আনোয়ার হোসেন বাধা দিয়ে বললো—না, এ পণ্ডশ্রম তুমি করো না। তুমি এটা করো, আমি তা চাইনে।

ঃ দাদা!

ঃ সেধে যেচে ভাঙ্গাতে গেলে ভুল তো তার ভাংবেই না, উল্টো আরো অপমানিত হবে তুমি।

ঃ হই হবো। তবু—

ঃ তবু লাভ নেই। আমি আর তার মধ্যে নেই। তুচ্ছ একটা ধারণার বশেই যে এতবেশী বেয়াড়া হয়ে যায়, সেধে যেচে তাকে আর নিজের সাথে জড়াতে মোটেই চাইনে। ও রুচি আমার একটুও নেই।

ঃ দাদা!

ঃ খরচ হয়ে গেছে মালতী। তার মুহব্বত আর দরদ সব খরচ হয়ে গেছে। বিপথ গামী কোনো মেয়ের জের টানতে চাইনে আর।

ঃ বিপথগামী!

www.pathagar.com

ঃ বিলকুল বিপথগামী। অধঃপাতের যাত্রিনী। এক দুশ্চরিত্র লম্পটের হাতে নিজেকে অন্ধভাবে সঁপে দিয়েছে নূরমহল। প্রত্যক্ষ আর প্রচণ্ড একটা দাগা খাওয়ার পরও মোহ্ তার কাটেনি। এরপরেও তার প্রতি আমার আর কি টান থাকতে পারে, বলো ?

ঃ টানটা তো তবু পুরোপুরিই আছে দাদা। আপনার মুহব্বত তো একটুও ম্লান হয়ে যায়নি !

ঃ কে বললে সে কথা ?

ঃ আপনার ঐ কবিতা। আপনার তামাম স্বীকারোক্তি তো ওখানেই আছে। ওটা তো আপনার কবিতা নয়, আপনার জিন্দেগীর রোজ্‌নামচা। তার কিঞ্চিৎ কাজে লাগার আশায় আজীবন যে উদগ্রীব হয়ে আছেন আপনি। ওটুকুতেই ধন্য হতে চান।

ঃ না-না, ওটা কোনো কায়েমী কথা নয়। ওটা আমার অবচেতন মনের কেবলই একটা খেয়াল। কবিতার খাতিরেই কবিতা লিখেছি আমি, তার চিন্তায় নয়।

ঃ তাই বললেই কি শুনছি দাদা ? আপনার সেই অবচেতন মনে ঐ খেয়ালটা এলো কেন ?

আনোয়ার হোসেন অসহায় কণ্ঠে বললো—পারিনে মালতী, অবচেতন মনটাকে কিছুতেই বশে রাখতে পারিনে।

মালতী মিত্রও এবার নিঃশ্বাস ফেলে বললো—হুঁউ। কথাটা তো সেইটেই দাদা। এ সত্যটা কিছুতেই স্বীকার করতে চাননি।

ঃ মালতী !

ঃ রূপসী ও বিদুষী নূরমহলের প্রতি আকৃষ্ট আপনি হবেনই—একথা যখনই আমি তুলেছি, বরাবর তখনই আপনি হেসে সব উড়িয়ে দিয়ে গেছেন। আজ তো বুঝতে পারছি, তার মধ্যে কতটা লীন হয়ে গেছেন আপনি।

মালতীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো আনোয়ার হোসেন। মালতী ফের বললো—অবশ্য এটাও ঠিক যে, তার অবস্থাও তাই। সেও যে আপনার মধ্যে একই সমান লীন হয়ে আছে, তার ঐ ক্রোধ আর ক্রোধের বশে তার ঐ আত্মঘাতী পদক্ষেপই অর প্রমাণ। না দাদা, এটা হতে দেয়া যায় না। যাবোই আমি তার কাছে।

আনোয়ার এবার কঠিন কণ্ঠে বললো—না, যাবে না। আমার নিষেধ।

ঃ দাদা !

ঃ আমার কথার অবাধ্য যদি হও, তাহলে তোমার সাথে সম্পর্ক আমার এখানেই শেষ।

ঃ সেকি দাদা ! একি বলছেন ?

ঃ আমার কথা ঐ একটা বুঝিয়ে সমঝিয়ে কাউকে ফেরাতে আমি চাইনে। তাতে গোঁজামিল দিয়ে মানুষ পাওয়া গেলেও, প্রকৃত মন পাওয়া যাবে না।

ঃ তাই বলে কি আজীবন সে এমন একটা ভ্রান্তির মধ্যেই থাকবে ?

ঃ থাকবে না। এ ভ্রান্তি তার কেটে একদিন যাবেই। তেল-পানিতে মিশ্ কখনো

www.pathagar.com

খাবে না। তখন হয়তো সময় আর থাকবে না, তবু ঐ দিনেরই অপেক্ষায় থাকতে চাই আমি।

ঃ দাদা !

ঃ নিজের ভুল নিজে বুঝতে পেরে স্বগরজে যদি কখনো ফিরে আসে আবার, সেদিনই সত্যিকারের মনটা পাওয়া যাবে তার, মানুষটা হয়তো বা খরচ হয়েই যাবে। তা হোক, আমার কারবার মনের মালতী, দেহের বেসাতি আমার নয়।

মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থেকে মালতী মিত্র বললো—সত্যিই দাদা, আপনি অনন্য।

ঃ কাজেই, এসব নিয়ে সেধে তুমি তার কাছে যাবে না, এ আমার শেষ কথা।

ঃ ঠিক আছে দাদা। আপনি নিষেধ করলে আমি কি আর অবাধ্য হতে পারি ?

ঃ গুড্। এবার তোমাদের কথা বলো। প্রভাকর বাবুর কথা কি ? তাঁর কি অশৌচকাল কাটেনি ?

এবার মালতী মিত্র লজ্জায় ঈষৎ অবনত হলো। বললো—হ্যাঁ দাদা, কেটেছে। কয়দিন আগেই মা আর দাদার সাথে কথা হয়েছে তার। দাদা এখন আয়োজন আদি সেরে ফেললেই সে—

মালতী মিত্র থেমে গেল। আনোয়ার হোসেন হেসে বললো—বর সেজে চলে আসবে ?

মুখটা আরো নীচু করে মালতী মিত্র বললো—আজ্ঞে।

ঃ খুব ভাল খবর। তোমার দাদা তাহলে দেরী করছেন কেন ?

ঃ দেরী নয়। সামান্য হলেও খরচ পাতির ব্যাপার তো ? দাদা তাই আস্তে আস্তে যোগাড় যন্তর সেরে নিচ্ছেন।

ঃ সাব্বাস ! নেমনতন্ন পাবো তো ?

ঃ না।

ঃ না কেন ?

ঃ দাদাকে কি কেউ নেমতন্ন করে ? এ দায় তো দাদারই। নিজ গরজে উপস্থিত থেকে দাদা তাঁর দায় উদ্ধার করবেন, এইতো নিয়ম ?

ঃ যাঃ বাবা ! তাই ?

ঃ তাই বই কি ? আপনার বন্ধু রসিক চাঁদ মিত্রই আপনাকে দিন তারিখ জানাবেন।

আনোয়ার হোসেন খোশ কণ্ঠে বললো—বহুত আচ্ছা-বহুত আচ্ছা ! শুভষ্য শীঘ্রম্।

১৬

নূরমহলের উপকারে আর একবার আসার আশা পূরণ হলো আনোয়ারের। পূরণ হলো রাজনৈতিক ঘটনার জের ধরে। মন্ত্রী মিশন বা ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মুসলমানদের দাবী দাওয়া উপেক্ষিত হলো। বড়লাট ওয়াভেলের বিশ্বাস-ঘাতকতা ও হিন্দু ঘেঁষা মনোভাব দেখে আর কংগ্রেসের একগুঁয়েমীর কারণে মুসলিম

www.pathagar.com

লীগ নেতৃবৃন্দ শংকিত হয়ে উঠলেন এবং মন্ত্রী মিশন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হলেন। ১৯৪৬ সনের ২৭শে জুলাই বোম্বাই অধিবেশনে মুসলিম লীগ মন্ত্রী মিশন প্রস্তাব গ্রহণ করার পূর্ব সিদ্ধান্ত উঠিয়ে নিলো। এরপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষণা করে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা (ডাইরেক্ট এ্যাক্শান) অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

লীগ পরিষদের এ অধিবেশনে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ সকল মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন, বৃটিশ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করা ও সরকারী উপাধি বর্জন করাসহ সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার জন্যে। প্রত্যক্ষ কর্মপন্থার নীতি সক্রীয় করার জন্যে একটি কর্মসূচী প্রস্তুত করার নির্দেশ দেয়া হলো লীগ কার্যনির্বাহক কমিটিকে। ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবস হিসাবে নির্ধারিত হলো। অধিবেশন শেষে লীগ সভাপতি জিন্নাহ বললেন, "আজ আমরা আমাদের ইতিহাসে এক অতি ঐতিহাসিক কার্যের সূচনা করিয়াছি। লীগের সারা ইতিহাসে আমরা এই পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক উপায় ব্যতীত অন্য কোনভাবে কিছু করি নাই।"

প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবস ১৬ই আগষ্ট সম্বন্ধে বিবৃতি বলা হলো, এদিন ভারতের সর্বত্র সভা ও বক্তৃতা অনুষ্ঠান করে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করার কারণসমূহ মুসলমান জনসাধারণকে অবহিত করা হবে আর মুসলমানদের পক্ষ থেকে বৃটিশ সরকারের নীতি ও মনোভাবের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হবে। লীগ কার্য নির্বাহক কমিটি ২রা আগষ্টের বৈঠকে মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন যে, প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবস শান্তিপূর্ণভাবে উদ্‌যাপন করতে হবে আর সর্বত্রই তারা হরতাল পালন করবে। জিন্নাহ সাহেবও ঐ একই কথা বললেন। বললেন, বিভিন্ন স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবস পালন করা হবে। অর্থাৎ, শান্তি ভঙ্গমূলক কোনো কাজ তাঁরা করবেন না।

তাঁরা তা করেননিও। ১৬ই আগষ্ট তারিখে মুসলমানগণ ভারতের সর্বত্রই হরতাল ও সভার আয়োজন করে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা পালন করলেন। লীগ নেতৃবৃন্দ মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা পরিত্যাগ করার কারণ বিশ্লেষণ করলেন এবং মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকার উপদেশ দিলেন। ভারতের অন্যান্য সর্বত্রই প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবসটি শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিপালিত হলো।

হলো না কেবল কলিকাতায়। এমন হাজারটা সভা মিছিল ধর্মঘট হিন্দুরা প্রথম থেকেই করে আসছেন তাঁদের দাবী আদায়ের জন্যে। মুসলমানেরা এ সর্বপ্রথম তা করলেন। কিন্তু কলিকাতার হিংসুটে হিন্দুরা এটা সহ্য করতে পারলো না আর তাই তারা এখানে এ দিবসটি শান্তিপূর্ণভাবে পালন করতে দিলো না। মুসলমানদের উপর তারা অকারণেই হামলা করে বসলো।

সোহরাবর্দীর লীগ মন্ত্রী সভা ১৬ই আগষ্ট ছুটির দিন ঘোষণা করেছিলেন। এদিন লীগ নেতাগণ কলিকাতার ময়দানে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করলেন। কিন্তু সভা আরম্ভ হওয়ার অনেক আগে থেকেই কলিকাতার নানা স্থানে মুসলমানদের উপর হিন্দুদের হামলা শুরু হয়ে গেল। মুসলমান নেতাগণ সভার আয়োজন করা নিয়ে ব্যস্ত

www.pathagar.com

ছিলেন। এ অবস্থায় বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে খবর এলো, সার্কুলার রোড ও কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে হিন্দুগণ দু'দিকের বাড়ীগুলো থেকে সভায় আগমনকারী মুসলমানদের মিছিলের উপর পাথর ও বোতল নিক্ষেপ করছে। এরপরে এ রকম আরো কয়েকটি ঘটনার খবর আসতে লাগলো। বিকেল সাড়ে তিনটের দিকে খবর পাওয়া গেল, ভবানীপুর এলাকার শিখ ও হিন্দুগণ একত্র হয়ে সেখানের মুসলমান স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। অতপর আরো বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অবিরাম হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নি সংযোগের খবর আসতে লাগলো। অবশেষে পরিস্থিতি বিভৎস আকার ধারণ করলো। মুসলমান পুরুষগণ এসে সভায় যোগদান করার সুযোগ নিয়ে হিন্দুগণ কলিকাতার সর্বত্রই অসহায় মুসলমান নারী ও শিশুদের উপর পৈশাচিক হামলা চালিয়ে তাদের হত্যা করতে লাগলো এবং লুণ্ঠন করার সাথে বাড়ীঘরে আগুন ধরিয়ে দিতে লাগলো।

কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার প্ররোচনাতেই এ দাঙ্গা আর অমানুষিক হত্যাযজ্ঞ শুরু হলো। মুসলমানদের এরূপ কোনো ইচ্ছে বা ধারণা ছিল না। তাদের যদি দাঙ্গা বাধানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও থাকতো, তাহলে তারা স্ত্রীলোক আর ছেলেমেয়েদের অসহায়ভাবে বাসায় ফেলে রেখে বক্তৃতা শোনার জন্যে ময়দানে আসতো না। তাছাড়াও, সে ইচ্ছে থাকলে তারা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ কলিকাতায় দাঙ্গা না বাধিয়ে কোনো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ শহর বেছে নিতো। এক কথায়, হিন্দুরা একেবারেই বিনা উস্কানীতে আর এক তরফাভাবে মুসলমানদের উপর এ হত্যাযজ্ঞ শুরু করলো। অতি শীঘ্রই এটা স্পষ্টভাবে ধারা পড়লো যে, মুসলমানদের পাকিস্তান দাবী ভুলিয়ে দেয়ার জন্যেই হিন্দু নেতৃবৃন্দের নির্দেশে হিন্দু জনসাধারণ হত্যা ও অগ্নি সংযোগের মাধ্যমে এ আতংক পয়দা করেছে।

সভা চলাকালীন সময়ে এসব বিভৎস খবর ছড়িয়ে পড়ায় শ্রোতারা অধিকাংশই নিজ নিজ পরিবারের রক্ষার্থে বাসার দিকে ছুটতে লাগলো। বলা বাহুল্য, ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটার ফলে এদের অনেকে পথেই মারা পড়লো। পান্থশালা মেসের দশ বারোজন বোর্ডার ও বয় বাবুর্চি সহকারে আনোয়ার হোসেন আর জালালউদ্দীনও সভায় এসেছিল। তারা এক জায়গায় জটলা করে বসেছিল সভার এক প্রান্তে। এদের কোনো বাসা বা পরিবার পরিজন না থাকায়, এরা অপেক্ষাকৃত কম উদ্বিগ্ন ছিল। হঠাৎ করে খবর এলো জনাব এ. আর. খান মজলিসের ঐ পাড়াতেও চরম হামলা আর দাঙ্গা শুরু হয়েছে। শুনামাত্র লাফিয়ে উঠলো আনোয়ার হোসেন। ঐ পাড়াতে যে কয়টি সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার আছে, খান মজলিস সাহেবের পরিবার তাদেরই একটি। হিন্দুদের আক্রোশ এসব সম্ভ্রান্ত লোকদের উপরই বেশী। এটা অনুমান করেই আনোয়ার হোসেন উঠে দাঁড়িয়ে জালালউদ্দীন ও অন্যান্যদের উদ্দেশ করে বললো—ভাইসব, আমার সেই খান মজলিস সাহেবের পরিবারটা বুঝি ধ্বংস হয়েই গেল। বেচারা একদম অসহায়। বৃদ্ধ আর একক মানুষ। উপযুক্ত ছেলেপুলে বা ভাই-বেরাদর নেই। যদি আপনাদের দয়া হয়, তাহলে আমার সাথে আসুন। নইলে একাই আমি চললাম—

জালাল উদ্দীন ও অন্যান্যেরা চমকে উঠে বললো—সেকি ! আপনি একা যাবেন মানে ? চলুন, তাহলে আমরাও সাথে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

আলাবক্‌শ আর লালাবাউল লাফিয়ে উঠে বললো—যাচ্ছি মানে কি ? চলুন সাব, দেখি কোন্ ব্যাটা সামনে আমাদের দাঁড়ায় !

আলাবক্‌শ যোগ দিয়ে বললো—ঐ ব্যাটা নিরামিষ খেকো দশ দশটা পোলাকে একাই আমি বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো, চলুন—

পান্থশালার গোটা দলটাই আনোয়ারের পেছনে পেছনে ছুটলো। ঘটনা সত্যি। ঐ পাড়াতে এসে দেখলো, অনেক স্থানে হুটপাট আর হৈ হুল্লোড় হচ্ছে। পথেও কিছু উচ্ছৃঙখল লোক ছুটোছুটি করছে। সংখ্যায় বেশী হওয়ায় আনোয়ারদের সামনে আসার সাহস পেলো না তারা। রাস্তা ছেড়ে এদিক ওদিক সরে পড়তে লাগলো। খান মজলিস সাহেবের বাড়ীর কিছুটা কাছাকাছি হতেই, সেদিক থেকে কোলাহল ও তীব্র আর্তনাদ ভেসে এলো। এটা কানে পড়তেই উন্মত্তের মতো ছুটতে লাগলো আনোয়ার হোসেন। এতে করে তার দল অনেকখানি পেছনে পড়ে গেল। দলের দু' একজন খান মজলিস সাহেবের বাসাটা চিনতো। তারাই দলকে পথ দেখিয়ে আনতে লাগলো।

আর্তনাদটা উঠেছিল খান মজলিস সাহেবের বাসাতেই। চারদিকের এ গোলাযোগের সুযোগ নিয়ে জনাতিনেক মাতাল ও লম্পট হিন্দু যুবক খান মজলিস সাহেবের বাসায় এসে ঢুকেছিল। লক্ষ্য তাদের যতটা না লুটপাট আর খুন জখম করা, তার চেয়ে দশগুণে অধিক খান মজলিস সাহেবের সুন্দরী কন্যা নূরমহল। খান মজলিস সাহেব শরীর খুব খারাপ থাকায় সভায় যেতে পারেননি। বাসাতেই ছিলেন তিনি। কোর্ট বন্ধ থাকায় বাসায় ছিল তরিক আলীও। কি এক কাজে বাইরে ছিল আবু মিয়াটা।

বদমায়েশ ক'টা বাড়ীর ভেতরে ঢুকেই এটা ওটা ভাংচুর করে আতংক পয়দা করলো। বাধা দিতে ছুটে এলেন অসুস্থ খান মজলিস সাহেব। তার পেছনে ছুটে এলেন বাতের রুগী বেগম খান মজলিস ও তাঁর কন্যা নূরমহল। এসব দেখেই তরিক আলী চুপচাপ এক পাশে দাঁড়িয়ে গেল। নূরমহলকে দেখামাত্রই তিন বদমায়েশ এক সাথে এসে ধরে ফেললো নূরমহলকে। হিড়হিড় করে টেনে তাকে বাড়ীর বাইরে নিতে লাগলো। মেয়েকে উদ্ধার করার জন্যে ছুটে এলেন খান মজলিস সাহেব। তাদের হাত থেকে মেয়েকে খুলে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। আর্তনাদ ও চীৎকার করতে লাগলেন নূরমহলের রুগ্না আম্মা জোবেদা খাতুন। তবু এক কোণে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তরিক আলী।

নিমেষ কয়েক ধ্বস্তাধ্বস্তি করার পরেই বদমায়েশেরা সজোরে ধাক্কা মারলো খান মজলিস সাহেবকে। বৃদ্ধ ও অসুস্থ মানুষ শাটপাট হয়ে পড়ে গেলেন শুকনো আঙ্গিনায়। বুকে ভীষণ আঘাত লাগায় চেষ্টা করেও তিনি আর উঠে দাঁড়াতে পারলেন না। বদমায়েশেরা এবার সবেগে টেনে নূরমহলকে অন্দর থেকে বের করে নিয়ে গেল। "নিয়ে গেল-নিয়ে গেল, বাঁচাও-বাঁচাও", বলে জোবেদা বিবি তরিক আলীর প্রতি করুণ আবেদন জানাতে লাগলেন। তাঁর আবেদনের জবাবে তরিক আলী চমকে উঠে বললো—ওরে বাপ্‌রে ! আমি যাবো বাঁচাতে ? কি আমার দায় ! নিজে বাঁচলে বাপের নাম—

www.pathagar.com

—বলেই তরিক আলী সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল। আর্তনাদ করতে করতে জোবেদা বিবি বাড়ীর বাইরে এলেন। নূরমহলকে টেনে নিয়ে বদমায়েশেরা তখন বাসার সীমানা ছেড়ে রাস্তার কাছাকাছি এসেছে। তা দেখে জোবেদা বিবি কেবলই দাপাদাপি ও তীব্রতম কণ্ঠে আর্তনাদ করতে লাগলেন।

ঠিক এ মুহূর্তেই আনোয়ার হোসেন এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো বদমায়েশদের উপর। তিনজনের বিরুদ্ধে একাকী লড়তে লাগলো। জনৈক বদমায়েশের ছুরির আঘাতে আনোয়ারের কপালের এক পাশ কেটে গেল। দরদর করে সেখান থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। আনোয়ার হোসেন তবু ঠেকিয়ে দিলো শয়তানদের। একজনের হাত থেকে একটা লাঠি কেড়ে নিয়ে সে সমানে লাঠি হাঁকাতে লাগলো। বদমায়েশেরা থমকে গিয়ে পেছন ফিরেই দেখে, অনেক লোকের একটা দল "ধর ধর" রবে ছুটে আসছে তাদেরই লক্ষ্য করে।

চমকে উঠলো তিন বদমায়েশ। নূরমহলকে ছেড়ে দিয়েই দৌড় দিলো ঊর্দ্ধশ্বাসে। কিন্তু বিফল হলো চেষ্টা তাদের। পালাতে কেউই পারলো না। আনোয়ারের দল তৎক্ষণাৎ তাদের ঘিরে ধরে রাস্তার উপরই শুরু করলো গণধোলাই।

ছাড়া পেয়েও সম্বিতহীন নূরমহল দাঁড়িয়ে থেকে থর থর করে কাঁপছিল। আনোয়ার হোসেন ধমকের সুরে বললো—দেখছেন কি ? যান, শিগ্গির বাড়ীর ভেতরে চলে যান—

নূরমহলের আম্মা জোবেদা খাতুন ইতিমধ্যেই সেখানে এসে পৌঁছেছিলেন। আনোয়ার হোসেনের চোখমুখ তখন ভেসে যাচ্ছে রক্তে। তা দেখে তিনি আবার চীৎকার দিয়ে বললেন—হায়-হায় ! একি ! এযে একদম খুন ! এসো বাবা, এসো-এসো। শিগ্গির তুমিও এসো। এখনই না বাঁধলে, শরীরের তামাম রক্ত ঝরে যাবে অল্পক্ষণেই।

বলতে বলতে তিনি আনোয়ার ও নূরমহলকে ঠেলে ড্রয়িং রুমের কাছাকাছি নিয়ে এলেন। ইতিমধ্যেই ছুটে এলো আবু মিয়া। তার পিছে পিছে ছুটে এলো আনোয়ারের সঙ্গীরা। খান মজলিস সাহেবও উঠে টলতে টলতে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এ সময়। সকলেই আনোয়ারের ক্ষতস্থান বাঁধার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। নূরমহল ও জোবেদা বিবি অন্দরে ছুটে গিয়ে তুলো আর পরিষ্কার নেকড়া পাঠালো আবু মিয়ার হাতে। ক্ষতস্থান ধুইয়ে দিয়ে জালালউদ্দীন জালাল ক্ষিপ্রহস্তে বেঁধে দিলো আনোয়ারের ক্ষতস্থান।

বন্ধ হলো রক্ত। স্তিমিত হলো কোলাহল। খান মজলিস সাহেবের অনুরোধে এবার সবাই এসে ড্রয়িং রুমে বসলো।

কিন্তু অধিক সময় গেল না। খানিক পরেই একদল সত্যিকারের খুনী হিন্দু খান সাহেবের পরিবারকে টার্গেট করে চড়াও হলো খান সাহেবের বাড়ীর উপর। ড্রয়িং রুমের ভেতরে যে এত লোক আছে, তা তারা জানতো না।

"হর-হর ব্যোম-ব্যোম্" আওয়াজ দিয়ে তারা অন্দরের দিকে এগুতেই, পেছন দিয়ে তাদের ঘিরে ধরলো আনোয়ারের দল। বাঁশ লাঠি চেলাকাঠ—যে যা হাতের কাছে পেলো তাই নিয়ে পাল্টা হামলা করলো। 'ব্যোম্-ব্যোম্' ওয়ালারা এজন্যে

www.pathagar.com

আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সংখ্যাতেও তারা আনোয়ারদের চেয়ে কম ছিল অনেক। সাত আটজন লোক তারা। আনোয়ারের বার চৌদ্দজন সঙ্গী আর আবু মিয়া তাদের ঘিরে ধরে এমন ঠেঙ্গানীই দিলো যে, ল্যাংড়া খোঁড়া হয়ে পড়িমরি কোনো মতে পালিয়ে তারা বাঁচলো।

আবার থেমে গেল কোলাহল। আবার সবাই এসে ড্রয়ীং রুমে বসলো। এবার সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লো খান মজলিস সাহেব ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে। কতক্ষণ বসে বসে তারা পাহারা দেবে এঁদের—এই সবার চিন্তা। কিন্তু খান মজলিস সাহেব নিজেই নিরসন করলেন দুশ্চিন্তা সকলের। ময়দানের সভা শেষ হয়েছে তখন। শ্রোতারা সবাই ফিরে এসেছেন নিজ নিজ বাসায়। চারদিকের হৈ চৈও অনেকখানি ঝিমিয়ে পড়েছে। খান মজলিস সাহেব বললেন—এমনটি যে হঠাৎ করে ঘটবে, এজন্যে আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না বাপ সকল। আমাদের এ মহল্লাতে মুসলমানেরাই সংখ্যায় অর্ধেক বা তার একটু বেশী। আমরা জোট বেঁধে ফেললে এখানে কেউ হামলা করতে সাহসী হবে না। আমরা তৈয়ার ছিলাম না বলেই সুযোগটা ওরা নিলো।

জালাল উদ্দীন প্রশ্ন করলো—তাই কি ?

খান মজলিস সাহেব বললেন—হ্যাঁ বাপ। মিটিং থেকে সবাই ফিরে এসেছেন বোধ হয়। আবু মিয়াকে পাঠিয়ে মুসলমানদের মাথা মুরুব্বী সবাইকে ডেকে নিচ্ছি একটু পরেই। অন্য খানের অবস্থা যা-ই হোক, একটা টহলদার দল গঠন করে ফেললেই এমনটি আর এখানে ঘটবে না ইনশাআল্লাহ !

আনোয়ার হোসেন প্রশ্ন করলো—আসলেই তা গঠন করতে পারবেন তো স্যার?

ঃ কেন পারবো না বাপজান ? বিপদ তো আমার একার নয়। বিপদ সবার। নিজ গরজেই সবাই এতে আগ্রহী হবেন।

আবু মিয়া বললো—পাশের বাড়ীর গেদু মিয়া, আমি আর ঐ পাটগুদামের মুসলমান কুলিরা হাজির থাকলে, কেউই এদিকে এগুতো না মাষ্টার সাহেব। আমিও বাড়ীতে ছিলাম না আর ওরাও সবাই সভা শুনতে গিয়েছিল। এ খবর নিয়েই ব্যাটারা এগুতে সাহস করেছে।

আনোয়ারদের উপস্থিতিতেই কয়েজন মুরুব্বী আর পাঁচ সাতজন যুবক এসে হাজির হলেন। মাগরিবের সময় আসন্ন। বাদ মাগরিব একাধিক পাহারাদার দল গঠন করে ফেলবেন বলে তাঁরা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে গেলেন।

অতপর খান মজলিস সাহেব আনোয়ারদের আপ্যায়নের যথাসাধ্য ব্যবস্থাদি করলেন। বিদায় নেয়ার আগে আনোয়ার হোসেন খান মজলিস সাহেবকে বললো—আমি একটা কথা বলতে চাই স্যার, যদি মনে কিছু না করেন।

খান মজলিস সাহেব সাগ্রহে বললেন—বলো-বলো। মনে করবো কেন ?

ঃ বলছিলাম, পরিস্থিতি ক্রমেই যেদিকে গড়াচ্ছে, তাতে এভাবে পাহারা দিয়ে কতদিন আর আত্মরক্ষা করবেন ? দেশ স্বাধীন যতদিনেই আর যেভাবেই হোক, আমি মনে করি আপনাদের মতো উল্লেখযোগ্য মুসলমানদের এ হিন্দু প্রধান কলিকাতা ত্যাগ করাই উচিত।

www.pathagar.com

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ সবসময়ই হিন্দুদের টারগেট হয়ে থাকবেন আপনারা। তাই আমার মতে এখানকার বসবাস তুলে দিয়ে আপনাদের জলদি জলদি পূব বাংলায় চলে যাওয়া উচিত। এখানকার বাড়ীঘর সব বেচে দিয়ে মুসলমান প্রধান পূব বাংলায় গিয়ে বসতি স্থাপন করলে, দেশ স্বাধীন হোক আর না হোক, পুরোপুরি নিরাপত্তা ফিরে আসবে আপনাদের।

ঃ আনোয়ার।

ঃ যে সহিংস কারবার শুরু হলো, এটা যে সহজে থামবে, তা মনে করিনে আমি। মুসলমানদের স্বাধীন রাষ্ট্র দেবে না বলে হিন্দুরা পণ করে বসে আছে। মেরে কেটে যেভাবে হোক, শেষ পর্যন্ত চেষ্টা তারা চালাবেই। নির্মূল করার চেষ্টা করবে মুসলমানদের। এ আজই যে কোথায় কত বিভৎস কাণ্ড ঘটেছে, সব খবর এখনও জানিনে। কি দরকার এ ঝুঁকির মধ্যে থাকার। বিশেষ করে আপনার পরিবারে উপযুক্ত লোকজন যখন নেই কেউ।

সবিস্ময়ে চেয়ে থাকার পর খান মজলিস সাহেব বিহ্বল কণ্ঠে বললেন—খুবই গুরুতর প্রশ্ন তুলেছো তুমি আনোয়ার! তোমার দূরদর্শিতার তারিফ করতেই হবে আমাকে।

ঃ স্যার!

ঃ কথাটা আমার মনে ধরেছে খুব। এ নিয়ে অবশ্যই এখন আমি ভাববো।

বিদায় নিয়ে আনোয়ারেরা চলে যাওয়ার পর খান মজলিস সাহেব ভেতরে এসে বিবি জোবেদা খাতুনকে আক্রমণ করে বললেন—কৈ, তোমার সেই তৈরী ছেলে তরিক আলী কোথায়? তাকে যে দেখছিনে? এমন ছেলে না হলে তোমার মনমতো জামাই হবে কে?

জোবেদা বিবি দাঁত পিষে বললেন—হারামীর পোলা আসুক আবার এ বাড়ীতে। ঝাঁটা পেটা করে আমি তাড়াবো তাকে বাড়ী থেকে।

আনোয়ারের ধারণাই ঠিক। ঐ সহিংস কর্মকাণ্ড আর থামলো না। সেদিন থেকেই বিভৎস হত্যা কাণ্ড শুরু হলো আর তা চলতেই লাগলো অতপর। এর জন্যে কে দায়ী তা বলতে গিয়ে কলিকাতার ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক আয়ান ষ্টিফেন্‌স্‌ ধানে চালে চিবোলেন। তিনি প্রথমে সোহরাবর্দীর মন্ত্রীসভাকে দায়ী করতে গেলেন। বললেন, তারাই উদ্যোগী হয়ে এ দাঙ্গা বাধিয়েছে। পরক্ষণেই ফের বললেন, এটা অবশ্য সম্ভবও নয়। কারণ, কলিকাতায় মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ২৫জনও হবে না। এ অবস্থায় মুসলমান নেতারা কলিকাতায় এটা করতে যাবেন, তা কল্পনাতীত বলেও মনে হয়।

সে যা-ই হোক, দাঙ্গার প্রথম তিন দিন মুসলমানদের খুব ক্ষতি হলো। পরে অবশ্য মুসলমানেরা কিছু প্রতিরোধ গড়ে তুললো। দ্বিতীয় দিন হিন্দুদের সাথে শিখেরা যোগ দিলো। দাড়ি পাগড়ীওয়ালা শিখদের ট্যাক্সি, লরী ও বাস ভর্তি হয়ে দলে দলে ভবানীপুর হতে উত্তরের ধূম্রাচ্ছাদিত বস্তি এলাকার দিকে ছুটে যেতে দেখা গেল।

www.pathagar.com

কলিকাতার এ ভয়ংকর নর হত্যা ও ধ্বংসের বিবরণ দিয়ে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান সম্পাদক ষ্টিফেন্স লিখলেন, "শ্যাম পুকুর ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মানুষের মৃতদেহের স্তূপ নিকটস্থ বাড়ীগুলির দোতালার মেঝ বরাবর উঁচু হয়ে উঠেছে।" স্থানীয় সংবাদ পত্রগুলোর হিসাবে দাঙ্গায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক হতাহত হয়।

চোরের বউ এর ডাগুর গলার মতো হিন্দু নেতারা এ দাঙ্গার জন্যে সরাসরি আর সাকুল্যে সোহরাবর্দী ও লীগ নেতাদের দায়ী করে বসলেন। ডাগুর গলায় বিবৃতি দিতে লাগলেন যে, এ হত্যা কাণ্ড মুসলমানেরাই ঘটিয়েছে। এখানে তাদের কোনোই হাত নেই আর এমনটি ধারণাই তাঁরা করেননি। অর্থাৎ, গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসী পাতা সবাই। নির্লজ্জতা আর বলে কাকে?

কলিকাতার হত্যা কাণ্ডের ফলে হিন্দু মুসলমানের ব্যবধান তীব্র হয়ে পড়লো। এ দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া শুরু হলো দেশের অন্যান্য স্থানেও। এতে করে ভারত বিভাগ যে অনিবার্য হয়ে উঠলো, বড়লাট লর্ড ওয়াভেল তা বুঝতে পারলেন। কলিকাতা হত্যা কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্যে তিনি গান্ধী ও নেহরুকে বাংলাদেশে আর কেন্দ্রে কংগ্রেস-লীগ যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠনের প্রস্তাব দিলেন। লীগের পক্ষে যাতে করে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে অসুবিধা না হয়, সে জন্যে তিনি মন্ত্রী মিশনের গ্রুপিং ব্যবস্থা মেনে নিতে বললেন।

কিন্তু ঐ এক গোঁ। গান্ধী আর নেহরু এ প্রস্তাব তো মেনে নিলেনই না, উল্টা আরো ভীষণ নাখোশ হলেন ওয়াভেলের উপর। কি বিচিত্র, এঁদের এ না-খুশীতে টলে গেল বৃটেনের শ্রমিক সরকারও। কংগ্রেসের সাথে সমস্যা সৃষ্টি করতে ওয়াভেলকে নিষেধ করলেন শ্রমিক সরকার। ইতিমধ্যেই কংগ্রেসকে নিয়ে যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেছিলেন ওয়াভেল, এবার নেহরুর ঐ অন্তর্বর্তী সরকারকেই আনুষ্ঠানাকিভাবে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে বাধ্য হলেন তিনি। ওয়াভেলের প্রস্তাব যদি গান্ধী আর নেহরু মেনে নিতো, তাহলে পরবর্তী হত্যা কাণ্ডগুলো থেকে দেশ বাঁচতো আর দেশে শান্তি ফিরে আসতো। তবু তাঁরা মহাত্মা আর মহান দীলের মানুষ।

কলিকাতার হত্যা কাণ্ড আর মুসলিম লীগকে ক্ষমতাহীন করে রাখার অপতৎপরতার জের ধরে ভারতে দীর্ঘদিন অন্তর্যুদ্ধ চলতে লাগলো। এতে পঞ্চাশ হাজার লোক প্রাণ হারালো। এই হলো কংগ্রেসের একগুঁয়েমীর পরিণাম। সে যা-ই হোক, কংগ্রেসকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করায় আনন্দে ফেটে পড়লো হিন্দুরা আর হতাশ হলো মুসলমানগণ। ২রা সেপ্টেম্বার ভারতে সর্বত্র কৃষ্ণ দিবস পালন করলো মুসলিম লীগ।

প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবস উপলক্ষে কলিকাতায় মুসলমানদের হত্যা করার খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। এতে করে অক্টোবর মাসে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলায় মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হলো আর তাতে কিছু দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটলো। সরকারী হিসাব অনুপাতে নোয়াখালীতে মাত্র ২২০জন ও ত্রিপুরায় ৬৫জন নিহত হলো। কিন্তু ঘটনাস্থলে না গিয়েই কলিকাতার হিন্দু সংবাদ পত্রগুলো মুসলমান কর্তৃক হিন্দুদের হত্যার এক একেবারেই অমূলক আর অতিশয় অতিরঞ্জিত খবর প্রকাশ করলো। এতে করে আবার পাল্টা প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। কংগ্রেস মন্ত্রীসভার উদ্যোগে

www.pathagar.com

বিহারে "নোয়াখালী দিবস" পালিত হলো। ৩০শে অক্টোবর থেকে ৯দিন যাবত বিহারে মুসলমান হত্যা উৎসব পালিত হলো। এতে প্রায় ৩০ হাজার মুসলমান প্রাণ হারালো। প্রত্যক্ষদর্শী কম্যাণ্ডিং অফিসার মিষ্টার টুকার জানালেন, "১৯৪৬ সালে যতগুলি ভয়ংকর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী মর্মান্তিক ঘটনা ছিল যে, হিন্দুদের বিরাট জনতা রীতিমতো প্রস্তুত হইয়া হঠাৎ অল্প সংখ্যক মুসলমানদের আক্রমণ করে। এই কার্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচী অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। স্ত্রীলোক ও শিশুদেরকে বিভৎসভাবে হত্যা করা হয়"।

বিহারের পরে ভারতের আরো অনেক স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হলো। যুক্ত প্রদেশের গড় মুক্তেশ্বরে দুই হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হলো। এ প্রদেশের জেলা অফিসার মিঃ উড্‌রাফ বললেন, "গ্রামে হিন্দু মুসলমানগণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বাস করিতেছিল। হঠাৎ তাহাদের মধ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হইলো। শিশুদেরকে মাতার চোখের সামনে হত্যা করা হইলো এবং স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের অগ্নিদগ্ধ করা হইলো। ছুরি মারা ও অগ্নি সংযোগ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইলো"। ২৫ থেকে ৩০শে অক্টোবর এ ৬দিনে কলিকাতাতেও আবার ১১৭জন নিহত ও ৪৫৬জন আহত হলো।

উল্লেখ্য যে, সোহরাবর্দী সরকার এ ঘটনা তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করলেন। এ সময় সোহরাবর্দী দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকার দুর্গত মানবতার সেবায় যে ভূমিকা গ্রহণ করলেন, বাংলার মানুষ তা কখনো বিস্মৃত হবে না।

এ প্রসঙ্গ অন্য প্রসঙ্গ। অতপর মুসলিম লীগ তার রাজনৈতিক পদক্ষেপ পরিবর্তন করলো। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে মুসলিম লীগের ন্যায্য অধিকার উপেক্ষা করে ওয়াদা ভঙ্গকারী বড়লাট ওয়াভেল নেহরুর নেতৃত্বে ২৪শে জুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেছিলেন। মুসলিম লীগ তখন এ সরকারে যোগদান থেকে বিরত থাকে। এ অন্তর্যুদ্ধ চলাকালে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারলেন, অন্তর্বর্তী সরকারে তাঁদের কোনো প্রতিনিধি না থাকায় মুসলমানদের স্বার্থহানী ঘটছে। বড়লাটও উপলব্ধি করলেন, দেশে শান্তি স্থাপনের জন্যে অন্তর্বর্তী সরকারে লীগের অন্তর্ভুক্তি একান্ত প্রয়োজন। তিনি লীগের ৫জন সদস্য গ্রহণের প্রস্তাব দিলেন এবং লীগ সদস্যগণ অক্টোবর মাসে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিলেন। কংগ্রেস প্রথমে লীগ সদস্যদেরকে মন্ত্রীত্ব দিতে অস্বীকার করলো এবং পরে চাপে পড়ে লিয়াকত আলী খানকে অর্থনৈতিক দপ্তর ছেড়ে দিলো। তখনও দাঙ্গা হাঙ্গামা চলছেই।

কামরুজ্জামান সাহেবের ব্যবসার উপকেন্দ্রে বসে আনোয়ার হোসেন, জালালউদ্দীন ও কামরুজ্জামান সাহেবের মধ্যে এসব আলোচনাই হচ্ছিল। কামরুজ্জামান সাহেবের এ ব্যবসা কেন্দ্রের এদিকে কয়দিন ধরেই দাঙ্গা হাঙ্গামা চলছে শুনে জালালউদ্দীনকে সাথে নিয়ে আনোয়ার হোসেন তার স্যারের খবর নিতে এসেছিল। আলোচনার শেষের দিকে এসে আনোয়ার হোসেন বললো—অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিয়েই বা কি আর না দিয়েই বা কি? খুন জখম তো এখনও চলছেই।

জবাবে কামরুজ্জামান সাহেব বললেন—সঙ্গে সঙ্গেই কি সবকিছু হয়? মাত্র কয়দিন হলো লীগ যোগ দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারে। এখন দেখা যাক, তাঁরা কি উদ্দেশ্যে যোগ দিলেন আর কি করেন।

www.pathagar.com

জালালউদ্দীন সায় দিয়ে বললো—হ্যাঁ-হ্যাঁ স্যার, তাই বৈকি ? আমাদের অধৈর্য হলে চলবে কেন ?

কামরুজ্জামান সাহেব জালালউদ্দীনকে বললো—তা যা বলেছো ! ধৈর্যই এখন আমাদের একমাত্র সম্বল। তা তোমাদের মেস্ কেমন চলছে, বলো। ওদিকে কোনো গোলমাল-গোলযোগ হয়নি তো।

জবাবে জালালউদ্দীন বললো—গোলমাল গোলযোগ তো সব জায়গাতেই লেগে আছে স্যার। বাদ আছে কোন্‌ঠাই ? তবে বিভিন্ন কারণে আমাদের মেস্ বোধহয় আর বেশীদিন চলবে না।

ঃ বিভিন্ন কারণ মানে ?

ঃ এ গোলমালের ফলে অনেকেরই ইতিমধ্যে চাকুরী চলে গেছে। হিন্দু কর্মকর্তারা সবখানেই এখন আমাদের উপর খড়গহস্ত। যাদের চাকুরী গেছে, তারা ছেড়ে দিয়েছে মেস্। প্রাণের ভয়েও অনেকে কলিকাতা ছাড়ছে। আমাদের বাবুর্চি লালাবাউলটাও ইতিমধ্যে শাদি করে দেশে চলে গেছে। কবে ফিরবে বা আদৌ আর ফিরবে কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। মেসের বয় আলাবক্‌শ কোনোমতে ধরে রেখেছে হালটা।

ঃ বলো কি !

ঃ বোর্ডার আমরা নখেগোণা কয়জন মাত্র আছি। হয়তোবা অচিরেই আমরা এ দুজন ছাড়া আর কেউ থাকবো না। সম্বল ঐ আলাবক্‌শ।

কামরুজ্জামান সাহেব উৎসাহ দিয়ে বললেন—তাই নাকি ? তাহলে আর ও নিয়ে কোনো চিন্তা করো না তোমরা। ঐ আলাবক্‌শকে নিয়ে সোজা আমার এ ব্যবসা বাড়ীতে চলে এসো। এ প্রস্তাব আনোয়ারকে আগেই আমি দিয়ে রেখেছি।

আনোয়ার হোসেন ইতস্ততঃ করে বললো—সে কথা আমি ভুলিনি স্যার। কিন্তু আমরা তিনজন মানুষ—

কামরুজ্জামান সাহেব শশব্যস্তে বললেন—আরে না-না, ওতে কোনো অসুবিধে নেই। আমার মেন্‌টেনেন্সের একজন লোক চলে গেছে ! এ বাসার কাজ করতো। আলাবক্‌শ সেখানে এসে ভর্তি হবে। মেসে তোমরা দুজন তো এক ঘরেই থাকো। এখানে এসেও তাই থাকবে। ঐযে ঐদিকের ঐ ঘরে। বেশ বড়ো সড়োই ঘর—

কামরুজ্জামান সাহেব পেছন দিকে ইংগিত করলেন। আনোয়ার হোসেন বললো—আচ্ছা স্যার, তাই হবে। মেস্ যদি বন্ধ হয়েই যায়, তাহলে আপনাকে আর বলতে হবে না স্যার। নিজ গরজেই তখন চলে আসবো আমরা।

আনোয়ার হোসেন হাসতে লাগলো। কামরুজ্জমান সাহেব জোর দিয়ে বললেন—অফ্‌কোর্স, তাই আসবে। এটেই আমার নির্দেশ রইলো। যে কয়দিন থাকি, এক সাথেই থাকি।

জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে আনোয়ার হোসেন বললো—যে কয়দিন মানে স্যার ?

ঃ মানেটা তো পরিষ্কার। এ কলিকাতায় এম্‌নিতেই টিকে থাকা দায় এখন। তার উপর ব্যবসাপাতি কায়-কারবার নিয়ে জাকজমকের সাথে টিকে থাকবো, এটা আশা করি কি করে ? অদূর ভবিষ্যতে সেটা হয়তো আর সম্ভবপরই হবে না।

www.pathagar.com

জালালউদ্দীন বললো—ঠিক বলেছেন স্যার। কলিকাতার মোহ্ আস্তে আস্তে এখন সবাইকে ছাড়তে হবে আমাদের। আমাদের কাগজের অফিসে কথা উঠেছে, দেশ বিভাগ হলেও কলিকাতাওয়ালারা আমাদের সাথে থাকবে না। তেমন হলে তো দেশের দিকেই নজর ফেরাতে হবে আমাদের। মানে জন্মস্থানের দিকে।

ঃ তা বটে-তা বটে। জননী আর জন্মস্থান সবকিছুর বাড়া। তা আনোয়ার, তোমার একবার দেশের দিকে যাওয়া দরকার। শুনলাম তোমার আব্বা খুব অসুবিধেয় আছেন।

আনোয়ার হোসেন সজাগ হয়ে বললো—স্যার।

ঃ তোমার সৎ মা আর সৎ মামা জমিজমা নিয়ে কি সব কেচাল সৃষ্টি করেছে। অনেকখানি নাকি বেনামীও করে ফেলেছে তারা। ভাঙ্গা শরীর নিয়ে তোমার আব্বার এর প্রতিকার করতে পারছেন না।

আনোয়ার হোসেন নিঃশ্বাস ফেলে বললো—তাতে আর আমি কি করবো স্যার। আমার প্রয়োজন তো আব্বা কখনো অনুভবই করেন না।

ঃ এ তোমার বুঝার ভুল। ছেলের অভাব আব্বারা সবসময়ই অনুভব করেন। আগে বাপ হও, তখন বুঝতে পারবে।

ঃ স্যার।

ঃ বাপেরা ছেলের উপর রাগ করতেই পারেন। তাই বলে ছেলে বাপের উপর চিরকাল রাগ করে থাকবে, এটা ঠিক নয়। বরং এটা গুনাহ্। তুমি যাও একবার এক ফাঁকে। গিয়ে খোঁজ খবরটা নিয়ে ফের চলে এসো। বাপ তাহলে সাহস পাবেন অনেকখানি।

ঃ ঠিক আছে স্যার। আপনি যখন বলছেন, তাই হবে। কিন্তু আমার কলেজের চাকুরীটার কি হয় তা না দেখে—

ঃ কি হয় মানে? এ্যাপয়েন্টমেন্ট'লেটার তো পেয়েছো?

ঃ জি, তা অনেক আগেই পেয়েছি। জয়েন করবো এ সময় এ গোলযোগ শুরু হওয়ায় কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল। অচিরেই শুনছি খুলবে। এ পরিস্থিতির পর প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আর আমাকে যোগ দিতে দেন কিনা, এ নিয়ে চিন্তায় আছি। টিচিংস্টাফ গভার্নিংবডি—সবই হিন্দু কিনা? প্রিন্সিপ্যালকে মত বদলাতে বাধ্য করলে—

ঃ আরে না না, কয়দিন আগেও আমার সাথে কথা হয়েছে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের। ভদ্রলোক আফসোস্ করে বললেন, "ছেলেটা জয়েন করার আগেই কলেজ বন্ধ হয়ে গেল। অল্পদিনেই কলেজ খুলবে। কলেজ খুললেই ওকে এসে জয়েন করতে বলবেন"।

আনোয়ার হোসেন খুশী হয়ে বললো—তাই নাকি স্যার, একথাই হয়েছে?

ঃ হ্যাঁ, একথাই। যোগদান তো করো আগে, তারপর দেখো অবস্থা কি দাঁড়ায়।

ঃ জি স্যার-জি স্যার।

ঃ তোমরা একটু বসো। আমি দেখি, একটু চা-পানির যোগাড় করতে এত দেরী হচ্ছে কেন?

www.pathagar.com

কামরুজ্জামান সাহেব উঠে গেলেন। জালালউদ্দীন আনোয়ারকে বললো— কলেজে তো যাচ্ছো, স্কুলের চাকুরীর কি করলে ?

আনোয়ার বললো—স্কুলের চাকুরী ছেড়ে দেয়ার আভাস হেড মাষ্টার মশাইকে আগেই দিয়ে রেখেছি। কলেজে ঢোকার আগের দিনই ইস্তফাটা দিয়ে তবেই গিয়ে ঢুকবো।

ঃ তুমি কলেজে চাকুরী পেয়েছো, একথা কি হেড্ মাষ্টার মশাইকে বলেছো ?

ঃ ওরে বাপ্‌রে ! এখনই কি তা বলা যায় ?

ঃ খান মজলিস সাহেবকে ?

ঃ না–না, সরাসরি একথা তাদের বললে আমাকে কি তাঁরা প্রতারক মনে করবেন না ? পরে আস্তে আস্তে শুনুক, সব ঘটনা জানুক, তখন সবার সয়ে যাবে।

ঃ আচ্ছা !

ঃ তা তোমার খবর কি ? কাগজের অফিসে তোমার চাকুরীটা থাকছে তো ?

জালালউদ্দীন স্মিতহাস্যে বললো—থাকছে আর আমারও একটা পদোন্নতি হচ্ছে। সাহিত্য বিভাগের সহকারী সম্পাদক। বলতে পারো, তোমার লেখাটাই আমার কদর আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ ফয়সালাটা আগেই হয়েছিল। তোমার মতোই এ গোলাযোগের কারণে তা স্থগিত হয়ে যায়। সেদিন সম্পাদক সাহেব বললেন, উপর ওয়ালাদের ডিসিশান ঠিক আছে। অচিরে আমাকে ঐ পদে বহাল করা হবে।

ঃ মা'শা আল্লাহ্ ! এত দরদ তোমার প্রতি ?

ঃ আমার প্রতি ঠিক নয়, দরদটা আসলে কাগজের স্বার্থের প্রতি। কাগজের এতে কল্যাণ হবে ভেবেই এটা তারা করছেন।

ঃ আর তোমার লাবণ্যময়ী দাস গুপ্তা ?

ঃ তিনি ঐ সহকারিণীই থাকছেন। আমি না থাকলে এ পদটা হয়তো তিনিই পেতেন।

ঃ এতে গোস্বা হননি তিনি ?

ঃ হয়েই আর লাভ কি ? উপর ওয়ালাদের ডিসিশান।

ঃ কথা বলেন তোমার সাথে ?

ঃ হেসে হেসেই বলেন।

আনোয়ার হোসেন চিন্তিত কণ্ঠে বললো—তবু খুব সাবধানে থেকো দোস্ত। স্বার্থে ঘা লাগলে এরকম নারীরা অনেক খেল্ খেলতে পারে।

চায়ের সাথে কামরুজ্জামান সাহেবকে ফিরে আসতে দেখে তারা বন্ধ করলো এসব আলাপ।

হঠাৎ এ দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হওয়ায় মালতী মিত্রের বিয়েটা আবার আটকে গিয়েছিল। দাঙ্গা হাঙ্গামা থেমে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু তা একেবারেই থামলো না দেখে সে অপেক্ষায় তারা আর রইলো না। কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসামাত্র তারা

www.pathagar.com

ফের শুরু বলো আয়োজন। সত্বর দিন ধার্য করে দ্রুতগতিতে সব আয়োজন শেষ করে নিলো। সীমিত কিছু নিমন্ত্রণপত্রও পাঠানো হলো আশপাশের আত্মীয় বন্ধুর কাছে। মালতী মিত্রের ব্যক্তিগত কয়েকজন বান্ধবীও নিমন্ত্রণপত্র পেলো। বিয়ের তিনচার দিন আগে নিমন্ত্রণপত্র এলো নূরমহলের কাছেও।

নূরমহলের দীলে এখন উল্টো স্রোত বইছে। তরিক আলী যে একজন অপদার্থ ও নোংরা মনের লোক, নূরমহল তা বরাবরই জানতো আর তার প্রতি নূরমহলের কোনোদিনই কোনো আকর্ষণ ছিল না। আনোয়ারকে জব্দ করার জন্যেই এ পদক্ষেপ অবলম্বন করে সে। তার যত রাগ তা সবই ঐ আনোয়ারের উপর। সেই আনোয়ারের উপর দীল তার আবার প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আনোয়ার হোসেন বার বার তার উদ্ধারে আসায় চমকে গেছে নূরমহল। থমকে গেছে সে। এতে করে আমূল পরিবর্তন এসেছে তার অন্তরে। মালতীকে শাদি করছে বুঝেও আনোয়ারের প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছে মন তার। গভীর দরদ আর সহানুভূতি পয়দা হয়েছে অশেষ গুণের অধিকারী এ লোকটার উপর।

ষোলআনাই পাল্টে গেছে নূরমহলের চিন্তাধারা। নিজের অন্তরের তামাম দ্বন্দ্ব নূরমহল নিজেই সমাধান করে নিয়েছে। মালতীকে শাদি করতে ইচ্ছুক হওয়ার জন্যে তার কোনো দোষই আর নূরমহল ধরছে না। যাকে তার মনে ধরবে, তাকেই সে শাদি করবে—এইটেই তো স্বাভাবিক। তাকে শাদি করছে না বলেই আনোয়ারের উপর তার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠাটা অন্যায় আর বিবেকবর্জিত কাজ। সে তার বাল্যবন্ধু। পরম হিতৈষী বন্ধুর মতোই আজও সে বারবার তার উপকারে ছুটে আসছে। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর কর্তব্য সে পরম সততার সাথে পালন করে যাচ্ছে। তাকে যদি পুরোপুরি মনে তার না ধরে, তাহলে আনোয়ার তাকে শাদি করবে কেন? কে না চায়, নিজের একান্ত মনে ধরা মানুষটিই তার জীবন সঙ্গী বা সঙ্গিনী হোক? আনোয়ার তার মনে ধরা মানুষ হলেও, আনোয়ারের মনে ধরেছে মালতীকে। মালতীরও মনে ধরেছে আনোয়ারকে। অতএব, মালতীর সাথেই তো তার শাদি হওয়া উচিত। তবেই না দুটি জীবন খুশী-আনন্দে ভরে উঠবে পুরোপুরি। নিজের স্বার্থ দেখতে গিয়ে আনোয়ারের প্রতি এযাবত এ অবিচার করা মোটেই উচিত হয়নি তার। একজন পরম হিতাকাঙ্ক্ষীর প্রতি হীন আচরণ করে সে কৃতঘ্নের পরিচয়ই দিয়ে এসেছে বারবার।

এসব কথা ভেবে ভেবে গ্লানীতে ভরে উঠেছে নূরমহলের অন্তর। আনোয়ারের কাছে মাফ চেয়ে নেয়ার জন্যে অধীর আগ্রহে আনোয়ারের পথ চেয়ে আছে সে। খাস দীলে আনোয়ার তাকে মাফ করে না দিলে এ গ্লানী তার দূর হবে না কিছুতেই।

এই যখন নূরমহলের মানসিক অবস্থা, সেই সময় আবু মিয়া একখানা পত্র হাতে এসে নূরমহলকে বললো—আম্মা, আপনার চিঠি, মানে দাওয়াত পত্তর।

নূরমহল বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো—দাওয়াত পত্তর! কিসের দাওয়াত পত্তর?

ঃ শাদির দাওয়াত পত্তর।

ঃ শাদির? কার শাদির?

ঃ মালতী আম্মার। মালতী মিত্র আম্মার। তিনদিন না চারদিন পরেই শাদি। এতে লেখা আছে, দেখেন।

www.pathagar.com

চমকে উঠলো নূরমহল। ছ্যাঁৎ করে উঠলো তার বুকের ভেতর। শাদিটা তাদের হয়েই গেল চিন্তায়, ক্ষীণ একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো অলক্ষ্যে। পরক্ষণেই ভাবলো, হোক, তবু তারা সুখী হোক। পত্রখানা মেলে ধরলো নূরমহল। দিন তারিখ না খুঁজে সবার আগে নজর দিলো বর-কনের নামের উপর। নজর দিয়েই নূরমহল সীমাহীন বিস্ময়ে স্থবির বনে গেল। বর ঃ প্রভাকর মিত্র, কনে ঃ মালতী মিত্র। চোখ ডলে বারবার দেখতে লাগলো নূরমহল। নাঃ, আনোয়ার হোসেন নয়। বর—প্রভাকর। প্রভাকর মিত্র।

থর থর করে কাঁপতে লাগলো নূরমহল। একি অসম্ভব কথা ! এদিক নিদারুণ প্রতারণা। মালতী মিত্র আনোয়ারকে এভাবেই প্রতারিত করলো ? এতদিন আশায় আশায় রেখে অবশেষে এভাবেই ফেলে দিলো বেচারাকে ? মিস্‌মার করে দিলো তার জীবনটা ?

সম্বিতহীন হয়ে কিছুক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো নূরমহল। এরপরেই নড়েচড়ে উঠে আবু মিয়াকে বললো—তুমি দাঁড়াও আবু মিয়া। আমি একটু তৈয়ার হয়ে আসি।

বুঝতে না পেরে আবু মিয়া বললো—তৈয়ার হয়ে আসি মানে ?

ঃ এক্ষুণি মালতীদের বাড়ীতে যাবো। এইতো সামনেই। তুমি আমার সাথে যাবে।

কোনোমতে আব্রু করে অতি দ্রুত বেরিয়ে এলো নূরমহল। আর আবু মিয়া সহকারে ঝড়ের বেগে চলে এলো মালতীদের বাড়ীতে।

সাদামাটা আয়োজন। কলাগাছ এখনও পোতা হয়নি। আত্মীয় স্বজনও তেমন একটা এসে পৌঁছায়নি। মালতী মিত্র বাড়ীর ভেতরে ছিল। আবু মিয়া গিয়ে খবর দিতেই ছুটে এলো মালতী মিত্র। বসার ঘরের দুয়ার খুলে দিয়ে সানন্দে বললো—এসো ভাই, এসো-এসো। কি আমার ভাগ্নি !

ঝড়ের বেগেই বসার ঘরে প্রবেশ করলো নূরমহল। কোনো দিকে না চেয়ে বিপুল আক্রোশভরে মালতীকে বললো—কে দিয়েছে ? একটা মানুষের জীবন এভাবে বিরাণ করে দেয়ার অধিকার কে দিয়েছে তোমাকে ?

মালতী মিত্র বিস্মিত কণ্ঠে বললো—একটা মানুষের মানে ?

ঃ মানে আনোয়ারকে এভাবে ঠকানোর কি অধিকার ছিল তোমার ? তার জিন্দেগীটা এভাবে বরবাদ করে দিলে কেন তুমি ?

পলকেই মালতী সব বুঝে ফেললো। বুঝতে পেরেই বললো—বাহ্‌ ! উল্টো ছালায় গেরো দিচ্ছো যে বড় ? এ প্রশ্নই তো তোমার কাছে আমার। তার জিন্দেগীটা তুমি এভাবে বরবাদ করে দিলে কেন ? অকারণেই জীবনটা তার ছারখার করে দেয়ার অধিকার তুমি কোথায় পেলে ?

ঃ আমি তার জীবনটা ছারখার করে দিলাম, না দিলে তুমি ?

ঃ আমি দেবো কেন ? তার জীবনটাতো তুমিই ধ্বংস করে দিয়েছো। হয়তো বি. এ. এম. এ. পাশ নয় বলেই তার বেঁচে থাকাটা অর্থহীন করেছো। আভিজাত্যের অহংকারে—

www.pathagar.com

ঃ আভিজাত্যের অহংকারে কি রকম ? তুমিই তো তাকে শাদি করার জন্যে কাছে টেনে নিয়েছিলে ? জাত ত্যাগ করো–করো অবস্থা। দেশের অবস্থাটা বদলানোর সাথে সাথেই আজ থেকে এভাবে ভাগাড়ে ছুড়ে দিচ্ছো ? তাকে শাদি করার জন্যে এত আগ্রহ তোমার—

ঃ কশ্‌খনো না। শাদি করার জন্যে আমি তাকে কোনোদিনই কাছে টেনে নেইনি। সে জন্যে টেনে নিয়েছো তুমি। তোমার মুহব্বতে উন্মাদ করে তোলার পর, তুমিই তাকে ছুড়ে দিয়েছো ভাগাড়ে। আমি তাকে শাদি করতে গেলাম কখন ?

ঃ কি প্রলাপ বকছো পাগলের মতো ? এতবড় মিথ্যা বলতে ঠোঁটে তোমার একটুও আটকাচ্ছে না ?

ঃ এক বর্ণও মিথ্যা বলছিনে যে ঠোঁটে আমার আটকাবে।

ঃ মিথ্যে বলছো না কেমন ? তাকে শাদি করার জন্যে তুমি কি হন্যে হয়ে উঠোনি?

ঃ মোটেই তা উঠিনি।

ঃ তাজ্জব ! সে কথা নিজেই তুমি আমার কাছে বললে আর আজ তা হল্‌ফিল্ অস্বীকার করছো ?

ঃ আমি নিজে বল্লাম। কবে বললাম সে কথা ?

ঃ ঐ যে সেদিন ! যেদিন তোমার এখানে এর আগে একবার এসেছিলাম— সেদিন ? নিজে তুমি বললে, আনোয়ার যদি তোমাকে শাদি করতে রাজী হয়, আর তা সে হবেই, তাহলে তুমি তাকেই শাদি করে ফেলবে। আইবুড়ো হয়ে আর থাকবে না। বলোনি একথা ?

মালতী মিত্রের কাছে যা কিছু অন্ধকার ছিল, এখন সব পরিস্কার হয়ে গেল। পলকখানেক সবিস্ময়ে চেয়ে থাকার পর এবার সে গঞ্জনার সুরে বললো—হায়রে অভাগী ! শেষে এ ভুলটাই বুঝলে ?

ঃ ভুল বুঝলাম মানে ?

ঃ মানে, আনোয়ার সাহেব যদি আমাকে একটু সাহায্য করতে রাজী হন, তাহলে আর একজনের সাথে শাদিটা আমার হয়, এই ছিল আমার কথা। তাকেই আমি শাদি করবো, একথা তো বলিনি ?

ঃ সাহায্য করা কি রকম ? তুমি নিজে বললে, গোপন কথা আর শরমে সে কথা আমার কাছে প্রকাশ করতে চাইলে না, আর আজ বলছো আর একজনকে শাদি করতে সাহায্য করার কথা ? সেটা কি কোনো গোপন কথা হয় ?

ঃ অবশ্যই হয়। উনি যদি সাহায্য করতে রাজী না হন আর সে কারণে আমার সে শাদিটা যদি না হয়, তাহলে কি সেটা লজ্জার কথা হয় না ? সে জনের সাথে আমার গোপন মুহব্বতের কথা জানাজানি হয়ে গেলে কি একটা কেলেংকারী রটে না?

নূরমহল এবার থতমত করে বললো—কেমন কথা ! ঘটনাটা খুলে বলোতো শুনি?

মালতী মিত্র তামাম ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করে বললো—এই প্রভাকর বাবুর সাথেই ভালবাসা হয় আমার আর প্রভাকর বাবুর চাকুরীটা পাইয়ে দেয়ার জন্যেই আনোয়ার সাহেবের সাহায্য চাই আমি। এবার তুমিই বুঝে দেখো, এটা গোপন কথা

www.pathagar.com

কিনা, আর এ গোপন প্রেমের কথা তোমার কাছে আগেই ফাঁশ করতে আমার শরম হয় কিনা ?

নূরমহলের দেহে তখন কাঁপ ধরে গিয়েছিল। মালতী মিত্র থামতেই সে চীৎকার করে আওয়াজ দিলো—মালতী !

ঃ আনোয়ার সাহেব আমাকে আপন বোনের মতো স্নেহ করেন। আমিও তাঁকে আপন দাদার মতো শ্রদ্ধা করি। আমাদের এ নির্মল সম্পর্কের মধ্যে তুমি এতটাই গলদ দেখলে ?

ঃ আমাকে মাফ করে দাও মালতী, আমাকে মাফ করে দাও।

ঃ তুমি ছাড়া দুনিয়ায় যে আর কাউকেই বোঝে না, তাকে তুমি একটুও বুঝতে পারলে না ? হীরক খণ্ড পায়ে দলে কাচ নিয়ে খুশীতে বিভোর হয়ে রইলে ?

ঃ কাচ নিয়ে !

ঃ ইদানিং নাকি কোনো এক বানরের পেছনে নেচে বেড়াচ্ছো ধেই ধেই করে ? এতে করে বেচারার হালটা কি করেছো, সে খোঁজ নেয়ার কোনো গরজই বোধ করলে না ? তিনি তো এখন একদম ছন্নছাড়া বিবাগী !

ঃ কে, আনোয়ার সাহেব ?

ঃ জি আনোয়ার সাহেব। তোমাকে যে তিনি কতটা ভালবাসেন, তা যদি একবারও বোঝার চেষ্টা করতে !

ঃ মালতী !

ঃ তাঁর কবিতাটা কি পড়েছো ? মনের দুঃখ উজাড় করে ইদানিং যে এক কবিতা লিখেছেন তিনি, সেটা কি নজরে তোমার পড়েছে ? যদি সেটা পড়তে, তাহলেই বুঝতে পারতে তোমার প্রতি মহব্বত তার কতটা গভীর।

ঃ কবিতা !

ঃ মাস কয়েক আগে খবরের কাগজে একটা কবিতা বেরিয়েছিল। কবিতার নাম "কুমারীর মন"। পড়েছো কি সে কবিতা ?

চমকে উঠলো নূরমহল। ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—"কুমারীর মন"? হ্যাঁ-হ্যাঁ, পড়েছি-পড়েছি। বারবার পড়েছি।

ঃ তবুও বুঝতে পারোনি কিছু ? আনোয়ার সাহেবের বেদনাটা তবুও স্পর্শ করেনি তোমাকে ?

ঃ এ্যাঁ, আনোয়ার সাহেবের বেদনা ! ঐ কবিতার লেখক তো হারাধন বৈরাগ্য বাবু। আনোয়ার সাহেব তো নন ?

ঃ ধন হারালেই মানুষ হারাধন হয়। পরম ধন হারিয়ে গেলে সেজন বৈরাগ্য-বিবাগী হওয়া ছাড়া আর হবেটা কি শুনি ? আর তুমিই সেই পরম ধন।

নূরমহল অস্থির কণ্ঠে বললো—এর অর্থ কি মালতী ? কি বলতে চাইছো তুমি ?

ঃ আনোয়ার সাহেবই ঐ হারাধন বৈরাগ্য বাবু। ওটা তাঁরই ছদ্মনাম। তোমাকে হারিয়ে তিনি এখন হারাধন বৈরাগ্য।

www.pathagar.com

নিজেকে আর সামলাতে না পেরে নূরমহল ছুটে এসে মালতীর বুকের উপর আছাড় খেয়ে পড়লো। তার গলা জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠে বললো—মালতীরে—একি সর্বনাশ আমি করেছি!!

মালতীদের বাড়ী থেকে ফিরে এসেই নূরমহল এক ফাঁকে তার আব্বার কাছে বসলো এবং ইতস্ততঃ করে বললো—আব্বা, আনোয়ার হোসেন সাহেবের খবর কি কিছু জানেন ?

অলক্ষ্যে চমকে উঠলেন জনাব এ. আর. খান মজলিস। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন—কেন, কি হয়েছে তার ? কোনো কি দুঃসংবাদ আছে ?

নূরমহল থতমত করে বললো—না-না, সেসব কিছু শুনিনি।

ঃ তবে ? হঠাৎ তার কথা কেন ?

ঃ তিনি আর এদিকে আসেন নাতো, তাই জিজ্ঞেস করছি।

ঃ সেরেফ এজন্যেই ?

ঃ জি-জি, অন্য কোনো কারণ নেই। সেই যে সেদিন তিনি তাঁর সঙ্গী সাথী নিয়ে চলে গেলেন, এরপর আর খবর নেই। অনেকদিন চলে গেল তবু আর তিনি এলেন না।

মেয়ের মনোভাব এবার বুঝতে পারলেন খান মজলিস সাহেব। বুঝতে পারলেন, শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে মেয়ের। সেটা বুঝতে পেরে তিনি ক্ষোভের সাথে বললেন—আসবে কেন ? আসার পথ কি তোমরা মা-মেয়ে মিলে আর রেখেছো ?

ঃ আব্বা !

ঃ মা-মেয়ে দুজন তোমরা তার সাথে যে দুর্ব্যবহার করেছো, তার প্রতি যে অবজ্ঞা দেখিয়েছো, তাতে কি আর এ বাড়ীতে আসতে পারে সে। আমার বিপদ ঘটতে পারে কেবল এ বিবেচনাতেই সেদিন দলবল নিয়ে এসেছিল। তোমাদের মুখ দেখতে নয়।

ঃ তা-মানে—

ঃ এইট-নাইন পড়া অর্ধশিক্ষিত ছেলে বলে তোমার মায়ের সেকি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব ! অসৎ লোক ভেবে তুমিও কম ইন্‌কার করোনি ! বি. এ. এম. এ. নয় বলে অবজ্ঞার অবধি ছিল না তোমার। সে আর আসবে কোন্ আক্কেলে ? তার কি লাজ-লজ্জাবোধ নেই ?

ঃ আব্বা !

ঃ নামকা ওয়াস্তে বি. এ. বি. এল. তরিক আলীকে নিয়ে মা-মেয়ে দু'জনই তোমরা আহলাদে টইটম্বুর। ও যে আস্ত একটা আমড়া কাঠের ঢেঁকি, ওকে এক নজর দেখেই আমি বুঝেছিলাম। এবার তো দেখলে, কেমন চরিত্রবান আর গুণধর সে ? এখন শুনছি, সে একজন চরম লম্পটও।

নূরমহলের মাথাটা নূয়ে পড়লো। সে ক্ষীণ কণ্ঠে বললো—জি-জি, আমি তাই শুনছি।

খান মজলিস সাহেবের আক্রোশ পড়লো না। ফের তিনি বললেন—ওর বাপের ভাগ্যি যে, এ বাড়ীতে আর ফিরে আসেনি। এলে, আবু মিয়াকে হুকুম দিতাম ওকে

www.pathagar.com

ঘাড় ধরে বের করে দিতে। তোমাদের মা-মেয়ের কোনো সংশ্রবে আর আসতেই দিতাম না।

ঃ আমার ভুল হয়েছে আব্বা। ঝোঁকের মাথায় আমি মস্তবড় ভুল করে ফেলেছি।

খান মজলিস সাহেব এবার অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বললেন—এই হলো তোমাদের মতো মেয়েছেলেদের দোষ। আনোয়ারের মতো এতবড় একটা গুণবান ছেলের গুণের কোনো মর্যাদাই দিলে না তোমরা বা সে যে একজন গুণী, তা বুঝতেও পারলে না।

ঃ পেরেছি আব্বা। অন্ততঃ আমি তা প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু হঠাৎ এক বিভ্রান্তিতে—

ঃ নাই বা থাকলো তার বি. এ. এম. এ. সার্টিফিকেট। জ্ঞান বিদ্যায় সেকি কোন বি. এ. এম. এ.র চেয়ে একবিন্দুও কম ? আমি শিওর যে, এসব ছেলে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেই একদিন।

ঃ জি-জি, আমিও তা মনে করি।

ঃ সে ঠিকই বুঝেছিল, কেবল আমরাই বুঝতে পারিনি। তার পড়াশুনা করার আর পরীক্ষা দেয়ার পরিবেশ যে আগে থেকেই ছিল না, এটা এখন হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি। এখন বুঝতে পারছি, এত নসিহত করার পরও সে কেন আগ্রহ প্রকাশ করেনি।

ঃ জি-জি।

ঃ অনুকূল পরিবেশ যদি কখনো আসে, তখন আর বলতে হবে না তাকে। দেখে নিও, তার এ অভাবটুকু সে নির্ঘাত পূরণ করে নেবে। দেশটা স্বাধীন একবার হোক।

নূরমহল চিন্তিত কণ্ঠে বললো—সেতো বুঝলাম আব্বা, কিন্তু আসলেই যে তাঁর আর কোনো খোঁজ খবর নেই। স্কুলেও নাকি আর আসেন না। দেশে যে খুনাখুনী চলছে, তাতে খুনজখম একটা কিছু হয়ে গেলো না তো ?

খান মজলিস সাহেব চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন—অসম্ভব নয়, মোটেই অসম্ভব নয়। তার কথা আমিও খুব ভাবছি এখন। একমাত্র তোমাদের কারণেই, কেন সে আর আসছে না-সে খোঁজ নেয়ার উৎসাহ পাচ্ছিনে।

ঃ এখন নিন আব্বা। নিজে না পারুন, লোক লাগিয়ে দিন। তাঁর ঐ পান্থশালা মেসে আর স্কুলে গেলেই সব খোঁজ পাওয়া যাবে।

উৎসাহিত হয়ে উঠে খান মজলিস সাহেব বললেন—আলবত-আলবত। তুমি যখন আগ্রহী তখন কি আর খোঁজ না নিয়ে পারি ? নিজেই আমি বেরুবো।

নিজেও বেরুলেন, আর লোক লাগিয়েও দিলেন। সবাই মিলে কয়েকদিন যথেষ্ট খোঁজ খবর করার পর হতাশ হলেন খান মজলিস সাহেব। ফিরে এসে নূরমহলকে ভগ্নকণ্ঠে বললেন—না আম্মা, আনোয়ার হোসেনের কোনো খবরই পাওয়া গেল না কোথাও।

আঁতকে উঠলো নূরমহল। বললো—পাওয়া গেলো না ? তাঁর মেসেও কোনো হদিস মিললো না ?

www.pathagar.com

ঃ না। বেশ কিছুদিন থেকে মেস তাদের বন্ধ। তালা ঝুলছে দুয়ারে। ওখানে আর কেউই থাকে না। কে কোথায় থাকে বা কোথায় গেল, আশেপাশের লোকজনও সে হদিস দিতে পারলো না।

ঃ তাঁর স্কুলে ? স্কুলে তিনি আসেন না ?

ঃ না। স্কুলের চাকুরীও ছেড়ে দিয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। তারপর আর ওদিকে আসেনি।

ঃ সেকি ! ছেড়ে দিয়েছেন, তবু আপনাকে জানালেন না ?

ঃ চিন্তার প্রশ্নটা তো এখানেই। স্বাভাবিক ব্যাপার হলে অবশ্যই সে জানাতো। নিশ্চয়ই বিঘ্ন কিছু আছে। বিঘ্ন কিছু ঘটেছে।

ঃ আব্বা !

ঃ তার বেঁচে থাকাটা নিয়ে এখন যারপর নেই সংশয় জেগেছে মনে আমার। পথে ঘাটেই হয়তো বা মারা পড়েছে বেচারা !

খান মজলিস সাহেবের মুখমণ্ডল কয়লার মতো কালো হয়ে গেল। নূরমহলের কণ্ঠ তখন শুকিয়ে কাঠ। সে কণ্ঠ থেকে আর একটা কথাও বেরোলো না।

এরপর এখন অনুশোচনার মধ্যে দিয়েই নূরমহলের দিন যায় দিন আসে। একান্ত কাছে পেয়েও যাকে সে ফিরিয়ে দিয়েছে এতদিন, এখন তারই ফিরে আসার অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকে। আশা তো ছাড়েনি। ভাবে, বেঁচে সে আছেই। ফিরে সে আসবেই। তার পাপের প্রায়শ্চিত্যটা শেষ হয়ে গেলেই সে ফিরে আসবে একদিন। হোক সে নাইন পাশ। একমাত্র তাকে পেলেই জীবনটা তার সার্থক হবে পুরোপুরি। অফুরন্ত ভালবাসা দিয়ে সে ভরিয়ে দেবে মন-প্রাণ। ফের ভাবে, যদি বেঁচে না থাকে ? এরপর, আর ভাবতে পারে না।

১৭

আলোচনার আসর আবার জমে উঠেছে কামরুজ্জামান সাহেবের কলিকাতার ব্যবসা বাড়ীতে। আসরের লোক তাঁরা ঐ তিনজনই—কামরুজ্জামান সাহেব, আনোয়ার হোসেন আর জালালউদ্দীন। আলা বকশ মাঝে মাঝে এসে চা-পানি সরবরাহ করছে আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ এদের কথা শুনছে। পাক ঘরে কাজ করছে ব্যবসারই এক কর্মচারী। তার আগমন এ আসরে তেমন একটা ঘটছে না।

কামরুজ্জামান সাহেব গতকাল পুনরায় কলিকাতায় এসেছেন। ব্যাগ ব্যাগেজ সহ এসে এ ব্যবসা গৃহে উঠেছেন। রাতে আর কারো সাথে তেমন আলাপ হয়নি। সকালে যে যার মতো নিজ কাজে বেরিয়েছেন। আনোয়ারেরা ফিরে এসেছে শাম ওয়াক্তে। কামরুজ্জামান সাহেব ফিরেছেন সাঝের অনেক পরে। এশার নামায অন্তে তিনি আনোয়ারদের ডেকে নিয়ে আলোচনায় বসেছেন। আলোচনার শুরুতেই কামরুজ্জামান সাহেব হাসিমুখে বললেন—এখন থেকে তোমাদের এ আস্তানার আমিও কিন্তু একজন স্থায়ী বাসিন্দা। পাশের ঐ বড় ঘরটা সাফ করে নিয়েছি।

www.pathagar.com

আনোয়ার হোসেন প্রশ্ন করলো—স্থায়ী বাসিন্দা কেমন স্যার ?

ঃ স্থায়ী বাসিন্দা মানে এখন থেকে এখানেই থাকবো, আর কোথাও যাবো না।

ঃ তাহলে ওদিকের ব্যবসা বাণিজ্য ?

ঃ ওপাট চুকিয়ে দিয়েছি। যাকিছু বাকী আছে, এক সময় গিয়ে সেটুকুও শেষ করে আসবো।

ঃ ম্যাডাম আর বাল বাচ্চারা ?

ঃ সবাই এখন দেশে। নিজের বাড়ীতে। সবাইকে আমার গ্রামের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছি। আপাততঃ কিছুদিন তারা সেখানেই থাকবে। এরপরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

আনোয়ার হোসেন হা করে চেয়ে রইলো। জালালউদ্দীন বললো—তা-মানে, হঠাৎ এতটা করে বসলেন কেন স্যার ?

ঃ অবস্থার প্রেক্ষিতেই করতে হলো। একদিকে এখানে জানের নিরাপত্তা নেই, তার উপর এখানে আর আমাদের গা মেলে ব্যবসা করারও উপায় নেই। পদে পদে নানা রকম বিভ্রাট। রাজনৈতিক মহল, প্রতিদ্বন্দ্বি ব্যবসায়ী মহল, লুটেরা মহল—সকলেই পেছনে লেগে গেছে। এখানে আমরা আরামে ব্যবসা করে খাবো—এটা আর কেউ সহ্য করতে পারছে না।

ঃ স্যার!

ঃ দ্বিতীয় কথা, পুরোপুরি ব্যবসা আর পুরোপুরি রাজনীতি—দুটো এক সাথে চলে না। রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন এমন এক পর্যায়ে এসে পৌছেছে আর এতে করে দলীয় কর্মকাণ্ড এত বেড়ে গেছে যে, ব্যবসার দিকে মোটেই আর নজর দিতে পারছিনে। কলিকাতা ছেড়ে আর একটা মুহূর্তও সরে থাকার উপায় নেই। মুহুর্মুহু ছুটতে হচ্ছে দলের ডাকে।

আনোয়ার হোসেন বললো—দলের সাথে এতটাই জড়িয়ে গেছেন স্যার ?

ঃ আরে বাবা! রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন একদম তুঙ্গে। চূড়ান্ত ফায়সালা একেবারেই নিকটবর্তী। এ ফায়সালার উপরই নির্ভর করছে আমাদের মরা বাঁচা, ব্যবসা বাণিজ্য, সুখ শান্তি-সবকিছু। এখন কি আর অন্যদিকে নজর দেয়া যায় ?

জালালউদ্দীন প্রশ্ন করলো—তাই নাকি স্যার ? তাহলে ফায়সালাটা কেমন হতে পারে বলে ধারণা করছেন আপনারা ?

ঃ কেন, তোমাদের কাগজ কিছু বলছে না ?

ঃ আমাদের কাগজ মুসলমানদের পক্ষে কি কিছু বলে ? মুসলিম লীগকে গালি গালাজ আর দোষারোপ করা ছাড়া তো আর কিছু বোঝে না। অন্য কাগজ পড়ে আর অন্যের কাছে শুনে আমাদের আসল ঘটনা বুঝতে হয়।

ঃ ও আচ্ছা। তা আমরা বোধহয় একটা স্থায়ী ঠিকানা পেয়েই যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ।

ঃ স্যার!

ঃ পরিস্থিতির আলোকে এইটেই এখন মনে হচ্ছে আমার। হিন্দুর রাজ্যে হিন্দুদের তাড়া খেয়ে আর আমাদের ছুটোছুটি করতে হবে না; এ সম্ভাবনই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

আনোয়ার হোসেন ও জালালউদ্দীন এক সাথে আওয়াজ দিলো—আলহামদুলিল্লাহ। বড় আশার কথা তো!

কামরুজ্জামান সাহেব বললেন—এতদিন কংগ্রেস আর বৃটিশ সরকার কেউই লাহোর অর্থাৎ পাকিস্তান প্রস্তাব পুরোপুরি মেনে নিতে চায়নি। একভাবে না একভাবে অখণ্ড ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্ত করে রাখতেই চেয়েছে। এখন তারা তা মেনে নিতে ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। মানে, সে আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

আনোয়ার হোসেন প্রশ্ন করলো—কি কারণে স্যার? হঠাৎ তাদের এ সুমতি হলো কি কারণে?

ঃ হঠাৎ করেই কি হয়? পরিস্থিতিই বাধ্য করেছে তাদের। বৃটিশ সরকারের ইচ্ছের কারণ—এ দাঙ্গা হাঙ্গামা, কংগ্রেসের জিদ, দেশ ব্যাপী অস্থিরতা আর প্রকট প্রশাসনিক জটিলতা। কংগ্রেসের ইচ্ছের কারণ অন্তর্বর্তী সরকারে মুসলিম লীগের অন্তর্ভুক্তির পরিণাম। অন্তর্বর্তী সরকারে ঢুকে মুসলিম সদস্যদের সুপরিকল্পিত পদক্ষেপই কংগ্রেসকে পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য করে তুলেছে।

ঃ বলেন কি স্যার? কি সে সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ? বাইরে থেকে আমরাতো জানতে পারছিনে কিছুই।

ঃ দু'টি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয়। এর একটি হলো, মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করা। অপরটি—অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস সদস্যদের জন্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয়ারকালে লীগ সদস্য গজনফর আলী খান আমাদের বলেছিলেন—"পাকিস্তান আদায়ের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করিতে সুবিধার জন্য আমরা অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করিতেছি। অন্তর্বর্তী সরকার আমাদের প্রত্যক্ষ কর্মপন্থার একটি লক্ষ্যস্থল হইবে"। অর্থাৎ, লীগ প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা উঠিয়ে কখনো নেয়নি। গণপরিষদে যোগদান না করার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে।

ঃ তারপর স্যার?

ঃ শুরু হলো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। শুরু থেকেই লীগ সদস্যেরা কংগ্রেস সদস্যদের সাথে পুরোপুরি অসহযোগিতা করে চলতে লাগলেন। অসহযোগিতা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠলো। উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনার কথা বলছি ঃ প্যাটেল হলেন আভ্যন্তরীণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য আর লিয়াকত আলী অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য। লিয়াকত আলীর সহযোগিতা ছাড়া একজন চাপরাসীও নিয়োগ করার ক্ষমতা প্যাটেলের রইলো না। লিয়াকত আলী সাহেবেরা সহযোগিতা না করার জন্যেই অন্তর্বর্তী সরকারে ঢুকেছেন। এখন অবস্থা কি দাঁড়ায়, তা বোঝো! এ অবস্থায় পড়ে প্যাটেল বাবু বিরক্ত হয়ে এক সময় মন্তব্য করলেন, "এদের সাথে কাজ করা অসম্ভব। এদের বের করে দেয়ার জন্যে যদি ভারতের কিছু অংশ ছেড়ে দিতে হয়, তাও যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি আমি"।

জালালউদ্দীন খোশ কণ্ঠে বললো—খুবই ইন্টারেষ্টিং তো! তারপর কি হলো স্যার।

www.pathagar.com

ঃ তারপরে অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে। লীগ সদস্যদের অসহযোগিতার দরুন অন্তর্বর্তী সরকারের সহ সভাপতি নেহেরুর পক্ষে মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়লো। শাসন ব্যাপারে অচলাবস্থার সৃষ্টি হলো। দেখেশুনে নেহরু সাহেব পদত্যাগের ইচ্ছে প্রকাশ করলেন আর বড়লাটকে চাপ দিতে লাগলেন। এতে করে বৃটিশ সরকার বৈঠক ডাকলো লণ্ডনে। বৈঠকে বড়লাট ওয়াভেল, নেহেরু, বলদেব সিংহ আর জিন্নাহ সাহেবকে আহ্বান করা হলো। আলাপ আলোচনা অন্তে বৃটিশ সরকার সে বৈঠকে ঘোষণা করেছে যে, মন্ত্রী মিশনের ঐ গ্রুপিং ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক হবে। যে গণপরিষদে ভারতের একটা বিরাট অংশের লোকদের, অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতিনিধি থাকবে না, সে গণপরিষদের রচিত শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেয়ার কথা বৃটিশ সরকার চিন্তা করতে পারে না। এর দ্বারা বৃটিশ সরকার পক্ষান্তরে পাকিস্তান দাবী মেনে নেয়ার ইচ্ছেই প্রকাশ করেছে।

ঃ সাব্বাস্।

ঃ এ বছরের গত জানুয়ারী মাসে কংগ্রেস সর্বস্ব গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগ তাতে যোগদান করেনি। লীগ ঐ গণপরিষদ কর্তৃক গৃহিত প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে আর তা বেআইনী ঘোষণা করে।

আনোয়ার হোসেন বললো—আচ্ছা, এসব ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটেছে স্যার ?

কামরুজ্জামান সাহেব বললেন—আরো কথা আছে। কাগজে তোমরা পেয়েছো কিনা জানিনে, ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে বৃটেনের শ্রমিক সরকার উদগ্রীব হয়ে উঠেছে আর এ প্রেক্ষিতে একটা শক্ত ঘোষণাও দিয়েছে। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী এটলী দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "বৃটিশ সরকার স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে ইচ্ছে করে যে ১৯৪৮ সনের জুনের মধ্যে দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে ইহা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে।" ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে, যদি এ সময়ের মধ্যে উভয় দলের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত গণপরিষদ সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র রচনা করতে অসমর্থ হয়, তাহলে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতা কার হাতে হস্তান্তর করা হবে, কোন্ প্রকার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, অথবা আঞ্চলিকভাবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে, অথবা অন্য কোনো যুক্তিযুক্ত উপায়ে হস্তান্তর করা হবে, বৃটিশ সরকার তা বিবেচনা করবে। এটলী আরো ঘোষণা করেন যে, লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লুই মাউন্ট ব্যাটেন বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করবেন।

কামরুজ্জামান সাহেব থামলে দুই বন্ধু এক সাথে প্রশ্ন করলো—তারপর স্যার ?

ঃ তারপর এই ১৯৪৭ সনের ২২শে মার্চ লুই মাউন্ট ব্যাটেন এসে বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করেছেন, তাতো শুনেছো। মাউন্ট ব্যাটেন এসে কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনা করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, মন্ত্রী মিশনের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা কিছুতেই সম্ভবপর হবে না। আর ভারত বিভাগ ছাড়া হিন্দু মুসলমান প্রশ্নের সমাধান করার আর অন্য কোনো পথ নেই।

দুই বন্ধু আবার এক সাথে আওয়াজ দিলো—সোবহান আল্লাহ।

www.pathagar.com

বলেই চললেন কামরুজ্জামান সাহেব—অন্তর্বর্তী সরকারে লীগ আর কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে তীব্র মতানৈক্যের দরুন কংগ্রেস নেতাদের মনেও ভারত বিভাগের পক্ষে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। নেহরু আর প্যাটেলকে মাউন্ট ব্যাটেন একথা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, লীগের সাথে একত্রে কাজ করতে গিয়ে ভারতের ঐক্য আর শক্তি বিপন্ন করার চেয়ে মুসলমানদেরকে উত্তর পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ছেড়ে দেয়া সমীচিন ও যুক্তিযুক্ত হবে। অগত্যা প্যাটেল আর নেহরু ভারত বিভাগ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়েছেন আর গত ২রা এপ্রিল গান্ধীও মাউন্ট ব্যাটেনের সাথে সাক্ষাত করার পর এ পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে মত দিয়েছেন।

আনোয়ার হোসেন বললো—তাই নাকি স্যার? তাহলে সত্যিই তো ফায়সালা একটা হওয়ার সম্ভাবনা সন্নিকট।

ঃ হ্যাঁ, পরিস্থিতিটা বর্তমানে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

এ সময় আলাবক্‌শ এসে তাকিদ দিয়ে বললো—সেকি স্যার! রাত প্রায় বারোটা বাজে, আপনারা কি খাওয়া দাওয়া করবেন না। সবকিছুতো ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করে উঠে পড়লেন সকলেই।

আনোয়ার হোসেন কলেজ থেকে ফিরে এলো শেষ বিকেলে। ঘরে ঢুকে দেখে, জালালউদ্দীন চুপচাপ বসে আছে ঘরের মধ্যে। হাত তার গালে। বেশ বাস-চেহারা ঝড়ের কাকের শামিল। এভাবে তাকে বসে থাকতে দেখে আনোয়ার হোসেন প্রশ্ন করলো—কি ব্যাপার! বসে আছো যে? কাজে যাওনি? মানে, তোমার কাগজের অফিসে?

উদাসভাবে চোখ তুলে জালালউদ্দীন বললো—কাগজের অফিসে?

ঃ হ্যাঁ। এখন তো তোমার ঘরে থাকার কথা নয়। শরীর খারাপ নাকি?

জালালউদ্দীন একইভাবে বললো—হ্যাঁ, কিছুটা খারাপই বোধ করছি।

ঃ তাই আজ অফিসে গেলে না?

ঃ গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম বইকি!

ঃ গিয়েছিলে? বলো কি! এত তাড়াতাড়ি কাজ আজ শেষ হয়ে গেল?

জালালউদ্দীন সজোরে নিঃশ্বাস ফেলে বললো—তাই গেল দোস্ত্‌। একেবারেই শেষ হয়ে গেল!

আনোয়ার হোসেন উৎকর্ণ হয়ে বললো—একেবারেই শেষ হয়ে গেল কেমন?

ঃ নকরী খতম। আর আমাকে যেতে হবে না সেখানে।

আনোয়ার হোসেন চমকে উঠলো। প্রশ্ন করলো—বলোকি? তোমার নকরীও খতম?

ঃ জি। অনেকেরই খতম হলো, আমারটাও খতম হবে—এ আর বিচিত্র কি?

তবু বিশ্বাস করতে না পেরে আনোয়ার হোসেন ফের প্রশ্ন করলো—সত্যি বলছো, না তামাসা করছো?

ক্লীষ্ট হাসি হেসে জালালউদ্দীন বললো—কি যে বলো! এটা কি তামাসা করার বিষয়, না আমাদের এ দুর্দিনে এভাবে তামাসা করে কেউ?

www.pathagar.com

ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো আনোয়ার হোসেন। পরে প্রশ্ন করলো—চাকুরীটা গেল তাহলে সেরেফ এ রাজনৈতিক কারণে ?

ঃ না, কাল নাগিনীর দংশনে।

ঃ কাল নাগিনীর !

ঃ রাজনৈতিক কারণটা এখানে গৌণ। মুখ্য কারণ কাল সাপিনীর কামড় !

ঃ দোস্ত্।

ঃ তুমি ঠিকই অনুমান করেছিলে দোস্ত, আমিই কেবল গুরুত্ব তাতে দেইনি। শয়তানীটা যে এমন খেল্ দেখাবে, এটা আমি ভাবতেও পারিনি।

পুনরায় সচকিত হয়ে উঠে আনোয়ার হোসেন প্রশ্ন করলো—শয়তানীটা মানে ? ঐ লাবণ্যময়ী দাস গুপ্তা।

ঃ হ্যাঁ, ঐ ছলনাময়ী ডাইনিটাই। স্বার্থের লোভে এরা যে এত নীচে নামতে পারে, তা আমার কল্পনাতেও আসেনি।

ঃ দোস্ত্ !

ঃ পতিতাদের সঠিক চরিত্র আমি জানিনে। দেহের ব্যবসা করে যারা, তাদের মানসিকতার সাথে আমার সম্যক পরিচিতি নেই। তবু আমার ধারণা, জাত বেশ্যারা আর যা-ই হোক, এ ভদ্রবেশী বেশ্যার মতো এতটা কুচক্রী নয়।

ঃ ঘটনা কি বলো তো ?

ঃ কি বলবো ? বলতেও শরমে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। এতটা বেহায়া আচরণ যে সে করতে পারে, তাকে না জানলে আর না দেখলে, কেউ বিশ্বাস করতেই পারবে না।

বিশ্বাস করার মতো ব্যাপারটাও নয়। বিশেষ করে, ভদ্র পরিবেশে একজন ভদ্র মহিলার আচরণ। জালালউদ্দীনের পদোন্নতি ঘটায়, অর্থাৎ, এককালের নীচেরজন উপরে উঠে যাওয়ায়, লাবণ্যময়ীর মনটা খুব ভারী হয়ে গেলেও, কয়দিন পরেই সে ভাব তার কেটে গেল আর জালালউদ্দীনের প্রতি তার প্রীতি ও খাতির শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। হেসে হেসে কথা বলা, এটা ওটা বয়ে এনে খাওয়ানোর তৎপরতা, এমন কি স্বগরজে এসে হাতের কাজে জালালউদ্দীনকে সাহায্য করা—লাবণ্যময়ীর অভ্যাসে পরিণত হলো। প্রথম প্রথম কিছুটা বিব্রত আর সন্দিহান হলেও, পরে জালালউদ্দীনের সে ভাব আর রইলো না। বরং দিনে দিনে লাবণ্যময়ীর প্রতি তার মন প্রফুল্লতায় ভরে উঠতে লাগলো। চিন্তা করে দেখলো, কিছুটা লাগামছাড়া হলেও, লাবণ্যময়ী ভদ্র ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে। অনিবার্য পরিস্থিতি হাসি মুখে মেনে নিতে এরা পারবে না তো পারবে কে ? এতে করে লাবণ্যময়ীর প্রতি তার ধ্যান ধারণা বিপুলাংশে পাল্টে গেল। ভাবতে লাগলো, এ মেয়েটার প্রতি অনেকের সংশয় আর অশ্রদ্ধা কতটাই না অনর্থক !

শেষের দিন জালালউদ্দীনের কাছে এসে লাবণ্যময়ী ইতস্ততঃ করে বললো—দাদা, আমার যে একটা উপকার করতে হয় !

জালালউদ্দীন মুখ তুলে বললো—উপকার ! কি উপকার বলুন ?

www.pathagar.com

লজ্জাজড়িত হাসি মুখে লাবণ্যময়ী বললো—আপনার একটু বাড়তি পরিশ্রম হবে, তাই বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে।

জালালউদ্দীনও মৃদু হেসে বললো—আহা, কি করতে হবে, বলুন না?

ঃ আগামীকাল আমাকে ঘন্টাখানেক সময় দিতে হবে। মানে, নিজের কাজ রেখে আমাকে ঘন্টাখানেক সাহায্য করতে হবে।

জালালউদ্দীন চমকে উঠে বললো—আগামীকাল? ওরে বাপ্‌রে! আগামীকাল আমার একটা মিনিটও ফুরসুৎ নেই। তাহলে আগামী পরশু সাহায্য করবো আপনাকে। এক ঘন্টা কেন, দেড় দুই ঘন্টাও দিতে পারবো।

ঃ তাহলে তো হবে না দাদা। আপনার সাহায্যটা আমার আগামীকালই দরকার।

ঃ তবে তো মস্ত মুস্কিল। আগামী পরশু সাহিত্য পাতা বেরুবে। সে জন্যে আগামীকাল আমার নিজের তো প্রচুর কাজ আছেই, তার উপর সাহিত্য সম্পাদকের কাজটাও আমাকে করতে হবে। তিনি মিটিং কক্ষে ব্যস্ত থাকবেন সারাদিন। এসব তো আপনি জানেনই।

ঃ হ্যাঁ, সব জানি বলেই তো বলতে বিবেকে আমার এতটা বাধছে।

ঃ আগামী পরশু হলে আপনার অসুবিধেটা কি?

ঃ অসুবিধে তো মস্তবড়ই দাদা। লেখকদের সম্মানীর একগাদা হিসেব-নিকেশ সম্পাদক বাবু চাপিয়ে রেখেছেন ঘাড়ে আমার। কাজটা অবশ্য সপ্তাহ খানেক আগেই দিয়েছেন। দিনে দিনে করলে এতদিন হয়ে যেতো। কিন্তু বাড়ীতে নানা রকম ঝামেলা পয়দা হওয়ায়, আমি মনোযোগ দিতে পারিনি। আজকে সম্পাদক বাবু বললেন, আগামীকাল দুপুরের মধ্যে সবকিছু রেডী চাই। মিটিংএ উপস্থাপন করতে হবে। এখন বুঝুন ব্যাপারটা?

ঃ সেকি! এখনও সেটা সারা হয়নি আপনার?

ঃ না দাদা। এত শিগ্গির যে ওটার দরকার পড়বে, তা ভাবিনি।

ঃ মহা মস্কিল! তাহলে আপনি অন্য কারো সাহায্য নিন। আগামীকাল আমার কি অবস্থা, সবতো আপনার জানা।

ঃ কিন্তু দাদা, অন্য কারো দ্বারাতো এ কাজ সম্ভব নয়। একমাত্র আপনিই—

জালালউদ্দীন নারাজ কণ্ঠে বললো—আমি কি করবো, বলুন? সাহিত্য পাতা মার খেলে তো নকরী থাকবে না আমার।

ফের একটু মুচকি হাসি হেসে লাবণ্যময়ী বললো—তা বলছিলাম কি দাদা, একটা কাজ যদি করেন তাহলে সব কূলই রক্ষে হয়। আপনার একটু কষ্ট হবে, তবু আপনি ছাড়া আমার বিপদ দেখবে কে দাদা? আমার দাদা, বন্ধু গুরু, সবইতো আপনি।

ঃ একটা কাজ! কি কাজ?

ঃ আগামীকাল যদি ঘন্টাখানেক আগে চলে আসেন, তাহলে আমাকে সাহায্য করার পর নিজের কাজও যথাসময়ে করতে পারবেন আপনি।

ঃ ঘন্টাখানেক আগে? তখন কি আমাদের এ বিভাগ খোলা থাকবে? পিয়ন টিয়নও তো কেউ আসবে না।

www.pathagar.com

ঃ খুলে রাখার সব ব্যবস্থা আমি করবো দাদা। আমাদের বিভাগ বন্ধ থাকলে কি হবে, অন্য বিভাগ তো খোলা থাকবে সবই। ওদেরই দু' একজন পিয়নকে ডেকে নেবো দরকার হলে।

অগত্যা রাজী হয়ে জালালউদ্দীন বললো—দেখুন তাহলে এদিকে। আপনার বিপদ যখন, আসতেই হবে আমাকে।

ঃ ঘন্টাখানেক আগে কিন্তু দাদা?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই আসবো।

খুশীতে এলিয়ে পড়ে লাবণ্যময়ী বললো—ওঃ দাদা! ইউ আর সো সুইট!

পরের দিন যথাসময়ে চলে এলো জালাউদ্দীন। অন্যান্য বিভাগে লোকজন সব এলেও, সাহিত্য বিভাগে তখনও কেউ আসেনি। দেখলো, সাহিত্য বিভাগের দরজা খুলে নিয়ে নিজ টেবিলে বসে আছে লাবণ্যময়ী। জালালউদ্দীন এগিয়ে আসতেই "আসুন দাদা, আসনু-আসুন" বলে উঠে এলো লাবণ্যময়ী। এরপর ঘটে গেল এক অভাবনীয় কাণ্ড। জালালউদ্দীনের কাছে এসেই লাবণ্যময়ী একপলকে গায়ে জড়ানো শাড়ীর অংশ ফেলে দিলো মাটিতে এবং বুকের ব্লাউজ পড়পড় করে ছিঁড়ে ফেললো টান মেরে। অতপর জালালউদ্দীন্ কিছু বুঝে উঠার আগেই সে ঝাঁপিয়ে পড়লো জালালউদ্দীনের উপর। জালালউদ্দীনকে সবলে জড়িয়ে ধরে বিকট কণ্ঠে আওয়াজ দিতে লাগলো—"বাঁচাও বাঁচাও, আমার সম্ভ্রম বাঁচাও, আমার সতীত্ব রক্ষা করো—"

লাবণ্যমীয়র একটানা চীৎকারে অন্যান্য বিভাগের সমস্ত লোকজন ছুটে আসতে লাগলো। অনেক ধ্বস্তা ধ্বস্তি করেও জালালউদ্দীন লাবণ্যময়ীর মরণ কামড় থেকে নিজেকে সহজে মুক্ত করতে পারলো না। যখন পারলো, তখন অনেকেই এসে গেছে এবং দূর থেকে অনেকেই এদের এ জড়াজড়ি অবস্থায় দেখতে পেয়েছে।

পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। লাবণ্যময়ীর অভিযোগ—লাবণ্যময়ীকে একা পেয়ে তার সতীত্ব নষ্ট করার জন্যে জালালউদ্দীন তার উপর পাশবিক হামলা চালিয়েছে। তাকে বিবস্ত্র করেছে, ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলেছে। হতভম্ব জালালউদ্দীনের বক্তব্য—সে এর কিছুই জানে না। লাবণ্যময়ী নিজেই নিজের জামা কাপড় ছিঁড়েছে আর আচমকা তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

লাবণ্যময়ী আর জালালউদ্দীন—এদের দু'জনেরই চরিত্র যারা জানতো, তারা বিশ্বাস করলো জালালউদ্দীনের কথা। যারা জানতো না, তারা পক্ষ নিলো লাবণ্যময়ীর। উপস্থিত জনতা দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার ফলে জালালউদ্দীনের গায়ে সরাসরি হাত তুলতে কেউ এলো না। তবে জালালউদ্দীনকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি কক্ষে আটক করে রাখলো সাহিত্য সম্পাদক এবং মিটিংয়ে যোগদানকারী উপর-ওয়ালাদের আগমন অপেক্ষায়।

একটু পরেই চলে এলেন সাহিত্য সম্পাদক। চলে এলেন কয়েকজন উপরওয়ালাও। মালিক ও মালিক পক্ষের প্রতিনিধি। সম্পাদক সাহেব উভয়েরই স্বভাব চরিত্র জানতেন। তাই, সরাসরি জালালউদ্দীনের পক্ষ অবলম্বন না করলেও, তিনি বুঝতে পারলেন ঘটনাটা কি হওয়া সম্ভব। উপরওয়ালা শুনামাত্রই জ্বলে উঠলেন তেলে

www.pathagar.com

বেগুনে। "একটা যবনের এত স্পর্ধা ! এতবড় দুঃসাহস !" বলে সবাই হুংকার ছাড়তে লাগলেন। একমাত্র সাহিত্য সম্পাদকের মধ্যস্থতার কারণেই জালালউদ্দীন ঐ মুহূর্তে খুন জখমের হাত থেকে বেঁচে গেল। উপরওয়ালারা সরোষে হুকুম ছাঁড়লেন—এ মুহূর্তে ঐ ব্যাটাকে বের করে দাও অফিস থেকে আর ঐ সহসম্পাদকের আসনে লাবণ্যময়ীকে বসাও !

কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। ঐ হুকুমই বলবত করা হলো। লাবণ্যময়ীর চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞাত কিছু লোকজনের হস্তক্ষেপের কারণেই জালালউদ্দীন অফিস থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলো।

এ পর্যন্ত বর্ণনা করে জালালউদ্দীন থামলো। শুনে আনোয়ার হোসেন আঁতকে উঠে বললো—কি সর্বনাশ ! জব্বোর বাঁচা বেঁচে গেছো দোস্ত্। একমাত্র তুমি ছাড়া, ওখানকার সবাই ওরা হিন্দু। ওখানেই যে ওরা তোমাকে খুন করে ফেলেনি, এইটেই আল্লাহ্ তায়ালার অশেষ মেহেরবানী।

জালালউদ্দীন ক্লান্ত কণ্ঠে বললো—সে তো অবশ্যই দোস্ত্। বিনে দোষেই শত শত লোককে খুন করছে যারা, সত্যি মিথ্যা যা-ই হোক একটা অজুহাত যখন পেয়েছে, তখন খুন করে ফেলতে আর ঠেকা ছিল কি ?

ঃ দোস্ত্ !

ঃ একমাত্র রক্ষে যে ঐ শয়তানীটার নষ্টামীর খবর অনেকেই রাখতো। নইলে—

ঃ তবুও ঐ শয়তানীর কাছে এতটা ধরা দিতে গেলে কেন তুমি ?

ঃ মাগীটাযে নিজের ইজ্জত বিকিয়ে এ রকম একটা নাটক সৃষ্টি করবে আর স্বার্থের লোভে এতটা নীচে নেমে আসবে—এটা আমার কল্পনাতেও আসেনি দোস্ত্। নিজের বসন খুলে ফেলে একজন পরপুরুষকে জড়িয়ে ধরা—একি স্বাভাবিক কোনো নারীর পক্ষে সম্ভব ? ওটা মানবী নয়, কাল সাপিনী।

ঃ এ ব্যাপারে আগেই তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম। তুমি সামনে থাকাতে ঐ পদটা সে পাচ্ছে না যেখানে, সেখানে তোমাকে সরানোর জন্যে এমন বেহায়া মেয়ে যে কোনো খেল্ খেলতে পারে, একথা আমি আগেই তোমাকে বলেছিলাম। তবুও সাবধান তুমি হলে না।

ঃ সাবধান হওয়া মানে তো নকরী ছেড়ে দিয়ে বেকার হয়ে যাওয়া। চাকুরী ছেড়ে চলে না এলে ওর ছোবল থেকে বাঁচার আর কি পথ ছিলো, বলো ?

ঃ সেই বেকার তো শেষ পর্যন্ত হলেই।

ঃ না দোস্ত্। এখন আর বেকার থাকবো না। কয়েকটা মুসলমান পত্রিকার অপার আমি ইতিমধ্যেই পেয়েছি। যাবো যাবো করতেই এ দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল।

ঃ তাহলে যাওনি কেন আগেই ?

ঃ ওসব ছোট পত্রিকা। এ রকম একটা বড় পত্রিকায় থাকার মোহ হুট্ করে ছাড়তে পারিনি, তাই।

ঃ মোহটা এবার কেটেছে তো ?

ঃ তা আর বলতে ? দেখে শিখে জ্ঞানবান আর ঠেকে শিখে বোকা।

এ ভারী পরিবেশের মধ্যেও হেসে ফেললো দু'জনই।

www.pathagar.com

১৮

নূরমহলের দিন একইভাবে কাটছে। আশার পরে নতুন আশায় বুক বেঁধে থাকছে। পান্থশালা মেস্ যখন বন্ধ, কেউ সেখানে থাকছে না আর তাদের হদিস দিতেও আশেপাশের কেউ পারছে না, তখন এককভাবে আনোয়ারের হদিসটাই বা পাওয়া যাবে কেন ? সবাই তো আর তারা মারা পড়েনি এক সাথে ? অন্যেরা যেখানে আছে, সেও সেখানে আছে। পান্থশালার বোর্ডারদের কাউকে না কাউকে খুঁজে পাওয়া গেলেই, পাওয়া যাবে সব খবর। পান্থশালার আশেপাশের লোকজনদের এ ব্যাপারে বিশেষভাবে বলে রাখা হয়েছে। আশেপাশের লোকজন ওদের মোটামুটি সবাইকে চেনে। কাউকে কোথাও দেখলেই আনোয়ারের খবরটা তারাই করে রাখবে। আবু মিয়াকে রাখা হয়েছে এ কাজে। একদিন সে সেখান থেকে সুখবর আনবেই। নূরমহলের এটা একটা কমজোর চিন্তাভাবনা। যুক্তি খুবই দুর্বল। তবু এছাড়া আর তার অবলম্বনও নেই কিছু। 'এ ড্রাউনিং ম্যান ক্যাচেস্ এ্যাট্ এ্ট্র'–অবস্থাটা এ রকম।

বি. এ. পরীক্ষা কয়েকটা মাস পরেই। সেই পরীক্ষা দেয়ার সম্ভাবনাও নূরমহলের আর নেই। যে কলেজে পড়তো সে, সে কলেজ এখন তাদের জন্যে অনেকটা মৃত্যুকূপের শামিল। ও এলাকার শতকরা প্রায় পঁচানব্বই জনই হিন্দু। বিগত দাঙ্গায় প্রচুর মুসলমান নরনারী মারা পড়েছে ওখানে। অনেক মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীও মারা পড়েছে কলেজে। উত্তেজনা কমবেশী লেগেই থাকছে এখনো। নূরমহল একাই শুধু নয়, মুসলমান ছাত্র ছাত্রী প্রায় সকলেই ছেড়ে দিয়েছে ও কলেজ। এখন তো নয়ই, পরীক্ষার সময়ও নিরাপদে ওখানে যাওয়া আসা করা যাবে, তা একেবারেই অনিশ্চিত। বিশেষ করে মেয়েছেলের পক্ষে। নূরমহল এই ভেবে হাল ছেড়ে দিয়েছে যে, বি. এ. পাশ আসলেই নসীবে তার নেই। থাকলে সে এতদিন এম. এ. পাশ করতো।

নূরমহলের চিন্তাভাবনার এমনই এক মুহূর্তে তার আব্বা খান মজলিস সাহেবের এক সুহৃদ মিঃ আহম্মদ আলী ফৌজদার তার কন্যা নূরজাহানকে নিয়ে বেড়াতে এলেন নূরমহলদের বাড়ীতে। আহম্মদ আলী ফৌজদার খান মজলিস সাহেবের এককালের সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অনেক কষ্ঠে সেটেলমেন্ট্ অফিসার পদে প্রমোশন নিয়ে রিটায়ার করেছেন ভদ্রলোক। ফৌজদার সাহেব এসেছেন খান মজলিস সাহেবের খোঁজ খবর করতে। কন্যা নূরজাহানেরও কিছু ভাব আছে নূরমহলের সাথে। পিতার সাথে সে এসেছে নূরমহলকে দেখতে।

দুই বন্ধুর মধ্যে কথাবার্তার এক ফাঁকে ফৌজদার সাহেব বললেন—বিকল্প চিন্তাভাবনা এর মধ্যে কিছু কি করেছেন ভাই সাহেব ?

খান মজলিস সাহেব মুখ তুলে বললেন—বিকল্প চিন্তা-ভাবনা !

ঃ বলছি, অবস্থা যা বোঝা যাচ্ছে, তাতে কলিকাতার বসবাস শেষমেষ উঠাতেই হবে আমাদের। দাঙ্গা হাঙ্গামার ব্যাপারটাতো আছেই, তার উপর আর এক প্রসঙ্গ জোরদার হয়ে উঠেছে এখন।

ঃ আর এক প্রসঙ্গ ? কি সেটা ?

www.pathagar.com

ঃ মুসলমানদের দাবী মেনে নিতে গিয়েও কংগ্রেস আর এক ফ্যাসাদ পয়দা করেছে। ভারত বিভাগের সাথে তারা পাঞ্জাব আর বাংলাদেশ বিভাগও দাবী করে বসেছে। এটি না হলে তারা ভারত বিভাগও মানবে না, এ রকম নাকি একটা গোঁ ধরেছে আবার।

ঃ বলেন কি !

ঃ পাঞ্জাব আর বাংলার হিন্দু প্রধান অঞ্চল নাকি পাকিস্তানের সাথে থাকতে রাজী নয়। ভারতের সাথে যোগ দেবে—একথা জোরদার ভাবে শোনা যাচ্ছে।

ঃ তাজ্জব। তাহলে তো কলিকাতাও বাংলার, মানে পাকিস্তানের সাথে থাকবে না।

ঃ সেই কথাই তো বলছি। এমনিতেই তো আমাদের নিরাপত্তা বলে কিছু নেই এখানে, তার উপর কলিকাতা ভারতের অংশ হলে আমাদের আর বাঁচার কোনো আশাই নেই।

ঃ ভাই সাহেব !

ঃ ভারতের অন্যান্য এলাকার হিন্দুরা আর যা-ই হোক, এ কলিকাতার হিন্দুদের মতো তো হিংসুটে নয়। এমতাবস্থায়—

খান মজলিস সাহেব প্রবল কণ্ঠে বললেন—না-না, এমন হলে তো এখানে থাকার কোনো প্রশ্নই আমাদের উঠে না। যত জলদি সম্ভব পালাতে হবে এখান থেকে।

ঃ সেই কথাই বলছি, বিকল্প চিন্তা-ভাবনা কিছু করছেন কিনা ?

ঃ বিকল্প বলতে আর অন্য কি হবে ভাই সাহেব ? পূব বাংলাই একমাত্র বিকল্প আমাদের। ওখানে গেলে সকল অবস্থাতেই আমাদের নিরাপত্তা মজবুত হবে পুরোপুরি। বেশ কিছুদিন থেকেই একথা আমি ভাবছি।

ঃ সেরেফ ভাবলেই তো হবে না। সময় থাকতেই কার্যকরী পদক্ষেপও নেয়া চাই। কথাবার্তা চালাতে হবে কলিকাতায় বসবাসকারী পূব বাংলার হিন্দুদের সাথে। বাংলা বিভাগ হলে পূব বাংলার অনেক হিন্দুও আগ্রহী হবে সবকিছু হস্তান্তর করতে।

ঃ ঠিক-ঠিক।

ঃ সময় থাকতে এ ব্যাপারে তৎপর না হলে পরে কিন্তু হিড়িক পড়ে যাবে। সুবিধে মতো জায়গা ঠাঁই আর পাবেন না। বিপদে পড়ে যাবেন।

ঃ বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা। আপনি কি এ রকম কোনো আলাপ শুরু করেছেন ?

ঃ করেছিই তো। দু' চারজনের সাথে কথাবার্তা ইতিমধ্যেই অনেকখানি এগিয়ে গেছে। তাদেরও কথা, প্রয়োজন যদি আসলেই না পড়ে, না পড়বে। প্রস্তুতিটা নিয়ে রাখতে দোষ কি ?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, খুবই সঙ্গত কথা।

ঃ আমি চাই, ওখানে গিয়ে আমরা এক সাথে থাকি। আপনি বললে, আমি সেই মোতাবেক চেষ্টা করতে পারি।

খান মজলিস সাহেব অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বললেন—করুন ভাই সাহেব, করুন। আপনি তা করলে বড়ই উপকার হবে আমার। আমি অসুস্থ আর অকর্মা

www.pathagar.com

মানুষ। আমার বলার কোনো অপেক্ষা রাখবেন না। আমিও সুযোগ পেলে ঐ একই চেষ্টা করবো। দু'জন এক সাথে থাকার কি আর বাড়া আছে কিছু ?

ঃ জি-জি। তা এবার আপনার বাড়ীর খবর বলেন। নূরমহল্ আম্মার পড়াশুনা চলছে তো ?

এ প্রশ্নে খান মজলিস সাহেব দমে গেলেন। হতাশ কণ্ঠে বললেন—কই আর চললো ভাই সাহেব। ওর কলেজের পরিবেশ খুব খারাপ। কলেজে যাওয়াই ছাড়তে হয়েছে তাকে। অথচ এবার সে বি. এ. পরীক্ষা দিতো। কোর্স কম্‌প্লীট্ তবু পরীক্ষাটা দেয়া তার আর হলো না।

ঃ হলো না ?

ঃ হবে কি করে, বলুন ? একদিনের ব্যাপার তো নয়। পরীক্ষা চলবে কয়েক সপ্তাহ ধরে। একদিন যাওয়াই বিপদজ্জনক, দৈনিক যাবে কি করে ?

ঃ বলেন কি ! সেরেফ এ কারণেই পরীক্ষা দেয়া হচ্ছে না ?

ঃ জি ভাই, এ কারণেই।

ফৌজদার সাহেব কিঞ্চিৎ চিন্তা করে বললেন—তাহলে এক কাজ করুন না ? নূরমহল আম্মা আমাদের ওখানকার কলেজ থেকে পরীক্ষাটা দিক।

ঃ আপনাদের ওখানকার কলেজ থেকে ?

ঃ হ্যাঁ, একদম আমার বাড়ীর কাছাকাছি। রাস্তার ওপাড়ে কয়েকটা বাড়ীর পরেই কলেজটা। সুন্দর পরিবেশ। ওখানে এ যাবত তেমন কিছু ঘটেনি। মুসলমান ছেলেমেয়ে নিরাপদেই কলেজ করছে ওখানে। আমার নূরজাহানও কলেজে যায় দৈনিক। সে এবার ফোর্থ ইয়ারে উঠলো। আগামী বছর বি. এ. দেবে। ঐ কলেজে পরীক্ষা দিক নূরমহল।

ঃ কথাটা তো মন্দ বলেননি ভাই সাহেব। পরীক্ষা দিতে না পারায় ভেঙ্গে পড়েছে মেয়ে আমার। তাহলে তো সে চেষ্টাই নেয়া যায় ?

ঃ নেয়া যায় নয়, তাহলে তাই নিন। টি. সি. এনে এখনই নূরমহল আম্মাকে আমাদের কলেজে ভর্তি করিয়ে দিন। ঐ কলেজের ছাত্রী হিসাবে পরীক্ষা দিক। এখনও সময় আছে কয়েকদিন। এরপরে টি. সি. আনলেও এ বছর আর পরীক্ষা দিতে পারবে না।

ঃ তাই নাকি ? এত খবর রাখেন ভাই সাহেব।

ঃ জি-জি। ঘটনাচক্রে সেদিন হেড্ ক্লার্ক সাহেবের মুখেই একথা শুনলাম। শিগ্গির টি. সি. আনিয়ে নিন। আমার বাড়ীতে থেকেই পরীক্ষা দেবে নূরমহল আম্মা।

ঃ ভাই সাহেব।

ঃ কলেজটা একদম কাছেই। তার উপর আমার নূরজাহান আম্মা আর পাড়ার আরো কয়েকজন মুসলমান মেয়ে এক সাথেই কলেজে যায়। নূরমহল আম্মার মোটেই অসুবিধে হবে না। পরীক্ষার সময় আপনারাও কেউ গিয়ে আমার ওখানে থাকবেন। ক্ষতি কি ?

www.pathagar.com

খান মজলিস সাহেব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন—না-না, মোটেই ক্ষতির কিছু নেই। এ মওকা তাহলে আর ছাড়া যাবে না কিছুতেই। আলবত আমি এ ব্যবস্থাই করবো।

এ প্রসঙ্গ নিয়ে নূরজাহানের সাথে খোলামেলা আলাপ হলো নূরমহলের। নূরজাহান উৎসাহ দিয়ে বললো—আবু মিয়াকে নিয়ে একদিন আসুন না আমাদের বাড়ীতে। আমার সাথে কলেজে গিয়ে নিজে একবার দেখে আসুন পরিবেশটা। দেখলে আপনার আর কোনো দ্বিধা সংকোচ থাকবে না।

নূরমহল বললো—তাই নাকি ? তাহলে তো যেতেই হয় একদিন।

নূরজাহান বললো—আসুন দুই একদিনের মধ্যেই। বেশ কিছু মুসলমান ছাত্রছাত্রী ওখানে পড়ে। নিরাপদ বোধে আরো অনেক মুসলমান ছাত্রছাত্রী ঝুঁকে পড়েছে আমাদের কলেজের দিকে। এছাড়া, কয়েকজন মুসলমান অধ্যাপকও আমাদের কলেজে আছেন।

ঃ তাই নাকি ? মুসলমান অধ্যাপকও আছেন ?

ঃ তিনজন। এর উপর কিছুদিন হলো আর এক তরুণ মুসলমান অধ্যাপক এসেছেন। আমাদের হিষ্টির ক্লাশ নেন। সেও আর এক বিচিত্র ব্যাপার। এ শিক্ষক আসার পর থেকে কলেজের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ আরো বেড়ে গেছে। পারত পক্ষে কেউই কলেজ কামাই করতে চায় না। বিশেষ করে তাঁর ক্লাশ।

ঃ কি রকম ?

ঃ বয়সে নবীন, কিন্তু অনেক প্রবীণ অধ্যাপকও তাঁর কাছে কাত। পড়ানোর সেকি অদ্ভূত টেকনিক। কি এলিগ্যান্ট্ ইংরেজী বলেন ভদ্রলোক ! শুনেছি, অনার্স, এম. এ.—দুটোতেই ফার্ষ্টক্লাশ ফার্ষ্ট। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট অনেকেই হতে পারেন। কিন্তু পড়ানোর এমন আকষর্ণীয় ভঙ্গি আর লেকচারের মধ্যে এত মাধুর্য খুব বেশী লোকের থাকে না।

ঃ আচ্ছা।

ঃ একদিন চলুন আমার ক্লাশে। দেখবেন, নিঃশ্বাস ফেলার মওকাটাও আপনি আর পাচ্ছেন না। মাথাটা আপনার বিলকুল খারাপ হয়ে যাবে।

নূরজাহানের আধিক্য আর আবেগ দেখে নূরমহল স্মিতহাস্যে বললো—বলো কি! একজনের লেকচার শুনলেই মাথা আমার খারাপ হয়ে যাবে ? নারে বোন, এত সস্তা মাথা আমার নয়।

ঃ হবে আপা, হবে। হতে বাধ্য। শুধুই পড়ানো ? চেহারা খানা আরো মারাত্মক। দেখলে আর চোখ ফেরানোর উপায় নেই। লাখে একজনও এমনটি পাবেন না।

নূরমহল উন্মনা হয়ে উঠলো। বললো—লাখে একজনও পাবো না ?

ঃ না। দু' চার লাখে দু' একজন পেতে পারেন বড়জোর। ক্লাশের মেয়েদের অনেকের অবস্থাই নাজুক হয়ে গেছে। লেকচার শোনার বদলে কেবলই হা করে চেয়ে থাকে স্যারের দিকে। কান কিছুই শোনেনা, চোখটা গিলে খায় স্যারকে।

www.pathagar.com

নূরজাহান হাসতে লাগলো। আনমনা নূরমহল আনমানভাবেই প্রশ্ন করলো—তোমার অবস্থাও তাহলে সেই রকমই নাকি ?

লজ্জাজড়িত হাসিমুখে নূরজাহান বললো—হওয়াই তো স্বাভাবিক আপা। কোনো সন্ন্যাসিনী আমি তো নই। একবার চলুন আমার সাথে, তখন বুঝতে পারবো, কে কতটা সন্ন্যাসিনী।

হাসিমুখে নূরজাহান তলচোখে চেয়ে রইলো। নূরমহলের মাথায় তখন অন্য চিন্তা। কি এমন চেহারা ঐ অধ্যাপকের ? কি এমন তাঁর পড়ানোর টেকনিক ? ডিগ্রীটা বাদে, চেহারা আর টেকনিকে আনোয়ার হোসেনের পাশে দাঁড়ানোর আদৌ কি কোনো যোগ্যতা রাখেন তিনি ? নূরমহলের আগ্রহ বহু গুণে বেড়ে গেল। বিপুল উৎসাহ জাগলো অন্তরে। ভাবতে লাগলো, তাহলে তো দেখতেই হয় লোকটাকে !

নূরমহলকে নীরব দেখে নূরজাহান বললো—কি হলো আপা ? কথা বলছেন না যে ?

সম্বিতে এসে নূরমহল শশব্যস্তে বললো—যাবো-যাবো। অবশ্যই যাবো। কাল পরশুর মধ্যেই হাজির হবো তোমাদের বাসায়। তোমার কলেজে যাওয়ার আগেই।

একদিন পরেই নূরমহল চলে এলো নূরজাহানদের বাসায়। নূরজাহানের সাথে চলে এলো কলেজে। থার্ড পিরিয়ডে নূরজাহানদের ইতিহাসের ক্লাশ। সেকেণ্ড পিরিয়ড শেষ হলো। ইতিহাসের ক্লাশে দৌড়াদৌড়ি করে ছুটতে লাগলো ছাত্রছাত্রীরা। আগে এসে কে সামনের বেঞ্চে স্থান নেবে, তারই প্রতিযোগিতা। মেয়েদের বসার জায়গা আলাদা। জনাতিনেক মুসলমান মেয়ে সহ হিষ্ট্রি ক্লাশে ছাত্রী সংখ্যা চৌদ্দ পনেরোজন। শিক্ষকের বাম পাশে মেয়েদের জন্যে কয়েকখানা পৃথক বেঞ্চ। নূরজাহানের সাথে নূরমহল এসে দ্বিতীয় সারিতে পাশাপাশি বসলো।

ঘন্টা পড়লো ক্লাশ শুরুর। দরজার পাশে শিক্ষকের পদ শব্দ পাওয়া গেল। নীরব হলো ছেলেরা। সাগ্রহে চেয়ে রইলো মেয়েরা। নূরমহলকে মৃদু ঠেলা দিয়ে নূরজাহান বললো—ঐ আসছেন দেখুন এবার।

অধ্যাপক সাহেব প্রবেশ করলেন ক্লাশ রুমে। লেকচার মঞ্চে উঠে দাঁড়ালে মেয়েদের একদম কাছাকাছি হয়ে গেলেন। অধ্যাপকের দিকে চোখ তুলে চেয়েই বিদ্যুৎ পিষ্ট হওয়ার মতো থর থর করে কেঁপে উঠলো নূরমহল এবং তৎপরেই তার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেল। একি অসম্ভব কাণ্ড ! একি কল্পনাতীত ঘটনা ! অধ্যাপক সাহেবটি আনোয়ার হোসেন। হারুনের প্রাইভেট টিউটর আনোয়ার হোসেন। নাইন পাশ বলে চির উপেক্ষিত আনোয়ার হোসেন !

আনোয়ার হোসেন মেয়েদের দিকে অকারণে তাকায় না বলেই নূরমহল তার নজরে পড়লো না। চেয়ারে বসেই সে রোলকল্ শুরু করলো। শুরু হলো 'ইয়েস স্যার', 'প্রেজেন্ট স্যার' আওয়াজ।

নূরমহল তখন এলিয়ে পড়েছে নূরজাহানের গায়ের উপর। চোখ ডলছে বারবার আর বারবার চেয়ে দেখছে। মাথার মধ্যে ছুটছে তার হাজার প্রশ্নের এক্স্প্রেস্ ট্রেনঃ আনোয়ার হোসেন এম. এ. পাশ ? ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট ? কলেজের অধ্যাপক ? বেঁচে আছে সে ? ----- ইত্যাদি-ইত্যাদি।

www.pathagar.com

নূরমহলের দিকে অলক্ষ্যে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো নুরজাহান। বুঝতে পারলো, দেখামাত্রই বিগড়ে গেছে মাথা তার। সস্তা মাথা নয় বলে তার সেই অহংকার ধূলোয় মিশে গেছে। বিজয়িনীর তৃপ্তি নিয়ে নূরজাহানও বসে রইলো চুপ চাপ। গায়ের সাথে ঠেশ দিয়ে বসে থাকা নূরমহলকে নড়াতে গেল না।

ইতিমধ্যে ঘটে গেল আর এক ঘটনা। দ্রুতপদে বেয়ারা এসে একটা শ্লীপ্ দিলো আনোয়ারের হাতে। বললো—প্রিন্সিপ্যাল স্যার এক্ষুণি আপনাকে দেখা করতে বলেছেন। এক ভদ্রলোক এসে বসে আছেন তাঁর কক্ষে। দেখা করে এসে পরে ক্লাশ নেবেন। এক্ষুণি আসুন—

রোল্‌কল্ বন্ধ করে খাতা হাতে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল আনোয়ার হোসেন। গোটা ক্লাশ তখনও নিস্তব্ধ নিশ্চল।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের কক্ষে আদাব দিয়ে ঢুকেই আনোয়ার হোসেন সবিস্ময়ে দেখে, প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের সামনে বসে কামরুজ্জামান সাহেব। সালাম বিনিময় করতেই প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আনোয়ারকে বললেন—দেখো, কে এসেছেন। খুব গুরুতর খবর এনেছেন উনি। বসে আলাপ করো উনার সাথে।

আনোয়ার হোসেন ইতস্ততঃ করে বললো—কিন্তু স্যার আমার ক্লাশটা—

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন—ওটা আমি দেখছি—

বলেই তিনি বেয়ারাকে ডেকে ইতিহাসের অন্য একজন শিক্ষককে ক্লাশে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন এবং অতপর মন দিলেন নিজের কাজে।

একটু সরে বসে কামরুজ্জামান সাহেব আনোয়ারকে বললেন—একি তোমার আক্কেল বলোতো ? এত করে বললাম, তোমার একবার দেশের বাড়ীতে যাওয়া উচিত। তবু তুমি কথাটা গায়েই লাগালে না ?

আনোয়ার হোসেন বললো—যাবো স্যার, যাবো-যাবো। সামনেই দশ বারোদিন ছুটি। এ ছুটিতেই যাবো বলে স্থির করে রেখেছি।

কামরুজ্জামান সাহেব ক্ষোভের সাথে বললেন—তখন গিয়ে আর লাভ হবে না কিছু।

ঃ কেন স্যার ?

ঃ তোমার আব্বাকে আর পাবে না।

আনোয়ার হোসেন চমকে উঠে বললো—স্যার !

ঃ তিনি অন্তিম শয্যায় শায়িত। যা খবর, তাতে এখন গেলেও যে জীবিত তাঁকে দেখতে পাবে তার নিশ্চয়তা নেই।

ঃ সে কি ?

ঃ অচিকিৎসা আর অতদবিরেই মারা যাচ্ছেন বেচারা। তোমার সৎ মা আর সৎ মামা আখের গুছিয়ে নিয়ে কেটে পড়েছে ইতিমধ্যেই। একেবারে একা একাই পড়ে আছেন খালি ঘরে আর খালি বাড়ীতে। এক গ্লাস পানি এগিয়ে দেয়ারও আপন কেউ কাছে নেই। দু' একজন কিষাণ মজুর আর প্রতিবেশীদের দয়ার উপরই পড়ে আছে আব্বা তোমার। পরের জন্যে পরে আর কতটা করে, বলো ?

আনোয়ার হোসেন চাপা আর্তনাদ করে বললো—স্যার !

www.pathagar.com

কামরুজ্জামান সাহেব বললেন—তোমার সব কর্তব্যের বড় কর্তব্য পিতার এ অন্তিম সময়ে তাঁর পাশে থাকা। মাতাপিতার বিপদকালে যে সন্তান নীরব থাকে, তার জন্যে বেহেশত হারাম।

ঃ হায় আল্লাহ, একি দুঃসংবাদ ! এসব খবর আপনি পেলেন কোথায় স্যার ?

ঃ লোক এসেছে তোমার ওখান থেকে। আমার গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে আমার ঠিকানা যোগাড় করেছে তারা। আমি তোমার খবর জানি, আমার বিবি বাচ্চার মুখে তা শুনেই তারা লোক পাঠিয়ে দিয়েছে। সে লোক ছুটে এসেছে আমার এ কলিকাতার ব্যবসা বাড়ীতে।

ঃ সে লোক কোথায় স্যার ?

ঃ বাইরে অপেক্ষা করছে। এখনই তোমাকে যেতে হবে তার সাথে। প্রতিটি মুহূর্ত এখন তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আব্বার সাথে যদি শেষ দেখা করতে চাও, তাহলে একদণ্ডও আর নষ্ট করার ফুরসুৎ তোমার নেই।

আনোয়ার হোসেন আকুল কণ্ঠে বললো—যাবো স্যার, এখনই আমি যাবো। আমার সবকিছু রসাতলে যাক, তবু আব্বাকে এক নজর দেখতে চাই আমি।

ঃ তাহলে বেরিয়ে পড়ো এ মুহূর্তেই। আধা ঘণ্টার মধ্যে শিয়ালদাহ গিয়ে পৌছতে পারলে নর্থবেঙ্গল এক্স্প্রেস্টা ধরতে পারবে। ওটা মিস্ করলে আজ আর ওদিকে যাওয়ার ট্রেন নেই। ট্রেন আবার আগামীকাল সেই সকাল আটটায়। এতটা সময় ব্যয় করার কোনো অবকাশই নেই তোমার।

ঃ ঠিক স্যার, ঠিক—

বলেই আনোয়ার হোসেন প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো—তাহলে স্যার—

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন—কামরুজ্জামান সাহেবের কাছে আমি সব শুনেছি। তোমার যখন এতবড় বিপদ, তখন আর কি করা যাবে ! তুমি যাও, যেতেই হবে তোমাকে।

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো আনোয়ার হোসেন। আগন্তুক লোকটির সাথে ছুটতে লাগলো শিয়ালদাহ্ অভিমুখে।

একটু পরেই শেষ হলো ইতিহাসের ক্লাশ। ক্লাশ শেষেই বেরিয়ে এলো নূরমহল আর নূরজাহান। অন্যান্য ক্লাশ রুম, ষ্টাফ রুম, সর্বত্র খোঁজাখুঁজি করেও আনোয়ারের সন্ধান আর কোথাও তারা পেলো না। কলেজের এক পিয়ন তাদের জানালো, অনেক আগেই এক লোকের সাথে কলেজ থেকে বেরিয়ে গেছেন আনোয়ার স্যার। কোথায় গেছেন, কখন ফিরবেন, তা কিছু সে জানে না।

গোটাদিন কলেজেই অপেক্ষা করে থাকার পর শেষ বেলা হতাশচিত্তে বাড়ী ফিরলো নূরমহল। তামাম ঘটনা শুনে নূরজাহানও বোবা বনে গেল। বাড়ী ফিরে এসেই নূরমহল তার আব্বার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। আর্তকণ্ঠে বলে উঠলো—বেঁচে আছেন, আনোয়ার হোসেন বেঁচে আছেন আব্বা। এতদিন তিনি আমাদের ডাহা

www.pathagar.com

ফাঁকি দিয়েছেন। আনোয়ার হোসেন এম. এ. পাশ। অনার্স এম. এ. দুটোতেই ফার্ষ্ট ক্লাশ। এখন একজন অধ্যাপক। নূরজাহানদেরই ঐ কলেজের—

আবেগের আধিক্যে আর কোনো কথাই ঐ মুহূর্তে তার মুখ থেকে বেরোলো না। চোখ দিয়ে কেবলই ঝরতে লাগলো পানি।

রাজনৈতিক মঞ্চে রাজনীতির নাটক এগুতে লাগলো দ্রুত গতিতে। আবার আর এক গোঁ ধরলো কংগ্রেস। ভারত বিভাগ ঠেকাতে না পেরে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাব করে বসলো। অর্থাৎ, পাঞ্জাবের হিন্দু প্রধান এলাকা পাঞ্জাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চাইলো। অবশ্য এটা ছিল কংগ্রেসের রাজনৈতিক চাল। কংগ্রেস ভেবেছিল, পাঞ্জাব বিভাগের গোঁ ধরলে মুসলিম লীগ ভারত বিভাগ দাবী ছাড়তে বাধ্য হবে। কারণ কীটদষ্ট ও দুর্বল পাকিস্তান নিশ্চয়ই তারা চাইবে না। সংগে সংগে দাবী তুললেন কলিকাতার বাবুরা। তাঁরা বললেন, আমরাও পাকিস্তানে থাকবো না, বাংলাদেশও ভাগ করতে হবে। সোনায় সোহাগা। পাঞ্জাবের সাথে বাংলাদেশ বিভাগের প্রশ্নে কংগ্রেস অটল হয়ে রইলো। উদ্দেশ্য ঐ একই। জিন্নাহ যদি দেখতে পান যে, তিনি কেবল পাঞ্জাবের কিছু অংশ আর বাংলাদেশের কতকাংশ পাবেন, তাহলে তিনি পাকিস্তান দাবী ছেড়ে দিয়ে মুসলিম লীগকে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা মেনে নিতে উপদেশ দেবেন।

এবার পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভাগের আন্দোলনে লিপ্ত হলো কংগ্রেস। এ নিয়ে জিন্নাহ ও মাউন্টব্যাটেনের মধ্যে আলোচনা হলো তিন ঘন্টা ধরে। কিন্তু জিন্নাহ পাকিস্তান দাবী ছাড়লেন না। এক বিবৃতিতে তিনি কংগ্রেসের পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগ আন্দোলনের প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করলেন।

এরপর অনেক পানি গড়ালো। অতপর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা করে বড়লাট মাউন্টব্যাটেন বৃটিশ শাসিত ভারত বিভাগের এক আপোষমূলক পরিকল্পনা রচনা করলেন। ১৯৪৭ সনের ৩রা জুন এ পরিকল্পনা ঘোষিত হলো। এই জুন পরিকল্পনায় বলা হলো ঃ

"১। ভারতের মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে আলাদা ডোমিনিয়ন গঠন করিতে পারিবে এবং এ উদ্দেশ্যে একটি নতুন গণপরিষদ গঠন করিতে হইবে। এইভাবে ভারতে দুই ভাগে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইলে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ দ্বয়ের হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল বিভাগের উদ্দেশ্যে উক্ত প্রদেশদ্বয়ের আইন সভার সদস্যদের ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং আসাম প্রদেশের সিলেট জেলা পাকিস্তানের সহিত যোগদান করিবে কিনা, তাহা নির্ণয়ের জন্য গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। বেলুচিস্তান পাকিস্তানের সহিত যোগদান করিবে কিনা, তাহা নির্ণয়ের জন্য উক্ত অঞ্চলের প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

www.pathagar.com

৪। দেশীয় রাজ্যগুলির উপর বৃটিশ সরকারের সার্বভৌমত্বের অবসান ঘটিবে। দেশীয় রাজ্যগুলি ইচ্ছানুসারে পাকিস্তান বা ভারত ডোমিনিয়নের সহিত যোগদান করিতে অথবা স্বাধীন থাকিতে পারিবে।

৫। পার্লামেন্টের বর্তমান অধিবেশন চলাকালে ভারতকে অথবা দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত হইলে, দুইটি রাষ্ট্রকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দিয়া নূতন স্বাধীনতা আইন পাশ করিতে হইবে। অবশ্য এই বিষয়ে গণপরিষদ বা গণপরিষদদ্বয় কর্তৃক অন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো বাধা থাকিবে না। ডোমিনিয়ন মর্যাদা (Dominion status) বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন অনুযায়ী ব্রিটিশ ভারত সম্রাট নামেমাত্র পাকিস্তান ও ভারত ডোমিনিয়নের সম্রাট থাকিবেন এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের বড়লাটের নিয়োগানুমোদন নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্রাটের হাতে থাকিবে। স্বাধীনতা আইনে আরো বিধান থাকিবে যে, পাকিস্তান বা ভারত যখনই ইচ্ছা করিবে তখনই পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে পারিবে।

৬। ভারত বিভাগের সীমানা নির্ধারণের জন্য সীমানা কিমশন নিযুক্ত করিতে হইবে।"

পলাশীর প্রান্তরের শেষ সিদ্ধান্তের প্রায় দুইশো বছর পরে আর এক নতুন শেষ সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। বৃটিশ সরকার "জুন পরিকল্পনার" মাধ্যমে তাদের শেষ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলো। বৃটিশ সরকারের এ সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্যে হিন্দুগণ দুঃখ প্রকাশ করলো। অপরপক্ষে খণ্ডিত পাকিস্তান দেখে মুসলমানগণও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলো না। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সমস্যা সমাধানের অন্য কোনো উৎকৃষ্ট পথ না থাকায়, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই এ "জুন পরিকল্পনা" গ্রহণ করলো।

আনোয়ার হোসেন বাড়ীতে গেছে সপ্তাহ তিনেক আগে। এখনো ফিরে আসেনি। মুসলিম লীগের অফিস থেকে ফিরে এসে কামরুজ্জামান সাহেব রাজনৈতিক এ সমাধানের ইতিবৃত্ত জালালউদ্দীনকে ব্যাখ্যা করে শোনালেন। শেষে বললেন—এই হলো আমাদের তামাম সংগ্রামের সাকুল্য ফলাফল! বাংলাদেশ তো একটা পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হলোই না, পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েও গোটা বাংলাদেশ আমরা পেলাম না।

জালালউদ্দীন ভারী কণ্ঠে বললো—এ সমাধান মুসলিম লীগ মেনে নিলো কেন স্যার? 'না' করলেও তো পারতো?

কামরুজ্জামান সাহেব ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন—তাহলে কিছুই আমরা পেতাম না।

ঃ কিছুই পেতাম না?

ঃ না। জানোতো, বৃটিশ সরকার বরাবরই খুবই কংগ্রেস-ঘেঁষা। হিন্দুদের প্রতি তাদের একটা টান আছে একপেশে। এক্ষণে বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী এটলী আর তাঁর শ্রমিক সরকারও কংগ্রেসকে নাখোশ করতে নারাজ। নিতান্তই পরিস্থিতির চাপে পড়ে মুসলমানদের দাবী তারা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেনি। চক্ষুলজ্জার প্রশ্নও কাজ করেছে কিছুটা। এমতাবস্থায় তাদের এ ঘোষণা, অর্থাৎ 'জুন পরিকল্পনা' অগ্রাহ্য

www.pathagar.com

করলে, তারা তামাম ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতেই অর্পণ করে চলে যেতো। পৃথক রাষ্ট্র তো দূরের কথা, মন্ত্রী মিশনের ঐ স্বায়ত্ব শাসনটাও আমরা পেতাম কিনা, সন্দেহ। অখণ্ড ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে মাথা গুঁজে থাকার ঐ অধিকারটুকুও হয়তো হারাতাম।

ঃ স্যার।

ঃ বৃটিশ সরকার যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে উদ্যত, তখন 'না' করলে কি বেশী কিছু পাওয়ার আশা থাকতো আমাদের ?

ঃ তাই বাংলাদেশটাও ভাগ হয়ে গেল স্যার ? কিছু বলতে না পারার জন্যেই ?

ঃ না, ঠিক সে কারণেই নয়। এর কারণ পৃথক। কংগ্রেস ৮ই মার্চ তাদের দিল্লী অধিবেশনে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে শুধু পাঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাবটাই এনেছিল। তখন বাংলাদেশ বিভাগের কোনো প্রস্তাব বা প্রশ্ন তাদের ছিল না। বৃটিশ সরকার হয়তো পাঞ্জাবটা ভাগ করেই ক্ষান্ত হতো। বাংলাদেশকে গায়ে পড়ে বিভক্ত করতে যেতো না। কিন্তু পরবর্তীতে কলিকাতার বাবুরা আর নেতারা বাংলাদেশকেও দ্বিখণ্ডিত করার জন্যে এমনভাবে চীৎকার জুড়ে দিলো যে, বৃটিশ সরকার তা অগ্রাহ্য করতে পারলো না। বাংলাদেশকেও ভাগ করার ঘোষণা প্রদান করলো।

ঃ তাজ্জব। ১৯০৫ সালে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ করলে এ বাবুরা আর নেতারা তখন করলো কি, আর আজ করে কি ! বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ হলো বলে সেদিন তাদের এত কাতরানী, এত কবিতা, এত গান, এত বিপ্লব—তামামই ভূয়ো হয়ে গেল ? সেসব কথা মনে তাদের একটুও এলো না ?

কামরুজ্জামান সাহেব ম্লানকণ্ঠে বললেন—এই হলো তাদের চরিত্র। এদের তামাম কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র স্বার্থের সাথে জড়িত, দরদের প্রশ্ন একবিন্দুও নেই। মুসলমানদের উন্নতি হবে, শিক্ষায় দীক্ষায় মুসলমানরা এগিয়ে যাবে—এটা এরা সেদিন সহ্য করতে পারেনি বলেই বঙ্গমাতার প্রতি দরদ এদের উথলে উঠেছিল। তা দেখে অনেকেই অবাক হয়ে ভেবেছিল, আহা। বঙ্গজননীর প্রতি কি নিখুঁত এদের ভালবাসা আর তার অঙ্গচ্ছেদ হওয়ার জন্যে কি গভীর এদের বেদনা !

ঃ স্যার।

ঃ আজ দেখছে, ভারতের সাথে মিশে গেলেই এদের লাভ বেশী। ব্যস্। কিসের বঙ্গমাতা, কিসের বঙ্গজননী ? হিন্দিজননী সবার চেয়ে উমদা। চোখের পলকে বঙ্গ দরদ তামামই তাদের সাফ। সঙ্গে সঙ্গে এখন তাদের সম্মিলিত আওয়াজ—মারো কোপ্, করো বাংলাকে দু ফাঁক। দু' ফাঁক করতে বিলম্ব করো যদি, ফের চলবে আমাদের বিপ্লব আর সন্ত্রাস।

ঃ সাব্বাস !

ঃ যেখানেই স্বার্থের গন্ধ বিদ্যমান, সেখানেই বান ডাকে এদের দরদের নদীতে। পয়সাও নেই, আদাও নেই।

ঃ বলিহারী ! ইচ্ছে হয় এ মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ি, এদের এ চরিত্র গাঁথা গেয়ে গেয়ে সবাইকে শুনাতে।

www.pathagar.com

কামরুজ্জামান সাহেব এবার সখেদে বললেন—তা তুমি শুনালেই বা কি, না শুনালেই বা কি ? শ্রোতাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া তাতে কিছু কমবেশী হবে না।

ঃ স্যার।

ঃ কিছুমাত্র বিবেক যাদের আছে, এদের চরিত্র তারা বুঝে নিয়েছে ঠিকই। নূতন করে বুঝার তাদের আর কিছু নেই। যারা বিবেকহীন, ঢাকঢোল পিটেও শোনাও না কেন, এতবড় ব্যাপারটা তাদের চামড়াও স্পর্শ করবে না।

ঃ অর্থাৎ, তারাও ঐ একই ঝাড়ের বাঁশ। একই চরিত্র আর রুচি, না কি বলেন স্যার ?

ঃ তা বলার কি আর অপেক্ষা রাখে ? তাছাড়া, ওরা কেবল বিবেকহীনই নয়, বেয়াকুফও বটে। এদের এ মতলবী প্রেম-দরদের কিঞ্চিৎ স্পর্শেই ওরা আহ্লাদে আওয়ারা বনে যায়। জ্ঞানীরা তা বনে না।

ঃ আবার এও তো হতে পারে স্যার, ওরা জ্ঞান পাপী। ওদের ঐ আবেগ-আহ্লাদও মতলবী।

কামরুজ্জামান সাহেব সপুলকে বলে উঠলেন—সাব্বাস্‌-সাব্বাস্‌। তাও জরুর হতে পারে। কথায় বলে, "যেতাকে তেতা মেলে, রাজাকে মেলে রাণী। ভূতোকে ভূত্‌নী মেলে, খেক্‌শোকে খেক্‌শোনী"।

উভয়েই হেসে উঠলেন। হাসির পরে কামরুজ্জামান সাহেব বললেন—এসব কথা থাক। তুমি এখন কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছো, তাই বলো।

জালালউদ্দীন বললো—সিদ্ধান্ত আমি ইতিমধ্যেই নিয়ে ফেলেছি স্যার। অর্থাৎ, এসব খবর নজরে আসার সাথে সাথেই। আমি যে কাগজে কাজ করি এখন, তাঁরা হপ্তাখানেকের মধ্যেই সব গুছিয়ে নিয়ে ঢাকায় যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ওখানে গিয়ে কাগজ চালানোর চেষ্টা করবেন। আমিও তাদের সাথে চলে যাবো স্যার, এখানে আর থাকবো না।

ঃ ওখানে গিয়ে ?

ঃ কিছু ব্যক্তিগত ঝামেলা আছে। বাড়ীতে গিয়ে আগে সেটা মেটাবো, তারপর চলে আসবো ঢাকায়। আমার কাগজওয়ালারা যদি কাগজ খুলতে পারেন তাহলে সেই কাগজেই যোগ দেবো, নইলে খুঁজে পেঁতে অন্য কাগজে কাজের চেষ্টা নেবো। কাগজের কাজে আমার মোটামুটি বেশ একটা ইন্টারেষ্ট্‌ এসে গেছে স্যার।

জালালউদ্দীন হাসি মুখে মাথা নত করলো। কামরুজ্জামান সাহেব খোশ কণ্ঠে বললেন—গুড্‌। তাই তোমার করা উচিত, এটা আমিও মনে করি। ঠিক আছে, যাও। কিছুদিনের মধ্যে আমিও একেবারেই পার হবো ঢাকায়। সেখানে গিয়ে তোমাদের কিছু উপকারে আসতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

জালালউদ্দীন মুখ তুলে বললো—এ আশা তো আপনার কাছে আছেই আমাদের স্যার। আনোয়ারটা এর মধ্যে ফিরে এলে তার সাথে কিছু আলাপ আলোচনা করে নিয়েই যেতে পারতাম। না এলে ফের ঐ ঢাকায় সাক্ষাত হওয়া ছাড়া আর সাক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

www.pathagar.com

ঃ মস্তবড় দুঃসংবাদ আর অনেক ঝামেলা সামনে নিয়ে বাড়ীতে গেছে সে। অল্পদিনে যে আসতে পারবে, ভরসা কম।

ঃ স্যার।

ঃ এসব খবর তো কিছু কিছু সেও সেখানে পাচ্ছে। তাড়াহুড়া করে এদিক সামলাতে আসার গরজও আর তেমন না থাকারই কথা।

ঃ তা-মানে, সে আর আসবেই না বলে কি কিছু মনে করছেন স্যার ?

ঃ না-না, আসবে তো জরুর। কিছু দেরী হতে পারে, একথা বলছি।

ঃ আপনারও ঢাকায় পার হতে কি খুব বেশী দেরী হবে স্যার ?

ঃ খুব বেশী না হলেও, দেরী তো কিছু হবেই। এতবড় ব্যবসার একটা সুরাহা করতে সময়তো কিছু লাগবেই।

ঃ জি স্যার। তা ঠিক-তা ঠিক।

১৯

আনোয়ার হোসেন নিজ গ্রাম ইমাম হাটীতে ফিরে এলো যখন, তখন ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। বাড়ীতে পৌঁছে দেখে, বাড়ীর সে শ্রী আর কিছুমাত্র নেই। একপাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে বিশাল গোয়াল ঘরটা। গরু শূন্য গোয়াল ঘরের খসে পড়েছে চালের খড়। খাঁ খাঁ করছে বাহির আঙ্গিনা। আর একপাশে বিশীর্ণ এক গাই গরু টানা রোদে বাঁধা। তার সামনে না আছে এক ফোঁটা পানি, না আছে একমুঠো খড় বিচালী। রোদে পড়ে গাইটা কেবলই ধুকঁছে। বাছুর একটা আছে বোধহয়। কোথায় আছে পাত্তা নেই।

বৈঠকখানার অবস্থাটা বন্যা বিধ্বস্ত পতিত বাড়ীর মতো। পৈঠা থেকে নেমে এসেছে তিনদিকের তিন বেড়া। স্থানে স্থানে খসে পড়েছে বেড়ার মাটি, বেরিয়ে এসেছে ছেঁচা বাঁশ। ঢোকা দিয়ে বেড়াগুলোকে ধরে রাখা হয়েছে। মস্তবড় টিনের চৌচালা খুঁটির উপর খাড়া আছে শূন্যে। খুঁটিগুলো শালকাঠের বলেই চৌচালাটা খাড়া আছে ঝড় ঝাপ্টা উপেক্ষা করে। চালার নীচে আসবাব পত্র বলতে ভাঙ্গা এক চৌকি আর নড়বড়ে এক টুল। টুলের পাশে হুকো-তামাকের সরঞ্জাম। যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে ছাই, গুল্ ও তামাক মাখা ছেঁড়া কাগজ।

অন্দর মহলের অবস্থাটা অপেক্ষাকৃত ভাল। উঠোনে এক রাশ ময়লা জমে থাকলেও আর পাকঘরের টালীগুলোর প্রায় অর্ধেকটাই ভেঙ্গে ফেটে গেলেও, তিন ভিটেয় তিন বড় বড় টিনের ঘর পূর্বাবস্থাতেই আছে। এঁটেল মাটির শক্ত দেয়ালের ঘর বলেই, এগুলোর কোনো কিছু স্থানচ্যুত হয়নি। জানালা দরজার উপর প্রচুর ধূলোবালী আর ঝুল জমেছে—এই যা। দক্ষিণ দুয়ারী ঘরটা সবচেয়ে বড়। এর বারান্দাটাও প্রশস্ত। নিকানো পৌচানো না হলেও, মাঝে মাঝে ঝাড় পড়ার ফলে বারান্দাটা মোটামুটি পরিচ্ছন্নই আছে। কিন্তু সঙ্গতি সম্পন্ন গৃহস্তের এই বড়োসড়ো বাড়ীটা ঢন ঢন করছে লোকজনের অভাবে।

www.pathagar.com

আনোয়ার হোসেন এসে দেখলো, বাহির বাড়ীতে কোথাও কেউ নেই। অন্দরটাও শূন্য। একটা হুলো বিড়াল শুয়েছিল দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের খোলা দুয়ারের পাশে। মানুষের আগমন ঘটতেই সে উঠে দৌড় দিয়ে পালালো। আনোয়ার হোসেন এসে সেই খোলা দুয়ারে পা দিতেই ভেতর থেকে ক্ষীণ একটা গোঙানী তাঁর কানে এলো। চমকে উঠে ঘরে ঢুকেই দেখলো, পুরাতন ভারী একটা খাটের উপর একা একা পড়ে আছেন তার আব্বা আকমল হোসেন সাহেব। দেহ তাঁর বিছানার সাথে মিশে গেছে। বিছানার অবস্থাও করুণ ! ছিন্নভিন্ন তোষক। ছেঁড়া ময়লা চাদর। গায়ে দেয়া কাঁথাটাও নোংরা আর ইঁদুর কাটা। এরই ফাঁকে চকিতে লক্ষ্য করলো, দামী দামী আসবাবপত্রের কোনো কিছুই ঘরে আর নেই।

আনোয়ার হোসেন ঘরে প্রবেশ করতেই মানুষের সাড়া পেয়ে তার আব্বার কাতরানীটা বেড়ে গেল। গোঙানীর মতো আওয়াজের সাথে দুর্বল হাতখানা মুখের কাছে এনে তার আব্বা যে ইংগিত করতে লাগলেন, তাতে বোঝা গেল তিনি পানি খেতে চান। কণ্ঠনালী শুকিয়ে যাওয়ায় গোঙানীটাও আটকে আটকে যাচ্ছে। মেঝের এককোণে একটা পানির হাঁড়ি আর টিনের গ্লাস দেখতে পেয়ে আনোয়ার হোসেন তৎক্ষণাৎ পানি ঢেলে আনলো। হা করা মুখে আস্তে আস্তে পানির ধারা পড়তেই তিনি সাগ্রহে গিলতে লাগলেন পানি। অনেকক্ষণ যাবত পানি গেলার পর মুখ বন্ধ করে কাত করলেন মাথা। এরপর পড়ে রইলেন অবশ নিশ্চল হয়ে। চোখ তাঁর বন্ধ ছিল বরাবরই। আনোয়ার হোসেনের পরপর কয়েকটা ডাকের জবাবে কেবলই একটু হাত নাড়লেন তিনি। কথাও বললেন না চোখও খুললেন না। যেভাবে হাতখানা অল্প একটু নাড়লেন তাতে মনে হলো, কথা বলতে বারণ করলেন তিনি। আনোয়ারকে চিনতে পারার কোনো লক্ষণই বোঝা গেল না।

আনোয়ার হোসেন যে লোকের সাথে বাড়ীতে এলো, আনোয়ারের আগমনবার্তা প্রচার করতে সে একটু পিছিয়ে পড়েছিল। সে লোকসহ পাড়ার আরো কিছু লোক ছুটে এলো ইতিমধ্যেই। ছুটে এলো রুগীর সেবায় নিয়োজিত মাইনে করা সার্বক্ষণিক চাকরটি। খবর পেয়েই ছুটে এলেন আফতাবউদ্দীন মণ্ডল নামের পাড়ার এক হৃদয়বান মুরুব্বী। আনোয়ারকে দেখে সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে গেলেন। আফতাবউদ্দীন মণ্ডল সাহেব ছুটে এসে ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—আরে এই-এই, করোকি- করোকি। একটু আগেই রুগীকে একটা ভারী দাওয়াই খাওয়ানো হয়েছে। এখন তাঁর সামনে হৈ চৈ করা যাবে না। চুপ্ চুপ্, চুপ্ করো সবাই।

সবাই থেমে গেল। আনোয়ারের দুই চোখে অশ্রুর প্লাবণ দেখে মণ্ডল সাহেব ফের বললেন—এখন দুঃখ প্রকাশের সময় নয় বাপজান। এসেছো যখন, ধৈর্য ধরে আগে বাপের সেবা শুশ্রূষা করো, সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে বাঁচিয়ে তোলো বেচারাকে, এরপর যত ইচ্ছে দুঃখ শোক করো।

আনোয়ার হোসেন রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো—আব্বার বিমারটা কি চাচা ? বাঁচার আশা আছে তো ?

আফতাবউদ্দীন মণ্ডল ম্লান কণ্ঠে বললেন—থাকার তো কথা নয়। মাঝখানে কয়েকবার ফুরিয়েই গিয়েছিলেন। তবু তুমি যখন এসে পড়েছো, চেষ্টা করে দেখো। ভাল চিকিৎসা আর উত্তম সেবা শুশ্রূষা পেলে বেঁচেও যেতে পারেন।

www.pathagar.com

ঃ বিমারটা কি চাচা ?

ঃ এখান থেকে সরে ঐ বারান্দায় এসো, বলছি সব। রুগীকে বিশ্রাম নিতে দাও—

সকলেই বারান্দায় চলে এলেন। আনোয়ার হোসেন ফের ঐ একই প্রশ্ন করলে, মণ্ডল সাহেব বললেন—মানসিক ধাক্কাটাই বড় বিমার। এর সাথে একটানা জ্বর আর বার্ধক্যজনিত নানা রকম আধি ব্যাধি। আত্মীয় পরিজন পাশে থাকলে আর নিয়মিত সেবা যত্ন পেলে অবস্থাটা এত মারাত্মক হতো না। দেখতেই তো পাচ্ছো, ঘাটের মড়ার মতো এই এতবড় বাড়ীতে কিভাবে পড়ে আছেন একা একা ?

আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে আনোয়ার ফের প্রশ্ন করলো—এভাবে সেরেফ একা একাই পড়ে থাকেন ? পাশে তাঁর কি কোনো কেউই থাকে না ?

ঃ থাকে বই কি ? বেশী মাইনে দিয়ে একজনকে সবসময়ের জন্যে রুগীর পাশে বসিয়ে রাখা হয়েছে। একজন কিষাণও রাখা হয়েছে বারো মাসের জন্যে। বাড়ী ঘর বিষয় সম্পত্তি দেখে সে। সেও প্রায় সবসময়ই থাকে। আমরা, পাড়া প্রতিবেশীরাও, যতটা পারি ঘন ঘন আসি। কিন্তু বাপজান, সবাইতো আমরা পর। নিজের লোক ছাড়া কি এতবড় কঠিন রুগীর সেবা ঠিকমতো হয় ?

ঃ জি চাচা, সে তো দেখতেই পেলাম। আমি এসে দেখি, গোটা বাড়ীতে কেউ কোথাও নেই। দেখি, এক কোঁটা পানির জন্যে আব্বা কেবলই কাতরাচ্ছেন। আমি এসে পানি মুখে দিলে তবে তার কাতরানীটা থামলো। যা অবস্থা দেখলাম, তাতে পানির অভাবে আজই হয়তো জানটা তাঁর বেরিয়ে যেতো !

সচকিত হয়ে উঠে মণ্ডল সাহেব বললেন—সেকি ! কাউকেই দেখোনি ? একজন তো সবসময়ই রুগীর পাশে থাকে ? তাকেও কি দেখোনি ?

ঃ জিনা, কাউকেই দেখিনি।

মণ্ডল সাহেবের দু' চোখ গরম হয়ে উঠলো। ভিড়ের মধ্যে দণ্ডায়মান এক কম বয়সী লোককে উদ্দেশ্য করে বললেন—তবেরে। এই, এই মরু, ছিলিনে তুই রুগীর ঘরে ?

মরু ওরফে মহিরউদ্দীন সেই সার্বক্ষণিক লোক। মণ্ডল সাহেবের প্রশ্নে সে মাথা নত করলো। মুরুব্বী ফের ধমক দিয়ে বললেন—বটে ! এ রকম নেমক হারাম তুই ? রুগীর কাছে সবসময় থাকতেই যদি পারবিনে, তাহলে এ কাজে এসেছিস কেন, আর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা গুণে নিচ্ছিস্ কেন ? একি দু'টে চারটে টাকা ! কতজন এ কাজের জন্যে এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে। তুই 'না' করলেই পারতিস্।

মহিরউদ্দীন মরু মিন মিন করে বললো—বেশী দূরে যাইনি চাচা। তামাক ফুরিয়ে গেল তো, তাই এক দৌড়ে তামাক কিনতে গিয়েছিলাম।

ঃ তামাক কিনতে ! তামাকের দোকান তো অনেক দূরে। এক দৌড়ে যাওয়া-আসার ব্যাপার নাকি ?

ঃ না-মানে, আমি ভাবলাম, জিবর আলী এর মধ্যে এসে যাবে। সে যে আসেনি, তা তো জানিনে ?

www.pathagar.com

ঃ চুপ্ কর, অবিশ্বাসী কাঁহাকার।

এরপর মণ্ডল সাহেব আনোয়ারকে বললেন—দেখলে তো পরের দ্বারা রুগীর সেবা কেমন হয় ?

আনোয়ার হোসেন বললো—জি চাচা, বুঝতে পারছি। তা মানসিক ধাক্কা না কি যেন বললেন, সেটা কি ?

ঃ সেটা তোমার সৎ মা আর সৎ মামার অমানুসিক আচরণ। তাদের নজীরবিহীন বেঈমানী আর নিমকহারামী। প্রায় বছরখানেক হলো তোমার আব্বার এ অবস্থা। তাঁর অবস্থা কঠিন হয়ে উঠতেই ওরা দু'জনই কেটে পড়েছে সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে। তারপর এদিকে আর ফিরেও তাকায়নি।

ঃ সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে ?

ঃ সব–সব। ঘরের মধ্যে দেখছো না, আসবাবপত্র কিছুই নেই ?

ঃ জি–জি, তাইতো দেখছি। সবই ওরা নিয়ে গেছে ?

ঃ শুধুই আসবাবপত্র ? নগদ টাকা পয়সা, সোনাদানা, থালা বাটি ঘটি—সব পার করে নিয়ে গেছে।

ঃ বলেন কি ! এতকিছু করলো তারা, তবু বাধা দিতে কোনো কেউই এলো না ?

ঃ প্রথম প্রথম তো বোঝা যায়নি কিছু। দিনে দিনে আর রাতের আঁধারে পার করেছে একটার পর একটা। অন্যের সংসারের ভেতরে কি হচ্ছে, বাইরের লোক তা জানতে পারবে কি করে ? পরে যখন বড় বড় আসবাব পত্র গাড়ী ভরে নিতে লাগলো, তখন আমরা এসে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলাম বৈ কি ? কিন্তু তোমার সৎ মামা বললো, "রুগীকে আমরা আমার বাড়ীতে নিয়ে যাবো, এখানে রাখবো না। নিজের বাড়ী ছেড়ে এসে রাতের পর রাত এখানে রুগীকে পাহারা দেয়া সম্ভব নয়"। আমরা বললাম, "তাহলে এসব আসবাবপত্র নিয়ে যাচ্ছেন কেন"? জবাবে সে রুষ্ট কণ্ঠে বললো, "তবে কি এ খালি বাড়ীতে সবকিছু রেখে যাবো চোর চোট্টা আর বারোভূতে লুটে নেয়ার জন্যে ?"

ঃ তারপর ?

ঃ আমরা বললাম, "পাইট-কিষাণ তো আছে, তাদের জিম্মায় রেখে যান"। একথা বলায়, তোমার সৎ মায়ের সেকি মেজাজ ! বললো, "আমাদের নিজের ব্যাপারে ফফর দালালী করতে আপনাদের কে ডেকেছে ? আমরা যা ভাল বুঝবো, তাই করবো। আপনারা এর মধ্যে কথা বলার কে ? পরের ব্যাপারে নাক গলাতে কেন এসেছেন আপনারা ?" এরপর আর কার কি বলার থাকে, বলো ? ব্যাপারটাতো আসলেই তাদের নিজেরই !

ঃ আমার আব্বা কিছু বললেন না ?

ঃ কি বলবেন তিনি। তখন তিনি শয্যাশায়ী আর ওদের হাতে জিম্মি। বাধা দিলে তো রাতের আঁধারে টুঁটি টিপেই তাঁকে মেরে রাখতে পারে ঐ ডাকাত আর ডাকিনীটা। বলতে পারে, বিমার বৃদ্ধি পাওয়ায় মারা গেছে। নিজের কেউ নেই, এর সত্যি মিথ্যা যাচাই করতে যায় কে ?

www.pathagar.com

আনোয়ার হোসেন নিঃশ্বাস ফেলে বললো—জি, সেতো একটা কথাই।

ঃ সব দেখেশুনে তিনি কেবলই চোখের পানি ফেলতে লাগলেন। ধুঁকতে ধুঁকতে এক সময় আমাকে বললেন—ওদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গেলে, ওরা তো এ একা বাড়ীতে ফেলে রেখেও যেতে পারে আমাকে ভাই সাহেব। তখন আমার গতি হবে কি?

ঃ চাচা!

ঃ সেই ফেলে শেষে গেলোই। সবকিছু পার করে নেয়ার পর তোমার সৎমা আর সৎ মামা দু'জনই কেটে পড়লো রাতের আঁধারে।

ঃ তারপর?

ঃ এটা জানতে পেরেই প্রচণ্ড চোট্ পেলেন তোমার আব্বা। তখন তিনি উত্থান শক্তি রোহিত। এ মুহূর্তে ফের যখন জানতে পারলেন, কাচারীর নায়েবের সাথে যোগ সাজস করে বাঁকী খাজনার অজুহাতে জমি জমার বিপুল অংশ নিজের নামে পার করে নিয়েছে কবেজ খাঁ, বুক চাপ্ড়িয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠতে গিয়েই অজ্ঞান হয়ে এলিয়ে পড়লেন তোমার আব্বা। তখনই সব শেষ হয়ে যায় যায় অবস্থা। হায়াত ছিল বলেই জানটা গেল না। কিন্তু সেই থেকে অনেকদিন জবান হারা হয়ে রইলেন তিনি। পরে দিনে দিনে জবানটা ফিরে পেলেন বটে, কিন্তু অসুখটা বৃদ্ধি পাওয়া বই কম্‌তি আর হলো না।

আনোয়ার হোসেন ফের নিঃশ্বাস ফেলে বললো—তা জমিজমা কতখানি নিয়েছে চাচা?

ঃ সঠিক বলতে পারবো না। তবে সিকিটেক্ তো বটেই। টের পেয়ে পাশ আইলের জমির মালিকেরা হৈ চৈ না বাধালে, আরো যে কতখানি নিতো, কে জানে?

ঃ তাজ্জব। লাঙ্গল গরুও তো দেখছি কিছু নেই আর।

ঃ সব শেষ। পাইট কিষাণ ছাঁটাই করে দিয়ে গোয়ালভরা গরু দিনে দিনে সবই বেচে ফেললো বাটপারটা।

ঃ এখন তাহলে অবশিষ্ট জমিজমা কি হালে আছে চাচা?

ঃ সব বর্গা দেয়া হয়েছে। ফসল নেয়ার লোক নেই তাই মালিকের অংশ বেচে টাকা পয়সা সব নিজেদের কাছে জমা রাখতে বলা হয়েছে বর্গাদারদের। মালিক সুস্থ হয়ে উঠলে কিংবা তুমি ফিরে এলে, সব টাকা বুঝে দেবে তোমাদের—এ ব্যবস্থা করা আছে।

ঃ চাচা!

ঃ ওদের নিকট থেকে টাকা পয়সা কিছু কিছু নিয়েই তো রুগীর চিকিৎসাদি চালানো হচ্ছে। তোমার কাছেও লোক পাঠানো হয়েছিল ঐ টাকা থেকেই। ওদের কাছে আরো অনেক টাকা আছে। বেহাত হয়ে যাওয়ার পরও তো জমিজমা কম নেই, মাঠ ভর্তি জমি। তুমি এখন তাকিদ দিয়ে টাকা পয়সা আদায় করে নাও।

কৃতজ্ঞতায় আকুল হয়ে আনোয়ার হোসেন বললো—এসব তামাম ব্যবস্থা আপনি করেছেন চাচা?

ঃ না, ঠিক আমি একাই বললে মিথ্যা বলা হবে। গাঁয়ের প্রায় সবাই কমবেশী সাহায্য করেছেন আমাকে।

www.pathagar.com

ঃ সবাই ?

ঃ সবাই বলতে ঐ গঞ্জের আলী আর তার বাপ বাদ। ওরা বাদে সবাই সাহায্য করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, ওরা সাহায্য করেছে তোমার সৎমা আর সৎমামাকে। ওরা পেছনে না থাকলে এতটা করতে পারতো না কবেজ খাঁরা। ওরাই যে মদদ যুগিয়েছে আর কুযুক্তি দিয়েছে, গাঁয়ের সবার কাছে এটা এখন জানাজানি হয়ে গেছে। এখন মুখ পাচ্ছে না কারো কাছে ওরা।

ঃ চাচা !

ঃ গত বছরের বড় বন্যায় বাড়ী ঘরের এ অবস্থা হয়েছে। তোমার আব্বাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এদিকে আর নজর দেয়া যায়নি।

ইতিমধ্যেই ডাক্তার এলেন রুগীর অবস্থা জানতে। তিন গাঁয়ের গ্রাম্য ডাক্তার। রুগী দেখে তিনি আরো কিছু ওষুধপাতি আর উপদেশাদি দিলেন। আনোয়ারের পরিচয় পেয়ে সাগ্রহে বললেন—আপনি যখন এসে পড়েছেন, একজন বড় ডাক্তারের সাহায্য নিন স্যার। আমি কোনোমতে ধরে রেখেছি রুগীকে। হঠাৎ কিছু ঘটে গেলে দোষে পড়ে যাবো আমি।

আনোয়ার হোসেন ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো—কেমন দেখলেন ডাক্তার সাহেব ? রুগীর অবস্থা কেমন ?

ডাক্তার সাহেব বললেন—একটু ভাল। কিন্তু এক্ষণে একটু ভালবোধ হলেও, মোটের উপর অবস্থা আদৌ ভাল নয়। এখনই বড় ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। শুশ্রূষাটাও হওয়া চাই ঠিক মতো।

সে ব্যবস্থাই করা হলো। আনোয়ার হোসেন কলিকাতার কলেজের একজন অধ্যাপক জেনে গ্রাম বাসিরা সবাই তাকে যারপর নেই সম্মান ও সহযোগিতা করতে লাগলো। পাঠশালার পণ্ডিত নয়, বড় ইস্কুলের মাষ্টার নয়, একদম কলিকাতার কলেজের অধ্যাপক, মুসলমানদের মধ্যে এমন লোক বিরল। বিনা ডাকেই সবাই তার কাছে ছুটে আসতে লাগলো এবং তার কাজে লাগার জন্যে বিপুল আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলো। বর্গাদারেরাও স্বগরজে এসে গচ্ছিত অর্থ যতটা সম্ভব পরিশোধ করে যেতে লাগলো।

অতপর নিকটবর্তী শহর থেকে বড় ডাক্তার এনে রুগীর চিকিৎসায় নিয়োগ করা হলো। নতুন বিছানাপত্র ও প্রয়োজনীয় আসবাব কিনে এবং বিশ্বস্ত ঝি-চাকর নিয়োগ করে সংসারটা আবার নতুন করে চালু করা হলো। ঝি-চাকরের সাথে আনোয়ার হোসেন দিবারাত্রি সবসময় পিতার পাশে বশে সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলো পিতার। সুচিকিৎসা আর যথাযথ সেবা-যত্নের ফলে দিনে দিনে উঠে বসলেন আনোয়ার হোসেনের আব্বা আকমল হোসেন সাহেব।

জ্ঞান ফিরে আসার পরেই ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বিস্তর কাঁদাকাটি ও আফসোস্ করলেন পিতা। হাতে পায়ে ধরে পিতার মার্জনা ভিক্ষা করে নিলো পুত্র। এরপর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠে পিতা আকমল হোসেন সাহেব তাঁর ধন-সম্পদ ও জমিজমার খবর করলেন। দেখলেন, যা গেছে তা ফিরিয়ে আনা সময় সাপেক্ষ

www.pathagar.com

ব্যাপার। তাঁর সম্বন্ধী কবেজ খাঁ একজন গ্রাম্য টাউট ও ধড়িবাজ লোক। অনেক কাটখড়ি না পোড়ালে সহজে সেসব উদ্ধার করা যাবে না। তবে শুনতে পেলেন, সবকিছু কব্জা করে নিয়ে কবেজ খাঁ তার বোনকেও অর্থাৎ আকমল হোসেন সাহেবের ঐ দুশ্চারিণী বিবিকেও এক্ষণে দূর দূর করছে। ঐ আপদ এসে ফের ঘাড়ে চেপে বসতে পারে বিবেচনায়, আকমল হোসেন সাহেব ঐ কমিনা বিবিকে তালাক দিয়ে সত্বর তালাকনামা পাঠিয়ে দিলেন সেখানে।

আনোয়ার মন দিল সংসার গুছানোর কাজে। ঘর দুয়ার সব ঠিকঠাক করে এবং একাধিক ঝি-চাকর ও তদবির কারক নিয়োগ করে সংসারকে সুচারু অবস্থায় ফিরিয়ে আনার পর শেষ হলো তার ব্যস্ততা। এবার সে পেছন ফিরে চেয়ে দেখে, ইতিমধ্যেই কেটে গেছে দু' দু'টি মাস। দু' দু'টি মাস সে কলিকাতার বাইরে।

টনক নড়লো আনোয়ারের। রাজনৈতিক অগ্রগতির খবরাখবর নিয়মিত রাখার ফলে চাকুরী নিয়ে কোনো রকম দুঃশ্চিন্তা তার ছিল না। ও চাকুরী এখন ছেড়ে আসতেই হবে তাকে। আর ওখানে টিকে থাকার গরজ আর উপায়, কোনোটাই নেই। কিন্তু নূরমহলের কথা মনের কোণে উঁকি দিতেই টনটন করে উঠলো তার বুক। দুরু দুরু কাঁপ জাগলো অন্তরে। নূরমহল এখন কোথায়, কি হালে আছে, শাদিটা তার ইতিমধ্যেই হয়ে গেল নাকি, কিংবা নতুন কোনো দুর্ঘটনার শিকার হলো কিনা সে—এসব কথা মনে আসতেই মন তার অত্যন্ত ভারী হয়ে উঠলো। খান মজলিস সাহেবই বা কি ভাবছেন এখন, দেশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে দেখে কি সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি, এসব কথার পাশাপাশি মনে তার আরো বেশী প্রবল হয়ে উঠলো শিক্ষক কামরুজ্জামান সাহেব আর বন্ধুবর জালালউদ্দীনের কথা। স্বাভাবিকভাবেই কলিকাতা এবার তাকে দুর্বার টানে টানতে লাগলো আর সেও কলিকাতায় ফিরে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

পিতার কাছে এ প্রস্তাব করতেই পিতা আকমল হোসেন সাহেব ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—কেন বাপজান, বিদেশ বিভূঁই আর কেন ? তুমি একমাত্র সন্তান আমার। জুতা পায়ে দিয়ে পাইট কিষাণ খাটালেই তো তোমার ভাত খায় কে ?

আনোয়ার হোসেন নতমস্তকে বললো—তাই কি হয় আব্বা ? ঐসব পাইট কিষাণ আর হাল লাঙ্গল কি আমার দ্বারা সম্ভব ?

আব্বা বললেন—তা যদি না হয়, জমি জমা যেমন বর্গা দেয়া আছে, তেমনই থাক। চাকর মজুর দিয়ে বর্গা ফসল আদায় করে আনলেও তিন গোলা। আল্লাহর রহমে এখনও যা জমিজমা আছে তা পাঁচ গেরস্তের সমান। ভাবনা কি তোমার ?

ঃ আব্বা !

গলাটা এবার খুবই খাটো করে আকমল হোসেন সাহেব বললেন—আরো আছে বাপ। ঐ কমিনা আউরত অনেক কিছু নিয়ে গেলেও সব নিতে পারেনি। মাটির নীচে আরো কিছু নগদ অর্থ আছে আমার। আমার খাটের নীচেই শিতানে।

ঃ তা থাক আব্বা। আসলে এত লেখাপড়া শিখে এভাবে ঘর আঁকড়ে থাকলে আমার চলবে কেন ? অনেক বড় কাজ করতে হবে আমাকে। দেশের জন্যে আমার মতো লোকেরা যদি কিছুই না করে, তাহলে দেশের আর জাতির উন্নতি হবে কিসে ?

www.pathagar.com

ঃ আনোয়ার !

ঃ দেখুন না, কোনো উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু কি জমিজমা আর পাইট-কিষাণ নিয়ে পড়ে আছে পল্লীতে ? শহর বন্দরে থেকে বড় বড় কাজ করছে বলেই তারা এত এগিয়ে গেছে আর আমাদের মাথার উপরে বসে আছে। আমরা লেখা-পড়া শিখিনি আর ঘর ছাড়তে পারিনি বলেই তাদের পায়ের নীচে পড়ে আছি। কাচারীর নায়েব-গোমস্তা থেকে শুরু করে জজ ম্যাজিস্ট্রেট, উজির-নাজির, লেখক-দার্শনিক সব ওরাই। ওরা কেবল ওদেরই জাতি ধর্মের কথা বলছে আর ওদেরই সুযোগ-সুবিধে মজবুত করে নিচ্ছে। আমাদেরও এখন এগুতে হবে ওদিকে।

আকমল হোসেন সাহেব বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন—কি জানি বাপু, আমরা গৈ-গেরামের মানুষ, ক্ষেত খামার নিয়ে থাকি। অতশত কি বুঝি ?

ঃ এখন বুঝতে হবে আব্বা। না বুঝে বুঝেই তো আমরা খড়ি কাঁড়াই করা আর পানি টানা পাইটে পরিণত হয়েছি।

আকমল হোসেন সাহেব নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—তাহলে কি করবে ? কলিকাতাতে গিয়েই আবার থাকবে ?

ঃ জিনা আব্বা, তা আর থাকবো না। যেয়েই আবার ফিরে আসবো। শুনতেই তো কিছু কিছু পাচ্ছেন, দেশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে, পাকিস্তান-হিন্দুস্তান হচ্ছে। কলিকাতার ওদিকটা হিন্দুস্থানে যোগ দিচ্ছে। ওখানে কি আর পাত্তা আছে আমাদের ?

আশান্বিত হয়ে উঠলেন আব্বা। বললেন—ফিরে এসে তাহলে কি বাড়ীতেই আবার—

ঃ না আব্বা, বাড়ীতে নয়। ঢাকা কিংবা কোনো একটা বড় শহর বেছে নেবো। পছন্দমতো সরকারী চাকুরী না হলে ঢাকাতেই থাকার চেষ্টা করবো।

ফের চুপসে গেলেন আব্বা। হতাশ কণ্ঠে বললেন—তার অর্থ, আমাকে আবার একা একাই পড়ে থাকতে হবে এ শূন্য বাড়ীতে।

ঃ না-না, তা থাকতে হবে না। আপনাকে তো একা একা এখানে আর রাখবো না। যেখানে আমি থাকবো, আপনাকেও নিয়ে যাবো সেখানে।

ঃ আনোয়ার !

ঃ যে কয়দিন সুবিধেমতো ব্যবস্থা আমার না হয়, সে কয়দিনই আপনি এখানে থাকবেন আর আমিও ঘন ঘন এসে দেখে যাবো আপনাকে। ব্যবস্থা একটা হয়ে গেলেই আপনাকে নিয়ে যাবো।

ঃ আর এ বাড়ীঘর আর বিষয় সম্পত্তি ? এসবের কি হবে ?

ঃ একজন কেয়ারটেকার, মানে তত্ত্বাবধানকারী নিয়োগ করে রাখবো। সেইসব দেখাশুনা করবে। বর্গা ফসল আদায় করে টাকা পয়সা আর হিসাব নিকাশ আমাদের কাছে পৌঁছাবে। আমরাও সুযোগ পেলেই বাড়ীতে এসে এসব দেখেশুনে যাবো। চিন্তার কোনো কারণ নেই।

ঃ বাপজান !

www.pathagar.com

ঃ যে কয়দিন আপনি এখানে থাকবেন, এখানকার এ ব্যবস্থাই বলবত থাকবে। দরকার হলে আরো দু' একজন অতিরিক্ত ঝি-চাকর নিয়োগ করা হবে। আপনার তদবিরের কোনো অসুবিধে হতে দেবো না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর আকমল হোসেন সাহেব ধীর কণ্ঠে বললেন—ঠিক আছে। তুমি যা ভাল বোঝো, তাই করো। তবে ঝি-চাকরাণী, পাইট-কিষাণ, সবই তো পর। বাড়ীতে একটা নিজের মানুষ থাকলে, মানে বউ ঝি কেউ থাকতো যদি, তাহলে কি আর একা একা মনে করতাম ? যে কয়দিন থাকতাম, খোশ হালে থাকতাম।

বলেই তিনি ছেলের মুখের দিকে সাগ্রহে তাকালেন। পিতার মনোভাব বুঝতে পারলো আনোয়ার। মাথা নীচু করে নিস্তেজ কণ্ঠে বললো—তা যখন নেই তখন ও আশা করে লাভ কি আব্বাজান ? যা হবার নয়, তা নিয়ে আফসোস্ করা অর্থহীন।

গোপনে নিঃশ্বাস ফেললেন আকমল হোসেন সাহেব। আর কোনো কথা বললেন না।

কথাটা নিয়ে ভাবতে লাগলো আনোয়ার হোসেন। ভাবতে লাগলো, একজন নিজের কেউ পাশে থাকলে সত্যিই তো তার মূল্য আলাদা। ভাবতে ভাবতে এক সময় আফতাবউদ্দীন মণ্ডল সাহেবের কাছে এসে সে বললো—চাচা, একটা কথা বলবো আপনাকে। আপনি তো বোঝেন, সবসময় আমার এ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকা সম্ভব নয়। আমার কাজে যেতেই হবে আমাকে। এ মুহূর্তে আব্বাকে সাথে করে নিয়ে যাওয়ার অবস্থাও সৃষ্টি হয়নি। হলেই নিয়ে যাবো, এতে কোনো কথা নেই। কিন্তু আব্বা এ সময়টুকুও বান্ধবহীন অবস্থায় বাড়ীতে থাকতে অস্বস্তিবোধ করছেন।

আফতাবউদ্দীন মণ্ডল সাহেব সহাস্যে বললেন—তা করাই তো স্বাভাবিক।

ঃ তাই বলছিলাম কি, আব্বাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন না, আবার কোনো কাজ কাম, মানে নিকাহ্-বিয়ে করতে তিনি রাজী আছেন কিনা ? বয়সটা তাঁর এমন কি হয়েছে ? একজন সৎস্ত্রী পাশে থাকলে নিশ্চয়ই তিনি আরামে আর নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারবেন।

বিস্মিত নজর তুলে মণ্ডল সাহেব আনোয়ারের দিকে তাকালেন। আনোয়ার ফের বললো—তিনি রাজী থাকলে সবাই মিলে আমরা একটা সৎ পাত্রীর সন্ধান করি চাচা, এতে যদি আমার কলিকাতায় ফিরে যেতে আরো কয়দিন দেরী হয়, হোক।

আফতাবউদ্দীন মণ্ডল এবার সরোষে ও সখেদে বলে উঠলেন—বাহ্বা আনোয়ার! সত্যিই বড় বাহ্বা দিতে ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে। এই তোমাদের বিদ্যা আর বিবেচনা ? সাব্বাস্ !

থমতমত খেয়ে আনোয়ার হোসেন বললো—চাচা !

ঃ পিতার বয়সটা এমন কি আর হয়েছে, একথাটাই কেবল মাথায় খেলছে তোমার ! তোমার নিজের বয়সটা কতখানি হলো, সে কথাটা মাথায় একটুও খেলছে না ?

অপ্রতিভ হয়ে আনোয়ার হোসেন বললো—তা কথা হলো—

www.pathagar.com

মণ্ডল সাহেব বললেন—এ প্রশ্ন তো তোমাকেই করতে বলেছেন তোমার আব্বা। তোমার শাদির ব্যাপারটা নিয়েই পিতা পুত্রে তোমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল সেবার। তাই তিনি নিজ মুখে সে প্রস্তাব দেয়ার সাহস না পেয়ে, আমাকে বলেছেন তোমার কাছে সেই প্রস্তাব পাড়তে। নিজেই তুমি দেখে শুনে শাদি একটা করো না কেন? যে কয়দিন তোমার স্থায়ী ব্যবস্থা না হয়, সে কয়দিন বউ তোমার আব্বার কাছেই থাক।

বুকের মধ্যে কাঁট ধরলো আনোয়ারের। শাদিটা যে নসীবে তার নেই, সে পথ যে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে, পর হয়ে গেছে তার পেয়ারের পিয়ারবানু, সে ছাড়া যে আর কারো স্থান অন্তরে তার নেই—এসব কথা কেমন করে বলবে আর বোঝাবে এঁদের আনোয়ার হোসেন। অনেকক্ষণ মৌন থাকার পর মণ্ডল সাহেবের প্রস্তাবের জবাবে সে ম্লানকণ্ঠে বললো—সেটা হবার নয় চাচা। শাদি করা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়।

মণ্ডল সাহেব প্রত্যুত্তরে নাখোশ কণ্ঠে বললেন—তোমার আব্বার পক্ষেও শাদি করা মোটেই সম্ভব নয়। সে প্রস্তাব তাঁকে আমি আগেই দিয়েছিলাম। জবাবে তিনি বলেছেন, গলায় দড়ি দিতে রাজী আছেন তিনি, তবু নয়া আপদ গলায় ঝুলাতে কখখনো আর রাজী নন।

মুখ চুন হলো আনোয়ারের। আর কোনো কথা বলার সাহস তার হলো না। অপরাধীর মতো সে ধীরে ধীরে সরে এলো মণ্ডল সাহেবের সামনে থেকে। অতঃপর একদিন আব্বাকে কোনোমতে সমঝিয়ে রেখে অপরাধীর মতোই সে পথ ধরলো কলিকাতার।

২০

এলোমেলো হরেক রকম দুশ্চিন্তার সাথে ট্রেনের দোলায় দোল খেতে খেতে আনোয়ার হোসেন শিয়ালদাহ্ ইষ্টিশানে এসে পৌঁছলো সকাল দশটার দিকে। প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে ইষ্টিশানে নেমে দেখলো, এলাহী কাণ্ড। দু' তিন মাস আগের এ ইষ্টিশানের চেহারাটাই পাল্টে গেছে বিলকুল। বদলে গেছে আবহ। যাত্রিদের ভিড় বেড়েছে চতুর্গুণে, কোলাহল ও কান্নাকাটির মাত্রা বেড়েছে সপ্তগুণে। এ সময়টুকু আগে যাত্রিদের একটা পৃথক বৈশিষ্ট্য ছিল। নারী পুরুষ বাল বাচ্চা তখনও ট্রেন যোগে যাতায়াত করেছে। তবে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা ছিল অল্প, বাল-বাচ্চাদের সংখ্যা ছিল আরো কম। যাত্রিদের হাতে থাকতো হালকা একটা সুটকেস্ বা ব্যাগ, অল্প সংখ্যকের সাথে থাকতো হাল্‌কা পাতলা লাগেজ। বেশবাস সবারই ছিল মোটামুটি পরিপাটি।

কিন্তু আজকের অবস্থাটা কিম্ভূতকিমাকার। যতটা না পুরুষ, তার দু' গুণ নারী আর দশ গুণ বালবাচ্চা শিশু কিশোর। হালকা পাতল ব্যাগ-সুটকেস্ নয়, প্রায় সকলেরই সাথে আজ দুনিয়ার লটবহর। সকলেরই বেশভূষা এলোমেলো উচ্ছৃঙ্খল, সকলেই যারপর নেই উদ্বিগ্ন। উৎকণ্ঠা আর ব্যস্ততা যেন সবাইকে তাড়া করে ফিরছে। বিশাল লটবহর আর বিপুল সংখ্যক বালবাচ্চা সহকারে ট্রেনে উঠা আর ট্রেন থেকে নামা নিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে। বেড়ে গেছে উদ্ভ্রান্ত চীৎকার, বালবাচ্চার

www.pathagar.com

কান্নাকাটি আর নারী কণ্ঠের আর্তনাদ। কলিকাতায় আসার চেয়ে কলিকাতা ছেড়ে যাওয়ার লোক দ্বিগুণ।

ঘটনা, দেশ বিভাগ। দেশটা দু' ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে বাস্তু বদলের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। বিগত দাঙ্গার কথা স্মরণ করে পূব পশ্চিম উভয় বঙ্গের হিন্দু মুসলিম নরনারী অনেকেই যথা সত্বর সম্ভব নিরাপদ এলাকায় পাড়ি দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। যাচ্ছে আর আসছে অচেনা আবাসে। ভূঁই হয়েছে বিভূঁই আর বিভূঁই হয়েছে ভূঁই। কখন কি ঘটে কে জানে। পুনরায় কোথাও কিছু ঘটে গেলে, এ হিড়িকটা যে কি আকার ধারণ করবে, তা কল্পনা করা কঠিন।

আড়াই মাসেরও কিছু বেশী কাল পাড়া গাঁয়ে পড়ে থাকার কারণে, আনোয়ার হোসেন এতটা আঁচ করতে পারেনি। দেশ বিভাগের মোটামুটি খবরটাই সে শুনেছে। এর ফলে কি ঘটছে কোথায়, তা তার অজানা। রাজনৈতিক অঙ্গনের ধারাবাহিক ইতিহাসও তার জানা নেই। কলিকাতায় ফিরে আসছে আনোয়ার। সবকিছু সে জেনে নেবে শিক্ষক কামরুজ্জামান সাহেবের পাশে বসে।

ভিড় ঠেলে আনোয়ার হোসেন যখন ইষ্টিশান থেকে বেরিয়ে এলো, বেলা তখন সাড়ে দশটার উপরে। কামরুজ্জামান সাহেবের সেই ব্যবসা বাড়ী শহরের প্রায় অপর প্রান্তে। সেখানে যেতে সামনে পড়বে নূরমহলদের বাড়ী আর তারপরে কলেজ। আনোয়ারের হাতে হালকা একটা ব্যাগ। ব্যাগ হাতে সে সবার আগে রওনা হলো খান মজলিস তথা নূরমহলদের বাড়ীর দিকে।

টিপ টিপ করছে বুক তার। হাজারটা প্রশ্ন পাক্ খাচ্ছে মাথায়। সে গিয়ে নূরমহলকে কি অবস্থায় দেখবে, নূরমহল তার উপস্থিতিটা কিভাবে নেবে, কি এখন তার মানসিক অবস্থা—এসব কথা অন্তরে তার উথাল পাতাল করছে। পথের মাঝেই আনোয়ার হোসেন সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেললো। শেষ চেষ্টাটা এবার করে দেখবে সে। আত্ম পরিচয় দিয়ে নূরমহলের কাছে এবার সরাসরি আত্ম নিবেদন করবে। এতে ফলাফল যা ঘটে, তাই সই। মান অপমান গালমন্দ—সব কবুল।

ভাবতে ভাবতে আনোয়ার হোসেন চলে এলো মিঃ এ. আর. খান মজলিসের গৃহে। ড্রয়ীং রুমের কাছে এসেই থমকে গেল আনোয়ার। ড্রয়ীং রুমে দু' তিনজন অচেনা লোক বসে আছে। পরণে সবার ধূতি কাপড়। আগন্তুক ভেবে সে এসে ড্রয়ীং রুমের দুয়ারের কাছে দাঁড়াতেই ঐ লোকদের একজন এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো—কাকে চাই ?

আনোয়ার হোসেন গলা ঝেড়ে বললো—জবাব খান মজলিসকে। মানে, এ. আর. খান মজলিস সাহেবকে।

প্রশ্নকর্তা নাখোশ কণ্ঠে বললো—খান মজলিস ! কে খান মজলিস সাহেব ?

ঃ জি, এ বাড়ীর মালিক।

ঃ এ বাড়ীর মালিক মানে ? এ বাড়ীর বর্তমান মালিক তো শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনী মোহন চক্রবর্তী।

হোঁচট খেলো আনোয়ার হোসেন। বললো—বলেন কি ! এ বাড়ীর মালিক তো আগে খান মজলিস সাহেবই ছিলেন। তাঁরা কি এখান থেকে চলে গেছেন ?

www.pathagar.com

ঃ তা আমরা জানিনে।

ঃ জানেন না কেমন ? আপনারা তাহলে এ বাড়ীতে এলেন কি করে ?

ঃ আমরা ভাড়াটে। ভাড়া নিয়ে এসেছি। কার বাড়ী ছিল, অতশত খোঁজ রাখিনে।

ঃ মাফ করবেন। কার নিকট থেকে ভাড়া নিয়েছেন, তাকি দয়া করে একটু বলবেন ?

ঃ আমরা ভাড়া নিয়েছি ভবানী বাবুর নিকট থেকে। শ্রীযুক্ত ভবানী শংকর বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে।

ঃ তাই নাকি ? তাহলে ঐ ভবানীশংকর বাবু নিশ্চয়ই খান মজলিস সাহেবের খবরটা জানেন ?

ঃ জানতে পারেন। শুনেছি বাড়ীটা বিনিময়ের বাড়ী। বিনিময় সূত্রে পেয়েছেন তিনি।

ঃ তাহলে কাইণ্ডলী ঐ ভবানী বাবুর ঠিকানাটা দিন না ?

ঃ কেন ?

ঃ তাঁর কাছে গিয়ে আমি জেনে নেবো, এ বাড়ীর সাবেক মালিক খান মজলিস সাহেবেরা কোথায় আছেন বা কোন্ দিকে গেছেন।

প্রশ্নকর্তা নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন—কোনো ফল হবে না।

আনোয়ার হোসেন বললো—ফল হবে না ?

ঃ না। কয়েকদিন আগে ভবানী বাবুরা সপরিবার পুরীতে গেছেন বেড়াতে। কবে নাগাদ ফিরবেন কিছু ঠিক নেই। ওখানে গিয়ে কাউকেই পাবেন না আর তিনি ছাড়া অন্য কেউই এ হদিস দিতে পারবে না আপনাকে।

ঃ বলেন কি ! তাহলে—

ঃ তাহলে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। যে পথে এসেছেন, দয়া করে সেই পথেই বিদেয় হোন। আমরা জরুরী আলাপ নিয়ে আছি। আমাদের ডিষ্টার্ব করবেন না।

—বলেই ভদ্রলোক দরজার পাল্লাটা একটু ঠেলে দিয়ে ফের ভেতরে গিয়ে বসলেন। যতটা আশা নিয়ে আনোয়ার হোসেন এসেছিল তার দ্বিগুণ হতাশা নিয়ে ফিরে চললো আবার। হু হু করে উঠলো তার বুকের ভেতর। নূরমহলের আশাটা তার কাছে চিরতরেই মিথ্যা হয়ে গেল। একটা ঘোড়া গাড়ী ধরে আনোয়ার হোসেন এবার কামরুজ্জামান সাহেবের বাসার দিকে ছুটতে লাগলো। তার বুকের মধ্যে ছুটতে লাগলো আশা ভঙ্গের ষ্টীম রোলার।

অনেকটা পথ এগিয়ে আসার পর আনোয়ারের খেয়াল হলো, সামনেই তো তার কলেজটা। এখানে তার অবস্থাটা কি, তা জেনে নিয়ে যাওয়াটাই উত্তম হবে। বিশেষ করে, প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের কাছে তার আগমন সংবাদটা পৌছানো খুব জরুরী। ভদ্র লোক অনেক সহানুভূতি সহকারেই তাকে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি হয়তো দুশ্চিন্তায় আছেন।

ঘোড়া গাড়ী থেকে নেমে সে সরাসরি প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের কক্ষের দিকে অগ্রসর হলো। প্রকৃত পরিস্থিতি না জেনে কোনো কলিগ্ বা ছাত্রছাত্রীর সামনে পড়ার সাহস তার হলো না। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তাঁর কক্ষেই ছিলেন। আদাব দিয়ে আনোয়ার

www.pathagar.com

হোসেন কক্ষে প্রবেশ করলে, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব মুখ তুলে অনাসক্ত কণ্ঠে বললেন —ও, তুমি ফিরে এসেছো ? বসো—

সামনের চেয়ারের দিকে ইংগিত করলেন প্রিন্সিপ্যাল। আনোয়ার হোসেন চেয়ারে বসে অনিশ্চিয়তার জের টানতে লাগলো। কি একটা কাগজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব। কিছুক্ষণ পরে কাগজ থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন—ও হ্যাঁ, তোমার পিতার খবর কি ? গিয়ে তাঁকে পেয়েছিলে ?

আনোয়ার হোসেন সবিনয়ে বললো—জি স্যার। খুব করুণ অবস্থায় পেয়েছিলাম। তিনি এখন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

ঃ ও আচ্ছা। খুব ভাল খবর। তা কাজ কামের অন্য কোনো ব্যবস্থা কি কোথাও কিছু করলে ? আইমিন, চাকুরী বাকুরী দেশেই কি জুটিয়ে নিয়েছো ইতিমধ্যে ?

আনোয়ার হোসেন দমে গেল। ইতস্ততঃ করে বললো—কেন স্যার ? এখানে কি আমার প্রয়োজনটা ফুরিয়ে গেছে ?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব চোখ তুলে সরাসরি তাকালেন। কিঞ্চিৎ নীরব থেকে বললেন—সেটা তুমিই বিবেচনা করে দেখো, ফুরিয়ে যাওয়া উচিত কিনা ?

ঃ স্যার।

ঃ আড়াই মাসেরও অধিককাল কলেজে তুমি অনুপস্থিত। দু' এক সপ্তাহের ব্যাপার হলে চালিয়ে নেয়া যায়। এতদিন চলবে কি করে সেটা কি চিন্তা করোনি একবারও ?

ঃ জি স্যার, তা করেছি। তবে—

ঃ দিনের পর দিন ক্লাশ মার গেলে ছাত্রছাত্রীরাই বা তা শুনবে কেন আর গভার্নিং বডিই বা তা মেনে নেবে কেন ? দেশে কি অভাব আছে শিক্ষকের বলো ?

ঃ জিনা স্যার, তা থাকবে কেন ? আমার স্থানে তাহলে কি—

ঃ হ্যাঁ, দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, তোমার স্থানে লোক নেয়া হয়ে গেছে। তোমার প্রয়োজন আর এখানে নেই।

ঃ স্যার !

ঃ তোমার পাওনাটা ক্যাশিয়ারকে রেডী করে রাখতে বলা আছে। এক মিনিট বসো, সেটা তোমাকে এখানেই আনিয়ে দিচ্ছি।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের নির্দেশে ক্যাশিয়ার এসে ভাঙ্গা মাসের পাওনাটা আনোয়ারের হাতে দিয়ে গেলেন। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আনোয়ার হোসেন বললো— তাহলে স্যার, আমি এখন আসি—

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন—হ্যাঁ এসো। তুমি একজন ব্রিলিয়ান্ট টিচার ছিলে। তোমার প্রশংসা সবাই আমরা করি। কিন্তু কি করবে বলো, পরিস্থিতির উপর কারো হাত নেই।

নীরবে বেরিয়ে এলো আনোয়ার হোসেন। নিজের লজ্জা ঢাকার জন্যে ছাত্র শিক্ষক সবাইকে যথাসম্ভব এড়িয়ে দ্রুত পদে বেরিয়ে এলো কলেজের প্রাঙ্গন থেকে।

www.pathagar.com

ফের সে উঠে বসলো ঘোড়া গাড়ীতে। গাড়ী ছুটতে লাগলো কামরুজ্জামান সাহেবের ব্যবসা বাড়ীর উদ্দেশ্যে। পর পর দু' দু'টি ধাক্কা খেলো আনোয়ার। ভাবতে লাগলো, সেখানে গিয়ে সবাইকে সহিসালামতে পেলে হয়।

সেখানে পৌছে আনোয়ার হোসেন ধাক্কা খেলো আর একটা। দেখলো, খাঁ খাঁ করছে বাড়ীটা। লোকজনের কিছু মাত্র সাড়া শব্দ নেই। সদর দুয়ার বন্ধ। দুয়ারের কাছে এসে দেখলো, দুয়ারটা ভেতর থেকে বন্ধ। নসীবের জোরে বাইরের দিকে তালা ঝুলানো নেই। কড়া নাড়তেই ভেতর তেকে খুলে গেল দুয়ার। খুলে দিলো আলাবক্শ। আনোয়ারকে দেখেই আলাবক্শ সোল্লাসে বলে উঠলো—সোবহান আল্লাহ! আপনি ফিরে এসেছেন স্যার? ভাল আছেন? সহি-সালামতে আছেন?

আনোয়ার হোসেন ভেতরে এসে বসতে বসতে বললো—হ্যাঁ, তা আছি। তোমরা কে কেমন আছো?

ঃ বলছি স্যার, বলছি। আপনার আব্বার কি খবর স্যার? আব্বার ভয়ানক বিমারের খবর পেয়ে বাড়ীতে গেলেন—

ঃ বিমার তার ভাল হয়ে গেছে। তিনি এখন পুরোপুরি সুস্থ।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ্। এটা একটা মস্তবড় খোশ খবর। ফিরতে আপনার দেরী দেখে আমরা তো ভেবেই সবাই অস্থির। সবারই ভাবনা, কি জানি কি ঘটলো বুঝি ওদিকে।

ঃ না, আল্লাহর রহমে সেসব কিছু ঘটেনি। তা আর কাউকে দেখছি না যে।

ঃ কাকে দেখবেন স্যার? জিয়াদা আগ্রহ নিয়ে সবাই আপনার পথ চেয়ে রইলেন। চেয়ে থেকে থেকে সবাই হয়রাণ হয়ে গেলেন, তবু আপনি এলেন না। এতদিন পরে এলে আর কাকে দেখবেন, বলুন?

ঃ তার অর্থ?

ঃ বড় স্যার এখন ঢাকায়। এ বাড়ী ছেড়ে দিয়েছেন বড় স্যার। তাঁর ব্যবসা আদি সবকিছু বিনিময় হয়ে গেছে। ওখানে যে ব্যবসাপাতি আর বাড়ীঘর পেয়েছেন, সেসব তিনি বুঝে নিতে গেছেন।

ঃ কবে ফিরে আসবেন?

ঃ আর ফিরে আসবেন না। একবারে চলে গেছেন।

ঃ সেকি! তাহলে তুমি এখানে—

ঃ একা নই, স্যারের নিজস্ব দু'জন লোক এসেছেন এখানকার ব্যবসা-আদি বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে। বুঝিয়ে দেয়াও প্রায় হয়ে গেছে। কাল পরশুর মধ্যে আমরাও ঢাকায় চলে যাবো।

ঃ বলো কি!

ঃ আর দু' একদিন দেরী করে এলে আমাদেরও এখানে পেতেন না স্যার। আপনার পথ চেয়ে সেই থেকে আছি। আর তো সম্ভবপর হতো না।

ঃ সে তো ঠিকই। তা আর সব কোথায়? আর যে কাউকে দেখছিনে?

ঃ যার সাথে এদিকের সব বিনিময় হয়েছে, স্যারের লোকেরা সেখানে গেছেন। বিনিময়ের কাগজপাতি ঠিকঠাক করে দিচ্ছেন। এ বেলার মধ্যেই সব সারা হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

ঃ আর জালালউদ্দীন ? জালাল সাহেব কোথায় ?

আলাবক্শ বিস্মিত কণ্ঠে বললো—হায় আল্লাহ ! তিনি কি আছেন এখানে ? সবার আগেই ঢাকায় চলে গেছেন। তা মাস দেড়েক আগে তো বটেই।

ঃ তাজ্জব ! জালালও চলে গেছে ?

ঃ গেছেনই তো স্যার। হায়রে, আপনার কথা কতযে বললেন আর আপনার সাথে দেখা হলো না বলে কত আফসোস্ করলেন তার শুমার নেই। আপনি তখন থাকলে কত যে খুশী হতেন উনি !

ঃ আমার বদনসীব ! তা সেও কি ঢাকায় গেছেন ?

ঃ না স্যার, শুনলাম, আগে নিজের বাড়ীতে যাবেন। সেখানে নাকি জরুরী কি এক কাজ আছে। পরে ঢাকায় যাবেন, একথা বলে গেছেন।

ঃ বক্শ মিয়া।

ঃ বড় স্যার, আপনাকেও সরাসরি তাঁর ঢাকার বাসাতে যেতে বলেছেন। বলেছেন, ইতিমধ্যেই তোমার আনোয়ার স্যার যদি ফিরে আসে, তাহলে তাকে সাথে নিয়েই তোমরা ঢাকায় চলে আসবে। আর যদি না-ই ফিরে তাহলে আর কি করবে ? পাশের বাড়ীতে আমার ঢাকার ঠিকানাটা রেখে চলে আসবে।

আনোয়ার হোসেন নীরব হয়ে গেল। পরে নিঃশ্বাস ফেলে বললো—কারো সাথেই আর সাক্ষাত হলো না দেখছি ! চেনাজানা কেউই এখানে আর নেই !

ঃ হবে না কেন স্যার, ঢাকায় গেলেই সাক্ষাত হবে। চাই কি জালাল স্যারও এতদিন ঢাকায় পৌছে গেছেন। বড় স্যারের ওখানে গেলে সবার সাথেই সাক্ষাত হবে ইনশাআল্লাহ।

ঃ বক্শ মিয়া !

ঃ ও হ্যাঁ, জালাল স্যার যাওয়ার সময় আপনাকে একটা চিঠি দিয়ে গেছেন স্যার। বলেছেন, তোমার আনোয়ার স্যার ফিরে এলে অবশ্য অবশ্য মনে করে চিঠিটা তাঁকে দেবে।

উৎসাহিত হয়ে উঠে আনোয়ার হোসেন বললো—তাই নাকি ? কৈ, দেখি সে চিঠি ?

ঃ দিচ্ছি স্যার, দিচ্ছি-দিচ্ছি। আপনি আগে হাত মুখ ধুয়ে সুস্থির হয়ে বসুন। কতদূর থেকে এসেছেন, নাস্তাপানি খান পরে ওটা দিচ্ছি।

নাস্তাপানি অন্তে আলাবক্শ খামে আঁটা একটা চিঠি এনে আনোয়ারের হাতে দিল। বেশ মোটা একটা চিঠি। আঠা দিয়ে শক্তভাবে খামের মুখ আঁটা। ব্যস্ত হাতে খাম ছিঁড়ে আনোয়ার হোসেন দেখলো, আসলেই মস্তবড় চিঠি। জালালউদ্দীন লিখেছেঃ

প্রিয় দোস্ত,

বাদ তসলিম জানাই, অধীর আগ্রহ নিয়ে তোমার পথ চেয়ে রইলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এলেই না তুমি। তোমার আব্বার কি খবর, তাও জানতে পারলাম না। কলিকাতা থেকে একেবারে বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময় তোমার সাথে দেখা হলো না আমার, কোনো কথা হলো না তোমার সাথে—এ দুঃখ আমি সম্বরণ করতে

www.pathagar.com

পারছিনে। অনিবার্য কারণে এখনই আমাকে দেশে ফিরতে হচ্ছে বলে তামাম ব্যথা দীলে চেপে নিয়ে চলে যাচ্ছি আমি।

দোস্ত্, অত্যন্ত এক সংকটময় মুহূর্ত অতিক্রম করছি আমরা। এ সহিংস পরিস্থিতির আবর্তে কখন যে কে কোথায় মারা পড়বো আমরা—তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এছাড়াও, অতপর কে কোথায় ছিটকে পড়বো আমরা, জীবিকার ধান্দায় আর পারিবারিক প্রয়োজনে, কে কোথায় গিয়ে আটকে পড়ে থাকবো, কে জানে। যদিও আশা রাখি, ঢাকায় ফের সাক্ষাত ঘটবে আমাদের, তবু আশাটা আশাই। কোনো গ্যারান্টি নয়। তাই, অতীত আচরণে মনে যদি কোনো ব্যথা দিয়ে থাকি—সে জন্যে প্রথমেই মাফ চেয়ে নিচ্ছি।

এই সাথে আজ একটা কথা না জানালে, তোমার কাছে আমি চিরকাল অপরাধী ও অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো। উভয়ের অন্তর ছিল আমাদের এক। এক মন এক প্রাণ। অথচ একটা কথা আমি তোমার কাছে বরাবরই গোপন করে গেছি। সেটা আজ প্রকাশ না করলে ঈমানদারীতে আমার বিপুল পরিমাণে ঘাটতি থেকে যাবে। অবশ্য, এতদিন চেপে গেছি তোমারই উপহাস আর বিদ্রূপের ভয়ে। যে ঠোঁট কাটা মানুষ তুমি, উঠতে বসতে কি জ্বালাতন যে করতে, কে জানে।

দোস্ত্, তুমি ঠিকই ধরেছিলে। আমার অপেক্ষায় কোনো মেয়ের বসে থাকার যে গন্ধ তুমি পেয়েছিলে আর পরিহাসচ্ছলে এমন যে ইংগিত একটা তোমাকে দিয়েছিলাম, তা অমূলক নয়। পরিহাসের ব্যাপারও নয় আদৌ। আমি বিবাহিত। আমার স্ত্রী আছে। এ সুদীর্ঘ সময় ধরে সে আমার প্রতিক্ষায় বসে আছে। আজ আমি সর্বাগ্রে তার কাছেই যাচ্ছি।

সে কাহিনীটা আজ তোমাকে বলি। মস্তবড় কাহিনী। ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে তোমার, তবুও বলি। বিপুল সম্পত্তি পাওয়ার আশায়, আমার আব্বা গ্রামেই এক সম্পত্তিওয়ালা গৃহস্তের অশিক্ষিত মেয়ের সাথে আমার শাদি পাকাপাকি করে ফেলেন। আমি তখন এম. এ. ফাইন্যাল ইয়ারে পড়ি আর জাহানারা নাম্নী অর্নাস্ ফার্স্ট ইয়ারের এক মেয়ের সাথে রীতি মতো গেঁথে গেছি। আমার মতামতের কোনো তোয়াক্কা না রেখেই ঐ গ্রাম্য মেয়ের বাপের সাথে আমার আব্বা যথারীতি কুটুম্বিতা জুড়ে দেন আর যাতায়াত ও খাদ্দি-খাওয়া শুরু করেন।

অনেকদিন পরে বাড়ীতে এসে সব শুনার পর মাথা আমার গরম হয়ে গেল। নিজে আমি উদ্যোগী হয়ে এ শাদি ভেঙ্গে দিলাম। এতে আমার আব্বা প্রথমে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেও পাঁচজনের পাঁচ কথা শুনে কিছুটা শান্ত হলেন। অনেকেই তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, একজন এম. এ. পড়া ছেলেকে অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ের সাথে শাদি দিলে, এ শাদি দু'টো দিনও টিকবে না। এটা নিছকই একটা পাগলামী। এসব শুনে আব্বা আমার শান্ত হলেন বটে, কিন্তু তিনি আবার আর এক জিদ ধরলেন। বললেন, ছেলেকে শাদি দিচ্ছি—একথা চারদিকে জানাজানি হয়ে গেছে। আমার ঠিক করা শাদি অর যখন পসন্দ হলো না, সে নিজে পসন্দ করে শাদি

www.pathagar.com

করুক এখনই। আমার মুখ রক্ষে হোক। তার চেয়েও বড় কথা, বউ আসুক এ শূন্য বাড়ীতে। বাড়ীতে আমি বউ দেখতে চাই।

অগত্যা পাশ করার আগেই শাদি করতে হলো আমাকে। ফার্স্ট ইয়ার অনার্সের সেই মেয়ে জাহানারাকে শাদির কথা বলতেই সে আনন্দে নেচে উঠলো। তার বাপ-মায়েরাও আমার পরিচয় পেয়ে এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন। শহরে শাদি করলে গাঁয়ের মতো কুটুম্বিতা জমবে না হেতু আমার আব্বা তেমন খুশী না হলেও, বাড়ীতে বউ আসছে বুঝে তিনিও দ্বিমত করলেন না। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই শাদি হয়ে গেল আমার।

কিন্তু সমস্যাটা দেখা দিল তারপরেই। আমার শ্বশুরের একটি মাত্র ছেলে আর একটি মাত্র মেয়ে। ছেলে জয়নাল আবেদীন জর্জ এক বিদেশিণীকে শাদি করে অনেক আগেই বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল। বাড়ীর সাথে কোনো সম্পর্কই তার ছিল না। সুতরাং আমার শ্বশুর চেয়েছিলেন, ঘর জামাই রাখবেন তিনি। মেয়েকে শাদি দিয়ে বাড়ীতেই রাখবেন, শ্বশুর বাড়ীতে পাঠাবেন না। আমি গাঁয়ের ছেলে। এম. এ. পাশ করে গাঁয়ে গিয়ে থাকবো না আর শহরে একটি চাকুরী জুটিয়ে দিয়ে বাড়ীতেই আমাকে রাখবেন বিবেচনায় আমার শ্বশুর শাদিতে রাজী হয়েছিলেন। এতে করে বউকে যখন বাড়ীতে নেয়ার প্রস্তাব দিলাম, একেবারেই বেঁকে বসলেন শ্বশুর। দৃঢ় কণ্ঠে জানালেন, মেয়েকে তিনি কখনও আমার গাঁয়ের বাড়ীতে পাঠাবেন না। শ্বশুর শাশুড়ির খেদমত করার জন্যে জন্ম হয়নি তার। এ চিন্তা কখনো যেন মনে আমি না রাখি। জাহানারার কথাও তাই। জান গেলেও গাঁয়ে সে যাবে না।

মহা মুসিবতে পড়ে গেলাম। আব্বা শাদিতে রাজী হয়েছেন বাড়ীতে বউ পাওয়ার জন্যে। জাহানারা সবসময় আমার বাড়ীতে গিয়ে না থাকলেও মাঝে মধ্যে গিয়ে দু' চারদিন থাকবে, এ আশা করেছিলাম। শাদির পরে বউ বাড়ীতে না আসায় আব্বা আমার হাঁপড়ের মতো ফুঁশতে লাগলেন। অগত্যা শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরে আর জাহানরাকে বিশেষভাবে সমঝিয়ে এক সপ্তাহের কথা বলে বউকে বাড়ীতে নিয়ে এলাম। ভাবলাম, এক সপ্তাহের জায়গায় দুই সপ্তাহ কাটিয়ে দেবো কোনো মতে।

কিন্তু দু'টো দিনও গেল না। এরই মধ্যে বিগড়ে গেল জাহানারা। "এ নোংরা পরিবেশে আর এক মুহূর্তও থাকবো না, এখনই আমাকে শহরে আমার বাপের বাড়ীতে নিয়ে চলো," বলে জিদ ধরলো সে। অনেক তাকে বুঝালাম, কিন্তু ফল কিছু হলো না। আমাকে অনাগ্রহী দেখে চতুর্থ দিনের দিন একাই সে বাপের বাড়ীতে চলে এলো কাউকে কিছু না বলেই।

মাথা কাটা গেল আমার। তবু হয়তো কিছুটা সইতো। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাদের বাড়ীতে তারা যৎপরনাস্তি অপমান করলো আমাকে। ঘটনা, আমি ফার্স্ট ক্লাশ পাচ্ছি ভেবে ইতিমধ্যে আমার দু'জন সহপাঠিনী বেশ শক্তভাবে আমার পেছনে লেগেছিল। বউয়ের সাথে আমার বনিবনা হচ্ছে না, এ মওকা নিলো

www.pathagar.com

তারা। আমার স্ত্রী ও শ্বশুরের কাছে কিভাবে যেন রটে গেল, তাদেরই একজনকে শাদি করছি আমি। কথাবার্তা, বন্দোবস্ত সব পাকা। আমার দুর্ভাগ্য, এ সময় সামার ভ্যাকেশান এনজয় করার পুলকে ঐ দুই সহপাঠিনী আমার গ্রামের বাড়ীতে চলে এলো এবং আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাঁচ ছয়দিন মহানন্দে কাটিয়ে গেল।

আর যায় কোথায় ! এরপরে শ্বশুর বাড়ীতে যাওয়া মাত্র দূর দূর করে আমাকে তাড়া করলেন শ্বশুর। এ বাড়ীতে কখনো যেন আর না আসি, হুংকার ছেড়ে সে নির্দেশ দিলেন। সেই সাথে জানিয়ে দিলেন, স্বইচ্ছায় আমি জাহানারাকে তালাক না দিলে, আইনের মাধ্যমে তালাক নিয়ে জাহানারাকে তিনি সত্বর শাদি দেবেন অন্যত্র। ছেলে তৈয়ার। ঘর জামাই থাকতে সে একপায়ে খাড়া। এমত অবস্থায় জাহানারা বাপকেই পূর্ণ সমর্থন যোগালো। আমার দিকে ফিরেও তাকালো না।

শ্বশুর বাড়ীর দুয়ার থেকেই ফিরে এলাম। ভাঙ্গা মন নিয়ে সেকেন্ড ক্লাশ পাওয়ার মতো পরীক্ষা একটা দিলাম বটে, কিন্তু বাড়ীতে ঠাঁই আর হলো না। হওয়ার অবশ্য কথাও নয়। কি আর করি, ভেজ্ মণ্ডলা বলে বেরিয়ে পড়লাম পথে এবং অবশেষে এসে উঠলাম কলিকাতার ঐ পান্থশালা মেসে। ওখানেই দু' দুবার তোমাকে আমি পেলাম।

প্রিয় বন্ধু,

দৃশ্যপট এক্ষণে সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। জাহানারার সুমতি ফিরে আসায় তার আব্বা তাকে বিবাহ বিচ্ছেদের রাজী করাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত আমার পথ চেয়েই বসে থাকে সে। আমার ঠিকানা না জানায় যোগাযোগ করতে সে এযাবত ব্যর্থ হয়। লোকমুখে আগেই এ খবর আমি কিছু কিছু পাই। এরপরের খবর আরো আহামরি ! বিদেশিনীর কাছে ল্যাং খেয়ে তার ভাই জয়নাল আবেদীন জর্জ ফিরে এসেছে দেশে আর এদেশিনী একজনকে শাদি করে জেঁকে বসেছে বাড়ীতে। তাদের দাপটে আর অত্যাচারে বাপবেটি দু'জনেরই ইয়া নফসী অবস্থা। জাহানারাকে জোর করেই অন্যত্র শাদি দিয়ে বিদায় করতে চায় সে। জাহানারা রাজী না হওয়ায় তার উপর অত্যাচার আরো বেড়ে যায়। আমার কাল্পনিক ঠিকানায় বিস্তর চিঠিপত্র লিখে ফল কিছু না হওয়ায়, জাহানারা অবশেষে যেমন একা একাই আমার বাড়ী থেকে গিয়েছিল, তেমন আবার একা একাই চলে এসেছে আমার গাঁয়ের বাড়ীতে। লাথি মারলেও আর সে বাড়ী থেকে যাবে না বলে আমার আব্বা আম্মার পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়েছে। এরপর আর লাগে কি ? বাড়ীতে বউ আসুক, এইটেই আমার আব্বা আম্মার দীর্ঘদিনের কামনা। বউ পেয়ে আনন্দে তাঁরা এখন আত্মহারা।

এ ঘটনা মাস কয়েক আগের। অনেক খোঁজাখুজি করে আমার ঠিকানাটা কিভাবে যেন যোগাড় করেছেন তাঁরা। তাই তিন চার দিন আগে চিঠি পেলাম তাঁদের। বউ লিখেছে সাত পাতা চিঠি। সবটুকু আকুতি মিনতি, চোখের পানি আর

www.pathagar.com

ক্ষমা প্রার্থনায় ভরা। আব্বার চিঠি দুই পাতা। তাঁর কথা, ওরে ফিরে আয়—ফিরে আয়। বৃদ্ধ বাপ-মায়ের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দিয়ে, বাপ মায়ের কোলে ফিরে আয়।

তাই বাড়ীতে চলে যাচ্ছি। বাড়ীতে গিয়ে সবাইকে শান্ত করে রেখে ঢাকায় যাবো কাগজের কাজ খুঁজে নিতে। তুমি যদি কামরুজ্জামান স্যারের ঢাকার বাসায় কখনো আসো, তাহলে ইনশাআল্লাহ দেখা হবে আবার। অনেক বেশী লিখে ফেললাম। আর বেশী নয়। বাদবাকী মোলাকাতে। ইতি।

তোমার দোস্ত,
জালালউদ্দীন।

উঠে গেল কলিকাতার পাট। সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে ঢাকার পথ ধরলো সবাই। অতপর নতুন পরিবেশ, নতুন জীবন। যাত্রা পথের এক ফাঁকে আনোয়ার হোসেন আলাবক্‌শকে প্রশ্ন করলো—আচ্ছা বক্‌শ মিয়া, তুমি কি এখন তাহলে স্যারের কাছেই থাকবে ? মানে তোমার বড় স্যারের কাছে ?

জবাবে আলাবক্‌শ বললো—সেরেফ তা হবে কেন স্যার ? যিনি আমাকে রাখবেন, তাঁর কাছেই থাকবো। আপনি রাখলেও আপনার কাছে থাকবো, জালাল স্যার রাখলেও জালাল স্যারের কাছে থাকবো। বড় স্যারের এখন কাজ করছি, তাই তাঁর কাছে আছি।

ঃ তাই নাকি ? আচ্ছা। তা আগে তো তেমন কিছু বলোনি। আসলেই কি নিজের কোনো ঠাঁই ঠিকানা নেই তোমার ?

আলাবক্‌শ চুপ হয়ে গেল। আনোয়ার হোসেন তাকিদ দিয়ে বললো—কি হলো, চুপ করে রইলে যে ?

আলাবক্‌শ ম্লান কণ্ঠে বললো—ছিল স্যার, অল্প একটু ঠাঁই-ঠিকানা ফরিদপুরে ছিল। এখন আর কিছু নেই।

ঃ নেই কেন ?

ঃ বেহাত হয়ে গেছে স্যার। গরীব মানুষ। সামান্য একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই। আমি দেশ ছাড়া হওয়ার পর ওটা আর আমার থাকলো না। আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় এসে সেখানে উঠেছে আর কাগজ পত্র সব নিজের নামে করে নিয়েছে।

ঃ সেকি ! তুমি প্রতিবাদ করোনি ?

ঃ করে লাভ কি স্যার ? এক চিল্‌তে জমি আর একচিল্‌তে ভিটে মাটিতে খান দুই তিন খড়ের ঘর। আমি তো আর ওখানে থাকলাম না। ওরা না নিলে অন্য অপরে ওটা দখল করে নিতোই।

ঃ কেন, তুমি থাকলে না কেন ?

ঃ আমি যে দেশান্তরী হলাম। ছেড়ে দিলাম দেশ ভূঁই।

ঃ তাজ্জব ! দেশ ভূঁই ছেড়ে দিলে ? কারণ ?

ঃ সে অনেক কথা। ওসব বলতে আর চাইনে। ওসব কথা থাক স্যার।

ঃ কেন, বাধা আছে ?

www.pathagar.com

ঃ বাধা নেই। তবে বলতে গেলে সময় লাগে, কষ্ট হয়। তাই ওসব পুরানো কথার মধ্যে আর যেতে চাইনে।

ঃ আশ্চর্য ! তা এ যাবত বিয়ে শাদি করোনি কেন ? বয়সটা তো একদম গড়িয়েই গেল। বিয়ে শাদি করার কোনো আগ্রহই তো তোমার দেখলাম না কখনো। হেতুটা কি ?

ঃ স্যার।

ঃ লালাবাউল দেশে গিয়ে শাদি করে ফেললো তবু তোমার মুখে সে কথাটা নেই, কারণ কি ?

আবার নীরব হলো আলাবক্শ। কিছুক্ষণ পরে ভারী কণ্ঠে বললো—কথাটা তো ঘুরে ফিরে ঐটেই হলো স্যার। ঐটেই আমার দেশান্তরী হওয়ার কারণ।

আনোয়ার হোসেনের আগ্রহ বেড়ে গেল। বললো তাহলে সে কথাটা বলোই না বক্শ মিয়া ? শুনতে আমার বড়ই ইচ্ছে হচ্ছে।

ঃ স্যার।

ঃ ঢাকা অনেক দূরের পথ। চুপচাপ এভাবে বসে থাকার চেয়ে কথাবার্তা বললে সময়টা কাটে। তোমার কথাটাই বলো, আমি শুনি।

ঃ তা আপনি যদি একান্তই না ছাড়েন, তাহলে বলতেই হবে আমাকে। আপনার কোনো কথা কি ফেলতে পারি স্যার ?

ঃ বক্শ মিয়া !

ঃ শাদি আমি করেছিলাম স্যার। ভালবাসা করেই শাদি করেছিলাম। কিন্তু নসীবে তা টিকলো না।

সবিস্ময়ে চেয়ে আনোয়ার হোসেন বললো—কি রকম ? পাশের গাঁয়ের এক মেয়ের সাথে গভীর মুহব্বত হয় আমার। ছেলেবেলা থেকে মুহব্বত। আমার বাড়ীর পাশে তার খালার বাড়ীতে সাত আট বছর ছিল সে। তার নাম মাজেদা খাতুন। কিন্তু হাতে পায়ে ধরেও মাজেদার বাপ মা আমার সাথে মাজেদার শাদি দিতে কিছুতেই রাজী হলো না।

ঃ রাজী হলো না ? কেন ?

ঃ তাদের অবস্থা যে খুব ভাল স্যার। অনেক জমিজমা টাকা-পয়সা। আমার বলতে গেলে কিছুই নেই। লাঠালাঠি করে বেড়াই আমি। পরের দখল বহাল করি আর লেঠেলী করে খাই। আমার মতো বাউরে বেয়াড়া ছেলের হাতে মেয়ে কেন দেবেন তাঁরা, বলুন ?

ঃ হ্যাঁ, সে তো ঠিকই।

ঃ কিন্তু মেয়েটা খবরের পর খবর পাঠাতে লাগলো। আমাকে ছাড়া আর কাউকেই শাদি সে করবে না। তা বুঝতে পেরে মাজেদার বাপ অন্যখানে মাজেদার বিয়ে পাকাপাকি করে ফেললেন। মাজেদা তবু নাছোড় পিণ্ডে। শেষবারে খবর পাঠালো, এত জবর দখল করতে পারি, তবু তাকে আমি দখল করে নিতে পারছিনে কেন ? আমি গিয়ে তাকে যদি চুরি করে না আনি, সে গলায় দড়ি দেবে।

www.pathagar.com

ঃ বলো কি ! তারপর ?

ঃ আমিও যে তাকে খুবই ভালবাসতাম স্যার। তাই ফের আমাকে লাঠি হাতে নিতে হলো। কয়েকজন সাঙ্গো পাঙ্গোর পাহারায় তাকে আমি চুরি করে নিয়ে এলাম আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে শাদি করে ফেললাম।

ঃ কি সাংঘাতিক ! তারপর ? তাঁরা এর কোনো প্রতিবিধান করলেন না ? অন্ততঃ মামলা মোকর্দমা—এসব ?

ঃ জি না স্যার। জাত যাওয়ার ভয়ে তাঁরা চুপ মেরে গেলেন। মাজেদার দিকে আর ফিরেও তাকালেন না, তাকে আর বাড়ীতেও তুললেন না। মাজেদাকে নিয়ে অভাব অনটনের মধ্যেও আমি সুখেই সংসার করতে লাগলাম। গরীবের সংসার। বড়লোকের বাড়ী ছেড়ে এসে খুবই কষ্টের মধ্যে পড়ে গেল মাজেদা। তবু তার মুখের হাসি কোনোদিনই ফুরায়নি। দিনান্তে একবেলা খেয়েও সে পরম তৃপ্তির সাথে ঘর করতে লাগলো আমার।

ঃ তারপর ?

ঃ এরই মধ্যে বাচ্চা এলো মাজেদার পেটে আর সাথে সাথেই মরণ রোগে ধরলো তাকে। অনাহার আর অপুষ্টির কারণেই সে বিমারে পড়ে গেল। এরপর দিন দিন বেড়েই চললো বিমার। দু' বেলা খেতে দিতেই ঠিকমতো পারিনে, ওষুধ পথ্য যোগাবো আমি কোত্থেকে ? মাজেদার মায়ের কাছে গেলাম। তিনি খুবই আগ্রহী হয়ে উঠলেন। কিন্তু গর্জে উঠলেন মাজেদার বাপ। ফলে শাশুড়ী আবার চুপ মেরে গেলেন আর চোখের পানি ফেলতে লাগলেন। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আমার শ্বশুর অপমান করে আমাকে বিদায় করে দিলেন।

ঃ তাজ্জব ! তারপর কি হলো ?

ঃ বিমার তার আর সারলো না। ধুঁকে ধুঁকে অবশেষে মারা গেল মাজেদা। বাচ্চাটাও মারা গেল পেটেই।

আনোয়ার হোসেন চমকে উঠে বললো—বক্শ মিয়া !

নির্বিকারভাবে আলাবক্শ ফের বললো—মারা যাবার দিন দু'য়েক আগে সে আমার হাত ধরে বললো, "আমি আর বাঁচবো না। আমাকে কথা দাও—আমি মরে গেলে আমাকে ভুলে যাবে না তুমি।" আমি কথা দিলাম। বললাম, "ভুলে যাবো কি বলছো ? আল্লাহ না করুন, তেমন কিছু হলে জীবনে আমি আর বিয়ে শাদিই করবো না।" সে বললে, "সত্যি বলছো ?" আমি বললাম, "সত্যি সত্যি, একদম সত্যি"। এরপর তার মুখে যে খুশী ফুটে উঠলো—তা আর বলে বুঝাতে পারবো না স্যার। মনে হলো, গোটা বেহেশতটাই যেন হাতে পেয়ে গেল সে।

ঃ সোবহান আল্লাহ। তাই তুমি শাদি আর করোনি ?

ঃ করি কি করে স্যার ? আমি যে তার অন্তিম সময়ে কথা দিয়েছি তাকে। বড় লোকের মেয়ে। আমাকে ভালবেসে এত কষ্ট করতে পারলো সে, আর আমি তার অন্তিমকালে দেয়া কথাটা রাখবো না ?

ঃ বলো কি বক্শ মিয়া !

www.pathagar.com

বক্‌শ মিয়া আর কিছু বললো না। তার দু' চোখ থেকে দু'টি বড় বড় অশ্রু পিণ্ড গড়িয়ে পড়লো কেবল। আনোয়ারও আর কোনো প্রশ্ন করলো না। হুঁশ বুদ্ধি কম আলাভোলা এ অভাজনের ঈমান আর অন্তর দেখে আনোয়ার হোসেন বোবা বনে গেল। এই সাথে তার মনে পড়লো জালালউদ্দীনের কথা। ভাবতে লাগলো, সমুদ্রের অতল তলের মতো কিছু কিছু মানুষের ভেতরটা বাইরের চেয়ে কতই না রহস্যময় !

২১

বিপুল প্রাণ চাঞ্চল্য পয়দা হয়েছে পূব বাংলায়। জনতার ভিড় উপচে পড়ছে পথে ঘাটে। নব জীবনের ঢেউ লেগেছে সর্বত্র। আযাদীর আনন্দে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে আবালবৃদ্ধবণিতা। মাঝে মাঝেই তকবির ধ্বনীর সাথে ধ্বনী উঠছে, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। দল বেঁধে হল্লা করছে যুবা-কিশোর-শিশুরা। শিশু-কিশোরদের হাতে হাতে চাঁদ তারা খোচিত ছোট ছোট পতাকা। সপুলকে গাইছে—'উড়াও-উড়াও মোদের কওমী নিশান'। অনুরূপ বড় বড় কওমী নিশান পৎ পৎ করে উড়ছে বিভিন্ন অট্টালিকার চূড়ায় আর বড় বড় রাস্তা পথের বাঁকে মোড়ে। অনুষ্ঠিত হচ্ছে সখের মেলা, নৌকা বাইচ ও নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। মিলাদ মহফিলের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করছে গ্রাম গঞ্জের মুসল্লিরা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কাতারবন্ধ উদ্বোধনী সংগীত ঃ

"পাকিস্তান জিন্দাবাদ পাকিস্তান জিন্দাবাদ,
পাকিস্তান জিন্দাবাদ–জিন্দাবাদ।
পুরব বাংলার শ্যামলিমায়,
পঞ্চ নদীর তীরে অরুণিমায়,
ধূসর সিন্ধু মরু সাহারায়,
ঝাণ্ডা জাগে যে আযাদ।।
......................"

পথে ঘাটে, বাজার বন্দর আর শহর নগরে—সর্বত্রই এসব দৃশ্য দেখতে দেখতে আর এসব ধ্বনী শুনতে শুনতে ঢাকায় এসে হাজির হলো আনোয়ার হাসেন ও তার সঙ্গীরা। কামরুজ্জামান সাহেবের বাসায় এসে হাজির হলে আনোয়ারকে দেখে শশব্যস্তে ছুটে এলেন কামরুজ্জামান সাহেব। সালামের জবাব দিয়েই ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—এই যে আনোয়ার, তুমি এসেছো ? খবর কি ? তোমার আব্বার খবর কি ?

জবাবে আনোয়ার হোসেন হাসি মুখে বললো—ভাল আছেন স্যার। আব্বা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ। দীর্ঘদিন যাবত তুমি ফিরে না আসায়, এ নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিলাম আমরা। এসো–এসো, ভেতরে এসো।

ভেতরে এসে হাত মুখ ধুয়ে সুস্থির হয়ে বসলে কামরুজ্জামান সাহেব এসে প্রশ্ন করলেন—ওদিকের সব চুকিয়ে দিয়ে এসো তো ? দেখা করেছিলে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের সাথে ?

www.pathagar.com

ঃ জি স্যার, করেছি। আমি ফিরে যাওয়ার আগেই সবকিছু চুকেবুকে গেছে। চেনাজানা জনদেরও সাক্ষাত পাইনি কারো।

ঃ খুবই স্বাভাবিক। এরপরেও ঐ বিভূঁইয়ে আর কে থাকবে, বলো ? যথা সত্বর সম্ভব সবাই ফিরে আসছে স্বদেশে আর নয়া ঠিকানায়। ওখানে এখন কোনো পরিচিত মুসলমানদের সাক্ষাত পাওয়া কঠিন।

ঃ জি স্যার, তাই দেখলাম। তা জালালউদ্দীনের কি খবর স্যার ? সে এখন কোথায় ?

ঃ জালালউদ্দীন এক্ষণে বাড়ীতে। ভাল একটা কাগজে কাজ পেয়েছে সে। কিছুদিন পরেই এসে যোগ দেবে কাজে।

ঃ তাই নাকি স্যার ? ইতিমধ্যেই তাহলে সে ঢাকায় এসেছিল ?

ঃ হ্যাঁ, কয়েকদিন আগেই এসেছিল আর আমার এখানে দিন দুয়েক থেকেও গেছে। কিছুদিন পরেই আবার প্রস্তুত হয়ে চলে আসবে। তখন নিশ্চয়ই তোমার দেখা হবে তার সাথে।

জালালউদ্দীনের পারিবারিক বিষয় সম্বন্ধে স্যার কিছু জানেন কিনা, জিজ্ঞেস করতে গিয়েও আনোয়ার হোসেন থেমে গেল। জালালউদ্দীন নিজে যদি এখনো তা প্রকাশ করে না থাকে, তাহলে সে প্রসঙ্গ আগেই তোলা সমীচিন হবে না বোধে আনোয়ার হোসেন অন্য প্রসঙ্গে গেল। বললো–অনেক দিন যাবত পাড়া গায়ে থাকায় ভাসা ভাসা খবর ছাড়া বিস্তারিত কিছুই জানিনে। রাজনৈতিক এ ফায়সালাটা কেমন করে আর কিভাবে হলো স্যার ?

কামরুজ্জামান সাহেব মুখ তুলে বললেন—রাজনৈতিক ফায়সালা মানে ঐ দেশ বিভাগের কথা বলছো ?

ঃ জি–জি। পাকিস্তান পেলাম, পূর্ব পাঞ্জাব আর পশ্চিম বাংলা বেরিয়ে গেল, তাও জানলাম। কিন্তু সবই উড়ো উড়োভাবে। কিভাবে এসব হলো, সঠিক আর বিস্তারিত কিছুই জানা নেই।

ঃ ৩রা জুনের ঘোষণার কথা তো জানো ?

ঃ জি–জি। শুনতে শুনতে গেলাম আর কাগজেও পড়লাম।

ঃ তাহলে আর বিস্তারিত জানার কিছু নেই। পরবর্তী ঘটনাবলী সবই গতানুগতিক ঘটনা।

আসলেই অতপর গতানুগতিকভাবেই ঘটে গেল সবকিছু। ৩রা জুনের পরিকল্পনা অনুসারে বৃটিশ পার্লামেন্ট ১৫ই জুলাই তারিখে 'ভারতের স্বাধীনতা আইন' (Independence Act of India) পাশ করলো। এ আইন মোতাবেক ভারতে বৃটিশ রাজত্বের অবসান ঘটলো। সৃষ্টি হলো ১৪ই আগষ্ট তারিখে পাকিস্তান ও ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারত ডোমিনিয়ন নামক দু'টি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র। বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের আইন সভার সদস্যগণ প্রদেশদ্বয়কে দ্বিখণ্ডিত করার পক্ষে ভোট দিলে, পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাঞ্জাব যোগ দিলো ভারত ডোমিনিয়নের সাথে। উত্তর-পশ্চিম

www.pathagar.com

সীমান্ত প্রদেশ, সিলেট ও বেলুচিস্তান পাকিস্তানের সাথে যোগ দেয়ার রায় দিলে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব, পূর্ব বাংলা আর আসাম প্রদেশের সিলেট জিলার অধিকাংশ স্থান নিয়ে গঠিত হলো পাকিস্তান। বৃটিশ ভারতের অবশিষ্ট অংশগুলো ভারত ডোমিনিয়নের অন্তর্গত হলো। দেশীয় রাজ্যগুলীর শাসকগণকে দেয়া হলো দুই রাষ্ট্রের যে কোনোটিতে যোগ দেয়ার বা স্বাধীন থাকার অধিকার। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের আর কায়েদে-ই-আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের বড় লাট, অর্থাৎ গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হলেন। ৩রা জুনের ঘোষণার উপর ভিত্তি করে ধারাবাহিক প্রক্রিয়াতেই হয়ে গেল সবকিছু।

এ পর্যন্ত বলে কামরুজ্জামান সাহেব থামলে, আনোয়ার হোসেন বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো—মাউন্ট ব্যাটেনকে তাঁরা গভর্নর জেনারেল বানালেন কেন স্যার ?

কামরুজ্জামান সাহেব বললেন—তাঁরা বুদ্ধিমান। এ ভাগাভাগির সময় মাউন্টব্যাটেনকে কিছুদিন তাঁদের গভর্নর জেনারেল করে রাখলে অনেক সুবিধে পাবেন তাঁরা, এ বিবেচনায় বানালেন।

আনোয়ার হোসেন সঙ্গে সঙ্গে বললো—তাহলে তো কিছুদিনের জন্যে মাউন্টব্যাটেনকে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল করে রাখা উচিত ছিল স্যার, না কি বলেন ?

কামরুজ্জামান সাহেব সাগ্রহে বললেন—অবশ্যই তা ছিল। কংগ্রেসের সভাপতি নেহরু মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের বড়লাট হওয়ার প্রস্তাব দিলে, মাউন্টব্যাটেন খুশী হয়েই তাতে রাজী হলেন। মাউন্টব্যাটেন মুসলিমলীগের সভাপতি জিন্নাহ সাহেবের পক্ষ থেকেও এরূপ প্রস্তাব আশা করেছিলেন। কিন্তু মুসলিমলীগ জিন্নাহ সাহেবকে বড়লাট পদে নিয়োগ করার প্রস্তাব করলে, জিন্নাহ সাহেব সে প্রস্তাব গ্রহণ করে পাকিস্তানের বড়লাট হলেন, মাউন্টব্যাটেনকে সে প্রস্তাব দিলেন না। স্বাভাবিকভাবেই এতে মাউন্টব্যাটেন কিছুটা নাখোশ হলেন, যা আমাদের জন্যে কখ্খনো কল্যাণকর নয়।

ঃ সেতো বটেই স্যার !

ঃ আমরা অনেকেই মনে করেছিলাম, সুশৃঙ্খলার সাথে ক্ষমতা হস্তান্তর, সম্পত্তির ন্যায্য বণ্টন আর দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে শুরুতে উভয় রাষ্ট্রের একজন গভর্নর জেনারেল হলে খুবই ভাল হয়। স্যার সেরিল র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে যে সীমানা কমিশন গঠিত হলো, সেই সীমানা কমিশন দু' রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণের বেলায় বিশেষ হেরফের করতে পারবে না। অনেকের এও চিন্তা ছিল যে, এতে করে কাশ্মীরকে পাওয়াটা সহজতর হবে। কিন্তু কি জানি কি বুঝে মুসলিম লীগ সভাপতি জিন্নাহ সাহেব এসব চিন্তায় গেলেন না। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল পদে নিজেই অধিষ্ঠিত হলেন।

ঃ স্যার !

ঃ এখন আমাদের চিন্তাই বাস্তবে প্রতিফলিত হওয়া শুরু হয়েছে। মাউন্টব্যাটেন যখন একমাত্র ভারত রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব বহন করছেন, তখন স্বভাবতঃই তিনি তাঁর

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের, অর্থাৎ একমাত্র ভারতের স্বার্থের প্রতিই নজর রাখবেন আর পাকিস্তানের স্বার্থের প্রতি উদাসীন থাকবেন—এটাই তো কথা। তাই তিনি রয়েছেন।

কামরুজ্জামান সাহেবের মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ মলিন হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ আর কোনো কথা বললেন না। মুখ নীচু করে চুপ করে রইলেন।*

স্যারকে নীরব হয়ে থাকতে দেখে আনোয়ার হোসেন নিঃশ্বাস ফেলে বললো—জিন্নাহ সাহেবের এ অদূরদর্শিতা আর ক্ষমতা লিপ্সার ফলে আরো যে কি ঘটে, কে জানে।

কামরুজ্জামান সাহেব মৌনতা ভঙ্গ করে বললেন—ওসব কথা থাক। যা হবার তা হবেই। আমরা ভেবে তা রদ করবো কি করে? এবার তোমার কথা বলো। তুমি কি এখনই কোনো কাজ পেতে চাও?

আনোয়ার হোসেন ইতস্ততঃ করে বললো—তা স্যার, কাজ যখন একটা কিছু করতেই হবে, বাড়ীতে গিয়ে সংসার দেখা সম্ভব নয়, তখন সুবিধে মতো কোনো কিছু পেলে মন্দ কি!

ঃ কিন্তু সুবিধে মতো, অর্থাৎ তোমার উপযুক্ত কাজতো ঠিক এ মুহূর্তেই পাওয়া কঠিন। সবেমাত্র স্বাধীন হলো দেশ। কোনো কিছুই পুরোপুরি সুসংহত হয়নি। তাই আমি ভাবছিলাম, কিছুদিন পরে এলে তোমাকে একটা বড় ধরনের সরকারী চাকুরী পাইয়ে দেয়ার চেষ্টা করে দেখতে পারতাম।

ঃ তাহলে তাই হবে স্যার। কিছুদিন পরেই আসবো। চাকুরীর জন্যে কোনো কিছু তো ঠেকা নেই আমার। তাড়াহুড়ার কি দরকার?

ঃ তাহলে তাই এসো। চেষ্টা করে দেখে যদি পসন্দমতো কোনো বড় চাকুরী আদৌ না জোটাতে পারি, কলেজ ইউনিভারসিটির দুয়ার সবসময়ই খোলা থাকবে তোমার জন্যে। দেশ ভাগ হওয়ার ফলে অনেক বড় বড় অধ্যাপকেরা ইতিমধ্যেই ওপারে চলে গেছেন আর আজও যাচ্ছেন। অনেক পদ খালি হয়ে গেছে আর যাবে। তোমার মতো ব্রিলিয়ান্ট ক্যাণ্ডিডেট্ পেলে তো কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে সেসব স্থানে।

ঃ স্যার!

ঃ সাহিত্যেও হাত আছে তোমার। নিদেন পক্ষে শিক্ষকতার সাথে সাহিত্য কর্মও যদি চালিয়ে যাও তুমি, সেটাও তোমার জন্যে অগৌরবের হবে না।

ঃ জি স্যার, জি-জি। ওদিকেই টান আমার বেশী।

ঃ তাহলে তাই করো। এসেছো যখন, দু' চারদিন থেকে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াও। ঢাকার নয়া চেহারা দেখে যাও। এরপর বাড়ীতে গিয়ে কিছুদিন থেকে আবার এসো। বেশী দেরী করবে না। মাসখানেকের মধ্যেই ফিরে আসা চাই।

---

* উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে হায়দ্রাবাদ ও জুনাগড় নামক দু'টি মুসলমান দেশীয় রাষ্ট্র ভারত "ভারতের স্বাধীনতা আইন" এর বিধান অস্বীকার করে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার অজুহাতে দখল করে ফেলে। অথচ কাশ্মীরের বেলায় ভারত গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করে এর অধিকাংশ এলাকা জবর দখল করে নেয়। সীমানা নির্ধারণ করার সময় সীমানা কমিশন অন্যায়ভাবে মুসলমান অধ্যুষিত কয়েকটি অঞ্চল ভারত ডোমিনিয়নের সাথে জুড়ে দেয়। পাকিস্তানের আপত্তিতে কেউ কর্ণপাত করে না বা পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলারও কেউ থাকে না।

www.pathagar.com

ঃ জি স্যার, তাই আসবো।

ঢাকা থেকে পুনরায় বাড়ীতে ফিরে এলো আনোয়ার হোসেন। ছেলে তাঁর অতি সত্ত্বর বাড়ীতে ফিরে এলো দেখে, যারপর নেই খুশী হলেন আনোয়ার হোসেনের আব্বা আকমল হোসেন সাহেব। এবারও আনোয়ার বেশ কিছুদিন বাড়ীতেই থাকবে শুনে আনন্দের মাত্রা তাঁর আরো বহুৎ গুণে বেড়ে গেল। কিন্তু ফাঁপড়ে পড়ে গেল আনোয়ার হোসেন। কয়েকটা দিন না যেতেই হাঁপিয়ে উঠলো সে। দিন আর তার কাটে না। আগেরবার তার দিন কেটেছে বেঘোরে। বিপন্ন পিতাকে নিয়ে উদ্বিগ্নতা আর বিধ্বস্ত সংসারটা দাঁড় করানোর ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে। আজ আর তার করার কিছুই নেই। সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত অখণ্ড অবসর। অবসর মানেই চিন্তা। চিন্তা মানেই নূরমহল।

দৌড়াদৌড়ি আর উদ্বিগ্নতার মাঝে নূরমহলকে নিয়ে অধিক চিন্তা করার অবসর বেশ কিছুদিন হলো তার হয়নি। আজ সে বসে বসে কেবলই ভাবতে লাগলো নূরমহলের কথা। ভেবে ভেবে কেবলই নেতিয়ে পড়তে লাগলো। ভাবতে লাগলো, কোথায় গেল নূরমহল ? তাকে একদম পথে বসিয়ে রেখে এমন নির্বিকার চিত্তে সে সরে পড়লো কোথায় ? আমাইগাছী হাই স্কুলের পিয়ারবানু আমাই গাছীতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এক যুগ কাল আর দেখা সাক্ষাত না থাকায়, আনোয়ারের চিত্তে পিয়ার-বানুর স্মৃতি ম্রিয়মান হয়ে এসেছিল। চিত্ত বৈকল্যের ব্যাপার তাতে কিছু ছিল না। এক যুগ পরে হঠাৎ সে আবার দেখাই বা দিলো কেন আর দিনে দিনে তাকে এমন দেউলিয়া করে দিয়ে ফের কেটেই বা পড়লো কেন ? কি প্রয়োজন ছিল তাকে নিয়ে নূরমহলের এ ছিনিমিনি খেলার ? এটা কি কেবলই একটা সখ ছিল তার ?

একটার পর একটা প্রশ্ন জাগতে লাগলো আনোয়ারের অন্তরে। প্রশ্ন জাগতে লাগলো, দোষটা কি কেবলই নূরমহলের ? আনোয়ারের এতে কি কোনো হাতই নেই? মালতীকে নিয়ে তার ঐ মাতামাতিটা বিলকুলই কি এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপার ? নূরমহলের মন এতে বিষিয়ে যাওয়াটা কি কেবলই অন্যায় ? নূরমহলের একতরফা জিদ আর অহংকার ? ভাবতে লাগলো, মালতী মিত্রের আজ শাদি হয়ে গেছে। অবসান ঘটেছে সেই শংকা আর সন্দেহের। এরপরেও কি নূরমহলের বিভ্রান্তি কাটেনি? মনে কি তার ভিন্ন কোনো স্রোত পয়দা হয়নি ?

আনোয়ার হোসেন ভাবছে, কে জানে কি ঘটেছে অতপর। নুরমহলের সাথে অতপর আর তার সাক্ষাতই ঘটলো না। নূরমহলের সর্বশেষ অনুভূতিটা আঁচ করা হলো না। আনোয়ারের পরিপূর্ণ পরিচয়টাও সে বেচারী পেলো না। হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

অদৃশ্য হয়ে গিয়ে সে দায় এড়িয়ে বাঁচলো। কিন্তু আনোয়ারের এখন প্রাণান্ত অবস্থা। আনন্দ মুখর পিতাসহ প্রতিবেশী, শুভাকাঙ্ক্ষী—সবাই আবার উঠে পড়ে লেগেছেন তাকে শাদি করানোর জন্যে। সকাল সন্ধ্যা সকলে এ জ্ঞানই দিচ্ছেন যে,

www.pathagar.com

নিঃসঙ্গ জীবন একটা অভিশাপ। অবিবাহিত জীবন অসম্পূর্ণ জীবন। জীবনটা পরিপূর্ণ আর আনন্দঘন করে তুলতে চাই একজন সঙ্গিনী। সুখ দুঃখের অংশ নেয়ার সুপ্রিয়া সঙ্গিনী।

উঠতে বসতে সকলের কি তৎপরতাই না শুরু হয়েছে এ নিয়ে! পাখি পড়ানোর মতো তাকে বুঝাতে শুরু করেছে। কিন্তু সে আর তা বুঝবে কি? সুপ্রিয়া সঙ্গিনীর সংজ্ঞাটাই যে ভুলে গেছে সে। তার পেয়ারের পিয়ারবানুরও যদি শেষমেষ এ আচরণই হয়, তাহলে এর চেয়ে সুপ্রিয়া সঙ্গিনী আর কোথায় পাবে সে? অন্তরের এত কাছে আসার পরও নূরমহল যদি এমন নির্মমভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারে, তাহলে আর কিসের তার বাঁধন আর কিসের তার বাড়ন!

ভাবতে ভাবতে আনোয়ার হোসেন শক্ত হয়ে গেল। বসে বসে অলস ভাবনা ছেড়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। নূরমহলদের খোঁজ নেই, তারা নিখোঁজ। নিখোঁজ হয়ে যাবে কোথায় তারা? বিনিময় করে এসেছে অর্থ, এ দেশেই এসেছে। খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে সন্ধান তাদের। খোঁজ করার সহজ পথ কলিকাতায় আবার ফিরে যাওয়া। বিনিময়কারী ঐ ভবানী শংকর বাবুর সাথে সাক্ষাত করা। নিশ্চয়ই তিনি ইতিমধ্যে পুরী থেকে ফিরেছেন। তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেই নূরমহলদের পূব বাংলার ঠিকানাটা নিশ্চিতভাবে পাওয়া যাবে।

আনোয়ার হোসেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলো। নূরমহলের সাথে শেষবারের মতো সাক্ষাত সে করবেই। তার মতিগতি চূড়ান্তভাবে যাচাই করে দেখবেই। ফলাফল বিপরীত হলে, সে পুরোপুরি ইতি টানবে এ অর্থহীন প্রসঙ্গের। নূরমহল চুলোয় যাক। পিয়ার-বানুর স্মৃতিটুকু বুকে নিয়েই সে জিন্দেগীটা কাটিয়ে দেবে খোশ হালে।

পিতাকে সমঝিয়ে রেখে কয়েকটা দিনের জন্যে কলিকাতায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে তৈয়ার হলো আনোয়ার। রাত পোহালেই রওনা হওয়ার জন্যে গুছিয়ে নিলো সবকিছু। এ মুহূর্তে ঘটলো ফের এক বিঘ্ন। আগাইগাছী হাইস্কুল এ অঞ্চলের একমাত্র হাইস্কুল। সেই স্কুলের নতুন মুসলমান হেড্ মাষ্টার সাহেব এসে হাজির হলেন শেষ বিকেলে। সালাম বিনিময় অন্তে আনোয়ারকে বললেন—স্যার, আগামী পরশু আমাদের স্কুলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। অনুগ্রহ করে ঐ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্রধান মেহমান হবেন আপনি, আমি এ দাওয়াত নিয়ে এসেছি।

শুনেই আনোয়ার হোসেন বাধা দিয়ে বললো—না-না, তা হবে কি করে? আগামীকালই আমি জরুরী কাজে কলিকাতায় যাচ্ছি। ফিরবো কয়েকদিন পরে। আমি তো আপনার দাওয়াত কবুল করতে পারবো না।

হেড মাষ্টার সাহেব বিনীত কণ্ঠে বললেন—করতেই হবে স্যার! ছাত্র-শিক্ষক সহ ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণ সবাই আপনাকে চান। আপনি ঐ স্কুলের কৃতি ছাত্র। বর্তমানে খ্যাতিমান অধ্যাপক মানুষ। আপনার মতো এতবড় বিদ্বান্ আর সুযোগ্য লোক এ এলাকায় একজনও নেই। তাই প্রধান মেহমান হিসাবে আপনাকে পাওয়ার জন্যে সকলেই খুব উদগ্রীব। সকলের পক্ষের অনুরোধ নিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি স্যার। দয়া করে আমাদের নিরাশ করবেন না।

আনোয়ার হোসেন ইতস্ততঃ করে বললো—কিন্তু আমি যে আগামীকালই রওনা হবো বলে তৈয়ার হয়ে আছি।

ঃ দু'টো দিন পরে যান স্যার। অনুষ্ঠানটা পার করে দিয়ে তার পরের দিনই রওনা হোন। আমাদের সকলের মুখ চেয়ে দু'টো দিন অপেক্ষা আপনাকে করতেই হবে স্যার।

হেড্ মাষ্টার সাহেব বিশেষভাবে অনুরোধ করতে লাগলেন। আমাইপাড়া হাই স্কুলের প্রসঙ্গ উঠাতে আনোয়ার হোসেনও ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলো। নূরমহল তথা পিয়ারবানুর স্মৃতি বিজড়িত এ হাই স্কুল তাকে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই হাতছানি দিয়ে টানছে। ভাবছিল, এক ফাঁকে একবার সে যাবেই সেখানে বেড়াতে। দেখে আসবে কেমন আছে অতীতের সেই হাই স্কুল আর স্মৃতিঘেরা বাবুদের সেই পেয়ারা বাগান। হেড্ মাষ্টার সাহেবের নিরন্তর অনুরোধে আনোয়ার হোসেন অবশেষে রাজী হলো সাগ্রহেই। যথা দিনে যথা সময়ে হাজির হওয়ার ওয়াদা দিয়ে সে বিদায় করলো হেড্ মাষ্টার সাহেবকে।

যথা দিনে যথা সময়ে শুরু হলো অনুষ্ঠান। এগিয়ে চললো সমারোহে। প্রধান অতিথি হিসাবে আনোয়ার হোসেনের ভাষণে মোহিত হলো দর্শক শ্রোতৃমণ্ডলী। ধন্য ধন্য রব উঠলো মুখে মুখে। বিপুল আনন্দ আর উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শেষ হলো কর্মসূচী। দর্শক শ্রোতৃমণ্ডলী অতপর পথ ধরলো নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে। মেহমানদের আপ্যায়ন শেষ হলে তাঁরাও একে একে বিদায় নিতে লাগলেন। আনোয়ারও বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো বিদ্যালয়ের কক্ষ থেকে। কিন্তু সে সরাসরি গৃহের পথ ধরলো না। বাবুদের পেয়ারা বাগান এখানে আসার পর থেকেই তাকে অবিরাম টানছে। এ ইস্কুলে এসে সেই পেয়ারা তলা একবারও সে যাবে না, দেখবে না তার জিন্দেগীর অবিস্মরণীয় স্মৃতি জড়িত স্থানটি, এটা ভাবতেই পারে না আনোয়ার। সকলের অলক্ষ্যে সে চলে এলো পেয়ারা তলায়।

সেই পেয়ারা বাগান আজ আর সেই অবস্থায় নেই। অনেক পেয়ারা গাছ বুড়ো হয়ে মরে গেছে। কিছু কিছু গাছ বিশীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে হেথা হোথা। নতুন কিছু গাছ বাগানটার অস্তিত্ব কোনো মতে ধরে রাখলেও, অতদবিরে অবহেলায় বাগানটি একটি বিরাণ বাগানে পরিণত হয়েছে। গরু ছাগল নির্বিবাদে চড়ে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। ঘাসের সাথে পাতা খাচ্ছে নতুন গাছের।

বাগানে ঢুকে আনোয়ার হোসেন কিঞ্চিৎ ঘুরে ফিরে বাগানটা দেখলো। এরপর এগুতে লাগলো সেই স্মৃতিঘেরা স্থানটির দিকে। যেখানে পেয়ারা গাছে চড়ে তার পিয়ার বানু তথা নূর মহল ডাল ভেঙ্গে পড়েছিল মাটিতে, সেই জায়গার দিকে। স্কুলে যাওয়ার রাস্তার ধারে জায়গাটা। সেদিকে কিছুটা এগিয়ে আনোয়ার হোসেন দেখতে পেলো, সেখানে এক বুড়ো পেয়ারা গাছের গোড়ায় গায়ে-মাথায় চাদর দিয়ে চুপচাপ বসে আছে কে যেন এক লোক। আরো কিছুটা এগিয়ে সে সবিস্ময়ে দেখলো, চাদর নয়, ঘিয়ে রংয়ের উড়না। আরো দ্রুত এগিয়ে এসে দেখলো, লোকটি একটি তরুণী। স্কুলে যাওয়ার রাস্তার দিকে মুখ করে বসে আছে চুপচাপ। তরুণীটি গভীরভাবে

www.pathagar.com

চিন্তামগ্না ছিল। আনোয়ারের পদ শব্দ কানেই তার এলো না। কাছে এসে আনোয়ার হোসেন "কে ?" বলে আওয়াজ দিলে, মুখ ফেরালো তরুণী। সে মুখ দেখামাত্র উলট পালট হয়ে গেল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ! একাকার হয়ে গেল সৃষ্টি স্থিতি লয় ! বিলুপ্ত হলো আনোয়ারের হুঁশ-বুদ্ধি-অস্তিত্ব। এ মুখ তার পিয়ারবানুর। এ তরুণী নূরমহল।

আনোয়ারকে দেখেই নূরমহল তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো উল্লাসে। কিন্তু আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়েই কাঁপ ধরলো তার শরীরে। থর থর করে কাঁপতে লাগলো তার ওষ্ঠদ্বয়। আবেগের আধিক্যে কোনো কথাই সেই মুহূর্তে তার মুখ থেকে বেরুলো না।

আনোয়ার হোসেনও নিমেষখানেক অবশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো হতবুদ্ধি অবস্থায়। অতপর সম্বিতে ফিরে এসেই প্রশ্ন করলো—একি ! আপনি ! আপনি এ আমাইগাছীতে।

শক্তি সঞ্চয় করে নূরমহল ক্ষীণকণ্ঠে বললো—বিনিময় সূত্রে আমরা এখানে এসেছি।

ঃ বিনিময় সূত্রে !

ঃ আমাইগাছী জমিদারের এক অংশের সাথে বিনিময় করে এসেছি আমরা। টাকাও লেগেছে নগদ।

ঃ সে কি ! বিনিময় করে এখানে এসেছেন ?

ঃ এটা আমাদের পুরানো জায়গা। পুরানো স্মৃতির টানে এসেছি।

ঃ বলেন কি ! কবে এসেছেন ?

ঃ গত পরশু। কাগজে গোলমাল থাকায় এতদিন আমরা বাড়ীর দখল পাইনি। গত পরশু পেয়েছি।

ঃ কি তাজ্জব ! তাহলে কোথায় ছিলেন এতদিন আপনারা ?

ঃ ঢাকায়।

ঃ কি অসম্ভব ! কি বিচিত্র ! তা আপনি এখানে এ পেয়ারা তলায় বসে আছেন কেন ?

আবার থর থর করে কেঁপে উঠলো নূরমহলের দুই ঠোঁট। বললো—আপনার অপেক্ষায়।

ঃ আমার অপেক্ষায় !

ঃ আপনার সাক্ষাত পাওয়ার আশায়।

ঃ আমার সাক্ষাত ? তাহলে এখানে এসে বসে আছেন কেন ? স্কুলে গেলেই পারতেন ? অনেক মেয়েছেলেই ফাংশানে এসেছিল। ওখানে গেলেই তো দেখা হতো আমার সাথে ?

নূরমহল ফের থামলো। এরপরে ভারী কণ্ঠে বললো—তাতে তো আপনার বাহিরটাই দেখতে পেতাম কেবল, ভেতরটা কিছুই দেখতে পেতাম না।

বলতে বলতেই নূরমহলের দু' চোখ ভরে গেল অশ্রুতে। আনোয়ার হোসেন বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো—কি রকম ?

ঃ পিয়ারবানুর স্মৃতি আপনার দীলে আজও টিকে আছে কিনা, তাতো জানতে পারতাম না। যদি টিকে থেকে থাকে, তাহলে আপনি আসবেনই একবার এখানে সেই

www.pathagar.com

স্মৃতির টানে, না এসে পারবেন না। সেই আশাতেই বসে আছি। যদি না আসেন, তাহলে তো পিয়ারবানু দীলে আপনার বেঁচে নেই। আপনাকে দেখে আর লাভ কি হবে আমার?

আনন্দে আত্মহারা হয়ে আনোয়ার হোসেন বললো—তাই নাকি? তাই? সত্যি বলছেন?

নূরমহলের চোখ থেকে পানির ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগলো এবার। কান্নাজড়িত কণ্ঠে সে বললো—এখন দেখছি, এত জুলুম করার পরও পিয়ারবানু হারিয়ে যায়নি অন্তর থেকে আপনার। এ অভাগী আজও বেঁচেই আছে সেখানে।

আনোয়ার হোসেন বিহ্বল কণ্ঠে ডাকলো—পিয়ারবানু!

ঃ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে দু' হাতে মুখ ঢাকলো পিয়ারবানু।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

নাম ঃ

শফীউদ্দীন সরদার

জন্মঃ

ইং ১৯৩৫ সনে নাটোর জেলার নাটোর থানার

হাটবিলা গ্রামে।

বর্তমান ঠিকানা ঃ

উত্তুলপাড়া, পোঃ+জেলা-নাটোর ঃ ৬৪০০

ফোন ঃ ০৭৭১-২২৯০।

শিক্ষাঃ

ইং ১৯৫০ সনে মেট্রিকুলেশন।

অতঃপর-আই.এ.; বি.এ. (অনার্স);

এম.এ. (ইতিহাস); এম.এ. (ইংরেজী);

বি.এড. (ঢাকা); ডিপ-ইন্-এড্ (লন্ডন)।

কর্মজীবন ঃ

প্রাক্তন অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।

সখ ঃ

প্রাক্তন মঞ্চাভিনেতা, নাট্যপরিচালক ও রেডিও

বাংলাদেশ নাট্যকার, শিল্পী ও নাটক প্রযোজক।

সাহিত্যঃ

উপন্যাস (ঐতিহাসিক)

১। বখতিয়ারের তলোয়ার - মদীনা পাবলিকেশন্স

২। গৌড় থেকে সোনার গাঁ - আধুনিক প্রকাশনী

৩। যায় বেলা অবেলায় - মদীনা পাবলিকেশন্স

৪। বিদ্রোহী জাতক - বাংলা সাহিত্য পরিষদ

৫। বার পাইকার দুর্গ - আধুনিক প্রকাশনী

৬। রাজবিহঙ্গ - আধুনিক প্রকাশনী

৭। শেষ প্রহরী - মল্লিক ব্রাদার্স (কলিকাতা) মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা)

৮। প্রেম ও পূর্ণিমা - আধুনিক প্রকাশনী

৯। বিপন্ন প্রহর - আধুনিক প্রকাশনী

১০। সূর্যাস্ত - বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি

১১। পথহারা পাখী - বাড় পাবলিকেশন্স

১২। বৈরী বসতি - আধুনিক প্রকাশনী

১৩। অন্তরে প্রান্তরে - আধুনিক প্রকাশনী

১৪। দাবানল - আধুনিক প্রকাশনী।

১৫। ঠিকানা - আধুনিক প্রকাশনী

উপন্যাস (সামাজিক)

১। শীত বসন্তের গীত - প্রকাশিত

২। অপূর্ব অপেরা - খন্দকার প্রকাশনী

৩। চলন বিলের পদাবলী - পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত

৪। পাষাণী - বাড় পাবলিকেশন্স।

নাটক

১। গাজী মন্ডলের দল - প্রকাশিত

২। সূর্যগ্রহণ - প্রকাশিত

৩। বনমানুষের বাসা - প্রকাশিত

৪। রূপনগরের বন্দী - পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত

রম্য রচনা

১। ঘাসকাটা গপ্প - প্রকাশিত

২। চার চান্দের কেচ্চা - যন্ত্রস্থ

রূপকথা

১। সুলতানার দেহরক্ষী - প্রকাশিত

কবিতা

১। সার্বজনীন কাব্য (কবিতাগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত)

www.pathagar.com